CONTENTS.

Monday, the 11th July, 1988 — Pages

Tuesday, the 12th July, 1988. — Pages.

LIST OF MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SIXTH LEGISIATIVE ASSEMBLY)

Sl.No. & Name of Constituency	Name of Members
. Simna (ST)	Vacant
2. Mohanpur	Dhirendra Chandra Deb Nath,
3 Bamutia (SC)	Prakash Ch. Das,
4. Barjala	Dipak Kumar Roy,
5. Khayerpur	Ratan Lal Ghosh,
6. Agartala	Maharani Bibhu Kumari Devi,
7. Ramnagar	Surajit Dutta,
1. Town Bordowali	Sudhir Ranjan Majumder.
9. Banamalipur	Ratan ChaKraborty,
10. Majlishpur	Dipak Nag,
11. Mandaibazar (ST)	Rashi Ram Deb Barma,
12. Takarjala (ST)	Tarani Deb Barma,
13. Pratapgarh (SC)	Anil Sarkar,
14 Badharghat	Dilip Sarkar,
15. Kamalasagar	Matilal Sarkar,
16 Bishalgarh	Samir Ranjan Barman,
17. Golaghati (ST)	Buddha Deb Barma,
18. Charilam	Mati Lal Saha,
19. Boxanagar	Billal Mia,
20. Nalchar (SC)	Sukumar Barman,
21. Sonamura	Rashik Lal Roy,
22, Dhanpur	Samar Choudhury,
23. Ramchandraghat (ST)	Dasarath Deb,
24. Khowai	Arun Kumar Kar,
25. Asharambari (ST)	Bidya CH. Deb Barma
26. Promodnagar	Nripen Chakraborty,
27. Kalyanpur	Makhan Lal Chakraborty,

1	2
28. Krishnapur (S)	Khagendra Jamatia,
29. Teliamuar	Jitendra Sarkar,
30. Bagma (ST)	Ratimohan Jamatia,
31. Salgarh (SC)	Gopal Ch. Das,
32. Radhakishorepur	Chitta Ranjan Saha,
33. Matarbari	Kashiram Reang,
34. Kakraban	Keshab Majumder.
35. Rajnagar (SC)	Nakul Das
36. Belonia	Amal Mallik
37. SantirBazar	Gouri Sankar Reang,
38. Hrishyamukh	Badal Choudhury'
39. Jolaibari (ST)	Brajamohan Jamatia,
40. Manu (ST)	Angju Mog,
41. Sabroom	Sunil Kumar Choudhury,
42. Ampinagar (ST)	Nagendra Jamatia,
43. Birganj,	Jawhar Saha,
44. Raima Valley (ST)	Rabindra Deb Barma,
45. Kamalpur	Bimal Sinha,
46. Surma (SC)	Rudreswar Das,
47. Salema (ST)	Dinesh Deb Barma.
48. Kulai (ST)	Diba Chandra Hanrgkhawl,
49. Chhawmanu (ST)	Purna Mohan Tripura,
50. Pabiachhara (SC)	Bidhu Bhusan Malakar,
51. Fatikroy	Sunil ch. Das,
52. Chandipur	Baidyanath Majumder,
53. Kailasahar	Birajit Sinha,
54. Kurti	Fayzur Rahaman,
55. Kadamtala	Jyotirmoy Nath,
56. Dharmanagar	Kalidas Dutta,
57. Jubarajnagar	Biya Rani Nath,
58. Pencharthal (ST)	Sushil Kumar Chakma,
59. Panisagar	Subodh Das,
60. Kanchanpur (ST)	Drao Kumar Reang,

Elected in the election held on the 24th April, 1988.

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

SPEAKER
Shri Jyotirmoy Nath

DEPUTY SPEAKER
Shri Ratimohan Jamatia

PANEL OF CHAIRMEN

1. Shri Rashiklal Roy
2. Shri Ratanlal Ghosh.
3. Shri Buddha Deb Barma.
4. Shri Keshab Majumder.

SECRETARY
Shri B. K. Bhattacharjee.

GOVERNMENT OF TRIPURA
LIST OF THE MINISTERS SHOWING THEIR PORTFOLIOS.

Sl. No	Name of Minister,	Name of Departments assigned
1.	Shri Sudhir Ranjan Majumder, Chief Minister.	a. Political, b. Administrative Reforms. c. Confidential & Cabinet. d. Secretariat Administration. e. Appointment & Services. f. Planning & Co-ordination. g. Finance. h. Public Works. i. Transport. j. Local Self Government. k. Power. l. Industries. m. Cooperation. n. Parliamentary Affairs.
2.	Shri Nagendra Jamatia, Minister.	a. Agriculture. b. Fisheries c. Animal Husbandry. d. Jhumia Rehabilitation including Rubber Plantation Corporation.
3.	Shri Samir Ranjan Barman, Minister.	a. Home. b. Law. c. Printing & Stationery. d. Statistics. e. Information, Cultural affairs & Tourism.

1.	2.	3.
4.	Maharani Bibhu Kumari Devi, Minister.	a. Revenue.
5.	Shri Kashiram Reang, Minister.	a. Health & Family Welfare. b. Jail. c. Relief & Rehabilitation.
6.	Shri Drao Kumar Reang, Minister.	a. Forest. b. Science, Technology and Environment. c. Tribal Welfare (including A.D.C.) d. Welfare of Schedule Castes.
7.	Shri Arun Kumar Kar, Minister.	a. Education. b. Labour.
8.	Shri Birajit Sinha, Minister.	a. Rural Development. b. Panchayat. c. Tribal Rehabilitation in Plantations & Primitive Group Programme.

Sl. No	Name of Minister,	Name of Departments assigned
1.	Shri Matilal Saha, Minister of State.	a. Food & Civil Supplies b. Industries. c. Finance. d. Transport.
2.	Shri Rabindra Deb Barma, Minister of State,	a. Power. b. Cooperation.

Sl. No.	Name of Minister of State	Department assigned.
3.	Shri Ratan Chakraborty, Minister of State.	a Information, Cultural Affairs & Tourism. b. Youth Services. c. Parliamentary Affairs.
4.	Shri Jawhar Saha. Minister of State.	a. Local Self Government. b. Rural Development. c Panchayat. d. Home.
5.	Shri Surajit Dutta Minister of State,	a. Public Works. b. Jail c. Relief & Rehabilitation.
6.	Shri Billa Mia, Minister of State.	a. Agriculture. b. Fisheries. c. Animal Husbandry.
7.	Shri Prakash Ch. Das, Minister of State,	a 'Forest. b. Science, Technology & Environment. c. Tribal Welfare. d Welfare of Scheduled Castes.
8.	Shri Kalidas Dutta. Minister of State.	a. Revenu. b Law. c. Home.
9.	Shrimati Biva Rani Nath. Minister of State.	a. Education. b. Women Welfare. c. Health & Family Welfare.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Friday, the 8th July, 1988 at 11.00 A M.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Speaker, 7 (Seven) Ministers, 9 (Nine) Ministers of state and 13 (Thirteen) Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য এর নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস, (এ্যাবসেন্ট)

মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪

শ্রীঅরুণ কুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪।

প্রশ্ন: ১। ত্রিপুরায় এডুকেশান সিভিল সার্ভিস চালু করার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর :— নাই।

প্রশ্ন: ২। যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ তা চালু হবে বলে আশা করা যায় :

উত্তর :—প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন: ৩। যদি থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর: ৪। স্যার, সরকার এই ব্যাপারে চিন্তা করছে, তবে এখনো কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এডুকেশান সিভিল সার্ভিস চালু না হওয়ার ফলে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং অফিসে, ইন্‌স্‌পেকটরদের অফিসে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ডিলে হয়, এই ব্যাপারে তাই সরকার কোন চিন্তা করেছেন কিনা ?

শ্রী অরুণকুমার কর : (শিক্ষামন্ত্রী) :—স্যার, সেটা শিক্ষা বিভাগের তথ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডঃ পি, বি, নায়ারের নেতৃত্বে একটি টাস্ক্‌ ফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্ক ফোর্স'ই এই ব্যাপারটা পরিচালনা করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকার এই ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনা করেন নি। তবে এখন এই ব্যাপারে চিন্তা করবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার —৫

মি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস, এ্যাবসেন্ট।

মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী, হি ইজ এ্যাবসেন্ট।

মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোণীয়া) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড্ স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৮।

শ্রী অরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৮।

প্রশ্ন: ১। বিলোণীয়া মহকুমায় বর্তমানে সরকার অনুমোদিত কতগুলি মহিলা সমিতি আছে ?

উত্তর :—বিলোণীয়া মহকুমায় বর্তমানে সরকার অনুমোদিত ৩৭টি মহিলা সমিতি আছে।

প্রশ্ন: ২। ঐগুলি কার্য্যকরী অবস্থায় আছে কি না ?

উত্তর :—এই তথ্য সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের জানা নাই।

প্রশ্ন: ৩। না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর :—প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে বিলোনীয়া মহকুমায় যে মহিলা সমিতিগুলি মহিলাদের কল্যাণের স্বার্থে গঠন করা হয়েছিল সেগুলি এখন সেই উদ্দেশ্য কাজ না করে কতিপয় রাজনৈতিক দলের স্বার্থে কাজ করছে এবং সেই উদ্দেশ্যে সেগুলিকে ব্যবহার করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মহিলা সমিতি রেজিষ্ট্রি হয় কো-অপারেটিভ বিভাগের দ্বারা। তারপর তারা জনকল্যাণমুখী কাজ যখন গ্রহণ করে তখন সরকার তাদের কাজ বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেন। কাজেই এই রকম কোন কার্যকলাপের ব্যাপারে সমাজ কল্যাণ পর্ষদ অনুমোদন দেয়নি বা এই ব্যাপারে সরকারের কোন তথ্য জানা নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন্ কোন্ মহিলা সমিতি কত করে টাকা অনুদান হিসাবে পেয়েছিল ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— রাজ্য সমাজ কল্যাণ পর্ষদ তাদের কোন অনুদান দেন নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মণ, মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার, মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা, মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী, মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী, মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র সরকার, মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, মাননীয় সদস্য শ্রীবজ্রমোহন জমাতিয়া। এঁরা সবাই অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙখল (কুলাই) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার নং ১৮৫।

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নং ১৮৫।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা কৈলাশহর মহকুমা মনুঘাট হাইস্কুলকে দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি :

২। যদি থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

২। সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলীর ভিত্তিতে উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাঙখল :— উত্তর ত্রিপুরাতে ছৈলেংটাতে একটা দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে। তারপর

পাথিয়া ছড়া আর কোন দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় নাই। এই দিক থেকে এলাকা বাসীদের কাছ থেকে বর্ত্তমান সরকারের কাছে স্মারক লিপি দেওয়া হয়েছে একটি বিদ্যালয় খোলার জন্য। কাঁঠাল ছড়া, ধুমা ছড়া, ময়নামা হাইস্কুল-তিনটা হাইস্কুল। আছে কাছাকাছি। কাজেই এই দিক থেকে এটা মোষ্ট এসেনসিয়াল টু আপগ্রেড দি-স্কুল এই দিক থেকে বিবেচনা করে এই স্কুলটিকে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করার ব্যাপারে বিবেচনা করে অতি সত্বর কাজটা হাতে নেবেন কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলীর ভিত্তিতে উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) :— এডমিডেটেড কোশ্চোন নাম্বার ২০০।

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং—২০০

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে কদমতলা অন্তর্গত ফুলবাড়ী মাদ্রাসাটি বন্ধ আছে।	১। হ্যাঁ
২। সত্য হলে কত বছর যাবত বন্ধ হয়ে আছে ?	২। গত ১১.১.৮৬ইং তারিখ থেকে বন্ধ আছে।
৩। উক্ত মাদ্রাসা চালু করার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কি না ?	উক্ত মাদ্রাসাটি চালু করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।
৪। করে থাকলে কবে নাগাদ উপরি উক্ত মাদ্রাসাটি পুনরায় চালু করা যাবে বলে আশা করা যায় ?	৩। যত শীঘ্র সম্ভব মাদ্রাসাটি চালু করা হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— কোয়েশ্চান নং ২৩৩

শ্রীঅরুণ কুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ২৩৩

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন স্তরের বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?	বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রকারের বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা :—

	ক) মধ্য বিদ্যালয়..............৯টি খ) উচ্চ বিদ্যালয়.......১০টি গ) উচ্চতর মাধ্য- মিক (+ ২) বিদ্যালয় ....১৩টি
২। বর্তমান আর্থিক বর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে আর কোন বালিকা বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?	মোহনপুর ও অন্যান্য স্থানের প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।
৩। যদি থাকে তবে মোহনপুরের অনুরূপ কোন বালিকা বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা আছে কি ?	যথা সময়ে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে।
৪। থাকিলে কবে নাগাদ হবে বলে আশা করা যায় ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরাতে অনেক বালিকা বিদ্যালয় আছে যেগুলি প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে প্রায় অচল অবস্থায় আছে সেগুলি পরিচালনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেগুলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলি চালু করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ১০ বছরে যেসব জায়গায় স্কুলের প্রয়োজন নাই সেইসব জায়গাতে স্কুল করা হয়েছিল আর যেসব জায়গায় স্কুলের দরকার ছিল সেইসব জায়গাতে স্কুল খোলা হয় নাই। কাজেই সরকার তদন্ত করে সেই সব জায়গাতে স্কুল খোলার ব্যবস্থা নেবেন কি না ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে যথা সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক

শ্রীঅমল মল্লিক :— কোয়েশ্চান নং ৪৫

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (বনমন্ত্রী):— কোয়েশ্চান নং ৪৫

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্তমানে সিপাহীজলার কোন খেলনা ট্রেন চালু আছে কি না ?	সিপাহীজলার খেলনা ট্রেন আছে তবে এক্ষণে তা চালু অবস্থায় নাই।

QUESTIONS AND ANSWERS

প্রশ্ন ২। না থাকিলে কবে থেকে কি কারণে তাহা বন্ধ হয়ে আছে ?

উত্তর ২। ২৪-১-৮৮ ইং তারিখ থেকে খেলনা ট্রেন চলা বন্ধ হইয়াছে। চালক ছুটিতে যাওয়ায় তাহা বন্ধ থাকে এবং পরে সেই চালক ১৮-৪-৮৮-ইং তারিখ হইতে ইস্তফা দেন। তাহা ছাড়া, ইতিমধ্যে খেলনা ট্রেনের চাকুরী হইতে ইনজিনের কিছু এংগেল গার্ড ড্রপ প্লাইক প্রভৃতি চুরি হয়। রেল লাইনেও খুঁত পরিলক্ষিত হয়। স্লিপার পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা যায়। ইনজিনের ও কিছু কিছু খুঁত নজরে আসে। ইঞ্জিনের চাকা একসল বগির চাকাতেও খুঁত বাহির হইয়াছে। বেশ কিছু চাকা ও এই সব যন্ত্রাংশ বদল করিতে হইবে। এইসব যন্ত্রাংশ খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। রেলের বিষয়ে প্রযুক্তিগত ভাবে কোন অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মচারী এ রাজ্যে নেই। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উপরই এই ব্যাপারে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সংগে বিষয়টি নেওয়া হয়েছে। এই সব যন্ত্রাংশে খোলা বাজারে না পাওয়া, এই সমস্ত যন্ত্রাংশ কোথায় কিভাবে তৈয়ার করা যায়, তাহা নির্ধারণ করা, দক্ষ রেলওয়ে কর্মীদ্বারা নির্মানাতে সংযোজন ও রেলওয়ে লাইন দক্ষ কর্মী দ্বারা ঠিক করা এই সব কারণে রেল চলা বর্তমানে বন্ধ রহিয়াছে। এই অবস্থায় রেল চালাইলে যাত্রীর বিপদ হইতে পারে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিগত দিনে যে-সমস্ত যন্ত্রাংশ পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়াই ক্রয় করা হয়েছিল ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যন্ত্রাংশ ঠিকই ছিল কিন্তু কিছু দুষ্কৃতকারী এই সমস্ত যন্ত্রাংশ নষ্ট করে দিয়েছে। যার জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে-সমস্ত দুষ্কৃতকারী এই সমস্ত যন্ত্রাংশ নষ্ট করেছে. তাদের বিরুদ্ধে কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে, এখানে যে প্রশ্নটা উঠেছে সেটা হল টয় ট্রেনটা সরকার পক্ষ থেকে সর্বোতভাবে চালু করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে এবং যে-সমস্ত যন্ত্রাংশ চুরি গেছে সেই ব্যাপারে তদন্ত করা হবে এবং সব ব্যবস্থা আমরা নেব।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, গত ২৪/১/৮৮ ইং তারিখে যে সমস্ত যন্ত্রাংশ চুরি গেছে এবং নষ্ট হয়েছে সেই ব্যাপারে কোন তদন্ত করা হয়েছে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, এই বিষয়ে তদন্ত করে আমি ব্যবস্থা নেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ২৩। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী অরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং—২৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, সারা রাজ্যে মাধ্যমিক থেকে বি, এ, পাশ করা কর্মরতা বহু অমনাদি কর্মী কেন্দ্রীয় সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও প্রমোশনের ক্ষেত্রে বিগত রাজ্য সরকার কর্তৃক অবহেলিত হয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বঞ্চিত হয়ে রয়েছেন।

২। বর্তমানে তাদের প্রমোশন ইত্যাদির ব্যাপারে বর্তমান সরকার কোনরূপ পরিকল্পনা নিয়েছেন কি।

৩। যদি নিয়ে থাকেন তবে কবে নাগাদ তা কার্যকরী করা হবে, এবং

৪। না নিয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। একথা সত্য যে ভারত সরকারের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তদানীন্তন সরকার অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের মধ্যে থেকে আই, সি, ডি, এস, সুপারভাইজার পদে পদোন্নতি না দিয়ে সরাসরি সুপারভাইজার নিয়োগ করেছেন।

২। বর্তমানে সমাজ শিক্ষা কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ জন অঙ্গনওয়াদী কর্মীদের মধ্যে থেকে শিক্ষাগত যোগ্যতা, চাকুরীর সিনিয়ারিটি, রোস্টার পয়েন্ট মেনে নিয়োগ করা হয়ে থাকে, তবে বর্তমান সরকার এই বিষয় গভীর চিন্তা করেছেন।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :—মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা খবর পেয়েছি, এইবার সরকার কিছু চাকুরীতে নিয়োগ করতে যাচ্ছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে, তাদের কথা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকারের নিয়োগ-নীতি অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং :—আই, সি, ডি, এস, এর অ্যাসিসটেন্ট সুপারভাইজারের কিছু পোষ্ট বয়ে গেছে, সেগুলিতে উপযুক্ত লোকদের যথাশীঘ্র নিয়োগ করা হবে কি ?

শ্রী অরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :—সেগুলি তদন্ত করা হচ্ছে, পর্য্যালোচনা করা হবে, এবং উপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থাদিও গ্রহণ করা হবে।

শ্রী দীপককুমার রায় (বড়জলা) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অঙ্গনওয়াদী সেণ্টারে যে সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে তাদের শিক্ষাগত কোন যোগ্যতাই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মানা হয় নি। এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে তা মাননীয় সরকার অবগত আছেন কি ?

শ্রী অরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :—আমরা তদন্ত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করব।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—মোহনপুর ব্লকে বিগত সরকার ৬/৭ জন মহিলাকে অঙ্গনওয়াদী সেণ্টারে নিয়োগ করেছেন যাদের টিপসই দেওয়া ছাড়া আর কোনই ক্ষমতা নেই। সরকার তা তদন্ত করে দেখে সেই সব কর্মীদের বরখাস্ত করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অরুণ কুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) : —মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার কাছে এই ধরনের কোন তথ্য নেই।

শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং :—ব্লক অফিসগুলি থেকে ঠিক সময়ে ফীডিং বিল না পাওয়ায় আজ ৬।৭ মাস যাবৎ অঙ্গনওয়াদীর কর্মীদের দোকানদার মারফৎ হয়রাণী ও হেরাসমেণ্ট হতে হচ্ছে এ সংবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীঅরুণ কুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— সরকার অবগত নহেন। সরকারের কাছে এ ধরনের কোন অভিযোগও আসে নি।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :—ছামনু টি, ডি, ব্লকের সি, ডি, পি, ও, বিগত সরকারের আমলেও প্রচুর অর্থের তিকাদটার ছিল। আর একজন সি, ডি, পি, যাওয়া সত্ত্বেও তাকে চার্জ হ্যাণ্ড ওভার করতে পারেন নি। এইবারও পারেন নাই। দপ্তরের কাছে যথেষ্ট তথ্য দিয়ে জানান সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। বি, সি, এর চেয়ারম্যানের অনুমতি ছাড়াই তিনি ২ | ৩ বার মিটিং ডেকেছেন। এই মিটিং ডাকার অধিকার উনার আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর :— উক্ত সি. ডি, এস সম্পর্কে যে-সব সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত শুরু করা হয়েছে, আর তার মিটিং ডাকা সম্পর্কে বিধিনিষেধগুলি সম্পর্কে সরকার অবগত নহেন। সে সম্পর্কে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত সরকার যে-সমস্ত এলাকায় অঙ্গনওয়াদী কর্মীর প্রয়োজন ছিল না সেখানে অঙ্গনওয়াদি কর্মী নিয়োগ করেছেন এবং যেখানে প্রয়োজন ছিল সেখানে নিয়োগ করেননি। আমার মোহনপুর এলাকায় যেখানে অঙ্গনওয়াদী কর্মীর প্রয়োজন আছে সেখানে প্রায়রিটির ভিত্তিতে অঙ্গনওয়াদী কর্মী নিয়োগ করা হবে কিনা এবং যারা ফল্স সার্টিফিকেট দিয়ে, টিপ সই দিয়ে বিগত সরকারের আমলে অঙ্গন-ওয়াদীর চাকুরী নিয়েছেন তাদের বরখাস্ত করা হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, যেহেতু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তাই আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি যে আই, সি, ডি এস প্রোগ্রামটি কেন্দ্রীয় সরকারের, সেন্ট্রাল স্পনসর্ড স্কীম। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিশুদের কল্যান করা। আমরা প্রতিটি দপ্তরে নির্দেশ দিয়েছে যে প্রতিটি প্রোগ্রামই তদন্ত করতে হবে, এই প্রোগ্রামগুলির মূল লক্ষ্য পূরণ হয়েছে কি না, কোথাও কোন দুর্নীতি হয়েছে কি না, কোথাও কোন ডিস্ক্রীপেন্স রয়েছে কি না তার রিপোর্ট আমরা চেয়ে পাঠিয়েছি এবং সেই সমস্ত রিপোর্ট বিভিন্ন দপ্তরে এখন তৈরী হচ্ছে। সেই সমস্ত রিপোর্ট আমরা হাতে পেলে, সেগুলি পরীক্ষা নীরিক্ষা করে যেগুলি সংশোধন করা দরকার, সেগুলি করব এবং লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য কিভাবে প্রোগ্রামগুলিকে পরিচালনা করা যায় সেগুলি সম্পর্কে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ত্রিপুরাতে এখন ১৩টি প্রজেক্ট চালু আছে এবং এই সরকার আরও ৩টি আই, সি, ডি, এস, প্রজেক্ট চালু করেছেন। মোট ১৬টি প্রজেক্ট চালু আছে। কিন্তু সি. ডি, পি, ও আছেন মাত্র ১০ জন। তাদের পক্ষে সমস্ত আই. সি, ডি, এস প্রজেক্ট দেখা সম্ভব নয় এবং তারা সবগুলি প্রজেক্ট দেখাশুনা করতে রাজীও হচ্ছেন না। সুতরাং ভেকেন্ট পোষ্টগুলি ফিল আপ করা হবে কি না এবং ফিল আপ করা হলে সেগুলি কি প্রমোশনের ভিত্তিতে নাকি টি, পি; এস, সি পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণ করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, আমাদের কাউন্সিল অব মিনিষ্টার্স এই সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সমস্ত দপ্তরের যে সমস্ত পদ শূন্য রয়েছে তার তালিকা আমরা চেয়ে পাঠিয়েছি। সেই তালিকা আসলে পরে আমরা যে নিয়োগ নীতি নির্ধারণ করেছি, সেই নীতি অনুসারে খালি পদগুলি পূরণ করা হবে।

শ্রীদীপক কুমার রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মোহনপুর ব্লকে ৯৮টি অঙ্গনওয়াদী সেন্টার অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এই আই, সি, ডি, এস, সেন্টারগুলি সম্পর্কে অতি সত্বর কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করে চালু করবেন কিনা এবং কতদিনের মধ্যে এগুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, অতি শীঘ্রই সেটা করা হবে বিভিন্ন দপ্তর তাদের কাজ রীতিমত শুরু করেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং, ফয়জুর রহমান।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫।

১। (প্রশ্ন)। চলতি আর্থিক বছরে জুনিয়র বেসিক স্কুল খোলার (নূতন কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি, যদি থাকে কয়টি (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :— ১৯৮৮-৮৯ইং সনের যোজনায় ৮০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা আছে। মহকুমা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন।

২। (প্রশ্ন)। উক্ত বৎসরে জুনিয়র বেসিক স্কুল আপগ্রেড করে সিনিয়র বেসিক স্কুল করার পরিকল্পনা আছে কি, যদি থাকে কয়টি (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব) এবং।

উত্তর :— ১৯৮৮-৮৯ইং সনের যোজনায় ১০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। মহকুমা-ভিত্তিক লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন।

৩। (প্রশ্ন)। সিনিয়র বেসিক স্কুল আপ-গ্রেড করে হাই স্কুল করার পরিকল্পনা আছে কি ? যদি থাকে কয়টি (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব);

উত্তর :— ১৯৮৮—৮৯ইং সনের যোজনায় ৩০টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। মহকুমা ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্র নির্ধারনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক না থাকায় এবং হাই স্কুলগুলিতে যেগুলি আপ-গ্রেড করা হয়েছে শিক্ষক না থাকায় স্কুলগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে এবং অঙ্কের শিক্ষক না থাকায় অঙ্কের ক্লাশ একদম বন্ধ হয়ে আছে কতগুলিতে যেমন, নাম উল্লেখ করতে পারি যদি মন্ত্রী মহোদয় জানতে চান। এই শূন্যপদগুলি সহসা পূরন করে স্কুলগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর শিক্ষামন্ত্রী) :— সরকার তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং যথা শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীঅমলমল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিনিয়র বেসিক স্কুল, হাইস্কুল এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ব্যাপারে বিগত ১০ বছরের আমাদের অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি, বিগত সরকার শুধু সাইনবোর্ড পাল্টানো ছাড়া আর কিছুই করেন নি। কাজেই বর্তমান সরকার এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় স্কুল আপ-গ্রেড করা ছাড়াও শিক্ষকের সমস্যাতো আছেই এমন কি কনষ্ট্রাকশন নির্দেশও অনেক সময় ব্লক গিয়ে পৌঁছায় না যার জন্য এখনও বহু স্কুলে কনষ্ট্রাকশন করা সম্ভব হচ্ছে না, যেমন কাঠালছড়া হাই স্কুল তুফানে দুট বড় বড় ঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এই ভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের দুর্গম অংশের বহু স্কুলগুলি এই অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে যার জন্য স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা যেতে পারছে না। কাজেই এই সব দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান সরকার এই সব স্কুলগুলিকে আপ-গ্রেড করার আগে স্কুলগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষক, শিক্ষিকা দেওয়ার ব্যাপারে বিবেচনা করার জন্য কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— সরকার এই সমস্ত ব্যাপারে তথ্য আহরণ করছেন। উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবও আছে। তথাপি সরকার সচেষ্ট। চেষ্টা করছেন ছাত্র স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই ব্যাপারটা যত শীঘ্র পুরন করা যায় এই ব্যাপারে সরকার সচেষ্ট।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৮৬—৮৭ সনে যে অ্যাডুকেশান্যাল সার্ভে হয়েছিল, সেই সার্ভে ঠিক ঠিকমত হয়নি এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— এইরকম কোন তথ্য সরকারের জানা নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নকুল দাস (অনুপস্থিত), মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী (অনুপস্থিত), মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৬ !

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৬

১। বিলোনীয়া মহকুমার ইস্ট লাউগাংগ জে, বি, স্কুলে মিড্ ডে মিল চালু আছে কিনা ;

২। যদি না থাকে তবে তার কারন ; এবং

৩। উক্ত স্কুলে মিড-ডে-মিল সরবরাহ করার জন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কিনা ;

৪। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব না দেওয়া ফলে কি ভাবে উক্ত মিড্-ডে-মিল দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

২। প্রশ্ন উঠে না !

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না !

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, এই মিড-ডে মিল বিগত দিনে শিশুদের উপকারে না লেগে কতিপয় সমন্বয় পন্থী কিছু মাষ্টারের রুজি রোজগারের পথ হয়েছিল, সেখানে এই জিনিস নিয়ে একটা অরাজকতার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে। তথ্য ভিত্তিক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই মিড-ডে মিলের যে খাদ্য দেওয়া হয় কোন্ কোন্ স্কুলে তা অতি নিম্ন মানের। আমি ইনসপেক্টরেটে গিয়ে সেগুলি নিয়ে যারা এইগুলি সাপ্লাই করেন এবং যে শিক্ষক পরিচালনা করেন উনাদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনারা যে এই খাদ্যগুলি সরবরাহ করেন সেগুলি কি শিশুদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হবে না খারাপ হবে ? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— এইরকম নির্দিষ্ট কোন অভিযোগ সরকারের কাছে নাই। সরকারের কাছে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা, এই যে

মিড-ডে মিল পরিচালনা করা হয়, সেক্ষেত্রে বিগত দিনে কিছু ক্যাডারকে দিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিছু সমর্থকী কর্মীকে দিয়ে কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে মিড ডে মিলের কমিটিগুলি পরিচালনা করার জন্য। সেগুলি ভেঙে নতুন করে কমিটি করা হবে কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ইতিমধ্যে আমরা সরকার থেকে এইটার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গ্রহণ করেছি। মিড ডে মিল কমিটি রি-কনস্টিটিউট করার জন্য সার্কুলার বিভিন্ন স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় দায়িত্ব থাকবে না। একজন সহকারী শিক্ষক তার দায়িত্বে থাকবেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয় কমিটির মেম্বার হিসাবে এইটার সুপারভিশানে থাকবে। শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শক এবং ডেপুটি ডাইরেকটার তাদের অ্যাডভাইস অনুযায়ী লোকাল ৩জন শিক্ষানুরাগী যারা ছাত্রের স্বার্থের কথা চিন্তা করেন, মোট ৫ জনকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা মিড-ডে মিলের সমস্ত দায়িত্বে থাকবেন।

শ্রীগৌরী শঙ্কর রিয়াং :— মিঃ স্পীকার স্যার, সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে ওয়ান টু ফাইভ-এর ছেলে মেয়েরা পড়াশুনা করে। প্রাইমারী স্কুলগুলিতে ওয়ান টু ফাইভ-এর ছেলেমেয়েরা মিড ডে মিলের বেনিফিট পায়। কিন্তু ঐ সব স্কুলের শিশুরা মিড ডে মিলের বেনিফিট পায় না। যার ফলে অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই সরকার অষ্টমমান পর্য্যন্ত মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা চালু করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখন পর্য্যন্ত এই রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে নাই।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আমরা অনেক সময় দেখি যে পাশাপাশি স্কুলগুলির মধ্যে কোনটাতে সিনিয়র বেসিকের প্রাইমারী সেকশানে ওয়ান টু ফাইভে মিড ডে মিল দেওয়া হয়, আবার কোনটাতে দেওয়া হয় না। অনেক হাই স্কুলে দেওয়া হয় না। কাজেই এইগুলি তদন্ত করে সমস্ত সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে ওয়ান টু ফাইভ পর্য্যন্ত এবং সমস্ত হাই স্কুলের ওয়ান টু ফাইভ পর্য্যন্ত মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা চালু করার জন্য ব্যবস্থা নেবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ইতিমধ্যে রুলের এরিয়াতে যে সমস্ত জুনিয়র বেসিক স্কুল সিনিয়র বেসিক বা হাই স্কুলের সঙ্গে একত্রিভূত আছে সেগুলিকে পৃথকীকরণ করে জুনিয়র বেসিক স্কুলের ছাত্রছাত্রিদেরকে ওয়ান টু ফাইভ পর্য্যন্ত মিড ডে মিল দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই ব্যবস্থা খুব তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী হবে।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মিড-ডে মিলের ব্যাপারে বিগত সরকারের আমলে আমরা ভুক্তভোগী ও তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে আমাদের। কাজেই এই মিড ডে মিলের ব্যবস্থাকে চালু করার ব্যাপারে বর্তমান সরকার গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন কি না ? ধরুনদুর্গম অঞ্চলে একটা স্কুল আছে, এই স্কুলটার ব্যাপারে বিগত সরকারের আমলে এই বিধানসভায় আমি নিজেও অভিযোগ করেছিলাম ছামনু রবীন্দ্র বাড়ীতে নাইথকুমার বোয়াজা পাড়াতে একটা গ্রামে তিনটা পরিবার আছে, সেই গ্রামে একটা প্রাথমিক স্কুল আছে, তাতে তিন জন শিক্ষক ছিলেন সেই দিন, আর ছাত্র ছিল দুই জন, চেয়ার আছে একটা, এই স্কুলটা এখনও আছে। স্কুলে যাওয়ার

কেউ নাই কিন্তু মিড ডে মিল চালু আছে, মিড-ডে মিলের কণ্ড করে বিল করা হয় এইটা মাষ্টার মহাশয় জানবেন কারণ তিনিই নিয়ে যান, এবং এখনও এই ব্যবস্থা চালু আছে। কাজেই বর্তমান সরকার এইটা পরীক্ষা করে সুষ্ঠ নীতিতে এইটা চালু করা যায় কিনা দেখবেন কি ? দ্বিতীয়ত, এই মিড-ডে মিল একটা গ্রামে একটা স্কুলে, চালু আছে যদিও, এখনও শিক্ষক মহাশয়কে এই মিড-ডে মিল চালু করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়, এই স্কুলের শিক্ষক মাত্র একজন, ছাত্র যতজনই হোক, ফলে শিক্ষক মহাশয় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিস্কুট বিলি করবেন, না বিস্কুট খাওয়ার পর কুয়ো থেকে জল তুলে শিশুদের দেবেন, না কি পড়াশুনা শিখাবেন, এইভাবে কি শিক্ষার কিছু কমতি হয় না ? কাজেই এই ব্যাপারে সরকার বিবেচনা করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন কি না এবং বর্তমান সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারে বিবেচনা করবেন কি না ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার, স্যার, ইতিমধ্যেই সরকার দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য কতগুলি উদ্যোগ নিয়েছেন। দুর্নীতি বন্ধ করার ব্যাপারে যে যে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন সরকার সব সময় তা নিতে প্রস্তুত এবং নেবেন। আর সিংগেল টিচার স্কুল যেগুলি আছে সেই-গুলি সম্পর্কে কিভাবে কি ব্যবস্থা করা যায় সরকার তা চিন্তা করবেন।

শ্রীরসিকলাল রা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং-এর সিনিয়র বেসিক স্কুলে যেগুলিতে ওয়ান টু ফাইভ-এ মিড ডে মিল দেওয়া হয় সেখানে ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত মিড-ডে মিল দেওয়ার জন্য যে আবেদন রেখেছেন তার উত্তরে বলা হয়েছে পরিকল্পনা নাই। মাননীয় সদস্য এর আবেদন ছিল, সরকার এইটা পরিকল্পনাধীনে আনবেন কিনা এবং এইটা সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটা পরিষ্কার হয়নি।

শ্রীরসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং মহোদয় যে প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন তাতে বলেছেন যে যেসব স্কুল জুনিয়র বেসিক সেসব স্কুলে মিড ডে মিল দেওয়া হয় কিন্তু যেসব স্কুল সিনিয়র বেসিক সেসব স্কুলে ওয়ান টু ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত মিড-ডে মিল দেওয়া হয়না। তাই তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেছেন যে, সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতেও ক্লাস ওয়ান টু ক্লাস এইট পর্য্যন্ত মিড-ডে মিল চালু করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, মিড-ডে মিলের যে লক্ষ্য ছিল সেটা হল ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত ছাত্রদের এটেণ্ড্যান্সের হার খুবই কম, তাই এটেণ্ড্যান্সের হার বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে ক্লাস ওয়ান টু ক্লাস ফাইভ পর্যান্ত, কিন্তু ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস এইট পর্য্যন্ত এটেণ্ড্যান্সের হার কম নয়। কাজেই এটা মিড ডে মিলের উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না।

শ্রীরসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিতে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস এইট পর্য্যন্ত না দিলেও কিন্তু ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এর আগে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত পৃথকীকরণ করা হচ্ছে, সেটা, সিনিয়র বেসিকই হউক আর হাই স্কুলই হউক বা হায়ার সেকেণ্ডারীই হউক।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এখানে বলা হয়েছে যে ক্লাস ওয়ান টু ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত পৃথকীকরণ করা হচ্ছে। তাহলে মনে হচ্ছে যে. ক্লাস সিক্স টু এইট এই তিন ক্লাস নিয়ে আলাদা করে, আলাদা ক্লাস হবে। আবার মিড ডে মিলের উদ্দেশ্যের কথা এখানে বলা হয়েছে যে ক্লাস ওয়ান টু ফাইভ পর্য্যন্ত এটেণ্ড্যান্সের হার বাড়ানোর জন্য চালু করা হয়েছে কিন্তু আমরা চাই এটেণ্ডেসের হারও বাড়ুক আবার পড়াশুনাও হউক, তাই ক্লাস ওয়ান টু ক্লাস এইট পর্যন্ত মিড-ডে মিল চালু করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার মাননীয় স্যার, মিড্ ডে, মিল ছাত্রছাত্রীদের যে স্কুলে উপস্থিত করানোর জন্য করা হয়েছে ত নয়, তাদের নিউট্রিশনের জন্য এই মিড,-ডে, মিলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে,। যদি সরকার সমস্ত স্কুলে এই মিড ডে মিল চালু করতে পারতেন তাহলে আমি খুবই খুশী হতাম। কিন্তু যে পরিমানে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে এটা সম্ভব হচ্ছে না। তবে সরকার এই ব্যাপারে চিন্তা করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মন, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন সরকার, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া, অনুপস্থিত,
মাননীয় সদস্য শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বার ২২৮

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরায় বিভিন্ন কলেজে এসিসটেন্ট প্রফেসর পোষ্ট-এর জন্য এস, টি, কেনডিডেট থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত ঐ পোষ্ট-এ এস, টি, নেওয়া হয়নি ?

উত্তর :

ইহা সত্য নয়।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তাহা হইলে তার কারণ ?

উত্তর :

কোন প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৩। ঐ পোষ্টগুলি ফিলআপ-এর ব্যাপারে এস, টি, কেনডিডেটদের জন্য কোয়ালিফিকেসন রিলাক্স্ করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কি না একটা কেসের ব্যাপারে আমার নিজের জানা আছে, বিগত তিন বছর আছে যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিলেন, তখন একজন এসিষ্টেন্ট প্রফেসর ট্রাইবেলকে নেওয় হয়েছিল এড-হক বেসিসে। এবং তাকে পোষ্টিংও দেওয়া হয়েছিল। এবং কথা ছিল যে টি, পি, এস সি,র মাধ্যমে তাকে কল করা হবে। কিন্তু দেখা গেল যে, পরে তাকে টি, পি, এস সি, এর মাধ্যমে কল করা হয়নি। যারজন্যে এই কেনডিডেটকে আবার স্কুলে ফেরত চলে যেতে হয়। এইভাবে ট্রাইবেল-দের মধ্যে কয়েকজন রয়েছেন, যারা এম, এ, বা এম, এস, সি, পাশ করে আছেন, কিন্তু তারা কোয়ালিফিকেসন নিয়েও আজকে তারা উৎসাহহীন হয়ে পড়েছেন। এইরকম অনেক ট্রাইবেল রয়েছেন যাদের টি, পি, এস, সি, থেকে কল করা হয়নি। এই ব্যাপারে আমি নিজে টি, পি, এস, সি, এবং দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছি যে, এইখানে এসিষ্টেন্ট প্রফেসর-এর পোষ্টের ব্যাপারে যে সমস্ত কোয়ালিফিকেসন এসেনসিয়েল হয়—অর্থাৎ এখানে মেট্রিক বা পি, ইউ, লেখা হয়েছে, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না যে এখানে মেট্রিক বা পি, ইউ, কথার অর্থ কি ? এইটা যদি ঠিক হয় তবে যাদের এই কোয়ালিফিকেসন রয়েছে টি, পি, এস, সি, থেকে কেন তাদের কল করা হয়না ? এই ব্যাপারে বর্তমান সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি না ?

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজ শিক্ষকদের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেটা রিলাক্স করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এই ব্যাপারে ত্রিপুরার কলেজ শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করার কথা সরকার চিন্তা করছেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্ত্তমান সরকার এই ব্যাপারে যদি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা না করে তাহলে কয়েকজন ট্রাইবেল কেনডিডেট রয়েছেন যারা নিরোৎসাহ হয়ে যাচ্ছেন। এই ব্যাপারে বর্তমান সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন কিনা ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না যে, আমি নিজেও একটা কেসের ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করেছি। এই রকম আরো কয়েকটি কেস রয়েছে। এই ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন কি না এবং এই যে কোয়ালিফিকেসন সেটা রিলাক্স করা হবে কি না ? আর এই যে মেট্রিক বা পি, ইউ, কথাটা লেখা হয়েছে এর অর্থই বা কি ? এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না ?

শ্রীঅরুণকুমার কর : (শিক্ষামন্ত্রী) :— স্পীকার, স্যার এটার ক্ল্যারিফিকেশন একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনই দিতে পারেন। তবে এস, টি, প্রার্থীদের কথা বিবেচনা করে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সঙ্গে যোগ যোগ করবেন যাতে এটা বিধিবদ্ধভাবে দেওয়া যায়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা। অনুপস্থিত

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্ন সম্পর্কে ইন্টারেষ্টেড। এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২০।

শ্রীঅরুণকুমার কর (শিক্ষামন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২২০।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার জামজুরী হাইস্কুলকে চলতি শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি :

২। থাকলে কবে নাগাদ কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

২। সংশ্লিষ্ট তথ্যাবলীর ভিত্তিতে উপযুক্ত সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিধুভূষণ মালাকার অনুপস্থিত।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রশ্নটি সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড। কোয়েশ্চান নাম্বার ২২১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্য সমাজকল্যাণ পর্ষদের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত বালোয়ারী কেন্দ্রগুলি ইদানীং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়া সম্পর্কে রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি :

২। থাকিলে কি কারণে বালোয়ারী কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে :

৩। এই সকল কেন্দ্রগুলি পরিচালনার কাজে কতজন গ্রামসেবিকা ও স্কুল মাদার নিযুক্ত ছিলেন :

৪। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বালোয়ারী কেন্দ্রগুলি পুনরায় চালু রাখার এবং চাকুরীচ্যুত কর্মীদের পুর্নবহালের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন কি ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকারের জানা মতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কোন বালোয়ারী বন্ধ করে দেওয়া হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার ইজ ওভার। নো মোর সাপ্লিমেন্টারী ইজ এলাউড। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—'A & "B")

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল' স্মৃতি তর্পন'। ত্রিপুরায় প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত অভিরাম দেববর্মার স্মৃতি তর্পন। আমি গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরার বর্তমান বিধানসভার প্রবীন সদস্য এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অভিরাম দেববর্মা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। প্রয়াত অভিরাম দেববর্মার প্রতি ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছে। বিগত ১৯৮৮ইং সালের ২৮শে মার্চ রাত ৮টা ১০ মিনিটে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে অভিরাম দেববর্মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর।

প্রয়াত অভিরাম দেববর্মা যখন সদরের চম্পকনগরের লোক শিক্ষালয়ে পড়াশুনা করছিলেন সেই সময়েই কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ধীরে ধীরে কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মুখ সারিতে চলে আসেন। দীর্ঘদিন ধরে সি, পি, আই, (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পদে তিনি রয়েছেন। গণমুক্তি পরিষদের তিনি ছিলেন দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ সম্পাদক। রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং উপজাতি-অউপজাতি মানুষের ঐক্যে ও সংগ্রামের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন তিনি।

অভিরাম দেববর্মা গণ-আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। বিশেষ করে বিধায়ক থাকাকালীন সময়ে দীর্ঘ প্রায় ১৯ মাস তাঁকে তামিলনাড়ুর তেলোর জেলে কারারুদ্ধ জীবন কাটাতে হয়।

১৯৬৭ সাল থেকেই তিনি ত্রিপুরা বিধানসভায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ১৯৭৮ সালে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ারপর প্রায় আট বছর তিনি মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮৮ র বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি সিমনা কেন্দ্র থেকে জয়ী হন। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরার সংগ্রামী মানুষ হারাল একজন সহযোদ্ধাকে

এই সভা প্রয়াত অভিরাম দেববর্মার মৃত্যুতে গভীর শোক ও মর্মবেদনা প্রকাশ করছে, তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছে এবং শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত অভিরাম দেববর্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। (দাঁড়িয়ে দুই মিনিট মৌন পালন করেন)।

এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—ত্রিপুরা বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য প্রয়াত মন্দিদা রিয়াং-এর স্মৃতি তর্পণ। আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ত্রিপুরা বিধানসভার সি,পি,আই, (এম) পার্টির প্রাক্তন সদস্য কমরেড মন্দিদা রিয়াং গত ২৫শে জুন শনিবার ১৯৮৮ইং সকাল ৭টায় কাঞ্চনপুর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত মন্দিদা রিয়াং-এর প্রতি ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি স্ত্রী, দু'ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। কমরেড মন্দিদা রিয়াং দীর্ঘ দিন টি, বি, রোগে ভোগছিলেন।

কমরেড রিয়াং ধর্মনগরের কাঞ্চনপুর এলাকায় কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠন ও গণমুক্তি পরিষদ সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজে একনিষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। জুমিয়া, ভূমিহীন ও কৃষকদের সংগ্রাম পরিচালনায় ক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন।

কঠোর দায়িত্ব-এর মধ্যে থেকে তিনি পার্টির কাজ করেছেন। ধর্মনগর মহকুমার যে কোন আন্দোলনে তিনি পুরোভাগে ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি কাঞ্চনপুর কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। গত ক'বছর যাবৎ তিনি টি, বি, রোগে ভোগছিলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য ভেংগে পড়ছিল। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি (সি, পি, আই, (এম)) ও গণমুক্তি পরিষদের অপূরণীয় ক্ষতি হল।

এই সভা প্রয়াত রিয়াংয়ের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। [দাঁড়িয়ে দুই মিনিট মৌন পালন করেন]

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ। আমি একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। বিষয়বস্তু হল—বিগত ৩১শে মে, ১লা ও ২রা জুন, ১৯৮৮ইং খোয়াই মহকুমার উজান ময়দানে আসাম রাইফেলস কর্তৃক নারীদের উপর অত্যাচার সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ প্রসঙ্গে।" আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে হাউসে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আজ এই সভার দ্বিতীয় পর্বে আমি আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আজ সভার দ্বিতীয় পর্বে বিবৃতি দেবেন।

PRESENTATION AND ADOPTION OF REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—বিজনেস্ এ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ। বর্তমান অধিবেশনের ৮ই জুলাই, শুক্রবার, ১৯৮৮ইং তারিখ থেকে ১৩ই জুলাই বুধবার ১৯৮৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময়-নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ৮ই জুলাই শুক্রবার ১৯৮৮ইং তারিখ থেকে ১৩ই জুলাই বুধবার ১৯৮৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস অ্যাডভাইসারী" কমিটি যে সময়-নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ৮ই জুলাই, শুক্রবার, ১৯৮৮ইং তারিখ থেকে ১৩ই জুলাই, বুধবার, ১৯৮৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য 'বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি' যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, 'বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশনটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—'বিজনেস এ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

(রিপোর্টটি সভা কর্তৃক সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হয়)।

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

Laying of Ordinance

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"Laying of the Tripura Panchayats (Second Amendment) Ordinance, 1988 (Tripura Ordinance No. 1 of 1988) Promulgated by the Governor on the 4th April 1988, as required under Clause (2) of Article 213 of the Constitution of India."

এখন আমি মাননীয় পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি অর্ডিন্যান্সটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Mr. Birjit Sinha (Panchayat Minister) :— Mr Speaker, Sir, I beg to lay before the House a copy of the Tripura Panchayts (Second Amendment) Ordinance, 1988 (Tripura Ordinance No. 1 of 1988) promulgated by the Governor on the 4th April, 1988 as required under Clause (2) of Article 213 of the Constitution of India.

Laying of Notification

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

"Laying of the Notification No. F 6 (1-98)—GI/PR/85, dated the Ist June, 1988 issued by the Goverment of Tripura under Clause (b) of Sub-section (1) of Section 117 of the Tripura Panchayats Act, 1983 superseding all the 698 Gaon Panchayats in Tripura, as required under Sub-Section (2) of Section 117 of the Tripura Panchayats Act 1983."

এখন আমি মাননীয় পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিফিকেশনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Mr. Birjit Sinha (Panchayet Minister) ;— Mr. Speaker, Sir, I beg to lay before the House a copy of the Notification No F 6 (1-98)-GL-PR-85, dated the Ist June, 1988 issued by the Government of Tripura under Clause (b) of Sub-Section (1) of Section 117 of the Tripura Panehayats Act, 1988 superseding all the 698 Gaon Panchayats in Tripura, as required under Sub Section (2) of Section 117 of the Tripura Panchayats Act, 1983

LAYING OF RULES

Mr. Speaker :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

"Laying of the Tripura Land Revenue and Land Reforms (Allotment of Land) (Fourth Amendment) Rules, 1988, as required under Section 198 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960.

আমি এখন মাননীয় রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলসটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Maharani Bibhu Kumari Devi (Revenue Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay before the House" A copy of the Tripura Land Revenue and Land Refoms (Allotment of Land) Fourth Amendment) Rules, 1988, as required under Section 198 of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960".

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা অর্ডিনান্স, নোটিফিকেশান্ এবং রুলস্ এর প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

PRESENTATION OF THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—86

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো "১৯৮৮—৮৯ইং আর্থিক সালের ব্যায় বরাদ্ধ সভার সামনে পেশ করা"। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (অর্থমন্ত্রী) মহোদয়কে অনুরোধ করছি। ১৯৮৮—৮৯ইং আর্থিক স'লের ব্যয় বরাদ্ধ" সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Sudhir Ranjan Majumder (Chief Minister) :— Mr. Speaker Sir I beg to present before the House Budget Estimates for the year 1988—89.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়

আমি ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেট পেশ করতে চাইছি।

২। জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস (আই) এবং ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন ও ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শুরুতে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। বামফ্রন্ট সরকারের এক দশক শাসনকালের পর রাজ্যের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমরা সুস্পষ্ট ধারণা নিতে চেয়েছি তাই বাজেট পেশ করতে একটু দেরী হয়ে গেল। বিধানসভার বিগত অধিবেশনে আমি তাই প্রশাসনের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে ৩১শে জুলাই ১৯৮৮ পর্যন্ত চার মাসের জন্য ভোট অন অ্যাকাউন্টস্ চেয়েছি। গত মার্চ মাসে বিধানসভা তা অনুমোদন করেছেন।

৩। বিগত ১০ বছরে কেন্দ্র থেকে যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেছে তা তার আগের ২৮ বছরের আর্থিক সাহায্যের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। কিন্তু এই অর্থের সদ্ব্যবহার করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। প্রশাসনের সমস্ত ব্যর্থতার জন্যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উন্মাদের মতো কেবলই বিষোদ্গার করা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৪। বাজেট প্রস্তাবের বিস্তৃত আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি মাননীয় সদস্যবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জনগণের বিশেষ আকাঙ্খা রূপায়িত করার রায় নিয়েই আমরা ক্ষমতায় এসেছি। সেই রায় সুস্পষ্ট ও সহজ। এ রাজ্যের মানুষ ত্রিপুরার ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেছেন। প্রতিনিয়ত নিরীহ নারী, পুরুষ ও শিশুর নারকীয় হত্যায় চরম বর্বরোচিত প্রবৃত্তিকে তাঁরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখেছেন। এটা সবচেয়ে বেদনাদায়ক যে, এই অবস্থায় বামফ্রন্ট সরকার এই ভয়ংকর সন্ত্রাসকে আয়ত্বে আনার কোন চেষ্টা না করে, এই জঘন্য পরিকল্পনা থেকে রাজনৈতিক ফায়দা আদায় করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিদিন যখন টি, এন ভি, উগ্রপন্থীরা নিরীহ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করছিল, তখন জনগণের এই দুর্দশাকে জিইয়ে রাখতে, ইচ্ছে করেই বামফ্রন্ট সরকার নিস্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বিরোধীদলের আসন থেকে আমরা যখন তাঁদেরকে এই সমস্যা মোকাবেলার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করি, আমাদের তখন টি এন ভি-র সহযোগী বলে অভিহিত করা হয়। নির্বাচনে লক্ষ লক্ষ মানুষ এর সুনিশ্চিত জবাব দিয়েছেন।

৫। মাননীয় সদস্যবৃন্দ, জনগণ আমাদের উপর তিন শব্দ সম্বলিত নির্দেশ রূপায়ণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তা হ'ল—শান্তি, গণতন্ত্র ও প্রগতি। আমাদের উভয়দলের নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। জনগণের এই আশা আকাঙ্খা রূপায়ণে আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের প্রথম দায়িত্ব ছিল প্রতিভিদিবের নিষ্ঠুর হত্যালীলার উন্মাদনা থেকে মানুষকে রক্ষা করা। আমরা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় এই কাজটা করতে সক্ষম হয়েছি। এই বাস্তবঘটনা বিরোধী দলের পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রলাপ তাই বুঝে উঠা কঠিন নয়। বিরোধীরা তাই সুযোগ পেলেই তিলকে তাল করতে কসুর করেন না। এতে অবাক হবার কিছু নেই। অর্জিত সাফল্যকে আমরা আরও সুসংহত করে যে কোন মূল্যে এ রাজ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির ঐতিহ্যগত সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করবো—মাননীয় সদস্যবৃন্দকে আমি এই আশ্বাস দিতে চাই। এই সংকল্প থেকে আমরা কিছুতেই পিছু পা হবো না। আমাদের কাছে এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রতিষ্ঠানগুলির গণতন্ত্রীকরণের নামে স্বৈরাচারী শক্তিকে বিপুলভাবে পুঞ্জীভূত করা হয়েছিল। যুগবন্দিত সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান শরিকদলের সম্প্রসারণ ঘাটিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

৬। যেখানে শান্তি বিঘ্নিত এবং গণতন্ত্র অনুপস্থিত, সেখানে অগ্রগতি সম্ভব নয়: বিগত দশকে অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করা হয়েছে। আমাদের গোড়া থেকে তা আবার গড়ে তুলতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার অধিকাংশই এখনো দারিদ্র্যসীমার নীচে দুঃখ দুর্দশায় লাঞ্ছিত হচ্ছেন। গ্রামে এবং শহরে বেকার সমস্যা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। অর্থনীতিতে নতুন প্রয়াস না থাকায় কৃষিক্ষেত্রও ইতিমধ্যে অতিমাত্রায় পরিপৃক্ত হয়ে পড়েছে। ১০ বছর বামফ্রন্টের রাজত্বে কোন উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়ে না উঠায় কর্মসংস্থানের পুরো চাপ আসছে সরকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে। অথচ সরকারী চাকরীর সুযোগও সীমিত। গ্রামে এবং শহরে যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে—এই সমস্যা নিয়েই আমরা বেশি চিন্তিত। এই সমস্যার যথাযথ সমাধানের জন্য আমাদের সরকার ২০ দফা কর্মসূচী, স্বনিযুক্তি কর্মসূচী ইত্যাদি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কর্মসূচী ভারত সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী যথাযথ রূপায়ণ করতে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি, গ্রামের মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্ত প্রচেষ্টা নেওয়া হবে, যাতে করে এর সুফল সর্বস্তরে প্রতীয়মান হয়। রাজ্যস্তরের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা হবে যাতে সমাজের দুর্বল অংশের মানুষ ঐগুলি থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে পারেন। সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেও সরকার একটি নতুন নিয়োগনীতি প্রনয়ণ করেছেন, যাতে সমস্ত স্তরের বেকার যুবকযুবতীর ন্যায্য দাবীর কথা স্মরণে রাখা হয়েছে। যেসব বেকার যুবকযুবতী স্বনিযুক্তি প্রকল্প গ্রহণ করতে চান, সরকার তাদেরকে সকলপ্রকার সহায়তা ও উৎসাহ দেবেন। এই উদ্দেশ্যেই নতুন সরকারের উদ্যোগে ব্যাংকগুলি ঋণমেলার আয়োজন করছে। চলতি বছরে আমরা এক লক্ষ লোককে এই প্রকল্পের আওতায় আনতে পারব বলে আশা রাখি।

৭। মাননীয় মহাশয়, এমন এক সময় নতুন সরকারের স্কন্ধে প্রথম বাজেট পেশ করার দায়িত্ব বর্তেছে, যখন আমরা পেয়েছি এক রুগ্ন অর্থনীতির উত্তরাধিকার। পরিসংখ্যানের যত মারপ্যাচই থাকুক না কেন, এটা সত্য যে অত্যন্ত উদার কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তা থাকা সত্ত্বেও বিগত ১০ বছরে জনসংখ্যার অতি নগণ্য অংশকেই দারিদ্র্য-সীমার উপরে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। অনাবৃত ও অর্দ্ধাহারে জীর্ণ মানুষ বহু আশা নিয়ে আমাদের ক্ষমতায় পাঠিয়েছেন, যাতে তাঁদের এই দুর্বিসহ অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রলম্বিত শীতের প্রহর থেকে আমরা তাঁদের মুক্তি দিতে পারি।

৮। মাননীয় সদস্যগণ জেনে আনন্দিত হবেন যে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয়েও সরকার জনসাধারণের উপর নতুন কোন করের বোঝা চাপানোর প্রস্তাব করেননি, কারণ সেই বোঝা বহন করার কোন ক্ষমতাই জনগণের আজ অবশিষ্ট নেই। এবং স্বল্পআয়ী মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য সরকার বৃত্তি করের ক্ষেত্রে, বার্ষিক আয়ের ঊর্দ্ধসীমা পাঁচহাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে দশহাজার টাকা করেছেন। সরকার অবশ্য যুক্তিসংগতভাবে রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণ এবং অনুৎপাদক খাতের খরচ কমানোর উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

৯। সরকারি কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত ক্ষোভের প্রতি নতুন সরকারের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের লক্ষ্যে, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ থেকে ৫ কিস্তি মহার্ঘ্যভাতা মঞ্জুর করেছি যা সর্বভারতীয় ভোক্তা মূল্যসূচকের ৬৮৮ পয়েন্ট পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। সরকার ইতিমধ্যে ১লা এপ্রিল ১৯৮৮ থেকে আরও ৩ই কিস্তি মহার্ঘ্যভাতা মঞ্জুর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে ভোক্তা মূল্য সূচকের ৭০৪ পয়েন্ট পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হ'ল। ভবিষ্যতে মহার্ঘ্য ভাতার প্রতি কিস্তির হার কেন্দ্রীয় হারেই নির্দ্ধারিত হবে।

১০। সরকার আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তৃতীয় বেতন কমিশনের বেতন সংশোধন সংক্রান্ত সুপারিশগুলি সামান্য রদবদল করে ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৬ থেকে নশন্যালি চালু করা হবে এবং কর্মচারীরা সেই অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী, ১৯৮৮ থেকে সংশোধিত বেতন পাবেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশোধিত বেতনহার কেন্দ্রীয় বেতনক্রমের থেকে অধিকতর লাভজনক হবে। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ভোগ করেন, এমন কিছু চাকুরীগত সুযোগ সুবিধা রাজ্যে চালু করার ব্যাপারে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন এখন থেকে অর্জিত ছুটি (আর্নড লিভ) ২৪০ দিন পর্যন্ত জমা রাখা চলবে। বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট যে মাসে প্রাপ্য সে মাসের ১লা তারিখ থেকেই তা চালু হবে ইত্যাদি।

১১। যেসব কর্মচারী ইচ্ছাকৃত অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েছেন, তাদের জন্য সরকার একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছেন এবং সেই কমিটি কাজ শুরু করেছেন।

১২। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ দূর করার জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন হ'চ্ছে ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সৃষ্টি করা যাতে মানুষ লাভজনক উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। সচেতন প্রয়াসের দ্বারা অর্থনীতিতে বহুমুখীমতা আনয়নের মাধ্যমেই তা সম্ভব এবং এর জন্যে চাই সমস্ত উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে নতুন প্রবৃদ্ধি ও উৎপাদন-শীলতা সৃষ্টি করা। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে আমাদের বিরাট বেকার জনশক্তি সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে পারেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই উন্নয়নের প্রতি ক্ষেত্রে আমরা পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজাচ্ছি। সেই সঙ্গে আমরা অবশ্যই সচেতন আছি যে, দারিদ্র্যসীমারেখার নীচে যারা রয়েছেন তাঁদের বাঁচার ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। তাই আমরা এন, আর, ই, পি, এস, আর, ই, পি, আর, এল, এ, জি, পি ইত্যাদি কর্মসংস্থান প্রকল্পের কাজ বাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা আন্তরিকভাবে চাই যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার যুবকযুবতী স্বনিযুক্তি প্রকল্প গ্রহণে এগিয়ে আসুক। কৃষি, ফলচাষ, রনায়ণ, মৎস্যচাষ, চাবাগান ইত্যাদি অর্থকরি ক্ষেত্রে যাতে বেশী সংখ্যক মানুষ নিয়োজিত হতে পারেন তার জন্যে সরকার থেকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দেওয়া হবে। আরও নতুন শিল্প, বিশেষ করে ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তোলার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সরকার শিল্পো-

দ্যোগীদের উদারভাবে সব রকমের সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় বেশ কিছু শিল্পোদ্যোগী ত্রিপুরায় বিভিন্ন রকমের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। রাজ্যের স্বার্থের কথা মনে রেখে এইসব প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করে দেখছেন,

১৩। উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা কিছু করা হয়েছে এবং যেসব প্রস্তাব রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করার অনুমতি চাইছি।

১৪। **কৃষি এবং ফলচাষ :**

১৪.১। ১৯৮৭-৮৮ সালে ২ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টার জমি চাষের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৮-৮৯ সালে, ২ লক্ষ ৬৮ হাজার হেক্টার জমি চাষের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি বছরের অতিরিক্ত ৮,০০০ হেক্টার এলাকা ফলচাষ এবং বিভিন্ন বাগিচা ফসলের আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৪.২। ১৯৮৮-৮৯ সালে ২৪৫০ মেট্রিক টন বীজ এবং ৭,৫০০ মেট্রিক টন সার বণ্টনের প্রস্তাব আছে। ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসগুলিকে ৫৮টি পাওয়ার টিলার দেওয়া হয়েছে এবং সীমান্ত অঞ্চলের ৩২টি হায়ারিং সেন্টারের জন্য আরও ৭০টি পাওয়ার টিলার আনা হয়েছে।

১৪,৩। অতি ক্ষুদ্র চাষীদের স্বল্প মেয়াদি ঋণ তথা ভর্তুকীর ভিত্তিতে বীজ, সার ইত্যাদি উৎপাদন সহায়ক সামগ্রী দেওয়ার একটি বিশেষ প্রকল্প তৈরী করা হয়েছে। এই প্রকল্পে ৪৬ ০০০ চাষীকে উৎপাদন সামগ্রী দেওয়া হয়েছে। সব্জী চাষীদের কম দামে বীজ, সার ইত্যাদি দিয়ে রাজ্যে সব্জী উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৪,৪। নালকাটায় নবনির্মিত ফলের রস ঘনীভূত করার কারখানায় কাচামাল যোগান দেওয়ার জন্য আশেপাশের উপজাতি কৃষকদেরকে আনারস চাষ সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে বিনামূল্যে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে বিনামূল্যে আনারসের চারা, সার ইত্যাদি উৎপাদন সহায়ক সামগ্রী দেওয়া হয়েছে।

১৪.৫। পাহাড়ী এলাকার সব্জী উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১,৩৯ কোটি টাকার একটি বৃহৎ প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

১৪,৬। উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদের প্রকল্পে মহারাণীছড়া এবং রাঙ্গাছড়ায় দুটি ওয়াটারশেড ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে।

১৫। **বন :**

১৫,১। ১৯৮৮-৮৯ সালে মোট ১০,৫৭০ হেক্টার এলাকা বনায়ণের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব আছে। অনুরূপভাবে সামাজিক বনায়ণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে অতিরিক্ত ৮০০ হেক্টার জমি যার ফলে প্রায় পাঁচ হাজার পরিবার উপকৃত হবেন।

১৫,২। ত্রিপুরাতে রাবার চাষ খুবই লাভজনক ; তাই রাবার উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৮ ৮৯ সালে অতিরিক্ত ১০০০ হেক্টার জমি রাবার চাষের আওতায় আনা হবে এবং তার ফলে মোট টেপিং এলাকা দাঁড়াবে ৮৫০ হেক্টার।

১৫,৩। নিউক্লিয়াস শিল্প প্রকল্পে ল্যাটেক্স সেন্ট্রিফিউজিং কারখানা নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। সোনামুড়া মহকুমার শোভাপুরে ডায়সকোরিয়া ফ্লোরিবাণ্ডা চাষ হচ্ছে। এর থেকে জীবনদায়িনী ওষুধের জন্য প্রয়োজনীয় ডায়সজেনিন্ তৈরী হয়। বড় বড় ওষুধের কোম্পানিগুলি এখন বিদেশ থেকে ডায়সজেনিন্ আমদানি করছে ;

সুতরাং এই ডায়সকোরিয়া চাষ খুবই লাভজনক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৫,৪। ত্রিপুরা বন উন্নয়ন এবং বাগিচা নিগম (টি, এফ, ডি, পি, সি,) ভূমিহীন উপজাতি জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য এখন পর্যন্ত ৬৮০ হেক্টার জমি রাবার চাষের আওতায় এনেছেন। এর ফলে ২২২টি তপশিলী উপজাতি পরিবার উপকৃত হয়েছেন এবং আগামী বছরের মধ্যে আরও ২৬০টি পরিবারকে এই সুবিধা দেওয়া হবে।

১৫,৫। টি, এফ, ডি, পি, সি, তপশীলি জাতি এবং ডুম্বুর প্রকল্প এলাকা থেকে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলির পুনর্বাসনের জন্যেও অনুরূপভাবে রাবার চাষের প্রকল্প নিয়েছেন। নতুন সরকার আগামী বছরগুলিতে এই পুনর্বাসন কর্মসূচীগুলি আরও সম্প্রসারণ করতে আগ্রহী।

১৬। শিল্প :

১৬,১। আগেই বলেছি যে অতি সম্প্রতি শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে এই রাজ্যে নতুন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। মুদ্রা, ডানকান, জারডিন, ত্রিবেণী টিস্যু প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি থেকেও প্রস্তাব এসেছে। এটা একটা শুভ লক্ষণ এবং আমাদের সরকার এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা, কারিগরি জ্ঞান এবং বিনিয়োগের ক্ষমতা কাজে লাগাতে আগ্রহী।

১৬,২। ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়ার ফলে বিভিন্ন রকমের গ্যাস ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। গ্যাসের সাহায্যে বড়মুড়ায় অতিরিক্ত ৬,৫ মেগাওয়াট, এবং রুখিয়ায় যথাক্রমে ১৬ মেগাওয়াট এবং ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্প ছাড়াও ৫০০ মেগাওয়াটের একটি গ্যাসভিত্তিক বৃহৎ বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রস্তাব রয়েছে যা পর্যায়ক্রমে রূপায়িত হবে। আগরতলায় পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়া ও শিল্প কারখানায় যোগান দেওয়ার জন্য একটি প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাপারে বোম্বাই শহরের একটি সংস্থার সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করা হয়েছে।

১৬,৩। ভারত সরকারের একটি প্রখ্যাত পরামর্শদাতা সংস্থা—পি ডি আই এল এই বিপুল গ্যাস ভাণ্ডারকে কিভাবে শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায় তা বিশদভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। সেই অনুযায়ী রাজ্য সরকার রাজ্যে দৈনিক ৬০০ টনের একটি মিথানল কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাছাড়া বিভিন্নরকমের রাসায়নিক শিল্পের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

১৬,৪। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম (টি, আই, ডি, সি) যা একাধারে পরিকাঠামো উন্নয়ন সংস্থা এবং রাজ্য অর্থবিনিয়োগ নিগমের কাজ করছে—সেই সংস্থাকে নতুন যুগের চাহিদা পূরণের উপযোগী করে শক্তিশালী করা হয়েছে। এই নিগম ভুকলিতে ৪৪ একর জমি সংস্কার করে শিল্পোদ্যোগীদের মধ্যে ৩১টি প্লট বণ্টন করেছে, এর মধ্যে ১৩টি সংস্থায় উৎপাদন শুরু হয়েছে।

১৬,৫। টি, আই, ডি, সি'র উপর রাজ্যের তিনটি জেলায় তিনটি গ্রোথ সেণ্টার স্থাপনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জরিপের কাজ শেষ হয়েছে এবং তিনটি নতুন এলাকা অধিগ্রহণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অনেক আগেই এই গ্রোথ সেণ্টারগুলির জন্যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন, কিন্তু এব্যাপারে রাজ্যের পূর্বতন সরকারের সক্রিয় উদ্যোগের অভাব ছিল। আমাদের সরকার এই তিনটি গ্রোথ সেণ্টার স্থাপনে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যেতে চান কারণ এগুলি স্থাপিত হলে সারা রাজ্যে শিল্পোদ্যোগ স্থাপনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে।

১৬,৬। মাননীয় মহোদয় অবগত আছেন যে রাজ্যের একমাত্র মাঝারি শিল্পোদ্যোগ-ত্রিপুরা জুট মিলে উৎপাদন

একেবারে নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গিয়েছিল। বিগত দিনগুলিতে সেখানে প্রচুর লোকসান হচ্ছিল। উৎপাদন বাড়াতে আমরা কঠোর ব্যাবস্থা অবলম্বন করেছি এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দ জেনে খুসি হবেন যে অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছি। অচল তাঁতগুলো চালু করে মিলটিকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করার জন্যে সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

১৬,৭। এই রাজ্যে রেশম শিল্পের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। এগ্রিকালচারেল ফাইনান্স কমিশন ও সেণ্ট্রাল সিল্ক বার্ডের সুপারিশক্রমে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তার অন্তর্ভুক্ত রেশমচাষের একটি পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে।

১৭। বিদ্যুৎ :

১৭,১। আগেই বলা হয়েছে যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্যে সর্বপ্রযত্নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। দুটি ৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র বড়মুড়াতে ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বড়মুড়াতে একটি ৬.৫ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন ও রোখিয়াতে ২টি ৮ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় পর্ষদের অধীনে রোখিয়াতে আরেকটি ৭৫ মেগাওয়াটের গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্যে ইতিমধ্যেই অনুমোদন মিলেছে। এছাড়াও উত্তরপূর্বাঞ্চলে প্রস্তাবিত ৫০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পর্যায়ক্রমে স্থাপিত হবে।

১৭,২। গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নবীকরণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ ১৯৯০ সালের মার্চ মাস নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই কাজ শেষ হ'লে এই কেন্দ্রের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৮,৫ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ মেগাওয়াট দাঁড়াবে।

১৭,৩। ১৯৮৮-৮৯ সালে আরও ১৬০টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে এবং আরও ৩০০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ পরিবহন তার বসানো হবে। এই সময়ে আরও ১৫ টি সাব-ষ্টেশন বসাবার পরিকল্পনা রয়েছে।

১৬,৪। ১৯৮৮-৮৯ সালের মধ্যে আমাদের নিজস্ব উৎস থেকে উৎপাদন ১১০ মেগা ইউনিটে গিয়ে পৌঁছবে। এই সময়ে আমাদের বাইরে থেকে বিদ্যুৎ আনতে হবে প্রায় ৩২ মেগা ইউনিট। বর্তমানে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে এটা নিরাপদে বলা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হবে।

১৮। উপজাতি কল্যাণ :

১৮,১। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর বিশেষত তপশিলী উপজাতি এবং তপশিলী জাতির সংকটময় আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সরকার উদ্বিগ্ন। এইজন্যে সমস্ত পুর্নবাসন প্রকল্পের ভিত্তি প্রসারণের জোরদার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে, যাতে অধিকতর মানুষ লাভবান হতে পারেন। উন্নয়নমুখী জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে পরিবার পিছু প্রায় ৮,০০০ টাকা খরচ করা হবে। ১৯৮৮-৮৯ সালে উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এইসব পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় ১৩০০ পরিবারকে আনা হবে।

১৮,২। ১৯৮৮-৮৯ সালে তপশিলী উপজাতি নিগম ৫,০০০ উপজাতি পরিবারকে প্রান্তিক ঋণ সহায়তা দেবে।

১৮,৩। উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা, বিস্তারের উদ্দেশ্যে মেধাবৃত্তি, বই এবং পোষাক কেনার সাহায্য, মেট্রিকোত্তর বৃত্তি প্রাক-মেট্রিক বৃত্তি, ছাত্রাবাস, স্টাইপেণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসাহদায়ক প্রকল্পে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

১৮,৪। উপজাতি জনগণের প্রচণ্ড দারিদ্র্যের কথা মনে রেখে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় চালের দাম প্রতি

কেজী ১.৯০ টাকা থেকে আরও কমিয়ে ১,২৫ টাকা করা হয়েছে। সরকার ১ লক্ষ পরিবারকে বিনামূল্যে সাত মুঠা করে সূতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এর ফলে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যায় হবে।

১৮,৫। প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকারকে আমরা পুর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি। কিন্তু যদি পরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ তাঁদের সরকারি কাজে দলীয় স্বার্থে পরিচালিত হ'ন এবং প্রশাসনকে ক্রমাগত রাজনীতিদুষ্ট করেন—যা পরিনামে উপজাতি জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী, তা হ'লে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন, এটা আশা করা যায় না। কেননা সংবিধানের বিশেষ বিধি অনুযায়ী গঠিত এই সংস্থা নির্দ্ধারিত এলাকায় জনগণের সর্বোচ্চ স্বার্থে কাজ করছেন কিনা তা দেখাও রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক কর্তব্য।

১৯। তপশিলী জাতি কল্যাণ :

১৯,১। বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে তপশিলী জাতিভুক্ত জনগণের জীবনের মান আরও উন্নত করার জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া হবে। এর মধ্যে কৃষি শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিকদের পুনর্বাসনের উপর প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হবে। তপশিলী জাতিভুক্ত জনগণের মধ্যে যাদের জমি আছে তাদেরকে লাভজনক বৃত্তি হিসেবে নিউক্লিয়াস বাজেট প্রকল্পে রাবার চাষে উৎসাহ দেওয়া হবে। তাঁদের বাড়ীর জন্য জমি এবং ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ-দানের ব্যাপারেও উপযুক্ত অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২০। অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণ :

২০,১। আমাদের সরকার, অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়—যারা ত্রিপুরার জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ—তাদের আর্থিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, জরুরী ভিত্তিতে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং পরম্পরাগত পেশা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সহায়তা করার ব্যাপারে সরকার ভাবনাচিন্তা করছেন।

২১। গ্রামীণ উন্নয়ন :

২১,১। গ্রামাঞ্চলের ক্রমবর্দ্ধমান বেকার সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য সরকার এস আর ই পি, এন আর ই পি, আর এল ই জি পি ইত্যাদি বিভিন্ন দারিদ্র্যদূরীকরণ প্রকল্পের কাজ কর্ম বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২১,২। ১৯৮৮—৮৯ সালে এস আর ই পি-তে ১৬.৩৮ লক্ষ শ্রমদিবস, এন আর ই পি-তে ৮,৫৬ লক্ষ শ্রমদিবস এবং আর এল জি পি-তে ৬,৩২ লক্ষ শ্রমদিবস কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

২১,৩। আরও অধিকসংখ্যক পরিবারকে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনা হবে এবং মাথাপিছু সাহায্যের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হবে।

২১,৪। গ্রামাঞ্চলে বাসগৃহের সমস্যা কমিয়ে আনার জন্যে ১৯৮৮—৮৯ সালে এল আই জি প্রকল্পে ৮০টি পরিবারকে সহায়তা করার প্রস্তাব আছে। ১৯৮৮—৮৯ সালে আর এন এন পি প্রকল্পে ৬,০০০ পরিবারকে গ্রামীণ বাস্তুভিটা জমি ও গৃহ নির্মাণের সাহায্য দেবার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

২১,৫। গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পে ৪০০ গ্রামে বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

২২। রাজস্ব :

২২,১। রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্বেও, সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে করের বোঝা হ্রাস করতে আগ্রহী। বিশেষ কিছু জিনিসপত্রের বেলায় বিক্রয় কর মুকুবের প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে।

২২,২। সরকার ৪.০৮৯টি উপজাতি পরিবারকে ১৪০৭ হেক্টার হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং চলতি বছরে এই জমি উদ্ধারের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে যাতে আরও বেশী পরিবার উপকৃত হতে পারেন।

২২,৩। ১৯৮৮—৮৯ সালে ১০০টি রাজস্ব গ্রামের স্বত্বাধিকার দলিল সংশোধনের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২৩। উচ্চ শিক্ষা :

২৩,১। এ পর্যন্ত রাজ্যের যতগুলি কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ছিল সেগুলিকে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

২৩,২। কমলপুর ও সাব্রুমে দুটি নতুন ডিগ্রী কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং ১৯৮৮—৮৯ সালে সোনামুড়া ও অমরপুরে আরও দুটি ডিগ্রী কলেজ স্থাপন করা হবে।

২৩,৩। সাম্মানিক পাঠক্রমের চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কলেজে আরও কয়েকটি বিষয়ে সাম্মানিক পাঠক্রম চালু করা হবে।

২৪। বিদ্যালয় শিক্ষা :

২৪,১। শিক্ষার সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করার জন্য বর্তমান বছরে বিভিন্ন স্তরের অনেকগুলি বিদ্যালয় খোলা হবে। বর্তমান শিক্ষ বর্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২৪,২। বেশীরভাগ উপজাতি ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাতে কক—বরক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্যে আমাদের সরকার আন্তরিকভাবে আগ্রহী। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কক্—বরক্‌কে একটি ভাষা বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বেসিক ট্রেনিং কলেজে কক্ বরক্‌কে একটি ভাষা বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বেসিক ট্রেনিং কলেজে কক্—বরক্ শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং দুই ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

২৪,৩। অন্যান্য ভাষাগত সংখ্যালঘু শিশুদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২৪,৪। মুসলিম ছেলেমেয়েদের স্বার্থে ৩১টি মক্তব এবং মাদ্রাসাকে গ্র্যান্ট-ইন এইড প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

২৪,৫। আরও বেশী সংখ্যক তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য উৎসাহমূলক ব্যবস্থা জোরালো করা হবে।

২৪,৬। খেলাধুলায় স্থানীয় সম্ভাবনাময় ছেলেমেয়েদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে একটি পৃথক যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া অধিকার স্থাপিত হয়েছে। যুবকযুবতীদের খেলাধুলায় উৎসাহদানের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগসুবিধা দানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২৪,৭। এই রাজ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ঐকান্তিকভাবে চালু করা হচ্ছে। সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে শারীরিক অক্ষমদের জন্য একটি সমন্বিত শিক্ষা প্রকল্পও বিবেচনাধীন রয়েছে।

২৫। সমাজ শিক্ষা :

২৫,১। অনাথ শিশু, অসহায় মহিলা প্রতিবন্ধী ও সহায়সম্বলহীন বৃদ্ধ নাগরিকদের পরিচর্যার ব্যাপারে আমাদের সরকার পুরোপুরি অঙ্গিকারবদ্ধ। নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্পটি ১৯৮৮—৮৯ সালে আরও তিনটি ব্লকে চালু করা হবে।

২৫,২। ১৯৮৮—৮৯ সালে ৭০০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হবে। এর মধ্যে উপজাতি সাব প্ল্যান এলাকায় ২৪০টি

কেন্দ্র এবং তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এলাকায় ১৬০টি কেন্দ্র খোলা হবে।

২৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ :

২৬,১। সরকার গ্রামীণ ও দুর্গম এলাকায় চিকিৎসার সুযোগ আরও সম্প্রসারণ করতে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা নেবেন। প্রধান হাসপাতালগুলিতে আধুনিক ও উন্নত সরঞ্জাম এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্যে আন্তরিক প্রয়াস নেওয়া হবে।

২৬,২। হাসপাতাল উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার ৩১ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন, যাতে করে যে হাসপাতালগুলির মান অনেক নীচে নেমে গেছে, সেগুলির উন্নতি সাধন করে রোগীদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২৭। সমবায় :

২৭,১। সমবায় ক্ষেত্রে ঋণদান সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে যেসব সমবায় সমিতি আগে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংকের আওতায় ছিল সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু সমিতিকে রাজ্য সমবায় ব্যাংকের আওতায় আনা হবে।

২৭,২। কৈলাশহর ও উদয়পুরে আইতরমার মত আরও দুটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর খোলা হবে।

২৭,৩। সমবায়গুলিকে আরও শক্তিশালী করা হবে যাতে তারা লবন, চিনি, সিমেন্ট, ভোজ্যতেল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী আমদানীর এজেন্ট হিসেবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে।

২৮। মৎস্য চাষ :

২৮,১। আমাদের সরকার মৎস্যচাষ উন্নয়নের উপর যথাযথ অগ্রাধিকার দেবেন। ১৯৮৮—৮৯ সালে মৎস্যচাষের এলাকা বাড়িয়ে ৯৮২০ হেক্টার করার প্রস্তাব আছে। ১৯৮৮—৮৯ সালে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৬,১০০ মেট্রিক টন।

২৮,২। যেসব তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি মৎস্যচাষী বেসরকারী জলাশয়ে মৎস্যচাষ ও মাছ ধরার কাজ করেন তাঁদেরকে সরঞ্জাম কেনার জন্য ১৯৮৮—৮৯ সালে বিনাসুদে ঋণদানের একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব আছে।

২৯। সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ :

২৯,১। ৩১,৩,১৯৮৭ পর্যন্ত মোট ৪৩,৩৮৬ হেক্টার জমি সেচের আওতায় ছিল। ১৯৮৭—৮৮তে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,০০০ হেক্টার আর ১৯৮৮—৮৯ তে ২,৬৫০ হেক্টার জমি সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। মহারাণী বাঁধ প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের সাহায্যে আরও ১০০০ হেক্টার জমি সেচের আওতায় আনা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। চাকমাঘাটে খোয়াই বাঁধ এবং নালকাটায় মনু বাঁধ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

২৯,২। ১৯৮৮—৮৯ বর্ষে ১২ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করে ১২০০ হেক্টার জমি সুরক্ষার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

২৯,৩। ১৯৮৭'র মার্চ পর্যন্ত সেচের জন্য ৮৫টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছিল। ১৯৮৮—৮৯তে সেচের জন্যে ৪ টি গভীর নলকূপ বসানোর কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

২৯,৪। ১৯৮৮—৮৯ বর্ষে পানীয় জল সরবরাহের জন্য অতিরিক্ত ৮০টি গভীর নলকূপ বসানোর প্রস্তাব আছে।

৩০। পঞ্চায়েত :

৩০,১। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব হল একেবারে নীচুতলা থেকে উন্নয়ন কর্মসূচী রূপায়ণ করা; তাই আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য ছিল এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতি মুক্ত করা। গাঁও পঞ্চায়েতগুলির বিরুদ্ধে সরকারী অর্থের অপচয়, দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের ভুরিভুরি অভিযোগ ছিল, তাই সরকারের পক্ষে এগুলি ভেঙে দেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না।

৩০, ২। আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পঞ্চায়েতের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তাই আমরা চাই জনগণের যথার্থ স্বার্থ রক্ষার জন্যে পঞ্চায়েত সঠিক ভাবে কাজ করুক।

৩০, ৩। এস, আর, ই পি, এবং অন্যান্য প্রকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণের মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তা, গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন ফলের বাগান, মৎস্যচাষের জলাশয় ইত্যাদি স্থায়ী সম্পত্তি গড়ে তোলা হবে।

৩১। মাননীয় সদস্যবৃন্দের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করতে চাই যেগুলি সরকার ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছেন।

৩২। জনগণের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১লা এপ্রিল ১৯৮৮ থেকে আগরতলা-কলকাতার মধ্যে ভর্তুকীতে জনতা বায়ুদূত সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

৩৩। সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্যন্ত জাতীয় সড়কটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংস্কারের জন্য সীমান্ত সড়ক সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩৪। এই প্রাচীন রাজ্যের বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে ও তার বিকাশ-সাধনে আমরা সংকল্পবদ্ধ। ত্রিপুরার একটি বিরাট সাংস্কৃতিক দল ভারত উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় গেছে।

৩৫। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অবগত আছেন যে, ১৯৮৭—৮৮ সালের অনুমোদিত বার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ প্রথমে ছিল ১২২ কোটি টাকা যা পরবর্তী সময়ে বাড়িয়ে ১২৪কোটি টাকা করা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৮৮—৮৯ সালে বার্ষিক পরিকল্পনা বরাদ্দ ধার্য করেছেন ১৪৬ কোটি টাকা।

৩৬। ১৯৮৭-৮৮ সালে উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্ষদ, ত্রিপুরার জন্য চূড়ান্ত বরাদ্দ দিয়েছিলেন ৯,৮২ কোটি টাকা সেক্ষেত্রে ১৯৮৮-৮৯ সালে এই রাজ্যের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ১৮,২৯ কোটি।

৩৭। শেষ করার আগে সর্বস্তরের জনগণের কাছে আমি আন্তরিকভাবে এই আবেদন রাখছি তাঁরা যেন ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য এবং রাজ্যের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বার্থে সমস্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর বিশদ রূপায়ণের ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

৩৮। আমি এখন সভার সাগ্রহ বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য ১৯৮৮—৮৯ সালের বাজেট এস্টিমেট পেশ করছি। এই বাজেটের মূল লক্ষ্য হ'চ্ছে উন্নয়ন, সম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান, তপশিলী জাতি ও উপজাতি, সংখ্যালঘু এবং সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর কল্যাণসাধন। সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্য সুবিধাগুলি দেওয়ার ব্যপারটিও মনে রাখা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি" নোটিশ" অফিস" থেকে ১৯৮৮—৮৯ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্বলিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার এবং যে সকল সদস্য মহোদয়গণ ব্যয় বরাদ্দের (ডিমাণ্ডস্ ফর গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৮৮—৮৯) উপর ছাটাই প্রস্তাবের (কাট মোশান) নোটিশ দিতে চান, তাঁরা

আগামী সোমবার, ১১ই জুলাই, ১৯৮৮ইং বেলা ১২ ঘটিকার মধ্যে তাঁদের নোটিশ বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দিতে পারবেন।

হাউস বেলা ২ (দুই) ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2-00P.M.

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান। আজকের কার্যসূচীতে ৩টি রিজলিউশান আছে। প্রথমটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, দ্বিতীয়টি এনেছেন মতিলাল সরকার তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়। আমি এখন মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথকে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশানটি হচ্ছে, "এই বিধানসভা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, বিগত দশ বৎসরে বেকার সমস্যা সমাধানে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় রাজ্যে বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই এই বিধানসভা সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে এই বেকার সমস্যা আংশিক সমাধান-কল্পে রাজ্যে গ্যাস-ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ পরিকল্পনা অতি সত্বর বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।"

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখিত বিগত ১০ বৎসর এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিলেন। সেই বামফ্রন্ট সরকারের বিগত ১০টি বৎসরে আমরা লক্ষ্য করেছি, তারা অনেক সময় বলতেন যে তারা নিয়োগনীতি সম্পর্কে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়েছেন। বাস্তবে তা কার্যকরী হয় নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলছি বিগত ১০টি বৎসরে যেভাবে এই রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন তা হচ্ছে ক্যাডারভিত্তিক। তারা ক্যাডারভিত্তিক চাকরীর ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। এই রাজ্যে কম করেও সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষিত বেকারের বয়েস-সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ করছি, বিগত সরকারের আমলে যাদের বয়স-সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, যারা মৃতপ্রায় অবস্থায় আছে তারা যাতে পুর্ণজীবন লাভ করতে পারে তার জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য এই সরকার যাতে ব্যবস্থা নেন। আমরা আরো লক্ষ্য করছি, বিগত ১০টি বৎসরে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর অর্থ এই রাজ্যে দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এই ২২ লক্ষ জনগনের জন্য, বেকারদের জন্য প্রচুর অর্থ দিয়েছেন কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার বেকারদের কোন কর্মসংস্থান করেননি। তারা এই অর্থ বিগত নির্বাচনের কাজে ব্যয় করেছেন, তাদের পার্টির খাতে ব্যয় করেছেন। বিগত ১০ বৎসরে তারা এই রাজ্যে খুনের রাজত্ব কায়েম করেছেন। বিগত ১০টি বৎসরে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সরকার আসার সাথে সাথে কম করেও ১৪ হাজার ১৫ হাজার লোক খুন হয়েছে। তারা এই রাজ্যে একটি খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিল। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য গ্যাস-ভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য খরচ করা হয়নি। বিগত ১০ বৎসর ধরে এই রাজ্যের জনগন লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হয়ে আসছিলেন এইটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমি আশা করছি, আমাদের এই নব-নির্বাচিত সরকার জনগনের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ইস্তাহার দিয়েছেন এইটা যথাযথ পালন করবেন, তার জন্য আমি আবেদন করছি যারা শিক্ষিত

বেকার আছেন. অর্ধ শিক্ষিত বেকার আছেন তাদের যাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আমি যে রিজলিউশান এনেছি, সেটি যাতে হাউসে পাশ হয় তার জন্য মাননীয় স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত দশ বছরে আমাদের এই রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিরা শুধু গ্রামে গঞ্জে প্রচার করেছেন, তারা বলেছেন যে আমরা এই রাজ্যে বেকারদের চাকুরী দিয়েছি, কিন্তু বাস্তবে আমাদের শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী দেওয়া হয়নি। আমি এই হাউসে তুলেছিলাম যে. আমরা দেখেছি তারা ক্যাডার ভিত্তিক তারা চাকুরী দিয়েছেন। বিশেষ করে লক্ষ্য করছি যে তাদের পার্টির যারা কাজ করেন তাদেরকে জাল সার্টিফিকেট দিয়ে চাকুরী দিয়েছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, যার ফলে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে চিন্তা-ধারা নিয়েছিলেন যে, এই রাজ্যের জনগণকে শিক্ষায় তথা অর্থনীতিতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার জন্য যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন সেটা আব বাস্তবে কার্য্যকরী করেন নি রাজ্য সরকার। যার জন্য মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, তারা যে-সমস্ত চাকুরী দিয়েছেন, তাতে যেমন মাষ্টারীর যে চাকুরী দিয়েছেন তারা আদৌ শিক্ষিত না। তারা টিপ সই দিয়ে বেতন, গ্রহণ করছেন, এটা অত্যন্ত দুঃখ-জনক ঘটনা, এদিকে আমাদের রাজ্যে প্রায় এক লক্ষ সোয়া লক্ষ বেকারের সংখ্যা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই আমি আশা করি মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি আমাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সরকার আমাদের এই রাজ্যে এসে যেভাবে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন তার জন্য আমাদেব এই সরকার এবং এই হাউসে আমাদের সমস্ত মন্ত্রী মহোদয়গণ ও মেম্বারদের কাছে আমি অনুরোধ রাখব এই বলে যে প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান যেটা আমি এনেছি যাতে এই রাজ্যে যারা শিক্ষিত বেকার অর্ধশিক্ষিত বেকার আছেন তাদের কথা চিন্তা করে আমার এই প্রস্তাবটা এখানে পাশ হয়. এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— এই আলোচনায় যারা অংশ গ্রহণ করতে চান তাদের নামের তালিকা দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ।

শ্রীঅঞ্জু মগ (মনু) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে দেখা যায় বেকারদের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে প্রস্তাব এনেছেন। আমরা বিগত দশ বছরে দেখেছি বেকার সমস্যার সমাধান কিছু হয়নি, হয়েছে কি, ক্যাডার ভিত্তিক চাকুরী, ক্যাডার ভিত্তিক বলতে বুঝায় যে আমাদের অনেক শিক্ষিত বেকার আছে তাদেরকে একটাও চাকুরী দেওয়া হয়নি, ক্যাডার ভিত্তিক দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের দলটাকে বৃদ্ধি করতে পারেন তার জন্য। আমাদের ধীরেন্দ্রবাবু ওনার বক্তব্যে এর আগে যা বলেছেন যে অশিক্ষিতদের চাকুরী দেওয়া হয়েছে, আমরা কয়েকটা ক্ষেত্রে তার প্রমাণ পেয়েছি। সাব্রুমের কয়েকটা জায়গায় আমি দেখেছি যে. অশিক্ষিত সম্প্রদায়রা আজকে আমাদের কাছে আসছে, একদম লেখাপড়া জানে না সেই লোককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। সেই লোকে হয়ত এটা বলে কেননা আমরা দেখেছি সোশিয়েল এডুকেশনের ক্ষেত্রে যে বাংলা ভাষা জানে না অথচ বোগাস একটা সার্টিফিকেট নিয়ে চাকুরি করছে। এইত হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপ। কমিউনিষ্ট পার্টি এসব এরাজ্যে করেছে। আমাদের এই নূতন সরকার আসার ফলে বিগত ১০ বছরে যারা বঞ্চিত হয়েছে এবং যাদের বয়স সীমা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাদেরকে আগে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে বিভিন্ন স্কীম নিতে হবে, তা না হলে এত বড় বেকার সমস্যা সমাধান করা যাবেনা। এখানে গ্যাস-ভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ করার

জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে সত্যিই কিছু বেকারের কর্মসংস্থান হবে। এভাবে বিভিন্ন কল-কারখানা করলে পরে বেকার সমস্যার কিছু সমাধান করা সম্ভব হবে। বিগত ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার এসবের দিকে কোন নজর দেয় নাই। আমাদের খিলোনিয়া, অমরপুর ও সাব্রুমে আমরা দেখি নাই। আমাদের নূতন সরকার যেভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিচ্ছেন তাতে সম্পূর্ণ না হউক অন্ততঃ বেশীরভাগ বেকারের যে কর্মসংস্থান হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে পুরোপুরি সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয় যে রেজোলিউশান এনেছেন এইটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। তাই এইটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

এইটাকে সময়োপযোগী বলছি এই কারণে যে আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলিতে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বেকার ছিলেন তাদের সমস্যার সমাধানের জন্য বিগত বামফ্রন্ট সরকার যে-রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন তা'তে ত্রিপুরার প্রকৃত বেকারেরা সেটা গ্রহন করতে পারেননি। যারফলে এখনো বহু বেকার রয়ে গেছেন। তারজন্যে এই প্রস্তাব অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

বিগত বামফ্রন্ট সরকারের যে-সকল পদক্ষেপ নিয়েছেন তাতে আমরা দেখতে পাই যে, এক সময় ত্রিপুরার বেকারদের মধ্যে জব ফরম-এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপর নানা কারণে সে জব ফরমগুলি কেনছেল করেছেন বামফ্রন্ট সরকার। যারফলে যারা বেকার ছিলেন তাদের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারফলে অধিকাংশ বেকার তাদের সমস্যার কোন সমাধান পাননি। এবং বামফ্রন্ট সরকার সরকারীভাবে যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছিলেন-স্ব-নির্ভর প্রকল্প সেটাও বেকারদের সমস্যা সমাধানের দিকে না গিয়ে দলীয় ক্যাডারদের সমস্যার সমাধানের দিকে নেওয়া হয়। যারফলে যারা ক্যাডার নয় তাঁদের সমস্যার সমাধান হয়নি। এই দিকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই, এই প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। কাজেই বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য।

ত্রিপুরায় বহু সংখ্যক বেকার রয়েছেন, শিক্ষিত-অর্ধ-শিক্ষিত বেকার রয়েছেন। এই খানে যে গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা এবং তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা রয়েছে সেগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এইটা প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি, কেননা বিগত দিনগুলিতে চাকুরী যারা পাননি সে-সমস্ত বেকারদের সমস্যার বিগত সরকার করতে পারেন নি স্টেট স্কীম বা সেন্ট্রাল স্কীমের মাধ্যমে তাদের জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা হবে। অতীতে ক্যাডার যারা নয় তারা এই সকল স্ব-নির্ভর প্রকল্পগুলি কোন সুযোগ পায়নি।

অতীতে আমরা দেখেছি এইভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বেকাররা অত্যন্ত কষ্ট করেছে এবং চাকরী থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমন কি ট্রাইবেলদের মধ্যে শিক্ষিতের হার কম থাকা সত্ত্বেও তারা চাকুরীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তবে বিগত সরকারের আমলে যারা অর্ধ শিক্ষিত ট্রাইবেল ছিল তারাও স্বনির্ভর প্রকল্পে কাজের সুযোগ পায় নাই। শহরের আশে পাশে তো বটেই, গ্রামেও প্রচুর অর্ধশিক্ষিত বেকার রয়েছে। সুতরাং বর্তমান সরকার স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার সমস্যা দূরীকরণে সচেষ্ট হবেন এটা আশা করতে পারি এবং সেজন্য এই প্রস্তাব

অত্যন্ত সময়োচিত। মাননীয় সদস্য অল্প বাব বলেছেন যে, নালকাটাতে যে ফ্যাক্টরী হয়েছে তাতে প্রচুর কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। তবে এইসব ইনডাস্ট্রীতে যাতে স্থানীয় লোক চাকরী পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

অন্যান্য ইনডাস্ট্রির ব্যাপারে আমরা, দেখেছি যে, বিগত সরকার কয়েকটা ইনডাস্ট্রি করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং কয়েকটা ইনডাস্ট্রি আছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলেও এইরকম ইনডাস্ট্রি খোলা দরকার। ত্রিপুরার বিভিন্ন সাবডিভিশনে যাতে ইনডাস্ট্রি খোলা যায় সেই দিক থেকে প্রায়রিটির ভিত্তিতে যাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি এবং আজকের এই প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশনটি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশন হিসাবে যে প্রস্তাবটি হাউসে পেশ করেছেন, গ্যাস-ভিত্তিক তাপ-বিদ্যুত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য, এটা আমি আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি এবং এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ লোক চাকরী করে। আরও দেড় লক্ষ বেকার যুবক যুবতী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাদের বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে নাচিয়েছেন এটা এই হাউসে যারা উপস্থিত আছেন তাদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বলে আমি মনে করি। প্রকৃত বেকারদের চাকরী না হয়ে যাদের আদৌ চাকরীর দরকার ছিল না, তাদেরই চাকরী হয়েছে। কেন হয়েছে ? একটু আগে পরবর্তী বক্তা বলে গেছেন—ক্যাডার পোষণ নীতিতে হয়েছে।

মহামতি সেক্সপীয়ার তাঁর একটি নাটকে বলেছিলেন' 'the abuse of greatness is when it disjoins remotes from power 'ক্ষমতার যদি মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় তবে তার অপব্যাবহার স্বাভাবিক এবং এই ভাবেই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে—আমাদের বেকার ভাইদের মধ্যে যাদের চাকরী পাওয়ার যোগ্য যাদের চাকরী পাওয়া দরকার তাদের বঞ্চিত করেছে। সেখানে দেখা গেছে যে তাদের নিজের দলের লোকদের নিয়ম নীতি ভেঙ্গে চাকরী দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে এই সব বেকারদের চাকরী দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মর্যাল ভেঙ্গে দিয়েছে। আমরা দেখছি যে সেই সব বেকারদের দিয়ে মানুষ খুন করিয়েছে মানুষের মাথা ফাটিয়েছে আমি একটা উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি—বিলোনীয়ার বিধান চৌধুরী সুবল মজুমদারকে খুন করেছে তারপর তার সে মাষ্টারী চাকরী হয়েছে। তার পোষ্টিং হয়েছে রতনপুর প্রাইমারী স্কুলে। সে যখন ক্লাস করতে যায় তখন ছেলেরা হাসাহাসি করতে থাকে বলে যে যে খুন করেছে তার চাকরী হয়েছে। তখন সে শ্রীবাদল চৌধুরীকে ধরে সেখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে যায়। এই ভাবে দেখা যাচ্ছে যে যারা খুন করেছে কে মানুষদের মাথা ফাটিয়েছে অন্যের ঘরে আগুন লাগিয়েছে তাদের চাকরী দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের বেকার যারা ভাই বোন যারা মানবিকতার খা তরে অন্যের মাথা ফাটাইনি যারা অন্যের ঘরে আগুন লাগায়নি খুন করেনি তাদের চাকরী দেওয়া হয়নি। আর সেজন্যই এই সরকারের উপর এই বিরাট বেকারত্বের বোঝা এসে পরেছে। কাজেই আমি আশা করব যে আমাদের এই সরকার মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার মাধ্যমে আমাদের সমস্ত বেকার ভাইদের চাকরী দেওয়া নাও হয় তবু যাদের চাকরী পাওয়া অতি জরুরী তানের যাতে চাকরী হয় সেজন্য সরকারের

কাছে অনুরোধ রাখছি স্যার, চিন্তা করে দেখুন এই দশ বছরের মধ্যে ৭ হাজার বেকারের চাকরীর বয়স। সীমা পার হয়ে গেছে। আমি হিসাব করেছি দেখেছি যাদের বয়স ৪৫/৫০ হয়ে গেছে তাদের আগে চাকরী দেওয়ার দরকার ছিল আর যাদের বয়স ২৫/৩০ হয়ে গেছে তাদের পরে চাকরী দিলে হত। কিন্তু বাস্তবে হয়নি। তা হয়নি। সেখানে তাদের ক্যাডার পোষন করা হয়েছে এবং এর ফলে তাদের পতন হয়েছে। পরমহংসদেব এক জায়গায় বলেছিলেন যে পাপ এবং পারদ খেয়ে সেটাকে হজম করা যায় না। সেটা একদিন গা ফুলে বেরুবেই।" বামফ্রন্ট সরকারও হজম করতে পারেনি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তাঁরা আজকে অনুপস্থিত—উনারা ত্রিপুরায় বেকারদের সমস্যা সমাধানের নামে বেকারদের যে ভাবে হয়রাণী করেছে—তুমি অমুকের ঘরে আগুন দাও তুমি অমুকের মাথা কাটিয়ে দিয়ে আস তাহলেই তোমার চাকরী হবে। উনারা আজকে হাউসে নেই সেজন্যই উনারা আজকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় সদস্য যে রিজোলিউশন এনেছেন আমি সেটাকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করছি এবং আমি সরকারকে অনুরোধ রাখছি যাতে এই রিজোলিউশনটি হাউসে পাশ হয়ে যায় যার ফলে ত্রিপুরার দেড়লক্ষ বেকারের জীবিকা অর্জনের পক্ষে সহায়ক হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যদি আর কেউ বলতে চান বলতে পারেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় এই সভায় যে, প্রস্তাব এনেছেন এটাকে আমি সম্পূর্ন সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে উনি উল্লেখ করেছেন যে বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। এটা সত্য কথা। আমরা দেখেছি এই বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ৭ থেকে ৮ হাজার বেকারের বয়স-সীমা পেরিয়ে গেছে। বিগত দশ বছরে তারা বেকার সমস্যা সমাধানে সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী। কংগ্রেস (আই) ও উপজাতী যুবসমিতি ক্ষমতায় আসার পর চার মাসে এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে-সমস্ত উদ্যোগ নিয়েছে এই প্রস্তাব এগুলিকে সাহায্য করবে এবং তার জন্য এটাকে সময়োপযোগী আমি মনে করি। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি যে, এখানে বিরোধী দলে যারা আছেন আজকে তারা হাউসে আসেন নি। কারণ ওরা জানে যে হাউসে আসলে তাদেরকে জবাব দিতে হবে, আমরা তাদের কাছে জবাব চাইব। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে গণতান্ত্রিক সুস্থ আবহাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে তারা ভয় করে বলেই আসে নি। ওরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না। গণতন্ত্রকে ভয় পায়। তার জন্য আজকে বর্তমান সরকার কর্তৃক রাজ্যে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে এই অজুহাত দেখিয়ে তারা হাউসকে/বয়কট করেছে। এটা ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে হাস্যসপদ ছাড়া আর কিছু নয়। তাদের এই বয়কট দুঃখজনক। মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবের উপর আমার বক্তব্য হল বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রিপুরাতে তাপবিদ্যুৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক।

মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত সরকারের আমলে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তখন বিজ্ঞানীরা বলতেন ত্রিপুরায় প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে বেকার সমস্যা সমাধানের মত কোন উদ্যোগ বিগত বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করে নি। গ্রাম পাহাড় অঞ্চলে বিদ্যুত পৌঁছে দেওয়ার মত কোন পরিকল্পনা বিগত সরকার গ্রহণ করে নি। এটা ঐতিহাসিক সত্য যে আগরতলা ১৯৫১ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এক মেগোয়াট

বিদ্যুত উৎপাদনের জন্য ডিজাইল মেশিন বসানো হয়েছিল। কিন্তু বিগত দশ বছরে এক মেগোয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনেরও ব্যবস্থা করা হয় নি। কাজেই আজকে যে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছে সেটা বিগত দশ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের কাজের ফল। কিন্তু ওরা করে নাই বলে আমরা করব না সেটা হবে না। এই সরকার এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে যে প্রতিশ্রুতি জনসাধারণকে দিয়েছিল সেটা বাস্তবে রূপায়ন করার জন্য চেষ্টা করবে।

এই সরকার নির্বাচনের সময় জনসাধারনের সামনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা ধীরে ধীরে পূরণ করে চলেছে আর সে দিকে লক্ষ্য রেখেই এই সরকার বিভিন্ন কার্য্যসূচী হাতে নিয়েছে। বড়মুড়াতে ১০ মেগাওয়াট গ্যাস থারমেল ইউনিট আছে। সেই ইউনিটকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১০০ জনের মত লোক আছে। আমরা সরকারে আসার পরে আরো ৫ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য থার্ড ইউনিট চালু করার কাজ হাতে নিয়েছি। আশা করেছিলাম, ১৯৮৯ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে তার কাজ শেষ করা যাবে। কিন্তু নানা রকম টেকনিক্যাল অসুবিধের জন্য এটা শেষ হতে ১৯৯০ সালের মার্চ মাস অবধি লেগে যাবে। তবে আশা করছি, এটা শেষ হয়ে গেলে আরো ২০ | ২৫ জনের মত লোককে কাজ দিতে পারব। আমরা সরকারের আসার পর এই চার মাসের মধ্যে রুখিয়াতে আরো ১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। আশা করছি, ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই তার কাজ শেষ হবে। এবং আগামী তারিখ অনুযায়ী যাতে সেখানে কাজ শেষ করা সম্ভব হয়, সেজন্য সেখানে ২০০ জন লোক কাজ করছে। আশা করছি, কাজ শেষ হয়ে গেলে আমরা ১০০ জনের মত বেকারকে কাজ দিতে পারব। এটা খুবই আনন্দের বিষয়, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিগত সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ না করলেও আমরা রুখিয়াতে আরো ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য এন, টি, পি, সি, কে, কাজের বরাত দিয়েছে। এটা বর্ত্তমানে কেন্দ্রের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। আশা করছি, কয়েক দিনের ভেতরই অনুমোদন পেয়ে যাব। এটা হলে আশা করি, ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধানের কাজে কিছুটা আসবে। এখানে প্রায় ২০০ জনের মত লোককে কাজ দিতে পারব। আমাদের আরো বৃহৎ পরিকল্পনা রয়েছে। গ্যাস-ভিত্তিক যাতে আরো ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়, সেজন্য কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব রয়েছে। এটা অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। যদি অনুমোদন পাওয়া যায়, তাহলে এটা নির্মাণের সময় আমরা প্রায় হাজার জনের মত লোককে কাজ দিতে পারব। এবং কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রায় ৫০০ জনের মত লোককে কাজ দিতে পারব। রাধাকিশোরপুরে আরো ২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কাজ আমরা হাতে নিয়েছি। সেটা জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন। আশা করছি, ১৯৯০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে। সেখানেও আমরা বেকারদের কাজ দিতে পারব। স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে। এই গ্যাস কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য আমরা চেষ্টা করতে চাই। এবং এ ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু, স্যার, এই গ্যাস এমন জায়গায় পাওয়া গেছে, বাংলা দেশের সন্নিকটবর্ত্তী। যার ফলে রুখিয়াতে আমাদের কাজের অগ্রগতি দেখে, এবং আমাদের কার্য্যকলাপ দেখে, বাংলাদেশ তড়িঘড়ি করে গজারিয়াতে বড় বড় রিগ এনে বসাচ্ছে। তাদের আগে যাতে আমরা কাজ করে নিতে পারি, সেজন্য এই সরকার যথেষ্ট সচেতন রয়েছেন এই আশ্বাস আমি দিতে পারি। তবে তাদের আগে আমরা যাতে গ্যাসটা গ্রহণ করতে পারি তার জন্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিচ্ছেন। আমাদের দেখেছি বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন কেন্দ্রের উপর ক্রমাগত দোষ চাপিয়েছেন যে এখানে কেন্দ্রীয় সরকার কোন

ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে চাইছেন না। কিন্তু একটা জিনিষ তারা বুঝতে চাননি যে, এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে গেলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিদ্যুতের। ব্যবস্থা না করে এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়লে চলবে কিভাবে ? বিদ্যুৎ কি আকাশ থেকে পড়বে ? বিগত দশ বৎসর ধরে এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থাই তারা করেন নি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে তারা কোন লক্ষ্যই দেন নি। আমরা ক্ষমতায় বসে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দিয়েছি। যদি আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারি, তাহলে এ রাজ্যে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠবে এবং বেকারদের কাজ দেওয়া সম্ভব হবে এবং বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হবে। এই সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু গ্যাস-ভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ পরিকল্পনার মাধ্যমেই নয়, অন্যান্য ভাবে কাজ দিয়ে কিভাবে বেকার সমস্যা সমাধান করা যায় সেই দিকে মনোযোগী আছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদ্রাউক্‌মার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয় আজকে হাউসে যে রিজলিউশন এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং বিশ্বাস রাখছি যে, এই নূতন সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের বিশেষ যত্নবান হবেন এবং ধীক্কার জানাচ্ছি তাঁদের, যাঁরা আজকে বাজেট অধিবেশনের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন বয়কট করেছেন, যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধি এবং বেকার সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দিনে বামফ্রন্ট বিধানসভা বয়কট করেছেন। এটা অত্যন্ত অন্যায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের নিকট বিশ্বাস ঘাতকতার সামিল। আমরা দেখেছি এ রাজ্যে ১ লক্ষের উপর বেকার আছে। তন্মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ৪০ হাজার এবং বয়স সীমা পার হওয়া বেকারের সংখ্যা ৮ হাজারের মত। আমার প্রশ্ন এই বামফ্রন্ট বিগত ১০ বৎসরে বেকারদের জন্য কি করেছেন ? তারা বেকার সমস্যার জন্য কেন্দ্রের উপর দোষ চাপাচ্ছেন। তারা আজকে এখানে বলছেন যে, বিরোধী দলের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। আসলে এটা বুঝতে ভুল হয়ে যাচ্ছে যে কিছু কিছু বেকার এখনও মনে করছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে আবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হবে এবং তারাও চাকুরী পাবেন। কিন্তু তাদেরকে আমি বলে দিতে চাই যে, তাদের এই ধারনা ভুল। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট আর কোন দিন ক্ষমতায় আসীন হতে পারবে না। বামফ্রন্ট ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যা সমাধান হউক এটা কোন দিন চায় নি। কারন বেকার সমস্যার যদি সমাধান হয়ে যায় তাহলে তারা ' ইনক্লাব জিন্দাবাদ" করবে কাদের নিয়ে ? তারা জুটমিল করেছিল, সেটাকে এই সমস্ত করে তছনছ করে দিয়েছে, টি, আর, টি, সিতে একই অবস্থা, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে একই অবস্থা। কাজেই বেকার সমস্যার সমাধান তারা কোন দিন চায়নি, কারণ, তাহলে কাদের নিয়ে তারা রাজনীতি করবেন ? সুতরাং আমি জনগণকে আবার শ্রবণ করিয়ে দিতে চাই যারা মনে করছেন বামফ্রন্ট আবার সরকারে আসবেন, এটা ভুল করছেন। তাদেরকে অনুরোধ করছি তারা যেন এই সর্বনাশা পথে না গিয়ে এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে কিভাবে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় তার জন্য সচেষ্ট হোন। আমি খুবই আনন্দিত যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা নির্মাণ করে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছেন।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে গিয়ে গ্যাস-ভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপন করে যাতে বেকারদের সমস্যার সমাধান করা যায় তার জন্য তিনি চেষ্টা করছেন। এই ৪ মাসের মধ্যে এই সম্পর্কে তিনি যে সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছেন তারজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে তিনি যে বলেছেন, মিথ্যানেল কারখানা করবেন এবং গ্যাস-ভিত্তিক কারখানা করবেন। আমরা আশা রাখি, এটা আমরা করতে পারবো এবং সে জন্যই আজকে এই

হাউসে আমি ২২ লক্ষ জনগণের কাছে এই সরকারকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান্ করছি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে এই পাচ বছরের মধ্যে এই সমস্যার পুরাপুরি সমাধান না হলেও আমরা অনেক কিছু করতে পারবো সে জন্যই আজকে সি, পি, এমের অপপ্রচার এবং দলবাজি সেটা ভুলে যেতে হবে। তার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও শক্তিশালী করতে আহ্বান রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ এই সভায় আজকে যে প্রস্তাব এনেছেন বেক'রদের সম্পর্কে এবং এর একটা সমাধানের কথাও এই প্রস্তাবে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে মাননীয় সদস্য বিগত ১০ বছরের ব্যর্থতা, এই সমস্যা সমাধানের সেটাও উল্লেখ করেছেন গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং গ্যাস—ভিত্তিক পরিকল্পনার কথা। মাননীয় সদস্যের দূরদর্শিতার সত্যিই আমি প্রসংশ করছি। কেননা গ্যাস-ভিত্তিক বিদ্যুৎ যদি আমরা উৎপাদন করি মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি তথ্য গ্রহণ করেছেন, বিদ্যুৎ পরিকল্পনায় কথা এই সরকারের হাতে রয়েছে, আমরা হিসাব করে দেখেছি ১২৬ মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ আমরা আগামী ৩ | ৪ বছরের মধ্যে সেটা সম্পুর্ণ হয় শুধু বিদ্যুৎই মানুষ ব্যবহার করবেনা এর দ্বারা রাজ্যের ছোট, বড়, মাঝারি ধরনের শিল্প কারখানা গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা এই সরকারের রয়েছে যার মাধ্যমে হাজার হাজার বেকারদের সমস্যার সমাধানের কথা সরকারের বিবেচনার মধ্যে রয়েছে। কারন আমাদের রেজিস্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা আমি বলবো প্রায় এক লক্ষ, তার মধ্যে ৭০ হাজার বেকার যারা রয়েছেন শিক্ষিত। এই সমস্ত কথা সরকারের নজরে রয়েছে। এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে গেলে শুধু সরকারী চাকুরী সৃষ্টি করে যাকে বলে হোয়াইট কালার জব সৃষ্টি করে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যাবে না, পৃথিবীর কোন দেশে সম্ভব নয়।

সেজন্য এখানে যদি বিরাট সংখ্যক বেকারদের নিয়োগ করতে চাই, তাদের কর্মসংস্থান দিতে চাই, তাহলে এখানে শিল্প গড়ে তোলা অপরিহার্য। আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলিতে বলা হয়েছে, আন্দোলন সৃষ্টি করা হয়েছে রেল চাই, শিল্প চাই। রেল শিল্পের জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু রেল শিল্প গড়ে তোলার জন্য যে পরিবেশ গডে তোলা, শিল্পের জন্য যে ইনফ্রাসট্রাক্চার গড়ে তোলা সেদিকে লক্ষ্য নাই। এখানে মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন বর্ত্তমানে রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণে কত মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় কত কম। এর মধ্যে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্ট যেখানে প্রায় ৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ১৯ মেগাওয়াট রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রনে। ১০ মেগাওয়াট গ্যাস-ভিত্তিক যেটা বড়মুড়'তে করা হয়েছে তার থেকে পাচ্ছি। এই বিদ্যুৎ নিয়ে আমরা দেখেছি ওরা আন্দোলন করেছে, দিল্লী গিয়েছে শিল্পের জন্য। বলা হয়েছে আমরা রেল চাই, শিল্প চাই, তার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আনতে গেলে রাজ্য সরকার থেকে যে সহযোগিতা থাকা দরকার সেটা করা হয়নি। বরং প্রতিটা পদক্ষেপে প্রতিবন্ধক তার সৃষ্টি করা হয়েছে। পার্লামেন্টে রেলমন্ত্রী বিবৃতি দিয়েছেন যে এখানে উগ্রপন্থী হামলার কথা বলেছেন, শ্রমিকদের সমস্যার কথা বলেছেন। যে সমস্ত কারণে দ্রুত রেল আনতে, এমনকি ৫ কোটি ধরা হয়েছিল বিগত বৎসরের বাজেটে সেই টাকাটা খরচ করা সম্ভব হয়নি। সেই টাকাটা খরচ করতে রাজ্য সরকার থেকে যে সহযোগিতা দেওয়ার কথা সেই সহযোগিতা রেল দপ্তর থেকে পাইনি। কাগজকলের কথা বলা হয়েছে। কাগজকল কংগ্রেস আমলে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত এরজন্য কুমারঘাটে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সেই কাগজ কল করার জন্য যে কাঁচা মাল সৃষ্টি করা দরকার সেটা হয়নি। বাঁশ উৎপাদন আজকে আপনারা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে চেয়ে দেখুন বিগত ১০

বৎসরে বনকে ধ্বংস করা হয়েছে। আজকে যদি বলা হয় কিছু কাঠ দিন যেটা বলা হয়েছিল, রেল দপ্তর থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল স্লিপার তৈরী করার জন্য এই রাজ্য থেকে কাঠ দেওয়া যাবে কিনা। আমি আমার অক্ষমতা প্রকাশ করেছি। গত ১০ বৎসরে বনকে কেটে ধ্বংস করা হয়েছে সেই কারণে উদ্যোগ নে য়া হয়নি। একটা বাঁশ ঝাড় করার পরিকল্পনা পর্য্যন্ত বিগত সরকারের ছিলনা। একটা কাগজকল তৈরী করতে হলে. তখন বলা হয়েছিল দৈনিক গড়ে ২৫০ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কাগজকল উৎপাদন সেদিন সম্ভাবনা ছিল। আজকে সেই অবস্থায় নেই। আমরা ৫০ টনের একটা কাগজকল চেয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হয়েছে যে অর্থনৈতিক দিক থেকে এইটা ভায়েবল্ নয়।

সেই দিন আমরা দেখলাম কাগজ কল চাই সুতা কল চাই, কিন্তু কাগজ, কল যদি চালাতে হয় তাহলে তার জন্য দরকার কমপক্ষে দশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, যেটা কোথায়, তার জন্য তো টাকা দেওয়া হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেই অর্থ গেল কোথায় ? এর জবাব আজকে ওনারা দেবেন কি ? সেই অবস্থায় আজকে রেল চাই শিল্প চাই, এই চাই সেই চাই। এখানে প্রচুর গ্যাস সম্পদ ছিল, সেই গ্যাসকে কাজে লাগানোর জন্য কোন উদ্যোগ ছিল, না প্রজেক্ট রিপোর্ট নাই, গ্রোথ সেন্টার করার কথা বলা হয়েছিল টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দিতে চেয়েছিল সেই জন্য প্রজেক্ট রিপোর্ট করা হয়নি, এইভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সদ্ইচ্ছা থাকা সত্বেও এবং অর্থ দেওয়া সত্বেও ব্যবস্থা ওনারা নেন নি। এই হচ্ছে শিল্প উদ্যোগ যার মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করার কথা, অন্য দিকে বেকারদের প্রতি কিভাবে অমানবিক ব্যবহার করা হয়েছে। বলেছেন তারা ৪১ হাজার বেকারকে চাকুরী দিয়েছেন. বেকারদের কাজ হয়েছে কর্ম-সংস্থান হয়েছে, সেই অবস্থায় আমরা কি দেখলাম ? নিয়োগ নীতির যে ব্যবস্থা ছিল সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা আলোচনা করেছেন. আমি আর আলোচনা করি না। কিন্তু এই ৮ হাজার হতভাগ্য যুবক যুবতী তাদের কেন বয়সসীমা পার হয়ে গেল ? আজকে যদি নিয়োগ নীতি ঠিক থাকত তাহলে ৪১ হাজার বেকারদের কাজ দিয়েছেন বলে যারা গর্ব করেন তাদের সেখানে তারা কেন কাজ পেল না, আজকে তাদের জীবনের এই দুর্দশা কেন ? সেই দিন আমরা সোচ্চার হয়েছিলাম বলেছিলাম। এদের সম্পর্কে অনেক কথা, বিরোধী দল থেকে অনেক আন্দোলন করা হয়েছিল বলা হয়েছিল, তাদের জন্য কিছু ভাবনা চিন্তা করুন। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু শুধু চোখের জল ছাড়লেন এই বিধানসভায় এবং বললেন হ্যাঁ, এদের জন্য আমরা করব, কিন্তু কিছুই করেন নি। আমি সেই দিন প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে এদের জন্য কিছু করতে হবে. আমার সমস্ত প্রস্তাব সেই দিন প্রত্যাখান করেছিলেন।

আজকে আমরা এসমস্ত কথা চিন্তা করে, বেকারদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা ঠিক করেছি যে ট্যাকনিক্যাল ও নন-ট্যাকনিক্যাল চাকুরীর ক্ষেত্রে শতকরা ৫০ ভাগ চাকরী দেওয়া হবে মেরিট বেসিসে আর বাকী ৫০ ভাগের মধ্যে ৩০ ভাগ সিডি বেসিসে এবং ২০ ভাগ যাদের বয়স সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাদের মধ্য থেকে। ৮ হাজারের মত বেকারের বয়স সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, কাজেই তাদের কথা চিন্তা করে আমরা ২০ ভাগ চাকুরী তাদের জন্য বরাদ্দ করেছি। আমাদের সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হয়েছে বিগত দিনের সরকার যেভাবে রাতারাতি চাকুরীতে নিয়োগ করে গেছেন তার বোঝা সামলাতে। কাজেই এখন খালি পদের সংখ্যা অতি অল্প। অনুৎপাদক ক্ষেত্রে নিয়োগ করে একটা বোঝা তৈরী করতে আমরা চাইনা। উৎপাদক ক্ষেত্রে কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করতে চাই। এখানে যে বিদ্যুতের কথা বলা হয়েছে সে বিদ্যুৎ যদি উৎপাদন হয় তাহলে অনেক শিল্প গড়ে উঠবে। লড় না হউক মাঝারি

ধরণের কুটির শিল্প প্রচুর গড়ে উঠতে পারবে। আমাদের রাজ্যের খাদি বোর্ডকে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ শিল্প গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সেখানে ভর্তুকির কথাও বলা হয়েছে এবং সেটা শতকরা ৯০ শতাংশ পর্যন্ত হবে। আমাদের এখানে খাদি বোর্ড যে-সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রি করবে তার মধ্যে ইলেকট্রনিকস্ এবং যন্ত্র শিল্পও থাকবে। আজকে খাদি বোর্ড শুধু সুতা কাটা নিয়েই থাকবেনা, ছোট ছোট শিল্পও গড়ে তুলবে। তারজন্য ৯০ পার্সেন্ট সাবসিডি দেওয়া হবে বাহিরে থেকে কাঁচামাল এম্পোর্ট করতে, এখানকার উৎপাদিত জিনিষগুলি বাহিরে বিক্রী করার ক্ষেত্রে এবং এসবের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটা পলিসিও নিয়েছেন। কাজেই এভাবে যদি আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি তাহলে বহু কর্ম সংস্থান হবে। ঘরে ঘরে ছোট ছোট কারখানা গড়ে উঠবে। এই সমস্ত শিল্পের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্ম সংস্থান হবে। এখানে মিথাইল গ্যাসের কথাও বলা হয়েছে। এই মিথাইল গ্যাসের ব্যাপারে ১১৪ কোটি টাকার একটি প্ল্যান আমরা কার্য্যকরী করতে চলছি এবং তাতে ৩০০ থেকে ৪০০ লোকের কর্ম সংস্থান হবে। আমরা হিসাব করেছি এতে দৈনিক ৩ হাজার টন, মাসে প্রায় ১ লক্ষ টন উৎপাদন হবে আর তাতে বিভিন্ন ধরণের ক্যামিকেল উৎপাদন হবে। এই মিথাইল পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়েও পাওয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে এবং তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধানের বিরাট একটা পদক্ষেপ হবে।

আমরা আশা করি এই সমস্ত কর্মসূচীকে রূপায়ণ করার জন্যে সকলের, সকল জনগণের এবং মাননীয় সদস্যদের বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রীসভার সদস্যরা যারা রয়েছেন তাদের এমনকি বিরোধী দলের যারা রয়েছেন আমি তাদের সকলের কাছে এই আহ্বান রাখছি।

কিন্তু আজকে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা আজকে এখানে উপস্থিত নেই। তাদের অজুহাত এই রাজ্যে নাকি কোন আইন-শৃংখলা নেই। সারা বিশ্বের মানুষ, সারা ভারতবর্ষের মানুষ, সারা ত্রিপুরার মানুষ এইখানে বলেছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে এখন একটা শান্তি শৃংখলা ফিরে এসেছে। বিগত দশ বছরে যে অবস্থা ছিল ভয়াবহ অবস্থা ছিল তার থেকে আজকে ত্রিপুরার মানুষ নিরাপদে ও শান্তিতে বাস করছেন, নিরাপদে আজকে তারা চলা ফেরা করছেন, পাশা পাশি বসবাস করছেন জাতি-উপজাতির মানুষ। আজকে এই জাতি উপজাতির মানুষদের মধ্যে ফিরে এসেছে সম্প্রীতি। এই অবস্থা তাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসল কথা হচ্ছে তারা যে-সমস্ত খুনী সন্ত্রাসবাদীদের সৃষ্টি করেছিলেন তাদের আজকে আর কোন কাজে তারা লাগাতে পারছেন না। এবং এই জন্যে তারা আগের অবস্থা আবার ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমি এইটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, তাদের সেই আশা আর কখনো আমরা পূরণ করব না। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে জাতি উপজাতিদের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করার স্বার্থে, তাদের এই আশাকে কখনোই আমরা পূরণ করতে দেব না।

কাজেই এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ মহাশয় কর্তৃক আনীত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটির বিষয় বস্তু হলো :—

"এই বিধানসভা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, বিগত দশ বৎসরে বেকার সমস্যা সমাধানে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় রাজ্যে বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই এই বিধানসভা সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে, এই বেকার প্রত্যায় সমস্যার আংশিক সমাধান কল্পে রাজ্যে গ্যাস-ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ পরিকল্পনা

অতি সত্বর বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।"

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গ্রহীত হয়)

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উজান ময়দানের ঘটনা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর একটি বিবৃতি দিতে চেয়েছিলেন, তিনি এখন সেটা দিতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ৩১শে মে, ১লা এবং ২রা জুন তারিখে খোয়াইর উজান ময়দানে আসাম রাইফেলস্ কর্তৃক স্থানীয় আদিবাসী মহিলাদের উপর গণ ধর্ষন সম্পর্কে এর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যে খবর প্রকাশিত হয়েছিল তার উপর আমি এই বিবৃতি দিচ্ছি।

স্থানীয় "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকার ৫ই জুন ১৯৮৮ইং সংখ্যায় উজান ময়দানে আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানদের দ্বারা গণ ধর্ষনের একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ও খোয়াই মহকুমা শাসক ঐ দিনই হাতীমারায় একটি প্রাথমিক তদন্ত অনুষ্ঠান করেন। তদন্তকালে তাঁরা উজান ময়দানের স্থানীয় অধিবাসী যাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক মহিলাও ছিলেন-এদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন ও ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উক্ত মহিলা ও অধিবাসীদের বিবৃতি পরস্পর বিরোধী ছিল এবং কোনরূপ সাক্ষ্য প্রমাণাদি দ্বারা অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

যে সমস্ত মহিলা গণধর্ষণের শিকার বলে দাবী করেছিলেন এদের বিশেষজ্ঞ মহিলা চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য অনুরোধ জানালে তাঁরা অস্বীকৃত হন। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় যে গণধর্ষণের অভিযোগটি অসত্য ও ভিত্তিহীন।

উজান ময়দানের শ্রীতথিরায় দেববর্মার স্ত্রী শ্রীমতী রাধিকা দেববর্মার অভিযোগ মুলে ৮ই জুন, ১৯৮৮ইং তারিখে খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬/৩৪/৪৪৮/৩৫৪/৪২৭/ এবং ৩২৩ ধারার একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয় (কেস নং ১ (৬) ৮৮)। উক্ত কেস্‌টি সি, আই, ডি' কর্তৃক তদন্তাধীন আছে।

ত্রিপুরা সরকার ৮ই জুন তারিখ নিম্নলিখিত অফিসারদের নিয়ে একটি তথ্যানুসন্ধানী কমিটি গঠন করেন :

১) পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক

২) খোয়াই মহকুমা শাসক

৩) শ্রীরাজেন্দ্র দেববর্মা. ডি, এস, পি, (এস, বি,) ত্রিপুরা

৪) মেজর এস, কে, রায়না, আসাম রাইফেলস্।

উপরোক্ত তথ্যানুসন্ধানী কমিটি বিগত ১৩ই জুন তারিখে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেছেন। কমিটি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে :—

ক) গণধর্ষণের অভিযোগ ভিত্তিহীন

খ) শ্রীমতী রাধিকা দেববর্মার ধর্ষিত হবার এবং শ্রীমতী বিদ্যালক্ষী দেববর্মা (১৮) এবং শ্রীশিবলক্ষী দেববর্মা (১৬) পিতা শ্রীব্রজেন্দ্র দেববর্মা) শ্লিলতা হানির সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে। উক্ত অভিযোগগুলি তদন্তাধীন আছে।

এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আসাম রাইফেলস-এর জওয়ানগণ বিগত ২রা জুন, ১৯৮৮ইং তারিখে উক্ত এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে শ্রীবিশ্ব দেববর্মা, পিতা শ্রীরবিচরণ দেববর্মা, গ্রাম—আকরাবাড়ী, থানা বিধাই শ্রীসুনীল দেববর্মা এবং শ্রীসুবোধ দেববর্মা নামে তিনজন টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীকে গ্রেপ্তার করেন। শ্রীরবিচরণ দেববর্মার নিকট হতে পাকিস্তানে নির্মিত হ্যাণ্ড গ্রেনেড ও এক হাজার একশ' টাকা নগদ এবং চাঁদা আদায়ের রসিদ বই আটক করেন।

খোয়াই থানায় এ সম্পর্কে একটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয় (খোয়াই থানা কেস নং ৪(৬)৮৮ ধারা ২৭ আর্মস আক্ট এবং ১০, বে আইনী কার্যকলাপ নিরোধক আইন)।

সন্দেহ করা হচ্ছে যে গননর্ধরনের অভিযোগ নিরাপত্তাবাহিনীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হয়েছে।

যা হোক, শ্রীমতী রাধিকা দেববর্মার অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত কাজ অব্যাহত আছে।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের আসাম রাইফেলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার করার জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে এই সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং যারা সারা রাজ্যে পুনরায় দাঙ্গা সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করছেন এবং আমাদের আসাম রাইফেলস্ এই রাজ্যে উগ্রপন্থীদেরকে দমন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করে এই রাজ্যে আর একটা দাঙা বাঁধাবার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, সম্পূর্ণ ঘটনাটা তদন্তাধীন আছে এবং যারা আসাম রাইফেলসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অপপ্রচার চালাচ্ছেন এবং আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার চেষ্টা করছেন তদন্ত শেষ হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রাজ্যের কংগ্রেস ও টি, ইউ জে, এস, জোট সরকার ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছে তাতে সি, পি. এম.র গণমুক্তি পরিষদ ইত্যাদি সংগঠনগুলি শংকিত হয়ে ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য এই ভাবে উপজাতি মা, বোনদের উপর এই অত্যাচারের অপপ্রচার চালিয়ে তাদের সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করছে এই সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াকিবহাল আছে কিনা এবং সরকারের কাছে তথ্য আছে কি না ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে এবং তদন্ত শেষ হলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে সরকারের সব দিকে নজর আছে সরকার সব ব্যাপারে ওয়াকিবহাল আছেন।

শ্রীদিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উক্ত ময়দানের ঘটনাটি সম্পর্কে "ডেইলী দেশের কথা" নামক পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে এবং সেই তদন্ত শেষ হলে যদি সেই পরিবেশিত সংবাদ অসত্য বলে প্রমানিত হয় তাহলে সেই অসত্য সংবাদ পরিবেশ করার জন্য সেই 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকার বিরোদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আছেই বলেছি যে ঘটনাটির তদন্ত

হচ্ছে এবং সরকার এর এদিকে নজর আছে, সরকার সব কিছু ওয়াকিবহাল আগেন। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং জাতি উপজাতি মানুষের সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার যথা সময়ে গ্রহণ করবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৬২ সালে চীন যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করে তখন আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি যে সি, পি, এম,র মুখ্যপত্রগুলি ভারতের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিল। এবং তারা চীনকে সমর্থন জানিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে ভারতের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অনেক অপপ্রচার চালিয়েছিল যে সেনাবাহিনীর নাম পৃথিবী বিখ্যাত যে সেনাবাহিনী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনেক সেবামূলক কাজ করেছে এবং আমার দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সব সময় প্রস্তুত সেই সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী-দের চক্রান্তে ভারতের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিল। সেইরকম ত্রিপুরাতেও এই অপপ্রচার চালিয়ে রাজ্যবাসীর মনে বিভ্রান্তি আনার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে—মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন কিছু কিছু রাজনৈতিক দল দেশের ঐক্য নষ্ট করার জন্য দেশের সেনাবাহিনীর মনোবল নষ্ট করার জন্য অপ্রপচার চালিয়ে যাচ্ছে এটা ঠিক। এবং ত্রিপুরার সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সেজন্য সেই সব দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। এই জন্য আমি সবার সহযোগিতা কামনা করছি যাতে এই সব রাজনৈতিক দলগুলি দেশের ঐক্য সংহতি নষ্ট না করতে পারে। এবং দেশের সেনাবাহিনীর মনোবল যারা নষ্ট করতে চায় তাদের সম্পর্কে সরকার উপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী আজকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চলছে এটার পরিকল্পনা দীর্ঘদিন থাকতে চলছিল। যাতে ত্রিপুরায় কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সরকার ক্ষমতায় এসে যে সব উন্নয়মূলক কাজ হাতে নিচ্ছে তাতে সি, পি, এম. এর সংগঠনগুলি দিশাহারা হয়ে এই ভাবে আমাদের সরকার এবং আমাদের সম্মানিত সেনাবাহিনীর উপর কলংক আরোপ করার জন্য এই চক্রান্ত করেছিল এই তথ্য জানা আছে কি না?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে নানাভাবে দেশের ঐক্য ও সংহতিকে নষ্ট করার জন্য আঘাত দেওয়ার জন্য দেশের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য নানা ফর্মে আক্টিভিটিজ চলছে সরকার এই ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখে চলছেন। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ কে এবং ত্রিপুরার জনসাধারণকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য আমি আবেদন রাখছি।

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTIONS

মিঃ স্পীকার :— দ্বিতীয় প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিশনটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার। আই সি, হি ইজ অ্যাবসেন্ট। সো ইট ফলস্ থ্রো।

তৃতীয় রিজিউলিশনটা এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয়। আমি উনাকে উনার রিজিউলিশনটা মোভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার' আমার রিজিউলিশনটা হল—ত্রিপুরা

বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে, ধর্মনগর হইতে নালকাটা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ অতিসত্বর সমাপ্ত করা উক্ত এবং নালকাটা হইতে আগরতলা ও আগরতলা হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত উক্ত রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক।" মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা বিধানসভা বয়কট করে আসেন নি। আমি অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে এই প্রস্তাবটা এনেছিলাম। বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার কিছুদিন পর পরই রেল লাইন সম্প্রসারণের নামে রাজনীতির খেলা খেলে গ। তাদের প্রস্তাবগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। কারণ এই রেল লাইনের প্রস্তাব বিধানসভায় এনে কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারূপ করতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদধে তথা কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে এখানে আন্দোলন সংঘটিত করতেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যে আন্দোলন সংগঠিত করতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যখন ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইনের কাজ শুরু করেন তখন মার্কসবাদী কম্যুউনিস্ট পার্টির শাখা সিটু্য রেল লাইনের কাজ বন্ধ করার জন্য জমিতে কাজ করতে দেন না। জমি অধিগ্রহণের কাজ আটকে রেখে দেয়। রেল লাইনের সম্প্রসারণ করার নামে দক্ষিন ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ত্রিপুরায় তারা আন্দোলন সংঘটিত করেন। এটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করা হত। অথচ এই রেললাইন সম্প্রসারণের প্রস্তাব নিয়ে বিধানসভায় বিতর্কের ছড়াছড়ি হত।

উনারা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবেই এই রেললাইনের প্রস্তাব বিধানসভায়, এনে বিতর্কের সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনাই শুধু করে যেতেন। কিন্তু, রেল লাইনের অগ্রসর হত না। কেন্দ্রীয় সরকার সদিচ্ছা নিয়ে, বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিপুরায় কাজ করতে চাইলেও, বিগত বামফ্রন্ট সরকার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট সরকার কাজে বাধার সৃষ্টি করতেন। আর গোটাটাই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছি, রেল লাইন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে-সব কন্ট্রাক্টর এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রেরণ করতেন তাদের কাছ থেকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি হাজার হাজার টাকা দাবী করতেন। তাদের এই যন্ত্রণায় কন্ট্রাক্টররা কাজ ফেলে চলে যেতেন, কাজ করতে আসতেন না। যার ফলে রেল লাইনের কাজ হত না। আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী রামকুমার নাথ মহাশয়ের বাড়ীর সামনে দিয়ে রেল লাইন আসবে বলে তিন মাস সেখানে কাজ বন্ধ ছিল। কিন্তু সব দোষ গিয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বিগত বামফ্রন্ট সরকার এই রেল লাইন নিয়ে এই বিধানসভায় আমাদের সঙ্গে সংঘর্ষের ব্যবস্থা করে নিতেন। আমি আজকে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু, বিগত দিনের ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যগন আজকে আমাদের সঙ্গে এই ব্যাপারে মোকাবিলা করতে হবে বলেই হয়ত হাউস বয়কট করেছেন। এখন উনারা জেনে গেছেন, রেল লাইন প্রস্তাব আনার মত হিম্মত ত্রিপুরা রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের আর নেই। এই রেল লাইন ত্রিপুরা রাজ্যে আনার নাম করে এখানকার জনসাধারণকে কি পরিমাণ ধোকা দিয়েছেন তা ত্রিপুরার জনসাধারণ বুঝে ফেলেছে। রেল লাইনের দাবী নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণকে দিয়ে সাইকেলে করে দিল্লী যাবেন বলেছিলেন। আমরা তখন বলেছিলাম দিল্লী বহু দূর। উনারা সাইকেলে করে দিল্লী দরবার করবেন, কেন না উনাদের নাকি পয়সা নেই। ট্রেন পাবে না ফ্লাইট পাবে না, ক্যাডাররা সাইকেলে চেপে যাবে। অথচ আমাদের নৃপেনবাবু সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় গিয়ে বিকালের ফ্লাইটে তরকারি কিনে এনেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিমান বন্দরের কাছে নাগ বাজার নামে একটা বাজার আছে, সেখানে আমাদের নৃপেনবাবু সকালের ফ্লাইটে কলকাতায় গিয়ে বিকালের ফ্লাইটে ব্যাগ ভর্তি করে তাজা কপি এনেছেন। এটা সত্যি কথা স্যার।

আজকে আমি খুবই আশা করে এই হাউসে এসেছিলাম যে এই কথাটা মাননীয় লীডার অব দ্য অপোজিশানকে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু হাউসে আসেননি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সিট্যু আন্দোলনের কথা আমি বলেছি যে, ওরা বিরোধিতা করেছে এখানে রেল লাইন করতে। কেন্দ্রীয় সরকারের বরাবরই ইচ্ছা ছিল এ রাজ্যে রেল লাইন করার এবং রেল লাইন এখানে আছেও, আরও এ্যাকটেনশান করার। আজকে আমরা প্রস্তাব করছি এবং কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন। রেল লাইন আমরা চেয়েছি, আমরা পাবও। রেল লাইন আমরা আজকে চাইনি, অনেক আগেই চেয়েছিলাম। কিন্তু তখনকার সময়ের রাজ্য সরকারের বিরোধিতায় ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন হয়নি। তার জন্য আমরা এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যবাসীর স্বার্থে দুঃখ প্রকাশ করছি যে, এই ধরনের একটা সরকারের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন এ্যাকটেনশন হয়নি। যেটা কেন্দ্রীয় সরকার অনেক আগেই দেবার জন্য সদিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের বিরোধিতায় জন্য এ রাজ্যে তা আর হয়ে উঠেনি। আমরা রেল লাইন সম্পর্কে গুরুত্ব দেব এই কারণে যে গরীব কৃষকদের উৎপাদিত ফসল বাইরে যাবে এবং তাদের উৎপাদিত ফসল বাইরে গেলে কৃষকদের উৎপাদিত সম্পদের উপযুক্ত মূল্যায়ন হবে। এবং নব-নির্বাচিত সরকার যেসব পরিকল্পনা করেছেন সেগুলিও আমরা দ্রুত গতিতে পূরণ করতে পারব। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরাবাসীর কাছে বারবার আশ্বাস দিচ্ছেন যে, এ রাজ্যে শিল্প কারখানা করে আমরা ত্রিপুরাবাসীকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করতে চাই, বেকার সমস্যা সমাধান করতে চাই, সরকারের সমস্ত পরিকল্পনাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চাই। ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারণ করার কাজে আমি আশা করব দলমত নির্বিশেষে সবাই এই কাজে সহযোগিতা করবেন। রেললাইন সম্প্রসারণ আমরা করবই, যদি কেউ এতে বিরোধিতা করেন তাহলে নবনির্বাচিত সরকার নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। দেশের স্বার্থ যারা খুন করতে চায় এই সরকার তাদের কোন মতেই বরদাস্ত করবেন না।

আমরা চাই রেল লাইন, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যে হারে বেকার সমস্যা বেড়েছে যদি এটা করা যায় তাহলে বেকার সমস্যার কিছুটা সুরাহা হবে। মাননীয় সদস্য শ্রীবীরেন্দ্র দেবনাথ কিছুক্ষণ আগে যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন সেই প্রস্তাবের মধ্যে বলা হয়েছে যে আজকে বেকার সমস্যা ত্রিপুরা রাজ্যকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে। কারণ ১০ বছরে কিভাবে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে? কিন্তু শুধু বিলি বন্টনের মাধ্যমে বেকারদের সমস্যার সমাধান করা যেত। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, সেই প্রসঙ্গে বলতে হয় রেল লাইন-এর মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপন করে বেকারদের সমস্যার সমাধান যদি করা হয় তাহলে জনসাধারণ বাঁচবে। আমাদের মানুষ বাড়বে, বেকার বাড়বে তার জন্য কোন সরকারকে অভিযোগ করা যায় না। অভিযোগ হচ্ছে এই জায়গায় যে, সরকার তার দলীয় স্বার্থকে দেখতে গিয়ে কেন আর একটা দলকে প্রতিহিংসামূলক ধ্বংস করতে গিয়ে, তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে গিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে? এই সমস্ত বঞ্চনার কারণেই আজকে বেকারের সৃষ্টি হয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, লক্ষ্য করে দেখুন, আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেইঞ্জ অফিস এটা কেন বসানো হয়েছে। আমি বিগত সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেইঞ্জ কেন সৃষ্টি করা হয়েছিল? সেখানে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে কি কাজ করার জন্য? আমি এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলছি মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, যে রাজ্যে এমপ্লয়মেন্ট একস্‌চেইঞ্জ গড়া হয়েছে সেই রাজ্যে কেন ৭১ ইংরাজীতে নাম রেজিষ্ট্রি করে এখন পর্যন্ত তার সিরিয়াল মাধ্যমে ইন্টারভিউ ডাকা হলো না? কিন্তু সরকারী পয়সা দিয়ে এই কর্মচারীগুলিকে পোষণ করা হচ্ছে। আজকে সেই

কারণে এই ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার ওভার-এইজ বেকার। লক্ষ্য করে দেখুন, ইতিহাস খুলে দেখুন মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, কংগ্রেস সরকার যখন ছিল তখন হয়তো দোষারূপ ছিল, ত্রুটি ছিল, হাজার হাজার ছেলেকে চাকুরী দেয়নি। এই ওভার এইজ বেকার ৭/৮ হাজার বেকার ১০ বছরের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে আমি কি বলতে পারি উনারা বৈষম্য করেন নাই? আমি এই কথা বলছি না যে বামফ্রন্ট সরকার চাকুরী দেন নাই, কাদেরকে চাকুরী দিয়েছেন আমার একটা প্রশ্ন এই এমপ্লয়মেন্ট একসচেইঞ্জ কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? অ্যামপ্লয়মেন্ট অ্যাক্সচেইঞ্জ কি শুধু জেনে রাখার জন্য যে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন বেকার আছে? তাদের কোয়ালিফিকেশান তাদের ডেইট অফ বার্থ, তাদের বিভিন্ন প্রকার সার্টিফিকেট সমস্ত জমা থাকে। যখন যে পদ্ধতিতে যে কোন ডিপার্টমেন্ট পোষ্ট ভেকেন্ট হবে, সিরিয়েল মেইনটেইন করে ইন্টারভিউতে সেই নাম পাঠাবে। কিন্তু বিগত ১০ বৎসরের আমলে সেই নিয়ম-নীতি কি মানা হয়েছে? মন্ত্রীকে বলতে হয়না আমার বন্ধুর নাম আগে পাঠাও। আজকে এইসব নীতি মানার ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে ৭/৮ হাজার বেকারের ওভার এইজ হয়ে গেছে। বামফ্রন্টের আমলে একজন ক্যাডার একজন গ্রেইড ওয়ান অফিসারকে আঙ্গুল দেখিয়ে' থ্রেট দিয়ে সেই অফিসারকে কাগজে সই দিতে বাধ্য করত। যার দরুন আজকে ওভার এইজ বেকারের এই অবস্থা। যার ফলে আজকে এমন একটা সময়ে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস সরকার গঠন হয়েছে যে রাজ্যে ৭-৮ হাজার ওভার এইজ বেকারের সংখ্যা। আজকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে বাধ্য হচ্ছে, আমি ওভার এইজ যাদের হয়ে গেছে তাদের চাকরী দেব। কোন রাজ্যে এইরকম নাই। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বলতে হয়েছে। বিগত ১০ বৎসরে একটা অপদার্থ সরকার ছিল চাকুরীর কোন নিয়ম নীতি ছিলনা। মায়ের যে সন্তান মায়ের ছেলেগুলির কথা, যে সমস্ত মেয়েগুলির কথা, শিক্ষিত বেকারদের কথা উল্লেখ করেছিলাম আজকে নৃপেনবাবু কোথায় চলুক আমাদের সঙ্গে সেই গ্রামে, গিয়ে দেখুক তাদের দলীয় লোকগুলির চেহারা। আমরা যার নাম মেনশান করেছিলাম উনি ত বেইমানি করে, প্রতিহিংসা করে, সেই লোকগুলিকে চাকরী দেয় নাই। তাদের বাচ্চাগুলি আজকে মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে। যার ফলে আজকে কংগ্রেস এবং টি, ইউ জে, এস, সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদারকে বলতে বাধ্য হচ্ছে যে আমি ওভার এইজকে সবপ্রথমে চাকরী দেব। তাই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে এখন আমাদের ওভার এইজকে চাকুরী দিতে হচ্ছে কি কাজে দিতে হচ্ছে এই ব্যাখ্যা আমি করেছি। আমি আশা করেছিলাম ঐ অপদার্থগুলি আজকে হাজির হয় নাই, আমি তাদেরকে আজ শুনিয়ে দিতে চাইছিলাম। ওরা আগের থেকেই বয়কট করে ফেলেছে। কি জানি জানিনা রিজলিউশানগুলি আগেই ফাঁস হয়ে গেছে কিনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আশা করব আমার যে প্রস্তাব ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইনের যে দাবী সেই দাবী ট্রেজারী বেঞ্চ এবং বিরোধী বেঞ্চের তারা উপস্থিত নেই, তাই আপনার মারফতে অনুরোধ করব বিরোধীদের যাতে এই ত্রিপুরা রাজ্যের রেল লাইন আসার ক্ষেত্রে আমার ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে, আমার ত্রিপুরার রাজ্যের উন্নতির স্বার্থে, ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প সম্প্রসারনের স্বার্থে, বেকারদের সমস্যার সমাধানের স্বার্থে, সবাই যাতে এটাকে সমর্থন করে নেন, এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় কর্তৃক প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান যে প্রস্তাবটা তিনি এনেছেন ধর্মনগর থেকে নালকাটা পর্য্যন্ত রেল লাইন, নালকাটা

থেকে আগরতলা. আগরতলা থেকে সাব্রুম এইটা অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব, ত্রিপুরার কৃষকদের স্বার্থে, বেকারদের স্বার্থে সর্বোপরি সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে,। কেননা আমরা বিগত দিনে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে, কেন্দ্রীয় সরকার যখন ত্রিপুরার উন্নতির জন্য রেল লাইন সম্প্রসারনের কথা ঘোষনা করলেন তখন আমরা দেখলাম কিছু কিছু লোককে বেআইনী ভাবে টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য সেই সমস্ত জায়গা এলটমেন্টের ব্যবস্থা করে কিছু ক্যাডারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারী অর্থকে তাদের পকেটে পুরে রাখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সংই াকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। গত দশ বছরে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের আনাচে কানাচে অনেক আন্দোলন খেলা হয়েছিল বিগত সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে। এই আন্দোলন আন্দোলন খেলার মধ্যে আমরা শুনেছি, একবার ধর্মনগর থেকে আগরতলা রেল লাইনের দাবী নিয়ে আন্দোলন খেলা চলছিল, যে খেলা ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে নয়, ত্রিপুরার কৃষক বা বেকারদের স্বার্থে নয়, যে খেলা হয়েছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য এইভাবে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছিল সেই অবস্থার মধ্যে আজকে আমার অনেক মাননীয় সদস্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা হাউসে উপস্থিত নাই বলে। আমি বলব, ক্ষোভ না করে আমরা ওনাদেরকে করুনা করা দরকার। কারণ বিগত দশ বছরের কাজের ফলে আজকে, তাদের এমন অবস্থা যে বিগত দিনের কর্মফলের জবাব দিতে দিতে ওনারা আজ বড় অসহায় অবস্থার মধ্যে আছেন। এই হাউসের মধ্যেও যদি নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত হতে হয় এই ভেবে মাঝে মাঝে ওনারা নিরাপদে প্রশ্নবানের আড়ালে থাকার জন্যই বোধ হয় আজকের হাউসে ওনারা আসেন নি। কেননা আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে আই, আর, ডি, পির মাধ্যমে, এস টি এস সি করপোরেশানে এই সমস্ত নূতন নূতন কর্মসূচীর মাধ্যমে বর্তমান সরকার গ্রামের কৃষকদের উন্নতি করতে চান, গ্রামের বেকারদের কর্মসংস্থান করতে চান।

উত্তর ত্রিপুরার নালকাটাতে ফলের রস ঘণীভূত-করণের যে কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে সে কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের অনেক উৎপাদিত ফল বিক্রী করতে পারবেন। এতে অনেকের কর্ম সংস্থান হবে। এই ফলের রসের উৎপাদিত জিনিষগুলি বাহিরের বাজারে অন্য জিনিষের তুলনায় দাম বেশী পড়তে পারে। সে দিক থেকে ধর্মনগর থেকে নালকাটা, নালকাটা থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলের যে প্রস্তাব এটা অতি উত্তম প্রস্তাব, এটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই. এটা ত্রিপুরার উন্নয়নের প্রয়োজনে, বেকারের স্বার্থে এবং শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে। কাজেই আমি মনে করি এই প্রস্তাব সকল সদস্যরাই সমর্থন করবেন এবং পুনরায় আমার সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীরসিক লাল রায় মহোদয় যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানটি এখানে এনেছেন, সেটা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে, তাই উনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং এই প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানটি সমর্থন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখছি। আজকে আমরা দেখছি যে বামফ্রন্ট তথা জহ্লাদ ফ্রন্ট এখানে নেই। তারা কি করে থাকবে? কারণ এই যে রিজলিউশানটি এখানে আনা হয়েছে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করে সেটা ত তারা সমর্থন করতে পারেন না। অথচ এই ২২ লক্ষ লোকের কথা বলে গণতন্ত্রের কথা বলে আবার আন্দোলন করেন। যদি এই

রিজলিউশানটি তাদের তরফ থেকে আসতে তাহলো বুঝতাম যে, তারা মানুষের কল্যাণ চায়। তাই আজকে তারা শুধু বিধানসভা থেকে দূরে সরে যায়নি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ থেকে দূরে সরে গেছে। ধর্মনগর থেকে নালকাটা নালকাটা থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলের জন্য যে রিজলিউশান এখানে আনা হয়েছে সেটা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জাতি উপজাতির স্বার্থে, কারণ তাতে জিনিষপত্রের দাম কমবে যেসব জিনিষ বাহিরে থেকে ত্রিপুরায় আসে। বামফ্রন্ট এটা চায়না তাই তারা আজকে আসে নাই. কারণ এতে যে ত্রিপুরা ২২ লক্ষ মানুষের উপকার হবে।

জাতি উপজাতিদের মধ্যে যারা দরিদ্র রয়েছেন এবং পাশাপাশি বসবাস করছেন তাদের ব্যবসা বানিজ্যের কিছু সুবিধা হবে। বেকার যারা রয়েছেন তাদের অধিকাংশই ছোট ছোট দোকান পাট ইত্যাদি দিয়ে ব্যবসা করতে পারতেন এবং তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারতেন। কাজেই আজকে এই রেল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আজকে ত্রিপুরার ধর্মনগর হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত যে লাইফ লাইন সেটা বর্ষা এলে একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে। বর্ষায় রাস্তায় ধ্বস নামে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ—পত্রাদি পরিবহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে বর্ষা এলে লংতরাইতে ধ্বস নামে, আঠারমুড়াতে ধ্বস নামে। কাজেই প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র পরিবহন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়। কাজেই আজকে এই রেল লাইন সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় এনেছেন আমি এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল ঘোষ।

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় শ্রীসদস্য শ্রীরসিকলাল রায় আজকে এই প্রাইভেট মেম্বারস রিজোলিউশন পিরিয়ডে যে প্রস্তাব এনেছেন,—" ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে, ধর্মনগর হইতে নালকাটা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ অতি সত্বর সমাপ্ত করা হউক এবং নালকাটা হইতে আগরতলা ও আগরতলা হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত উক্ত রেললাইন সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক।'

আমি এই প্রস্তাবকে ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে করছি এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি কিছু বলতে চাইছি।

আজকে এই বিরোধী বেঞ্চে যারা থাকার কথা বিশেষ করে একটা অজুহাত দেখিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে আজকে তারা এখানে অনুপস্থিত রয়েছেন। আজকের এই প্রস্তাবের পক্ষে বলতে গিয়ে বলব যিনি এই প্রস্তাব এনেছেন শ্রদ্ধেয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায়, উনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, আমরা এই প্রস্তাব-এর উপর বিরোধীদের জবাব চাইতাম: বিগত দিনে এই রেল লাইন নিয়ে তদানিন্তন বামফ্রন্ট সরকার কত খেলা দেখিয়েছেন। আপনারা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারেন বছর খানেক আগে কি দেড় বছর আগে এরা রেল চাই শিল্প চাই বলে বড় বড় শ্লোগান দিয়ে দেওয়াল লিখেছেন। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল? এই রেল বা শিল্প নয়, আসল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সারা ত্রিপুরার রাজ্যের সরল মানুষদের ক্ষেপিয়ে তুলা। রেল শিল্পের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক কর্মচারীদের গলা টিপে ধরে টাকা আদায় করেছে, গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সাধারন মানুষের কাছে গিয়ে সি, পি, এম, দলের ক্যাডাররা জোর করে টাকা আদায় করেছে? আর যারা তাদের টাকা দেয়নি তাদের উপর এনেছেন নানা ধরনের অত্যাচার।

বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করল, 'দেখ, আমরা তো রেল চাই, কংগ্রেসের লোক, উপজাতি যুব সমিতির লোক রেল চায় না'। কিন্তু আর একবার বাস্তব দিকটা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে রেল আমরা চাই, মনে প্রাণে চাই, ওদের মত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আমরা করিনা। আপনারা জানেন যে রেল লাইন যেখান দিয়ে আসার কথা সেখানে রাতারাতি মানুষকে বসিয়ে দেওয়া হল। সিটু নামধারী সি, পি, এম, এর একটি সংস্থা হয়ে কাজ করে, তারা কিছু শ্রমিককে বসিয়ে দিল। বুদ্ধবাবু বলেছেন, জল্লাদের সরকার। ওদের কাছে যেটা সত্য ছিল সেটা হল গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করে রাখা, কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যে মানুষকে ক্ষেপিয়ে রাখা এবং কিছু মানুষকে ক্রীতদাস হিসাবে রাখা যারা জল্লাদের মত কাজ করবে। ওরা রেল রেল খেলা খেলেছে, সেটা হল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং মানুষকে বেকার বানিয়ে রাখা। এটা হল কমিউনিষ্টদের চরিত্র। যেখানে অন্ধকার, সেখানে দারিদ্র সেখানেই কমিউনিস্ট। ত্রিপুরা রাজ্যে যদি রেল লাইন হয়, ত্রিপুরা রাজ্যে যদি শিল্প গড়ে উঠে তাহলে সেখানে কমিউনিষ্টরা থাকতে পারবে না। ছোট বেলায় ঠাকুরমাদের কাছে গল্প শুনেছি বর্গীরা নাকি আসতো লুঠ করার জন্য এবং লুঠ করে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে ওরা নাকি চলে যেত। আজকেও যখন শিশুরা কাঁদে তখন মা বলেন 'ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে।' আজ থেকে ২০ বছর পরে মায়েরা বলবেন, 'ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বামফ্রন্ট সরকার এল দেশে'।

এরা মানুষকে উসকে দিয়ে রাজ্যের সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে সরিয়ে দেবার জন্য রেল নিয়ে আন্দোলন করেছে। এরা আসলে রেল চায় না। আজকে আমরা দাবী করছি যে আমাদের রেল প্রয়োজন, নালকাটা পর্যন্ত অতি সত্বর আমাদের রেল লাইন প্রয়োজন এবং পরবর্তী পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ রইল যে আগরতলা পর্যন্ত এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত আমাদের রেল লাইন প্রয়োজন। এটা প্রয়োজন জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করার জন্য। তত্‌কালীন সরকার জাতীয় সংহতি চায়নি। জাতীয় সংহতির নামে কতকগুলি পোষ্টার ওরা দিয়েছে। সেই রক্তাক্ত দিনগুলি আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি।......

এটা পরিস্কার এবং স্পষ্ট যে রেললাইন হচ্ছে জাতীয় সংহতি সব চেয়ে বড় মাধ্যম। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে মেলামেশা করা ব্যবসা বাণিজ্যের অবদান প্রদান এইগুলি রেললাইনের মাধ্যমে যতটা সম্ভব সেটা অন্য কোন মাধ্যমের দ্বারা দ্রুত সম্ভব নয়। কিছুদিন আগে যারা জাতীয় সংহতি জাতীয় সংহতি বলে মাঠে ঘাটে চিৎকার করতেন তাঁরা আজকে হাউসে যেখানে রেল-এর দাবী নিয়ে আলোচনা সেখানে তাঁরা অনুপস্থিত থাকবেন এটা কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। আজকে আমাদের মাননীয় বিধায়ক রসিকলাল রায় যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এটাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—জয় হিন্দ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য দিবা চন্দ্র রাঙ্খল—

শ্রীদিবা চন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য রসিক লাল রায় যে প্রস্তাব এনেছেন এটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ রাখছি। এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে, বিগত বামফ্রন্ট সরকার এই রেলের দাবী নিয়ে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল। কারণ সেই দাবীর নাম করে আমরা দেখেছি যে, বিগত সরকার ব্যর্থ হয়েছিল। এই জন্য আবার এখানে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে স্যার, আমরা দেখেছি যে বিগত সরকার এই রেল-এর নাম করে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার ভাইদের নানা ভাবে বিভ্রান্ত করেছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে চাই যে গত ৮০ সালের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার ইতিহাসও

এর সংজ্ঞা জড়িত আছে বলে আমার মনে হয়। বিগত সরকার রাজ্যে মুনাফা লুটার জন্য বিভিন্ন দাবী দাওয়ার মাধ্যমে ত্রিপুরার বেকারদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। বিগত সরকার যদি ত্রিপুরার রেলের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতেন তাহলে সেটা সফল হত। তা না করে তারা ত্রিপুরার মানুষকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল। বিগত সরকারের আমলে বিরোধী পক্ষ থেকে তাদের সমর্থন জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপর দেখা গেল যে তারা সেটা না করে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চক্রান্ত সুরু করল। তারা রাজীব গান্ধীর পদত্যাগ করার জন্য দাবী তুলতে আরম্ভ করল। কিন্তু আজকে যখন রেলের জন্য প্রস্তাব আনা হল আজকে সেই নেতারা কোথায়? আজকে নৃপেনবাবু কোথায়? কাজেই দেখা যাচ্ছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাঁরা সেদিন রেলের দাবী করেছিলেন। ত্রিপুরার মানুষ যারা মার্কসবাদী কমিউনিষ্টকে বিশ্বাস করেছিলেন আজকে তারা আসামীর কাঠগড়ায়। সেদিন নৃপেনবাবুও যখন পশ্চিমবঙ্গের কাকদিপ থেকে পালিয়ে এসেছিলেন সেদিনও তিনি কাঠগড়ায় ছিলেন। আর আজকে এখানে তাঁরই পরিচালনায় বিরোধীরা আজকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।

আজকে এই হাউসে তারা আসতে সাহস পাননি। যদি তারা আসতো তাহলে তাদেরকে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে হতো এবং তাদেরকে জবাবদিহি করতে হতো। আজকে বিরোধী বেঞ্চ খালি। বিরোধী দল হিসাবে, দায়িত্বশীল বিরোধী সদস্য হিসাবে তাদেরকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে হতো এবং বিগত দশ বছরের কাজের জবাবদিহি তাদেরকে করতে হতো। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হতো। আজকে না আসলেও তাদেরকে ভবিষ্যতে জবাবদিহি করতে হবে। ত্রিপুরার ভৌগোলিক দিক বিবেচনা করে আমরা বিগত দিনে বিরোধী দল হিসাবেও এই বিধানসভায় রেলের প্রশ্নে আমরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছি এবং দিল্লীতে যে সর্বদলীয় প্রতিনিধি গিয়েছিল সেখানে আমরাও রেলের দাবীতে গিয়েছিলাম। আজকে এখানে যে প্রস্তাব এখানে এসেছে যে ধর্মনগর থেকে নালকাটা থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করতে হবে, এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ত্রিপুরার ভৌগোলিক দিক থেকে, ত্রিপুরার জনসাধারণের দিক থেকে, বহিঃরাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগের দিক থেকে এই দাবী আরও জোরদার করতে হবে। কাজেই এই প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জহর সাহা।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য রসিক লাল রায় মহাশয় আজকে হাউসে যে বেসরকারী প্রস্তাব তুলেছেন যে ধর্মনগর থেকে নালকাটা, নালকাটা থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সময়োপযোগী এবং বাস্তব সম্মত। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জাতি উপজাতি মানুষের স্বার্থে এবং ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে রক্ষা করার জন্য এটা একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই হাউসে এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যখন আলোচনা চলছে তখন একটা দায়িত্বশীল বিরোধী দল এই বিষয়টিকে এড়িয়ে গেল। এতে প্রমাণিত হয় তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা। মিঃ স্পীকার স্যার, মার্কসবাদী কমুউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা বিগত দশ বছরের শাসনে আরও দেউলিয়া করেছে।

ধীরে ধীরে তাঁদের সেই দেউলেপনাকে ঢাকার জন্য, তাঁদের সেই রাজনৈতিক ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য সুকৌশলে

আজকে বিধানসভার অধিবেশন তাঁরা বয়কট করেছেন। অজুহাত কি ? অজুহাত এনেছে, এই রাজ্যে অরাজকতা চলছে, এই রাজ্যে নাকি আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। ভাবতে অবাক লাগে, যারা একদিন এই সরকারে ছিল, যারা আজকে হাউস বয়কট করলেন, তাঁদের শাসনে এমন একটি দিন বাদ যায়নি যেদিন কোন মায়ের কোল খালি হয়নি, কোন বোন স্বামী হারা হয়নি। পত্র পত্রিকায় আমরা রোজই তাই দেখছি। এতে শুধু মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষই নয়, সারা ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ ত্রিপুরার এই ভয়াবহ রাজনৈতিক অবস্থার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখতাম ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কোনদিন স্বরাষ্ট্র রাষ্ট্রমন্ত্রী, কোনদিন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এখানকার মুখ্যমন্ত্রী এখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে ফোনে জিজ্ঞাসা বাদ করেছেন, আইন শৃঙ্খলার অবনতি দূর করতে রাজ্য সরকার থেকে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরার মানুষ যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, মায়েদের কোল যাতে খালি না হয়, বোনেরা যাতে স্বামী হারা না হয় তার জন্য আমরা, আমাদের সরকার যে চেষ্টা চালিয়েছেন তা তাদের সহ্য হচ্ছে না। এইজন্য মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির খুনী বাহিনীর লোকেরা যাদের হাতে মারাত্মক অস্ত্র ছিল. কিংবা তাঁদের ক্যাডাররা আইন শৃঙ্খলা অবনতির জন্য নানা চেষ্টা করছে আমরা অতীতে দেখেছি, ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস কর্মীদের, উপজাতি যুব সমিতির কর্মীদের আক্রমন করা হয়েছিল। এজন্য আমরা বিধানসভায় বার বার বলছি, আবেদন করেছি, আমাদের কর্মীদের রক্ষা করুন, পুলিশকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে সরিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিন। এর উত্তরে নৃপেনবাবু সেদিন বলেছিলেন, আমাদের কর্মীরা প্রতিরোধ করছে। শরেরপুরের মত জায়গায় আমাদের তিনজন কর্মী প্রকাশ্যে দিনের আলোয় খুন হয়ে গেলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে নৃপেনবাবু, দশরথবাবু সেদিন বলেছেন, আত্মরক্ষায় আমরা কিছু কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা কিন্তু সেকথা বলছি না। আমরা বলছি, আমাদের সরকার বলছেন, যারাই দোষী হউক ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের রক্ষার জন্য, আইন শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। যদি কেহ অবনতি করার চেষ্টা করে, তাহলে তা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। এইজন্য প্রশাসন এবং পুলিশকে সরকার নির্দেশ দিয়েছেন, এটাই হচ্ছে, আমাদের অপরাধ। সি, পি, এম, এর বন্ধুরা আজকে ভয়ে পালিয়ে গেছেন। উনারা বুঝতে পারছেন, হাউসে আজকে তাঁদের সেই রূপ নিয়ে যদি আসেন, তাহলে ত্রিপুরার মানুষ তাঁদের ক্ষমা করবে না।

ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়েছে। সুতরাং ওদের সেরূপটা যতক্ষন পর্যন্ত না বদলাচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত তারা এই হাউসে আসবে না। আমরা চাই ওরা সুশৃংখল ভাবে রাজনৈতিক জীবনে ফিরে আসুক। আমরা চাই তারা সহযোগিতা করুক। আজকে ওরা কেন এই হাউসে আসেনি ? ওদের কাছে ওতো আজকের হাউসের বিজনেসের কাগজ গিয়েছে। আজকে উজান ময়দানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে হাউসে আলোচনা ছিল, রেল সম্প্রসারণের বিষয় ছিল, বেকার সমস্যা সমাধানের আলোচনা ছিল। এই বেকার সমস্যা তো ওদেরই সৃষ্টি। বিগত ১০ বৎসর ধরে তারা এ রাজ্যে ক্রমাগত বেকার সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। কর্ম সংস্থানের কোন ব্যবস্থা করেননি। আজকে উজান ময়দানের ঘটনাকে ওরা বিকৃত করে বলেছেন। সারা ভারতবর্ষের মানুষ ওদের মুখে থু থু দিয়েছে। সেনা বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা তারা করেছিলেন, কিন্তু তাদের ক্ষমতা নেই পবিত্র সেনা বাহিনীর উপর কালি লেপনের। শুধু তাই নয়, এই পবিত্র বিধানসভায় উনারা সরকারে থাকাকালীন ১৯৮৫ ইং সালে বাজেট অধিবেশনে এক সময় তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনী নাকি অত্যন্ত নিম্নমানের, তাদের চরিত্র নাকি ভাল নয়, এছাড়া আরও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য তারা রেখেছেন সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে স্যার, এইতো তাদের আসল রূপ। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে আমাদের দেশ যখন নেতারা হাতে তেরঙ্গা পতাকা নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল, তখন ওরা বলেছিল-ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। পরবর্ত্তীকালে চীন যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করল তখন তাঁরা শ্লোগান দেন চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং ওদের চেয়ারম্যান। ১৯৭১ ইং সালে বাংলাদেশের মুক্তি সেনানীরা মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আন্দোলন করছিলেন তখন আমাদের প্রাণ প্রিয়া প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে যখন ভারতের বীর সেনানীরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েন তখন তারা বলেন ইন্দিরা আর ইয়াহিয়া এক। এইতো ওদের রূপন উজান ময়দানের ঘটনা নিয়ে বাহিনীর উপর মিথ্যা কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা করে এ রাজ্য থেকে সেনা বাহিনীকে তাড়িয়ে দেবার অপপ্রয়াস চালিয়েছিল। এ রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করেছেন। এটা তাদের নূতন কোন কাজ নয়। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মুষ্টিমেয় কিছু লোক ওরা যতই চেষ্টা করুক না কেন আমাদের পবিত্র সেনাবাহিনীর উপর কালিমা লেপন করতে পারবে না। আমরা জানি ১৮৫৭ ইং সালে ভারতবর্ষের বীর সেনাবাহিনী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল। ইতিহাসে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। স্যার, ওরাতো ভারতবর্ষের ইতিহাস জানেন না, ওরা মাও সেতুংকে নিয়ে নাচানাচি করতে চায়। ওদের নেতা মাও সেতুং, স্টালিন, লিন পিয়াং। ওরা মহাত্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর তিলক, মাষ্টার সূর্য্যসেন, নেতাজী সুভাষ বোস, ইত্যাদি মহাত্মাদের ইতিহাস জানেন না এবং ওরা জানতেও চান না। স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছোট ছোট যে পাঠ্য বই আছে সেগুলিতে ওরা কি করেছে? সেখানে ওরা মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু ইত্যাদি মনীষিদের নাম মুছে দিয়েছে, পরিবর্ত্তে নৃপেনবাবুর ছবি এঁকে দিয়েছে। ওরাই ছিলেন তখন ত্রিপুরা রাজ্যের কলির অবতার।

এই ভাবে তাঁরা বুঝতে চেয়েছিল, কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ গত ২রা ফেব্রুয়ারিতে সারা পৃথিবীতে একটা নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করলো। নীরব, নিস্তব্ধ ভাবে ওরা এমন একটা নূতন বিপ্লব সংগঠিত করলো সারা পৃথিবীর ইতিহাস একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা হলো। সমস্ত ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনের মধ্য দিয়ে ওদের ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। আজও ওরা শিক্ষা পায়নি, ফটিকরায় উপ নির্বাচন থেকে, ওরা শিক্ষা পায়নি বিগত বিধানসভা নির্বাচন থেকে। আগামী দিনের সীমনা নির্বাচন থেকে, আগামী দিনে এই রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে, আগামী দিনে এই রাজ্যের লোকসভা নির্ব্বাচন থেকে তাঁরা সেই শিক্ষা নেবে এবং তাদের অস্তিত্ব ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মুছে দেবে। যে কথা বলেছিলেন মাননীয় সদস্য রতন বাবু, হ্যাঁ, বর্গীদের কথা সেই কথাই আমি বলতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে ১০ বছর রাবণের বংশধরদের বামফ্রন্ট সরকারের শাসন বর্গীদের শাসনের মতো। সুতরাং আজকে ওরা বিধানসভা থেকে পালিয়ে যাবে, আজকে ওরা গণতান্ত্রিক প্রথা থেকে সরে গিয়ে গুপ্তভাবে মানুষকে খুন করার চেষ্টা করছে এবং ওদের পুরানো ইতিহাস, মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমি বলতে চাই যে, মাননীয় সদস্য রসিকবাবু এই রাজ্যের রেল সম্প্রসারণের ব্যাপার নিয়ে যে প্রশ্নটা তুলেছেন এটা বিগত দিনে কেন হয় নি। কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন মাননীয় সদস্য বুদ্ধবাবু যে, ওদের একজন প্রাক্তনমন্ত্রী রামকুমারবাবু উনার কিছু কিছু গুপ্ত ঘাতকদের দিয়ে এই রাজ্যে রেল সম্প্রসারণের কাজ বিলম্বিত হয়েছে। আমরা আজও দেখছি এই রাজ্যে রেল সম্প্রসারণের ব্যাপারে যে পদক্ষেপ এই রাজ্যে সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় হাতে নিচ্ছেন সেখানে হয়তো

আজও কোথায়ও রামকুমার বাবু, কোথাও বে-রামকুমারবাবু এমন বিভিন্ন নামে ওরা এসে আজও তাঁরা অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করতে পারে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, যেটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিগত বিধান সভার নির্বাচনে আমাদের জোট কংগ্রেস—টি, ইউ, জে, এস আজকে এই রাজ্যে রেল, শিল্প সম্প্রসারণের ব্যাপারে এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় পূর্ণভাবে কাজ করে যাবে এবং সেই পথে আমরা অগ্রসর হয়েছি। আমাদের এই রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী উনি দিল্লীতে এই ব্যাপারে আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীজীর সাথে আলোচনা করেছেন। আমাদের প্রধান মন্ত্রীজী আশ্বাস দিয়েছেন এই রাজ্যের মানুষের কাছে আগরতলা আসাম রাইফেলস্ ময়দানে, আগামী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের কাজে হাত দেওয়া হবে এবং এস্ত প্রধান মন্ত্রীজী বলেছেন আগামী ৮৯ সনের কুমারঘাটে রেল লাইনের কাজ শেষ হয়ে রেল চলাচল শুরু হয়ে যেত। আমরা দেখেছি অতীতে মার্কসবাদী পার্টির সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করে এই রাজ্যে রেল শিল্প আন্দোলন কমিটি গড়ে তুলেছিল। এর নামে কিছু দলীয় ক্যাডারকে সরকারের কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছিল ক্যাডারদের পকেটে। কি লাভ হয়েছিল? ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ রেল লাইনের সুযোগ কি পেয়েছে? ত্রিপুরা রাজ্যে রেল সম্প্রসারণ হয়নি। ওরা রেখেছিল রেল শিল্পের নামে রাজ্য সরকারী কোষাগার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করে দলীয় তহবিলে ভর্ত্তি করতে। আমরা দেখছি অতীতে এই রাজ্যের সাধারন মানুষকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে, আমরা এইটাও লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এদের সেই ভেলকির কাছে মাথা নোয়ায়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদের ভেলকিতে পড়েনি। তার যোগ্য জবাব দিয়েছে গত ২রা ফেব্রুয়ারী এই রাজ্যে কংগ্রেস-আই এবং টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারকে এনে। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকার এই রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারনের কাজ ত্বরান্বিত করবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত না করে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায় এই বিধানসভায় এনেছেন সেই প্রস্তাব সমর্থন করি এবং আমি আশা করব এই রাজ্যে ২৪ লক্ষ মানুষের কল্যানে, রাজ্য সরকারের গৃহীত যে প্রস্তাবগুলি এইগুলি বিরোধীরা সহযোগিতা করবেন। সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার, সেই অপপ্রচারকে বন্ধ করে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের শান্তি নিরাপত্তা, জাতি-উপজাতির ঐক্য এবং সম্প্রীতিকে সুদৃঢ় করার জন্য বিরোধিরা সহযোগিতা করবে এই সরকার এইটা আশা করছে। আর যদি এইভাবে দিনের পর দিন সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার সরকারের গঠনমূলক কাজের বিরুদ্ধে, অসহযোগিতা অথবা বাকাল করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার মানুষের কাছে ওরা মুছে যাবে, ত্রিপুরার মানুষ ওদের ক্ষমা করবে না। পরে তাদের এই নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। এই বলে এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্যকে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী বিভা নাথ। অনুপস্থিত

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য শ্রীরসিকলাল রায় যে প্রস্তাব এনেছেন ধর্মনগর হইতে লালকাটা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ অতি সত্বর সমাপ্ত করা এবং লালকাটা হইতে আগরতলা ও আগরতলা হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারন করার জন্য যে আবেদন জানানো হয়েছে আমরা আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে এইটা আন্তরিকভাবে সমর্থন করি। তবে এই দাবী নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে বিভিন্ন রাজনীতি

চলছিল। বিগত ১০ বৎসর বামফ্রন্ট সরকার এই দাবী নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে, ব্যবহার করার চেষ্টা চালিয়েছে। আমরা এই দাবীটি রাজনৈতিক স্বার্থের উর্দ্ধে, জনগণের স্বার্থে, জনগনের দাবী হিসাবে গ্রহণ করেছি। এই ত্রিপুরার রাজ্যের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে দেশের সংহতি এবং ঐক্যের স্বার্থে এই দাবী আগামী অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে যাতে বরাদ্দ করা হয় তার জন্য আমাদের সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন রাখছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা জায়গায় যে সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নর মত হয়ে আছে। বিশেষ করে যোগাযোগ ক্ষেত্রে এবং একটা একমাত্র দূর করতে পারে রেল লাইন স্বাধনতার আগে ভারতবর্ষের দুই টুকরা হওয়ার আগে এই ত্রিপুরা রাজ্য তার বহির্জগতের সঙ্গে এবং বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে, আখাউড়া পর্য্যন্ত রেল গাড়ী ছিল। সেই দিক দিয়ে ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত-এ চলাফেরা করেছে। দেশ বিভাগের পর সেই রাস্তাও বন্ধ হয়ে যায়। বাকী ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ এর একমাত্র রাস্তা হয়ে দাঁড়ায় আসাম হয়ে শিলিগুড়ি হয়ে তারপর বিহার। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের এই রাজ্যের অবস্থাটা কি ? আমাদের বছরে ৪২ কোটি টাকার মত চাউল আনতে হয় বাহিরে থেকে পাঞ্জাব বা হরিয়ানা থেকে রেল দিয়ে। সেই চাউল, আমরা রেল দিয়ে আনতে পারি ধর্মনগর দিয়ে, তাও যদি আসাম থেকে ধর্মনগরের রাস্তাটা ভাল থাকে. একমাত্র গোহাটি পর্য্যন্তই ঠিক ভাবে ব্যবস্থা আছে রেল লাইনের মাধ্যমে চাউল আনার। বাকী অংশটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে রেল যোগাযোগটা উন্নত, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সব কিছু আনতে হয় অত্যান্ত দূর থেকে। কারণ হচ্ছে উত্তর পূর্বাঞ্চল-এর রাজ্যগুলি কোনটাই উন্নত নয়। আসামের সঙ্গে আমরা কাছাকাছি, মিজোরামের সঙ্গে আমরা কাছাকাছি, ওরাতো গুজরাটের মত ইণ্ডাষ্ট্রিলাইজ স্টেট নয়, পাঞ্জাবের মত ইণ্ডাষ্ট্রিলাইজ স্টেট নয়। কাজেই সমস্ত কিছুর জন্য আমাদের ডিপেণ্ড করতে হয় এই ইণ্ডাষ্ট্রিলাইজ স্টেট-এর উপর, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আমার খাদ্য ঔষধপত্র সমস্ত কিছু আমাকে আনতে হচ্ছে অনেক দূর থেকে. আর সব চেয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকবে আমার স্টেট-এ, এ চলে না। এ ছাড়া এই ষ্টেটের নিজস্ব সম্পদও গড়ে তোলা উচিৎ। আজকের এই সেশানেই আলোচনা হয়েছে বেকার সমস্যা সম্পর্কে।

যে কিভাবে এই সমস্যা সমাধান করা যায়। ত্রিপুরা রাজ্যে একমাত্র সরকারী চাকুরী ছাড়া আর বিকল্প কোন ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আমরা জানি শুধু সরকারী চাকুরী দিয়ে বেকার সমস্যা সমাধান হয়না। কাজেই এখানে নিজস্ব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে এবং তারমধ্যে সমাধান করতে হবে। শুধু আমাদের রাজ্যে নয়, আজকে সর্বত্রই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের সবচেয়ে অসুবিধা হচ্ছে এখানে কোন ইনফ্রাষ্ট্রাকচারের অভাবে আজকে বাহিরের কেউ কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না। তারমধ্যে রেল একটা অপরিহার্য জিনিষ। এই রেলকে আমরা রাজনৈতিক স্বার্থে দেখছিনা। রাজ্যের জনগণের স্বার্থে এটা চাই। গতবার কেন্দ্র ত্রিপুরার রেলের জন্য ৫ কোটি টাকা দিয়েছিল নালকাটা পর্য্যন্ত রেল লাইন বসানোর জন্য। আমরা কেন্দ্রের কাছে তখনও বলেছি এখনও বলছি। কিন্তু তখন বামফ্রন্ট সরকার বলেছিল যে, আমরা বলিনি। আজকে এই প্রস্তাবটা আসল আর তারা হাউজ বয়কট করল। আজকে রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল অথচ তারা আইন-শৃঙ্খলার কথা বলে হাউজ বয়কট করল। আজকে রাজ্যের জনগণের স্বার্থে যে বাজেট পেশ হল তাতে তাদের থাকা উচিত ছিল যদি তারা জনগণকে ভালবাসত। যদি তাদের কোন অভিযোগ থাকে তাহলেও তারা কলিং এটেনশনের মাধ্যমে,

বিভিন্ন যোগনের মাধ্যমে এই বিধানসভায় তুলতে পারত। অথচ তা না করে হাউজ বয়কট করল। যদি তারা এসব করে তাহলে এভাবে এখানে সময় নষ্ট না করেও আমরা রাজ্যের জনগণের জন্য অনেক কাজ করতে পারতাম। আজকে অমরপুরে, সোনামুড়ায়, উদয়পুরে বন্যা চলছে, আমরা সেখানে গিয়ে কাজ করতে পারতাম। অথচ রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থে এখানে আলাপ আলোচনায় জন্য কোথাও আমাদের কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে সেটা জানার জন্য আমরা বিধানসভা ডাকলাম অথচ তারা নাই। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে সহায়ক নয়। যদি তারা এখানে এসে আলোচনায় অংশ নিত তাহলে আমাদের পক্ষে, জনগণের পক্ষে ভাল হত।

হয়তো কোথায় আমাদের ক্রটি রয়েছে সেটা তারা তোলে ধরতে পারতেন। সব সময় বিধানসভা বসে না। কিন্তু না, তারা এটাকে বয়কট করলেন। এইটা রাজ্যবাসীর স্বার্থে নয়, কাজেই এর পেছনে জনগণের কোন সমর্থন থাকতে পারেনা। মি: স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের রাজ্যের যে চেহারা এর জন্যে আমাদের সকলকে আন্তরিক হতে হবে যাতে করে আমাদের রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। এবং ত্বরান্বিত হয়। আমরা দেখেছি, বিগত দশ বছরে সবচেয়ে বেশী পিছিয়ে ছিল এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা। আমরা দেখেছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি এলাকায় উন্নয়নমূলক কোন কাজ হয়নি। তার কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা ছিল না। রাস্তা করা সম্ভব ছিল না। কাউকে সেখানে টি, এন, ভি, নৃসংশভাবে তাকে গুলি করেছে, শিক্ষকদের গুলি করে হত্যা করেছে এবং সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছে। এই সন্ত্রাসমূলক পরিবেশ যদি না থাকতো তাহলে পরে উন্নয়নমূলক কাজ কখনো ব্যাহত হতো না। সেই দিক থেকে আমরা শান্তির জন্যে, নিরাপদ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্যে আমাদের আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। এবং এই ব্যাপারে বিরোধী দলের সদস্য যারা রয়েছেন তাদের ও সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা বিরোধীদের সহযোগিতা কামনা করি। আমাদের এখন ত্রিপুরাকে নতুন করে তৈরী করার জন্য কাজ করার সময় এসেছে। কাজেই এই রেললাইন এইটাকে রাজনীতির উর্দ্ধে রেখে রাজ্যবাসীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এইটাকে করতে হবে। এইখানে আমাদের যে পাওয়ার দরকার রয়েছে এবং ছোট ছোট শিল্প উদ্যোগের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা সাহায্য দেবার প্রশ্ন রয়েছে। সেগুলির জন্য আমরা বিভিন্ন এজেন্সীর কাছে আবেদন রাখছি। কিছু কিছু এজেন্সী যেমন ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজ ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া, তারা বলেছেন এইখানে একটা ট্রেনিং সেন্টার তারা করবেন। সি, এম, এবং আমার সঙ্গে এখানে ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে তারা আমাদের বলেছেন যে, এইখানে যারা শিল্প উদ্যোগ নিতে চান তাদের ট্রেনিং দিয়ে সেখানে শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য একটা ট্রেনিং সেন্টার করতে চান এবং তারজন্যে তাদের জায়গার প্রয়োজন। আমরা তাদের জায়গা দিতে চেয়েছি।

তারপর কাঁচা মাল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, আনারস উৎপাদনের জন্য আমরা চাষীদের সাহায্য দিচ্ছি। এবং আরো অধিক কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য আমরা আরো বিভিন্ন ধরনের স্কীম করছি। এবং সেই সমস্ত স্কীমের মধ্য দিয়ে আমরা জুমিয়া পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়েছি, রাবার প্ল্যানটেশনের মধ্য দিয়ে জুমিয়া পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়েছি যাতে করে আর জঙ্গলের ধন নষ্ট না হয়। সেজ সঙ্গে আমার জীবিকার সংস্থান হবে, ইণ্ডাষ্ট্রির একটা পরিবেশ গড়ে উঠবে। এই ধরণের একটা ইনটিগ্রেটেড প্ল্যান আমরা নিয়েছি। আমরা আশা করছি যদি রেল লাইন তাড়াতাড়ি হয় তাহলে খুব দ্রুত ইণ্ডাষ্ট্রি

গড়ে উঠবে এবং আমাদের ত্রিপুরার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব সংগঠিত হবে। কাজেই এই দাবীকে পুরোপুরি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি বিশেষ বক্তব্য রাখবনা। রেল সম্পর্কে দুই একটা। তথ্য দিয়ে এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। প্রথম তথ্য হলো, পেচারথল থেকে কুমারঘাট—এই রেলপথের কাজ আগামী ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে শেষ হবে। এই কথা এক চিঠির মাধ্যমে রেল দপ্তর আমাকে জানিয়েছেন। দ্বিতীয় আর একটা তথ্য হলো, এবার দিল্লীতে আমাদের হোম মিনিষ্টারের সভাপতিত্বে যে মিটিং হয়েছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রীদের সেখানে বলা হয়েছে যে আরও ১০ কিলোমিটার রেল পথ কুমারঘাট থেকে নালাকাটা পর্যন্ত, সেটা ১৯৯০ সালের মধ্যে, অর্থাৎ ৭ম পরিকল্পনার মধ্যে শেষ হবে। আমরা আশা করছি যখন আমাদের ৭ম পরিকল্পনা শেষ হবে, সেই পরিকল্পনার মধ্যে আমরা নালাকাটা পর্যন্ত রেলপথ পাচ্ছি। আমাদের অগ্রগতি আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিগত ১০ বৎসর বামফ্রন্ট সরকার একদিকে রেলের জন্য আন্দোলন করেছেন আর এক দিকে রেল যাতে না আনতে পারে তার জন্য চেষ্টা করেছেন। কতগুলি প্রস্তাব তাঁরা দিয়েছেন ৭ম পরিকল্পনার মধ্যে যাতে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন শেষ হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাব ৭ম পরিকল্পনায় যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই টাকাও খরচ করা সম্ভব হয়নি। তার জন্য জমি একোয়ার করা হয় নি, আইন শৃঙ্খলাও ছিলনা। যদি থাকত তাহলে এতদিনে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল আসত। আজকে সেখানে রাতদিন কাজ চলছে। দ্বিতীয় হচ্ছে সরকারের সহযোগিতা। এই সম্পর্কে আমরা আশা করছি ১৯৮৯ সালে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল আসবে এবং ১৯৯০ সালে নালাকাটা পর্যন্ত রেল লাইন শেষ হবে। তবে এখানে উঁচু টিলা এবং উঁচু পাহাড় রয়েছে যে সমস্ত জায়গাতে টানেল করা প্রয়োজন। টানেল করতে গিয়ে অনেক অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। রেল মন্ত্রক আগরতলা পর্যন্ত রেল সার্ভের কাজ শেষ করে ফেলেছে। তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ যেটা ধরা হয়েছিল সেটা ২৮৩ কোটি টাকার মত এবং কিন্তু সেই টাকা তখন দেয় নি। তবে আমরা আশা করছি ৮ম পরিকল্পনায় আগরতলা পর্যন্ত যাতে রেল লাইন হয়। আমরা এই কথা বলব না যে, সাব্রুম পর্যন্ত ৮ম পরিকল্পনার মধ্যে হয়ে যাবে। কারণ আগরতলা পর্যন্ত রেল আনাটাই একটা দুরূহ কাজ। তবে আগরতলা পর্যন্ত যাতে রেল লাইন আসে সেজন্য আমি এন, ডি, সি, এর মিটিং-এ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মিটিং-এ দাবী রেখেছি এবং আমি আশা করছি আজকে যে প্রস্তাব হাউসে এসেছে এতে আমাদের দাবী আরও জোরদার হবে। আমরা আশা করছি এই কাজে জনগণের সহযোগিতা আমরা পাব। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় শ্রীরসিকলাল রায় মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হল, 'ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে, ধর্মনগর হইতে নালকাটা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ অতি সত্বর সমাপ্ত করা হউক এবং নালকাটা হইতে আগরতলা ও আগরতলা হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত উক্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হউক'।

(এই প্রস্তাবটি ধ্বনিভোটে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

এই সভা আগামী ১১ই জুলাই, সোমবার, ১৯৮৮ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

Admittde Starred Question :

Name of Member :—Shri Raudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Sch.
Caste Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে শব্দকর, বাদ্যকর, নট্ট, কপালী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলো তপশীলি জাতির জন্য সংরক্ষিত সুযোগ সুবিধা পায় কিনা ; এবং	১। না।
২। যদি না পেয়ে থাকে তবে ইহার কারণ ?	২। ত্রিপুরা রাজ্যে শব্দকর, বাদ্যকর, নট্ট, কপালী প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলো তপশীলি জাতির জন্য সংরক্ষিত সুযোগ সুবিধা পায় না কারণ এই সম্প্রদায়গুলো এখনো তপশীলি জাতি হিসাবে তালিকা ভুক্ত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. /.

Name of M L.A. :— Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minisiter incharge of the Education Departmeut be pleased to state :—

১। রাজ্যে তপশিলী জাতি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বর্তমানে মোট কয়টি Boarding House আছে।

২। এর মধ্যে মোট আবাসিকের সংখ্যা কত, এবং

২। তার মধ্যে কত জন ছাত্র ও কতজন ছাত্রী আছে।

ANSWBR :—

১। রাজ্যে তপশিলী জাতি উপজাতি ছাত্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য বর্তমানে মোট ৮০টি Boarding House আছে।

২। এর মধ্যে মোট আবাসিকের সংখ্যা ২৪৬৮।

৩। তার মধ্যে ১৯৬২ জন ছাত্র ও ৫০৬ জন ছাত্রী আছে,

Admi tted Staarred Question No :— 8

Name of Member :— Sri Nakul Das, M.L,A

Will the Hon'ble Minister-niCharge of the Sch. Caste Welfare Department be plaased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
রাজ্যের তপশীলি জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগমের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে থাকার কারণ কি ?	১। ত্রিপুরা তপশীলি জাতি সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশনের মার্জিন লোন প্রকল্পে ১৯৮৭-৮৮ ইং সনে ভর্তুকী প্রদানের জন্য স্পেশাল সেন্ট্রাল এসিস্টেন্সে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছিল তা খরচ হয়ে যাওয়ায় এবং অতিরিক্ত বরাদ্দ না পাওয়ায় ১৯৮৭-৮৮ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসের ২২ তারিখ হইতে লোন বিলির কাজ বন্ধ রাখা হয়েছিল। ১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক বছরে ভর্তুকী প্রদানের জন্য স্পেশাল সেন্ট্রাল এসিস্টেন্স হইতে রাজ্য সরকার ৪০.০০ (চল্লিশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। উক্ত প্রকল্প রূপায়নের কাজ সত্বরই আরম্ভ করা হবে। প্রাথমিক কাজ কর্ম ইতিমধ্যেই আরম্ভ করা হয়েছে।

Admitted sttrred question No :— 11

Name of the M L A. ;— Shri Nakul Das

—উত্তর—

Will the Honble Minister in charge of the Forest Depatmsnt be pleased to state :—	Minister incharge of the Forest Department Shri Drao Kumar Reang
১) রাজ্য সরকারের বর্তমান অর্থ বর্ষে সামাজিক বনায়নের কর্মসূচীর লক্ষমাত্রা কত ?	১) বর্তমান অর্থ বর্ষে অর্থাৎ ১৯৮৮—৮৯ সনে ৪৯৫২ হেঃ বাগান সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গড়ে তোলার লক্ষ-মাত্রা হিসাবে ধরা হয়েছে।
২) তার মধ্যে ৩০,৪,-৮৮ ইং পর্যন্ত কত	২) তার মধ্যে ৩০,৪, ৮৮ ইং পর্যন্ত—১২৭৭,৪৪ হেঃ বাগান করা হয়েছে।
৩) কোন কোন জায়গায় কার্য্যকর হয়েছে ?	এ সকল বাগান সদর, উদয়পুর, বগাফা, গোমতী তেলিয়া-মুড়া, আমবাসা, মুনু, কাঞ্চনপুর, ও কৈলাসহর ফরেষ্ট ডিভিসানের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় কার্য্যকর হয়েছে।

Admitted Starred Question No.: —13

Name of member :—Shri Badal Choudhury

Will the Hon,ble Ninister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বগাফা ব্লকের অন্তর্গত কিছু উপজাতি পরিবারকে ঋণ প্রদানের জন্য বগাফা ব্লক	১। সত্য।

কমিটি কর্তৃক বাছাইকরার পর তপশিলী উপজাতি কর্পোরেশন কর্তৃক তাদের ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছিল কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঐ সকল পরিবারকে উক্ত ঋণ প্রদান বন্ধ করে দিয়েছেন,

২। সত্য হলে ঐ ঋণ প্রদান বন্ধ রাখার কারণ কি এবং

২। ত্রিপুরা উপজাতি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর মার্জিন মানি লোন প্রোগ্রামের অধীনে মধ্যম মেয়াদী ঋন গ্রহীতাগণকে ১৯৮৭—৮৮ আর্থিক সনে ভর্তুকি প্রদানের জন্য স্পেশাল সেন্ট্রাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মোট ২৩ লক্ষ ৮২ হাজার ২ শত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ঐ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত হয়ে যাওয়ায় বগাফা ব্লকের ১২৮টি উপজাতি পরিবারকে মঞ্জুরীকৃত ঋণ ও ভর্তুকি বিলি বন্ধ রাখতে হয়েছে।

৩। সর্বমোট কত পরিবারকে এভাবে উক্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রদান করে রাখা হয়েছে তার সংখ্যা ?

৩। বগাফা ব্লকের অন্তর্গত ১২৮টি উপজাতি পরিবারের মঞ্জুরীকৃত ঋণ ও ভর্তুকি প্রদান বন্ধ রাখতে হয়েছে।

Admitted Starred Quesrion No 19

Name of the Member : Sri Badal Choudhury,

Will the Hon'ble Minister incharge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা লস্কর সম্প্রদায়কে উপজাতিদের ন্যায় সুযোগ সুবিধা না দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কোন নির্দেশ রাজ্য সরকার পেয়েছেন কি না,	১। না।
২। যদি পেয়ে থাকেন তাহলে সেই নির্দেশের সারমর্ম,	২। প্রশ্নই উঠে না।
৩। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার কি নীতি গ্রহণ করেছেন ?	৩। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. 20.
Name of Member :— Shri Badal Choudhury,
Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Social
Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। ৩১শে মার্চ ১৯৮৮ইং পর্য্যন্ত রাজ্যের কতজন বৃদ্ধকে বার্দ্ধক্য ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং উক্ত ভাতার হার বর্ত্তমানে কত ;

২। উক্ত ভাতার হার বাড়ানোর কোন সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছেন কি ?

৩। করে থাকলে তা কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হবে ;

৪। পঞ্চাশ উর্দ্ধ বয়স্কা দুঃস্থ বিধবা (widow) মহিলাদের মাসিক ৩০০ শত টাকা হারে বিধবা ভাতা দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Minister-In-Charge :—Education Minister, Sri Arun Kumar Kar.

১। ৩১শে মার্চ্চ ১৯৮৮ পর্য্যন্ত ১২,৮১৮ জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বার্দ্ধক্য ভাতা দেওয়া হইয়াছে। মাসিক মাথা পিছু ৭৫ টাকা হারে ভাতা মঞ্জুর করা হয়।

২। সরকার এখন পর্য্যন্ত এমন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

Admitted Starred Question No.59

Name of M.L.A :— Shri Sukumar Barman

Will the Hon'ble Mininter in charge of the Education Dopartment be pleased to State :—

১। রাজ্যে মোট উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ?

২। এর মধ্যে প্রধান শিক্ষক নাই এমন উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের সংখ্যা কত ; এবং

৩। যে সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাই ঐগুলিতে কতদিনের মধ্যে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। ৪১৫ টি, (সরকারী=৪১১টি, সরকারী অনুদান প্রাপ্ত=৪টি)

২। ৩২০টি (সরকারী=৩১৭টি, সরকারী অনুদান প্রাপ্ত=৩টি)

৩। শীঘ্রই প্রধান শিক্ষকের খালি পদগুলি পূরণ করা হবে।

Admitted Starred Queation Ho. 6o

Name of M.L.A. Shri Sukumar Barman.

Will the Hon'ble Ninister-incharge of the Education Depantment be pleased to state :—

১। বর্তমানে রাজ্যে হাই স্কুলের সংখ্যা কত ?

২। উক্ত হাইস্কুলগুলির মধ্যে কয়টি হাইস্কুলে প্রয়োজনীয় সাবজেক্ট টিচার নাই, এবং

৩। কি কি কারণে উক্ত হাইস্কুলগুলিতে এখনও সাবজেক্ট টিচার নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই ; এবং

৪। কবে নাগাদ উক্ত হাইস্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় সাবজেক্ট টিচার নিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। ২৫২টি ;

২। হাইস্কুলে সাবজেক্ট টিচারের কোন নির্দিষ্ট পদ নাই, সহকারী শিক্ষকগণই বিভিন্ন সাবজেক্টে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন ;

৩। প্রশ্ন উঠে না ;

৪। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 61

Name of M.L.A. Sri Sukumar Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department is pleased to state r—

১। ইহা কি সত্য যে বিগত বামফ্রন্ট সরকার ১৯৮৮—৮৯ ইং আর্থিক সনে সোনামুড়া মহকুমায় একটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ; এবং

২। যদি সত্য হয় তবে চলতি আর্থিক বছরে এখন পর্যন্ত উক্ত ডিগ্রি কলেজ চালু না হইবার কারণ ?

ANSWER

১। ১৯৮৮—৮৯ সালে সোনামুড়াতে একটি সরকারী ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করার সরকারী সিদ্ধান্ত আছে ;

২। ১৯৮৮—৮৯ সালের শিক্ষাবর্ষে কলেজটি স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question.63.

Name of Member :—Sri Anil Sarker, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social welfare department be pleased to state

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে বর্তমান সাংগঠনিক নিয়মানুযায়ী রাজ্য সমাজ কল্যাণ পর্ষদ একবার গঠিত হলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত তার মেয়াদ থাকে ;

২। সত্য হলে রাজ্যের ভেঙ্গে দেওয়া সমাজ কল্যাণ পর্ষদের মেয়াদ কত সাল পর্য্যন্ত থাকার কথা ছিল এবং

৩। মেয়াদ উত্তীর্ন না হবার আগে সেই পর্ষদ ভেঙ্গে দেওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

Minister-in-charge :—Education Minister
Sri Arun Kr. Kar,

১। হ্যাঁ, কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের অনুমোদনক্রমে রাজ্য পর্ষদের মেয়াদ ৩ বৎসর পর্যন্ত থাকে।

২। কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যান পর্ষদের অনুমোদিত ভেঙ্গে দওয়া রাজ্য সমাজ কল্যাণ পর্ষদের মেয়াদ ১৯৮৫ সালের ৩১শে পর্যন্ত ছিল।

৩। কারণ ১৯৮৫ সালের ১লা জুন থেকে কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যান পর্ষদের অনুমোদন ছাড়াই বিগত রাজ্য সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের মেয়াদ আরো দুই বৎসর বহাল রেখেছিলেন। এরপর বিগত রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত রাজ্য সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের পুর্নগঠন না করে উহার মেয়াদ ১৯৮৭ সালের ১লা জুন থেকে আরো তিন বৎসরের জন্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন যা বর্ত্তমানে রাজ্য সরকার সম্পুর্ণ অযৌক্তিক মনে করছেন। সেই জন্য বর্ত্তমানে সরকার পুরানো পর্ষদ বাতিল করে ৩ বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নূতন পর্ষদ গঠন করেছেন।

Admitted Starred Question No. 65

Name of the Member :— Shri Dinesh Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সাম্প্রতিক কালের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের এক নির্দেশে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সকল স্তরের কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারী.

২। সত্য হলে, এ ধরনের আদেশ জারীর কারণ কি ? এবং

৩। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ২৯শে মার্চ ১৯৮৮ ইং তারিখে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরথেকে সকল প্রকার নিয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়েছে। সকল

২। বর্ত্তমান সরকার কর্ত্তৃক নিয়োগ নীতি নির্দ্ধারণ করা সাপেক্ষে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধ রাখা প্রয়োজন মনে করায় এইরূপ অনুরোধ করা হয়েছে।

৩। জেলা পরিষদের প্রশাসনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার অভিজ্ঞ অফিসার, কর্মচারীদের জেলা পরিষদে বদলী করেছেন। অফিসার, কর্মচারী সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প জেলা পরিষদকে হস্তান্তর করেছেন। জেলা পরিষদের চাহিদা অনুসারে নানাস্তরের কর্মচারী জেলা পরিষদে নিযুক্ত করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন। জেলা পরিষদ থেকে কোন কর্মচারী পুনরায় সরকারের কোন দপ্তরে বদলী করলে ঐ কর্মচারীর স্থলাভিষিক্ত অন্য কর্মচারীকে জেলা পরিষদে বদলী করা করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 69

Name of the member :— Shri Samar Chowdhury

Will the Hon'ble Minister: nicharge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমার এ.ডি,সি, এলাকার তুঁইবানাল গাঁওসভার কিছু সংখ্যক উপজাতি গৃহহীন পরিবারের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের কাজ বন দপ্তরের অধীনস্থ জমির প্রশ্ন তুলে বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে,	১। হ্যাঁ।
২। ইহা কি সত্য যে ইহার ফলে ৫০ টির বেশী ঘরের মাটির দেয়াল তৈরী সম্পূর্ণ হওয়ার পর টিনের চাল না দেয়ার ফলে সবগুলি দেয়ালই ভেঙ্গে পরার মুখে,	২। ইহা সত্য নহে।
৩। সত্য হলে উক্ত গরীব উপজাতি পরিবার ও ভূমিহীন পরিবার সমূহের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য এই কাজকে সম্পন্ন করতে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?	৩। চাষাবাসের উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় খাসভূমি নিকটবর্ত্তী স্থানে খোঁজা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। যদি উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় খাসভূমি পাওয়া যায় তাহলে সেখানে গরীব উপজাতি জুমিয়া ভূমিহীন পরিবারবর্গকে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কর্ত্তৃক নূতন খাস ভূমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

Admitted Started Question No.89

Name of M L A Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। প্রস্তাবিত নবোদয় বিদ্যালয় কোথায় এবং কখন এই রাজ্যে চালু হবে ;

২। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম কি হবে ;

৩। কত সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে কোন কোন পদ্ধতিতে ভর্ত্তির সুযোগ দেওয়া হবে ; এবং

৪। প্রচলিত বিদ্যালয় সমূহের সাথে এই সব বিদ্যালয়ের কি ধরণের সম্পর্ক থাকবে ?

ANSWER

১। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় প্রস্তাবিত নবোদয় বিদ্যালয় অস্থায়ীভাবে খোয়াইর রামচন্দ্রঘাটে চলতি বৎসরের অক্টোবর মাস নাগাদ চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অন্যান্য জেলায় নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের স্থান নির্বাচনের বিষয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। ৭ম অথবা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক মাতৃভাষা। ৭ম অথবা ৮ম শ্রেণীতে হিন্দী ও ইংরেজী শিক্ষার সহমাধ্যম হিসাবে থাকবে এবং ভাষা হিসাবে পড়ানো হবে। তারপরে হিন্দী/ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যম হবে।

৩। প্রতিটি বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা থেকে সর্বাধিক ৮০ জন ছাত্র ছাত্রীকে ভর্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

৪। কোন সম্পর্ক থাকবে না প্রচলিত বিদ্যালয় সমূহ এবং নবোদয় স্ব স্ব পর্ষদের (Board) নিয়মাধীন থাকিবে

Admitted Started Questicn No 90
Name of the member : - Shri Matilal Sarkar
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the
Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। জুম চাষীদের সাহায্যার্থে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বর্তমান আর্থিক বৎসরে কি কি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন,

উত্তর

১। জেলা পরিষদ, উপজাতি কল্যাণ, কৃষি, পশু-পালন, বনায়ন ও মৎস্য উন্নয়নের জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি হাতে নিয়াছে : -

১। উপজাতি কল্যাণ

ক) জুমিয়া পুনর্বাসনের ৮,০০০ টাকা প্রকল্প।

খ) বিনা মূল্যে জুম বীজ ধান বিলি প্রকল্প।

গ) জুম নিড়ানীর জন্য বিশেষ প্রকল্প।

২। কৃষি

খোয়াই মহকুমার তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীন দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের মায়েহাদু-রবাড়ীতে ৫০টি উপজাতি ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারকে নারিকেল বাগানের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হইয়াছে।

৩। পশু পালন

বর্তমান আর্থিক বৎসরে পশুপালন ভিত্তিক পুনর্বাসন প্রকল্পে ১০০টি জুমিয়া পরিবারকে প্রকল্পের আওতাধীন আনা হইবে।

৪। বন

বর্তমান আর্থিক বৎসরে মোহনপুর ব্লকের

বালুরবন গাঁওসভায় ৫৮টি জুমিয়া পরিবারকে ও ছামনু ব্লক এলাকায় লংথরাই গাঁওসভায় ৪২টি জুমিয়া পরিবারকে মোট ১০০টি জুমিয়া পরিবারকে রাবার চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রকল্প হাতে নিয়াছে

৫। মৎস্য

বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১০০টি ভূমিহীন জুমিয়া উপজাতি পরিবারকে মৎস্য চাষ ভিত্তিক পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প হাতে নিয়াছে।

২। এ জন্য বিভিন্ন ব্লকে কি পরিমান অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে,

১। উপজাতি কল্যাণ

ক) উপজাতি কল্যাণের জন্য বিভিন্ন ব্লকে জুমিয়া পুনর্বাসনের ৮,০০০ টাকা প্রকল্পের জন্য মোট মঞ্জুরী ১১, ৫১, ৩৭৫ টাকা।

খ) বিনা মূল্যে জুমবীজ বিলি প্রকল্পের জন্য মঞ্জুরী মোট-৫৬, ৪৫৮ টাকা।

গ) জুম নিড়ানীর বিশেষ প্রকল্পের জন্য মোট ৪৫, ০১, ২০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছে।

২। কৃষি

জেলা পরিষদ শেলিয়ামুড়া কৃষি তত্বাবধায়কের নিকট ভূমিহীন জুমিয়া পুর্ণবাসনের জন্য ৭, ৮৮, ৪০০ টাকা হস্তান্তর করিয়াছে।

৩। পশুপালন

জেলা পরিষদ এখনও কোন অর্থ কোন ব্লকে এজন্যে মঞ্জুর করে নাই।

৪। বন

জেলা পরিষদ সরাসরি প্রকল্প রূপায়ন করিয়া থাকে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে তাহারা এজন্য ৫, ৮১, ০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছে।

৫। মৎস্য

মৎস্য চাষের জন্য এখনও পর্য্যন্ত কোন ব্লকে কোন অর্থ মঞ্জুর করা হয় নাই।

৩। মঞ্জুরীকৃত অর্থের মধ্যে কি পরিমান এখনো অব্যয়িত রয়েছে ?

৩। অর্থ মঞ্জুরী যেহেতু কিছু দিন পূর্ব্বে করা হইয়াছে যেহেতু প্রায় সম্পূর্ণ অর্থই অব্যয়িত আছে।

Admitted Starred Question No. 93

Name of M L A. :— Sri Mati Lal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Edueation Deparment be pleased to state :—

১। বিগত ১লা মার্চ হইতে ১শে মে ১৯৮৮ইং পর্য্যন্ত কতজন শিক্ষক—কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে ?

২। এইসব বদলীর ক্ষেত্রে কি কি নিয়ম নীতি অনুসরণ করা হয়েছে ?

ANSWER

Sri A K. Kar.

১। বিগত ১লা মার্চ হইতে ৩১শে মে ১৯৮৮ইং পর্যন্ত ৪৫৪ জন শিক্ষক—কর্মচারীকে বদলী করা হয়েছে।

২। সামগ্রিক জনস্বার্থের মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত আবেদন যথাযথ বিবেচনা করিয়া বদলী করা হইয়াছে।

Admitted started question No :—97

Name of M.L A. Shri Sunil Kumar Chaudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Depertment be pleased to State :—

1. Is it true that the Forest Department has started collection of taxes form all forest products :
2. Is it true that tribles who collect the forest products for tieir own use have also to pay such forest taxes ?

Answer

Minister-inCharge of the Forest Department :—

Shri Drao Kumar Reang.

1. Forest Department collcets royalty/ upset price of trees & other forest produces except for those exempted by Govt
2 The tribals can collect minor forest produce and some species of timber upto ceartin quantity free of royalty for their own use.

Admitted Started question No-100

Name of M.L.A Shri Jitendra Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of of the Forest Department be pleased to State :—

১) সামাজিক বনায়নের নীতি ও উদ্দেশ্যগুলি কি এবং কিসের ভিত্তিতে বেনিফিসিয়ারিস নির্বাচন করে সাহায্য সহায়তা দেওয়া হয়।

২। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে যে ১৯৭৮ ইং পর্য্যন্ত কত জনকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হয়েছে

উত্তর

Minister in-charge of the Forest Department
Sri Drao kumar Reang.

১। ব্যাপক হারে বন ধ্বংসের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান বনজ দ্রব্যর চাহিদা মিটানোর জন্য ও সমাজের কল্যাণ ও জনসাধারণের উপকারের জন্য গাছ লাগানোই হল সামাজিক বনায়নের নীতি ও উদ্দেশ্য।
ত্রিপুরায় ব্যাপকহারে বন ধ্বংস হচ্ছে। দ্রুত বন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত করা পতিত জমির সদব্যবহার ও কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে অর্থকরী বনসম্পদ সৃষ্টি করা এই কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য
সামাজিক বনায়ন কর্মসূচীতে উপজাতি তপশীলভুক্ত জাতি, ক্ষুদ্র কৃষক, শ্রমিক, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সহ সকল উৎসাহী জনসাধারণকে সুযোগ দেওয়া হয়। সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে সরকারি ও ব্যক্তিগত ভূমিতে বাগান করা হয়। এই প্রকল্পে যাহাদের জোত বা বন্দোবস্ত পাওয়া জায়গা আছে তাহাদের গাছ লাগানোর জন্য নির্বাচন করে সাহায্য সহায়তা দেওয়া হয়।

২। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় ১০০৫ ব্যক্তিকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

৩। এবং উত্তর কৃষ্ণপুর গাঁওসভাধীন অফিসটীলা গ্রামের কতজন লোক এই প্রকল্পের সাহায্য পেয়েছেন

৩। উত্তর কৃষ্ণপুর গাঁওসভাধীন অফিসটিলা গ্রামের ৪৮ জনকে এই প্রকল্পে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred question No :— 103

Name of the M L A—Shri Dinesh Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Depertment be pleased to State :

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Depar- tment Sri Drao Kumar Reang.

১। ১৯৮৮—৮৯ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কত একরভূমিতে বৃক্ষরোপনের জন্য জঙ্গল কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১। ১৩৮১৩,১০ হেক্টর।

২। যে সব জায়গায় জঙ্গল (কাটার) ব্যবস্থা করা হয়েছে তার মধ্যে জুমিয়াদের নামে পুর্ণবাসন বাবদ এ'ট কর। ভূমিও পড়েছে কিনা,

২। হ্যা জুমিয়াদের জন্য সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে বাগান করার জন্য জঙ্গল কাটা হয়েছে।

৩। পড়িলে মোট কত পরিবারের কি পরিমাণ ভূমি পড়েছে তার হিসাব ?

৫৫৪ পরিবারের (৯০৪,৫৯ হে:) ভূমি পড়েছে।

Admitted Starred Question :—115

Name of M L A—Shri Jitendra Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

Minister-in-charge of the Forest Department :—Shri Drao Kumar Reang

১) কাঠের ব্যবসায়ীদের রিজার্ভ ফরেষ্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গাছ কাটতে না দিয়ে বন দপ্তরের কর্মীদের মাধ্যমে গাছ কেটে ব্যবসায়ীদের কাছে কাঠ বিক্রয়ের ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে কিনা ?

১ হ্যাঁ, আছে।

২। চালু না থাকলে এ প্রথা চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 116.

Name of M.L.A, Sri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৭ সালে কক্ বরক শিক্ষক পদে চাকুরীর অফার অব এপয়েন্টমেন্ট প্রাপ্ত অনেকেই আজ পর্য্যন্ত কোন এপয়েন্টমেন্ট অর্ডার পান নাই ;

২। সত্য হলে তাদের এপয়েন্টমেন্ট অর্ডার না দেবার কারণ, এবং

৩। বর্তমানে কত সংখ্যক কক্ বরক শিক্ষক পদ শূন্য আছে ?

ANSWER

SRI A K. KAR.

১। হ্যাঁ, এখনও কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছেন যাদের পোষ্টিং অর্ডার দেওয়া হয় নাই।

২। যাদেরে পোষ্টিং অর্ডার দেওয়া হয় নাই, তাদের বিষয় বর্তমান সরকারের বিবেচনাধীন আছে। প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ সাপেক্ষ।

৩। বর্তমানে ৬০৩টা কক্ বরক শিক্ষক পদ শূন্য আছে।

Admitted Starred Question No: 154

Name of Member :—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state

— প্রশ্ন —

১। রাজ্যে বর্তমানে কৃষি শ্রমিকদের সরকারী আইনে নিম্নতম মজুরী কত ;

২। কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরী পাইয়ে দিতে সরকারের কি কি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু আছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে গত তিন মাসে গ্রামাঞ্চলে পুরুষ কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর হার ১০ টাকা এবং নারী শ্রমিকদের মজুরীর হার ৫ টাকায় নেমেছে এবং দুর্গম গ্রামাঞ্চলে দৈনিক ১ কেজি চালের বিনিময়ে নারী শ্রমিকদের কাজ করতে হচ্ছে ?

— উত্তর —

১। নিম্নতম মজুরী আইন, ১৯৪৮ অনুসারে রাজ্যে বর্তমানে কৃষি শ্রমিকদের স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে নিম্নতম মজুরী দৈনিক ১৪ টাকা হারে ধার্য্য করা আছে।

২। কৃষি মজুরদের নিম্নতম মজুরী পাইয়ে দেবার জন্য সরকার জেলা এবং ব্লক স্তরে শ্রম অফিসার ও শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ করিয়াছেন যারা প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করে থাকেন।

৩। শ্রম দপ্তরের শ্রম অফিসার এবং শ্রম পরিদর্শকগণের নিকট এই ধরণের কোন অভিযোগ আসে নাই অথবা সরকারের নিকট এ ধরণের কোন তথ্য নাই।

Admitted Starred Question No. 155

Name of member :— Shri Braja Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tripura welfare Department be pleased to state .

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে উপজাতি জুমিয়া এবং	১। হ্যাঁ।

উপজাতি অন্যান্য গরীব জনসাধারণের পুনর্বাসন প্রকল্প :১৯৮৭ ৮৮ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কয়েকশত পরিবারের জন্য মাটির দেওয়ালের ঘর তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছিল।	
২। ইহাও কি সত্য যে ঐ মাটির দেওয়ালগুলি নির্মানের কাজ যথা সময়ে সম্পূর্ণ হওয়ায় পর টিনের ছাউনী দেওয়ার কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে মাটির দেওয়ালগুলি বৃষ্টিতে ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছে,	২। হ্যাঁ, ইহা সত্য যে কয়েকটি ব্লকে কিছু সংখ্যক মাটির দেওয়াল বৃষ্টিতে ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।
৩। সত্য হলে ঐ ঘরগুলি কাজ সম্পূর্ণ না করার কারণ কি,	৩। তৈবান্দাল কলোনীর কিছু অংশ রিজার্ভ ফরেষ্টের আওতাধীন হওয়াতে এবং বাকী কলোনীগুলিতে যথা সময়ে টিন ও কাঠ না পাওয়াতে ও অসময়ে বৃষ্টিপাত হওয়াতে ঘরগুলির কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি।
৭। ঐ মাটির ঘরগুলি রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?	৭। ঐ মাটির ঘরগুলি দেওয়াল পুনরায় তৈরী করে টিনের ছাউনি দেওয়ার কাজ শুরু করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No.184

Name of Member :— Shri Diba Chandra Hrangkhawl

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য বামফ্রন্ট সরকারের আমলে উত্তর ত্রিপুরা কৈলাশহর মহকুমা কাঁঠালছড়া টি, এম' সি, হাই স্কুলের উপজাতি ছাত্রাবাসের জন্য পাকাঘর নির্মান করার জন্য যে Estimate তৈরী হয়েছিল তার approved করা হয়নি,

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে বর্তমান সরকার উক্ত e timate apprcved করে ট্রাইবেল বোর্ডিং হাউস তৈরী করার পরিকল্পনা হাতে নেবেন কি ; এবং

৩। যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে নাগাদ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER—

Minister-in-charge :— Shri A K. Kar.

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। যত শীঘ্র সম্ভব।

Admitted Starred Question No. 212.

Name of Membe: :— Shri Samar Choudhury,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be Pleased to state.

QUESTION

১। ইহা কি সত্য যে ১৩ই আগষ্ট ১৯৮৭ইং রাজ্য বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে, সকল শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতদের চাকুরী পাওয়ার বয়সের সীমা পার হয়ে গেছে অথচ চাকুরী পাননি বা স্বনির্ভর প্রকল্পের সুযোগ পান নি তাদের প্রতি মাসে ১০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হবে এবং ৫ বছর পর্য্যন্ত এই ভাতা তারা পাবেন ;

২। যদি সত্য হয় তবে বর্ত্তমান সরকার এই সিদ্ধান্ত কবে থেকে কার্য্যকরী করবেন ?

ANSWER

Minister-In-Charge : Minister of Eduoation :—Sri Arun Kr. Kar.

১। হ্যাঁ, এরূপ একটি সিদ্ধান্ত বিগত বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা তাদের বিগত বিধানসভার নির্বাচনের প্রাকালে ১১ই আগষ্ট, ১৯৮৭ইং তারিখের) বৈঠকে নিয়েছিলেন।

২। বয়স্ক বেকারদের সরকারী চাকুরী কিছু বা স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে কিভাবে কি করা যায় তা নিয়ে সরকার গভীর ভাবে চিন্তা করছেন।

Admitted Starred Question No.247.

Name of Member :— Sri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister—In-Charge of the Social Education Department be Pleased to state.

QUESTION

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে কতগুলি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও অন্যান্য সেন্টার আছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। তার মধ্যে কতগুলিতে সমাজ সেবক, সেবিকা আছে।

৩। কতগুলি সেন্টারে ভিলেজ মাদার অথবা হেল্পার আছে।

ANSWER

Minister-In-Charge : Education Minister : Sri Arun Kr. Kar.

১। এরাজ্যে বর্ত্তমানে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অধীনে ৭৯১টি সহ মোট ১২৬৩টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র আছে; এবং ১৩০৮টি আঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র আছে। ইহাদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব এই সঙ্গে দেওয়া হল (ANNEXURE—A)

২। সমাজ সেবক ও সমাজ সেবিকা নামে কোন কর্মী সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরে নাই। তবে এই দপ্তরের সমাজ শিক্ষা কর্মী ও গ্রাম সেবিকা আছে। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ সহ ১১১৪টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে সমাজ শিক্ষা কর্মী আছে এবং ১২৭টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে গ্রাম সেবিকা আছে ;

৩। ডিজেল মাদার নামে কোন কর্মী সমাজ কল্যাণ ও শিক্ষা দপ্তরে নাই। তবে এই দপ্তরের অধিনে ৭৫৯টি সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে স্কুল মাদার এবং ৫২টি কেন্দ্রে গ্রামলক্ষী আছে এবং ১২৫২টি আঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে হেলপার আছে।

ANNEXURE—A

ব্লক ভিত্তিক সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র এবং অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের হিসাব।

ব্লকের নাম	সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র (স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ সহ)	অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র
১	২	৩
পশ্চিম ত্রিপুরা।		
১। মোহনপুর	৯২ টি	১৩৫ টি
২। জিরানিয়া	৬৮ "	—
৩। বিশালগড়	১১৫ "	—
৪। সদর মন ব্লক (পৌর এলাকা)	৪১ "	—
৫। খোয়াই	৬৬ "	৮৫ টি
৬। তেলিয়ামুড়া	৩৯ "	১২১ "
৭। মেলাঘর	৬১ "	—
৮। জম্পুইজলা টাকারজলা সাব ব্লক	১৯ "	৬৩ টি
মোট :—	৫০১ টি	৪৪৪ টি

ANNEXURE—A

১	২	৩
দক্ষিণ ত্রিপুরা		
৯। মাতার বাড়ী	১০২ টি	১৫৮ টি

১০। রাজনগর	৬৮ "	৯২ "
১১। বগাফা	৫৬ "	—
১২। অমরপুর	৬১ "	—
১৩। ডম্বুরনগর	—	৫০ টি
১৪। সাতচাঁদ	৭৪	১১১ "
মোট :—	৩৬৬ টি	৪.৫ টি
উত্তর ত্রিপুরা		
১৫। পানিসাগর	৯৭ টি	১০ টি
১৬। কুমারঘাট	১২১ "	১১৪ টি
১৭। সালেমা	১১১ "	১২০ "
১৮। কাঞ্চনপুর	৫১ "	৫০ "
১৯। ছাওমনু	২১ "	১০৫ "
মোট :—	৩৯৮ টি	৪৮৯ টি
সর্ব্ব মোট :—	১২৬৫ টি	১৩০৮ টি

স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অধীনে কোন অঙ্গনোয়াড়ী কেন্দ্র নাই।

Admitted Starred Question No. 259.

Name of Member :—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে কতগুলি নিম্ন বুনিয়াদী, উচ্চ বুনিয়াদী, মাধ্যমিক ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে ;

২। তার মধ্যে কতগুলি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব আছে ;

৩। এ গুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ;

৪। কতগুলি বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র ১জন শিক্ষক আছে ;

৫। কতগুলো বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক নেই ?

ANSWER :—

১।
২।
৩। তথ্য সংগৃহীতে হইতেছে।
৪।
৫।

Starred Question No.: –388
Admitted sttrred question No :— 260
Name of the M L A. ;—Shri Chitta Ranjan Saha.
Will the Hon,ble Minister-in-charge of theEducation Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে উদয়পুরেও একটি ষ্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য পুর্বতন নটিফায়েড এরিয়া অথরিটি একটি স্থান নির্বাচন করেছিলেন ;

২। সত্য হলে উক্ত ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ বর্তমানে কোন পর্য্যায়ে আছে ?

ANSWER

১। উদয়পুরের নটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কোন ষ্টেডিয়ামে স্থান নির্বাচন করে নাই তবে উদয়পুর ষ্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য শিক্ষা বিভাগ অন্যান্ন দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে একটি স্থান নির্বাচন করেছিল।

২। পরবর্তী পর্য্যায়ে উক্ত স্থান ষ্টেডিয়াম তৈরীর জন্য ততটা উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় বর্তমানে পূর্ব নির্ধারিত স্থানে একটি ভাল স্পোর্টিস্ কমপ্লেক্স করার কথা বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে ও উদয়পুরে ষ্টেডিয়ামের জন্য বিকল্প স্থান নির্বাচনের প্রচেষ্টা অব্যাহিত আছে।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 5
Name of member : – Shri Sushil Kumar Chakma
Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state-

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের পর হইতে ৩০.৩.৮৮ইং পর্য্যন্ত কতজন ভূমিহীনদের নিকট থেকে তাদের দখলীয় খাস-ভূমি বন্দোবস্তের জন্য আবেদন পত্র জেলা-পরিষদে জমা পড়েছে,
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার পর থেকে ৩০শে মার্চ ১৯৮৮ইং সন পর্যান্ত মোট ৩২৮৬৭ টি ভূমি বন্দোবস্তের আবেদন পত্র জেলা পরিষদে জমা পড়েছে।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

মহকুমার নাম	বন্দোবস্তের আবেদন পত্রের সংখ্যা
১। ধর্মনগর	৩৯৫৮
২। কৈলাশহর	১৯১৬
৩। কমলপুর	৯৬৯
৪। সদর	৪২৯৪
৫। খোয়াই	৪৫৩৩
৬। সোনামুড়া	৪৬৫
৭। উদয়পুর	৪০৪

৮।	বিলোনীয়া	২২৩২
৯।	অমরপুর	৩৭০৩
১০।	সাব্রুম	২০৩৯
১১।	সেটেলমেন্ট অফিসার (পশ্চিম ত্রিপুরা)	৩৭৮২
১২।	সেটেলমেন্ট অফিসার (উত্তর ত্রিপুরা)	২৪৯৬
১৩।	সেটেলমেন্ট অফিসার ((দক্ষিণ ত্রিপুরা)	২৬১৩
	মোট	৩৯৮৬৭

২। উক্ত আবেদনকারীদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কত সংখ্যক লোককে ভূমি বন্দোবস্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। (মহকুমা ভিত্তিক ও বছর ভিত্তিক হিসাব)

২। বর্তমান জেলা পরিষদ গঠনের পর থেকে এ পর্য্যন্ত মোট ২৯,৩২৪ পরিবারকে ভূমি বন্দোবস্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে,

উত্তর

মহকুমা ও বছর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ

বছর ভিত্তিক হিসাব

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫ হইতে ১৮-৭-৮৫	১৯-৭-৮৫ হইতে ১৯৮৬ পর্য্যন্ত	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭ ৮৮ ৩০-৩-৮৮	মোট
							৩০-৩-৮৮ পর্য্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	ধর্মনগর	৯১৩	১৪	৬০৯	—	১৮৭	১৮২৯	৩৫৯২
২।	কৈলাশহর	১৭৪	৩৫	২৫৯	—	১৪০	১১৭১	১৭৮৯
৩।	কমলপুর	—	—	—	—	৫১	৬৬২	৭১৩
৪।	সদর	১৭৯	২৮১	৬৭৮	১৩১	২৯০	১৭৪১	৩৩০০
৫।	খোয়াই	১৯১	৪২৩	৭৮৬	২২১	১১২	১৭৪৫	৩৫৩৮
৬।	সোনামুড়া	—	১৪	২	—	১৩	৩৩৮	৩৬৭
৭।	উদয়পুর	—	১৪	—	—	৮৭	২২৭	৩২৮
৮।	বিলোনীয়া	৭৩৯	৩০৯	২০৯	—	—	৪৬৯	১৭২৬

৯।	অমরপুর	২৫	৯৫১	৭৪৯	—	১৬৩	১৩৯৩	৩২৮১
১০।	সাব্রুম	—	২৭৫	২৫৯	—	—	৭৩৫	১২৬৯
১১।	সেটেলমেণ্ট অফিসার (পঃ ত্রিপুরা)	—	—	৩৯৩১	—	—	১৪৪০	৫৩৭১
১২।	সেটেলমেণ্ট অফিসার (উঃ ত্রিপুরা)	—	৯৪৭	১৪০	—	—	৯১৩	২০০০
১৩।	সেটেলমেণ্ট অফিসার (দঃ ত্রিপুরা)	—	১০৪	১৫৪১	—	—	৪০৫	২০৫০
	মোট—	২২৬১	৩৭৬৭	৯১৭৩	৩৫২	১১০৩	১৩০৬৮	২৯৭২৪

প্রশ্ন

৩। কবে নাগাদ দরখাস্তকারী অবশিষ্ট ভূমিহীনদের দখলীয় ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া হবে বলে আশা করা হয় ?

উত্তর

৩। এ ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সময় দেওয়া সম্ভব নয়। কেন না ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের নিয়মনীতি পালন ও তদন্ত করার প্রয়োজন।

Admitted Unstarred Question No. 6.

Name of Member :— Sri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be plessed to state

QUESTION

১। ত্রিপুরায় মোট কয়টি নারী মঙ্গল সমিতি আছে, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। নারী মঙ্গল সমিতিগুলিকে কোন রূপ সরকারী অনুদান দেওয়া হয় কি না ; এবং

৩। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে প্রতিটি সমিতিকে বৎসরে কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Minister-In-Charge :— Education Minister : Shri Arun Kr. Kar.

১। ত্রিপুরায় মোট ৩টি নারী মঙ্গল সমিতি আছে।

ক) ইন্দ্রনগর নারী মঙ্গল সমিতি (সদর)

খ) কলা বরিয়া নারী মঙ্গল সমিতি (বিলোনীয়া)

গ) মনু নারী মঙ্গল সমিতি (বিলোনীয়া)

২। নারী মঙ্গল সমিতিগুলিকে বর্তমানে কোনরূপ সরকারী অনুদান দেবার ব্যবস্থা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Unstarred Question No. 9

Name of the member :— Shri Tarani Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭/৮৮ আর্থিক বছরে এ, ডি, সি,র সহায়তায় কোন ব্লকে কত সংখ্যক উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে বীজ ধান বন্টনের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল,

উত্তর

১। ১৯৭৮-৮৮ আর্থিক বছরে এ, ডি, সি, র সহায়তায় যে সকল জুমিয়া পরিবারকে বীজ ধান বন্টনের জন্য নির্ব্বাচিত করা হয়েছিল তার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

	ব্লকের নাম	পরিবারের সংখ্যা
১।	কাঞ্চনপুর —	২, ২০০ টি
২।	পানিসাগর —	২৮৫ টি
৩।	কুমারঘাট —	১, ১৫০ টি
৪।	সালেমা —	২, ২৭৫ টি
৫।	তেলিয়ামুড়া —	৮৬৬ টি
৬।	ছামনু —	২, ০০০ টি
৭।	খোয়াই —	৯২৯ টি
৮।	জিরানীয়া —	১, ৩২৯ টি
৯।	মোহনপুর —	১, ২০০ টি
১০।	জম্পুইজলা —	৬৭৪ টি
১১।	বিশালগড় —	৫০০ টি
১২।	মেলাঘর —	১৭৯ টি
১৩।	মাতাবাড়ী —	৯৫০ টি
১৪।	অমরপুর —	১, ২৮২ টি
১৫।	গণ্ডাছড়া —	১, ১০০ টি
১৬।	বগাফা —	৬২৫ টি
১৭।	সাতচাঁদ —	১, ৬৫৯ টি
১৮।	রাজনগর —	৫০ টি
১৯।	টি, আর, পি, সি, —	৪২০ টি
		১৯, ৬৭৩ টি

২। ১৫ই মে ১৯৮৮ ইং সন পর্য্যন্ত সময়ে এই সকল নির্ব্বাচিত কত সংখ্যক পরিবারকে কত পরিমাণ জুম বীজধান বন্টন করা হয়েছে।

২। ১৫ই মে ১৯৮৮ ইং পর্য্যন্ত মোট, ৩, ৮৯, ৬২৪ কেজি পরিমাণ জুম বীজ ধান ১৯, ৬৭৩ টি পরিবারের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে।

Admitted Unstarred Question No 35

Name of member :— Shri Diba Chandra Hrankhawl,

Will the Hon'dle Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to tsate :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন সরকারী দপ্তরেই নিয়োগের ক্ষেত্রে hundred point Roster মোতাবেক এস, টি, এবং এস, সি পদ পূরণ হয় নাই ?	১। তথ্য সংগ্রহাধীন।
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তাহা হইলে কোন কোন দপ্তরে নিয়োগ এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে এস, সি, এবং এস, টি, এর পদ খালি রয়েছে (দপ্তর ভিত্তিক খালি পদগুলির হিসাব) ?	২। তথ্য সংগ্রহাধীন।
৩। Hundred point Roster অনুযায়ী উক্ত খালিপদগুলি পূরন করার জন্য বর্ত্তমান সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Unstarred Question No. 36.

Name of Member : Sri Rudreswar Das,

Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Sociel Education Department be pleased to state

QUESTION

1. Number of Old Age Pension, Widow Pensions Pensions for Handicapped. Blind Pesons, Pension for Old Rickshow Pullers have been granted since Feb. 1988 to May '88 in different panchayets, notified areas and Agartala Munici-pality area,

2. Is it true thet the old pensioners are not getting the sancioned pensons in time,

3r If so the reasons therefor ?

ANSWER

Minister-In:Charge : Education Minister : Sri Arun Kr. Kar.

1. No addttional Pension case has been sanctioned since February, 1988 to May 1988 under the above mentioned Schemes.

2. It is not Known to us

3. Does not arise.

Admitted Unstarred Question No. 38

Name of member :— Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। জিরানীয়া ব্লক অন্তর্গত বুরাখা আদিবাসী কলোনীতে ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৭ ইং পর্যন্ত কোন খাতে মত টাকা খরচ হইয়াছে তার হিসাব,	১। ১৯৮৭ইং সন পর্যন্ত সমষ্টি আবাসন প্রকল্পে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা এবং ১৯৮৭ইং সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত কৃষি খাতে ১৭, ৫৯, ১১০.০০ টাকা। পশু পালন খাতে ১, ২৮, ৬৯৮,০০ টাকা, মৎস্যচাষ খাতে ৩৬; ৫৯৮,০০ টাকা এবং জুমবীজ বিতরন খাতে ৫, ৮৫০,০০ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 40

Name of M.L A. Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে বর্তমানে কতগুলি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই (নিম্নবুনিয়াদি, উচ্চবুনিয়াদি, উচ্চবিদ্যালয় এবং দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নামের তালিকা সহ আলাদা আলাদা হিসাব ;)

২। এই বিদ্যালয় গুলিতে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্ত সরকার কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

১।

তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

২।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Tripura on Monday, the 11th July, 1988 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Joytirmay Nath, Speaker, in the Chair, The Chief Minister, The Dy Speaker, 7 (Seven) Ministers, 9 (Nine) Ministers of State and 37 (Thirty Seven) Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস,
মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালচন্দ্র দাস,
মাননীয় সদস্য শ্রী রতনলাল ঘোষ।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১২।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১২।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং—১২।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্ত্তমানে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা কত,

২। তার মধ্যে কত বিদ্যুৎ রাজ্যে উৎপন্ন হয় এবং কত পরিমাণ বাইরে থেকে আমদানী করতে হয় এবং

৩। উক্ত ঘাটতি পূরণের জন্য গ্যাসভিত্তিক তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে বিদ্যুতের দৈনিক সর্ব্বোচ্চ চাহিদার পরিমান ৩২ মেগাওয়াট।

২। রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমান ১৯ মেগাওয়াট। বহিরাজ্য থেকে আমদানীকৃত বিদ্যুতের পরিমান ১৩ মেগাওয়াট।

৩। হ্যাঁ, আছে।

শ্রী নকুল দাস :—স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ একটি ভয়াবহ অবস্থার রূপ ধরেছে। লোডশেডিংয়ে জন-জীবন বিপর্য্যস্ত। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, প্রতিদিন কত পরিমান বিদ্যুতের ঘাটতি হচ্ছে এ তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি? এতে কোন্ কোন্ এলাকায় কোন্ কোন সময়ে লোডশেডিং হবে তা জনসাধারনকে জানানোর ব্যবস্থা আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :—(রাষ্ট্রমন্ত্রী) মি স্পীকার, স্যার, রাজ্যে বিদ্যুতের ঘাটতি আছে এই কারনেই লোডশেডিং হচ্ছে। মাননীয় সদস্য মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলছি, প্রতি সপ্তাহে কোন্ কোন্ এলাকায়, কখন থেকে লোডশেডিং চলবে তা বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে পত্রপত্রিকায় জানিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রী নকুল দাস :--স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে; গড়ে প্রতিদিন লোডশেডিংয়ের পরিমান কত এই তথ্য সরকারের আছে কিনা?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্ম্মা :—(রাষ্ট্রমন্ত্রী) গড়ে লোডশেডিং এর আগে আমাদের ছিল দেড় ঘণ্টা। কিন্তু, বড়মুড়ায় ২টি ইউনিটের মেসিন আউট অব অর্ডার হয়ে যাওয়ায়, এবং গত তিনদিন আগে গোমতী প্রজেক্টে বন্যার জল ঢুকে যাওয়ায় সেখানেও বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ডিজেলে মাত্র ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। যার ফলে আমরা সম্পূর্ণভাবে আসামের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। বর্ত্তমানে আমরা আসাম থেকে ২০ থেকে ২১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাচ্ছি পিক্আওয়ারে। সেই কারণে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ২ ঘণ্টা লোডশেডিং চলছে।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিদ্যুৎ আমাদের ঘাটতি আছে। তারপরও কতিপয় সমন্বয় কর্মচারী আমাদের সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবে লোডশেডিং করছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং এদের বিরুদ্ধে শাস্তি-মুলক ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, আমরা ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হত সর্বমোট ১৯ মেগাওয়াট। বাকীটা আসাম থেকে আসার কথা। আমাদের দৈনিক চাহিদা ৩২ মেগাওয়াটের মত। আমাদের বড়মুড়া থেকে উৎপাদন হত ১০ মেগাওয়াট। কিন্তু হঠাৎ করে বড়মুড়ার দুটি টারবানই বিকল হয়ে যায়। এখানে আমার মনে হচ্ছে সাবোতাজ হয়েছে এবং এ ব্যাপারটি আমরা তদন্ত করার জন্য দপ্তরকে

QUESTIONS & ANSWERS

নির্দেশ দিয়েছি। যদি এই ঘটনাটি সত্য বলে প্রমানিত হয় তাহলে আমরা কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করব। আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যুতের অবস্থা নিরসনের জন্য কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী মহোদয়কে আহ্বান করেছি। মাননীয় সদস্য মহোদয় যে কথা বলেছেন যে, মাঝে মাঝে এই ধরনের অবস্থা হয়, এ সম্পর্কে আমার কাছে খবর আছে এবং কিছু কিছু কর্মচারী এই অবস্থার সৃষ্টি করছে। সেই অবস্থা সম্পর্কে আমরা তদন্ত করে দেখছি এবং প্রমানিত হলে আমরা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহন করব। আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যুৎ সংকট নিরসন করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করেছি যাতে আমাদের দুটি গ্যাস টারবাইন সারাই হওয়া সপেক্ষে আসামের উপর চাপ দেন আমাদেরকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য। আসামের দয়ার উপরই আমরা নির্ভর করছি এবং আসামই আমাদের বর্ত্তমান সংকট নিরসন করতে পারে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদ নগর) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মহোদয় বলবেন কি, কি কি তথ্যের ভিত্তিতে এই সন্দেহ করা হচ্ছে যে, কিছু কর্মচারী সাবোতাজ করেছে এবং এই তথ্য হাউসের সামনে উত্থাপন করবেন কি? ২য়, আসামের বিদ্যুতের আমরাও অংশীদার। এটা ঠিক নয় যে কারো দয়ার উপর আমরা নির্ভর করছি। কপিলী এবং লোকতাক্ দুটাই এন, ই, সি, প্রজেকট। কি কারনে তাদের উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে না আমাদের অংশ আমাদেরকে সরবরাহ করতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যেটা উল্লেখ করেছেন এটা ঠিক নয় যে, কপিলী এবং লোকতাক্ থেকে বিদ্যুৎ আনার জন্য আমরা চাপ দিচ্ছি না। আমি ব্যাক্তিগতভাবে লোকতাক প্রজেকটি পরিদর্শন করেছি এবং সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর সংগেও কথা বলেছি, এন, ই, সির সঙ্গে দুবার বৈঠক করেছি তারা কথা দিয়েছেন যে আগামী জুলাই-আগষ্টের মধ্যে আমাদেরকে বিদ্যুৎ সাপ্লাই করবেন। লোকতাক থেকে ১২ মেগাওয়াট এবং কপিলী থেকে ১০ মেগাওয়াট। সেখানে লাইনের কারনে, ইনসারজেন্সীর কারনে জিরিবাম থেকে আইজল পর্য্যন্ত লাইন টানার গ্যাপ পড়েছিল। এখন দেড় কি, মি; গ্যাপ আছে, সেটার কাজ খুব সহসাই শেষ হয়ে যাবে। কাজ শেষ হয়ে গেলেই আমরা সেখান থেকে বিদ্যুৎ পাব।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, আমার প্রথম প্রশ্নের জবাব এখনও পাইনি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার; সেটা সম্পর্কে আমরা তদন্ত করছি। কিছুদিন আগে থেকে এই ঘটনাগুলি ঘটছে। তদন্ত সাপেক্ষে কোন কথা বলা এখানে সম্ভব নয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার. ৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুতের কথা মাননীয় মন্ত্রী যেট বলেছেন এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ করে উপজাতি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সম্প্রসারনের জন্য কিরকম কর্মসূচী গ্রহন করেছেন এবং কতগুলি গ্রামকে এর আওতার মধ্যে আনা হবে ?

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—স্যার, এটা আমার উত্তরের মধ্যে উত্তর দেওয়া আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৪

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়াশ্চান নাম্বার ৩৪।

১। (প্রশ্ন)—ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্র-সীমার নীচে বসবাসকারী প্রত্যেককেই ঋণ মেলার ঋণ দেওয়া হবে কিনা;

(উত্তর) যাহারা ঋণ মেলা পাওয়ার জন্য আবেদন করিবেন; তাহাদের আবেদন যথাযথ ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করা হইবে।

২। (প্রশ্ন)—যদি দেওয়া হয় তবে কবে পর্যান্ত উক্ত ঋণ দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায় ?

(উত্তর)—জরুরী ভিত্তিতে ঋণ মেলার কাজ শুরু হইয়াছে। ঋণ মেলা দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হইবার সুনির্দিষ্ট তারিখ বলা সম্ভব নয় কারন এটা কনটিনিউয়াস প্রসেস্‌।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার; মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি. এই ঋণ মেলায় যাদেরকে ঋণ দেওয়া হয়েছে তারা সংখ্যায় কতজন এবং ঋণের পরিমান সর্বোচ্চ কতটাকা এবং সর্ব্বনিম্ন কত টাকা দেওয়া হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ রাজ্যের অনগ্রসর কতজন জাতিকে দেওয়া হয়েছে এবং ট্রাইবেল কত জনকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী সুধীবরঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এই মুহুর্তে এই তথ্য দেওয়া সম্ভব নয় যে কতজনকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৮৮ সনে আমরা যে ঋণ মেলা করেছি এই ঋণ মেলার ব্যাপারে অনেক কিছু ঘটে গেছে। আমরা এই সরকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আমরা প্রথম কর্মসূচী হিসাবে আমরা এটা করি যে. আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করি ২০শে মার্চ্চ; তিনি কথা দিয়েছেন ২৭শে মার্চ্চের মধ্যে ঋণ মেলা হবে। এই ২০শে মার্চ্চ থেকে ২৭শে মার্চ্চ পর্যান্ত আমরা যতটুকু স্ক্রুটিনি করতে পেরেছি ১৯ হাজারের মতো এবং এদের প্রথম কিস্তিতে আমরা এটা দিয়েছি। দ্বিতীয় দফায় আমরা ঠিক করেছি এক লক্ষ দেব। সে কাজ শুরু হয়ে গেছে এই পদ্ধতিতে কত দিন সময়

লাগবে আমি আগেই বলেছি এটা কনটিনিউয়াস প্রসেস্। দারিদ্র-সীমার নীচে বসবাসকারী লোকদের আমরা ঋণ দেব। প্রথম কিস্তিতে ১৯ হাজার দিয়েছি এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে এক লক্ষ দেব।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে ৫ মাসে ১৮ হাজার বা ১৯ হাজার ঋণ দিয়েছেন তাহলে ১ লক্ষ মানুষকে ঋণ দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি এইটা কত মাসের মধ্যে দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার; এইটা কন্‌টিনিউয়াস প্রসেস

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ঋণ গ্রহীতা যারা অর্থাৎ যারা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন তাদের বাছাই করার ভিত্তিটা কি?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—সেটাইত দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী যাদের ইকনমিক ক্রাইটেরিয়া রয়ে গেছে এবং যারা আবেদন করেছেন পরে সেটা স্ক্রুটিনাইজ করে ঠিক করা হবে কাদের কাদের দেওয়া হবে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করেন বিগত সরকার তাদের ঋণ মেলার বিরোধিতা করেছিলেন এবং এই বিধানসভায় একটা বিল পাশ করিয়ে নেয়, যাতে এই রাজ্যে দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করেন তাদের যাতে ঋণ মেলা না দেওয়া হয়। তারা এই ব্যাপারে প্রস্তাব নেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—সেইটা ত একটা ইতিহাস। সেই ইতিহাস থেকেই ত ওরা শিক্ষা পেয়েছে গরীবের বিরুদ্ধে লাগলে কি হয়

শ্রী বাদল চৌধুরী:— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন দারিদ্র-সীমার নীচে যারা বসবাস করেন তারাই শুধু ঋণ মেলার আওতায় আসবেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যে কত ভাগ মানুষ দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করে এবং দ্বিতীয়ত যারা দারিদ্র-সীমার নীচে বাস করেন তাদের কিছু কিছু ঋণ ব্যাংকে জমা পড়ে আছে। ঋণ আগে শুদ করতে পারেন নি। যে কারনে ব্যাংকের কাছে গিয়ে তারা ঋণ মেলার সুযোগ গ্রহন করতে পারেননি। ঋণ মুকুব করার জন্য কোন প্রস্তাব রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে পাঠিয়েছে কিনা? পাঠালে তার কি উত্তর পেয়েছেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আলাদা করে প্রশ্ন করলে দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪১।

মিঃ স্পীকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪১।

শ্রী সুবজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪১।

প্রশ্ন

১। শিক্ষিত বেকার যুবকদের পূর্ত দপ্তরে ঠিকেদারীর কাজ দেওয়ার কোন সরকারী নীতি আছে কিনা,

২। যদি থাকে তা হলে সেই নীতিটি কি,

৩। তফসিলী জাতি ও উপজাতি বেকার যুবকদের অগ্রাধিকারে ভিত্তিতে ঠিকেদারীর কাজ দেওয়াব সরকারের কোন গৃহীত নীতি আছে কিনা, এবং

৪। যদি থাকে তাহলে গত তিন মাসে ঐ ধরণের কতজন বেকার যুবকদের কাজ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।

৪। তথ্য সংগ্রহাধীন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪৩।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] —স্যার, আমি বর্ত্তমানে শিক্ষিত বেকার যুবকদের পূর্ত্তদপ্তরে ঠিকেদারীর কাজ দেওয়ার কোন সরকারী নীতি আছে কিনা, যে বলা হয়েছে বর্ত্তমানে এইযে নীতিটা আমাদের পরীক্ষাধীন আছে। বিগত দিনে যেটা দেওয়া হত এইটা আমাদের বিবেচনাধীন। আগে এইটা মার্জিমাফিক ব্যবস্থা ছিল। আমরা মর্জিমাফিক ব্যবস্থা চালু করতে চাইনা। একটা সুনির্দিষ্ট নীতি এই সম্পর্কে আমরা ঘোষনা করব।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হোক ! এই সমস্ত অ্যাসেম্বলি প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হোক। কারণ আর একটা প্রশ্নে মাননীয়

QUESTIONS & ANSWERS

স্পীকার চলে গেছেন। একজন লিডার অফ দি হাউস ... ...

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আর একটা প্রশ্নে গেলেও মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের অনুমতি চেয়ে নিয়েছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা মাননীয় স্পীকারের নাই।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার অনুমতি যে কোন বিষয়ে দিতে পারেন।

শ্রী দশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) :— মাননীয় স্পীকার যদি ইচ্ছা করেন মাননীয় মন্ত্রী যদি কিছু বলতে চায় তাহলে; হি কেন মেইক দা ষ্টেটমেন্ট ইন সাম আদার টাইম। হি কেন টেইক দা অপরচুনিটি ইন সাম আদার টাইম টু ক্লারীফাই দা গভর্ণমেন্ট পজিশান। এখানে তা পারেন না।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— সেটা স্পীকারের ব্যাপার, আপনার ব্যাপার না।

শ্রী দশরথ দেব :— স্পীকার ইজ গাইডেড বাই সার্টেন রুলস, উইদাউট রুলস; স্পীকার কেন নট মোভ।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— উই হেভ গট সার্টেন ডিসক্রিয়েশান।

শ্রী দশরথ দেব :— ডিসক্রিয়েশান এই ভাবে হয় না। যদি গভর্ণমেণ্টের পলিসিকে এইভাবে করতে হয় তাহলে ইট টেক এ প'রমিশান ফ্রম দা স্পীকার. ইউ মে গেট সাম টাইম ইন দা মিনটাইম ইউ কেননট ইনটারফেয়ার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী): — নো, আই হেভ টেইকেন টাইম অ্যাণ্ড হি হেজ গিভেন ইট।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আমাকে কাজ চালাতে দিন। মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী বাদল চৌধুরী. নকুল দাস ও ফেয়জুর রহমান।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩

শ্রী রতন চক্রবর্তী (বাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩

প্রশ্ন

১। বিধায়কদের কাজকর্মের সুবিধার জন্য কোন সরকারী গাড়ী দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

২। যদি থাকে তাহলে সেটা কবে থেকে কার্য্যকরী হবে ?

উত্তর

১। না। ২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—মি স্পীকার স্যার; এইটা আজকে শুধু হাউসেই নয় সারা রাজ্যের মানুষ জানে যে শাসক দলের বিধায়ক যারা আছেন তারা প্রতিনিয়ত সরকারী গাড়ী ব্যবহার করছেন। শুধু সরকারী গাড়ীই না. সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসকর্ট ও দেওয়া হচ্ছে তাদের এমতাবস্থায় আজকে মাননীয় মন্ত্রী হাউসকে এইভাবে মিস গাইড করার কোন কারণ নাই। আপনি যদি বলেন নির্দ্দিষ্ট করে কোন বিধায়ক কোন জায়গায় সরকারী গাড়ী করে গেছেন শুধু তাই নয় যদি সরকারী গাড়ী না দেওয়া হয় তাহলে অন্য গাড়ী ভাড়া করেছেন এবং পুলিশ দপ্তরকে ভাড়া দিতে বাধ্য করেছেন, সেই ধরনের তথ্যও আমি হাউসের কাছে রাখতে পারি। তা এইটা এই রকম হয়েছে কেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইটা ওনার একটা কাল্পনিক প্রশ্ন. কাজেই এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব এইভাবে দেওয়া যায় না।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—স্যার. এখানে শাসক দলের যারা আছেন আমি তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে; এখানে শাসক দলের বিধায়ক দীপক নাগ. অমল মল্লিক, গৌরী শংকর রিয়াং ও রতন ঘোষ প্রমুখ তারা সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন কিনা?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, দেওয়া হয়না। আর আপনার কাছে তথ্য থাকলে দেবেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার. তারা কি কারণে কি ক্ষমতাবলে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন এবং তারা করেন কিনা জানাবেন কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—আপনার কাছে তথ্য থাকলে দেবেন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— আপনি হাউসের সামনে মিথ্যা কথা বলছেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী):— আই চ্যালেঞ্জ।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— আপনি হাউসকে মিথ্যা কথা বলতে পারেন, কিন্তু এখানে যারা আছেন তারা শুধু বলুন যে ওনারা সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন কি না? আমরা শুধু জানতে চাই যে তারা কিসের ক্ষমতাবলে সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন এবং কোন এম এল. এ. কোন কমিটির চেয়ারম্যান যে সারা দিন সরকারী গাড়ী ব্যবহার করতে পারেন?

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা এখানে চ্যালেঞ্জ করেছেন আপনি সেটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এম, এল, এ, দের সুযোগ সুবিধা বাই দ্যা অ্যাক্ট দেওয়া হয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার বলছি এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় ট্রাইবেল বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, এ, ডি, সি; থেকে কোন গাড়ী রিকুইজিশন করে কোন এম, এল, এ, কে দেওয়া হয়েছে কিনা।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ত স্বতন্ত্র প্রশ্ন।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন এম, এল, এ; কে গাড়ী দেওয়া হয়েছে কিনা আমি এটা জানতে চেয়েছি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার এম, এল, এ, রা যেসব সুযোগ সুবিধা পায় সেসব অ্যাক্ট অনুসারে পায়।

শ্রী দশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, মিঃ রিয়াংকে কোন গাড়ী দেওয়া হয়েছে কিনা আমি জানতে চেয়েছি।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বহু সরকারী গাড়ী দলীয় কর্মী ও বিধায়করা ব্যবহার করেছে এমন কোন তথ্য সরকারের জানা আছে কিনা জানাবেন কি? যদি জানা না থাকে তাহকে তদন্ত করে দেখবেন কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে যদি মাননীয় সদস্যের কাছে কোন তথ্য থাকে তাহলে দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭০

শ্রী রতন চক্রবর্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে এম, এল, এ, দের কোনরূপ ট্রেনিং দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। অলইণ্ডিয়া হুয়িপস্ কনফারেন্স সুপারিশ করিয়াছে যে প্রতিটি বিধানসভা নুতনভাবে গঠিত হওয়ার পর নুতন বিধায়কগণ যাহাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি-নীতি এবং তার কার্য্যাবলী জানিতে পারেন এবং ভারতীয় সংবিধানে বিধায়কগণের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পন করিয়াছে সেগুলি যাহাতে তারা পালন করিতে পারেন সেইজন্য নুতন বিধায়কগণের জন্য উপযুক্ত সেমিনার বা ট্রেনি'-এর বন্দোবস্ত করা উচিত।

উত্তর

২। সেই মত ত্রিপুরা বিধানসভার নুতন বিধায়কগণের জন্য ওরিয়েন্টেশান ট্রেনিং-এর এক পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী।

শ্রী সুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :—এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮১।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড্ কোয়েশ্চান নাম্বার—৮১।

প্রশ্ন

১। ৫-২-৮৮ ইং হইতে মে, ১৯৮৮ ইং পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ দপ্তর কি ধরণের কতটা গাড়ী ক্রয় করিয়াছে?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী এবং শ্রী মাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর): — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮০।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৩।

প্রশ্ন (১) গত ১৯৮? সালে গঠিত কমপ্লেইট এণ্ড গ্রীভানসেস সেল গত এপ্রিলে ডিজোলভ করে দেবার কারন কি?

উত্তর :—কমপ্লেইট এণ্ড গ্রীভান্স সেল-এর আইন সম্মত সত্ত্বা ছিলনা। সেলের সদস্যদের তদন্তের ভিত্তিতে কাহারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লওয়া যাইত না পুনরায় পুংখানুপুংখ তদন্তের জন্যে ভিজিলেন্স অর্গানাইজেসানের কাছে পাঠানোর প্রয়োজন হইত। কমপ্লেইন্ট এণ্ড গ্রীভান্স সেল এর

QUESTIONS & ANSWERS

পক্ষে গৃহীত সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী গ্রহন যোগ্য ছিল না। ইহার সমস্ত কাজকর্ম অপ্রয়োজনীয়, ব্যয়বহুল এবং অযথা কাল হরন কার্য্য বিধায় সরকার এই সেলকে ১৯৮৮ ইং সনের ১৫ই এপ্রিল অবলুপ্ত করিয়া দেন।

প্রশ্ন (২) :—উক্ত সেল ডিজোলিউসন-এর সময় পর্য্যন্ত মোট কতগুলো অভিযোগ এই সেল-এর হাতে ছিল এবং সেগুলো পরীক্ষা নীরিক্ষা সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর

কমপ্লেইন্ট এণ্ড গ্রীভান্স সেল ডিজোলিউসন-এর সময় পর্য্যন্ত মোট ১৭টি অভিযোগ ইহার নিকটে ছিল। প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগে অভিযোগগুলি তদন্তধীন আছে।

প্রশ্ন

(৩) সাধারন মানুষের কাছ থেকে অভিযোগ শোনা এবং প্রতিকারের কি ব্যবস্থা সরকার বর্তমানে করেছেন ?

উত্তর

জেলা প্রশাসনে এবং প্রধান প্রধান বিভাগে জনসাধারনের অভিযোগ শোনা ও ইহার প্রতিকারের জন্য ভিজিলেন্স সেল গঠন করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগও জনসাধারন হইতে প্রাপ্ত অভিযোগের যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহন করে ভি, এম; এবং জি. বি, হাসপাতালে কমপ্লেইন বক্স স্থাপন করা হইয়াছে যাহাতে রোগী এবং জনসাধারণ হাসপাতালের ব্যবস্থাদি সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে, অভিযোগ করিতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রথম প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছেন তাতে এইটা পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই কমপ্লেইন এণ্ড গ্রীভান্স সেল থাকার পক্ষপাতী নন। এর ফলে সাধারন মানুষ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অন্ততঃ রাজ্য স্তরে কোন একটা জায়গায় তাদের অভিযোগগুলি বা নালিশগুলি করার আগে যে সুযোগ ছিল সেটা বাতিল করে দেওয়া হলো। এইটা ঠিক কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—(মুখ্যমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে, এই সেলের কোন আইনসম্মত সত্বা নেই। কাজেই সেই সেলের সদস্যদের তদন্তের ভিত্তিতে কাহারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লওয়া যাইত না। উপরন্তু এই সেলের বিকল্প আরেকটি ব্যবস্থা রয়েছে-ভিজিলেন্স রয়েছে। সুতরাং এই সেলটি রাখা অত্যন্ত ব্যয় বহুল এবং এইটাকে রাখা অকার্য্যকর বলে মনে করি এই ধরনের অকার্য্যকর জিনিস রেখে সরকারের তথা জনসাধারনের অর্থের অপচয়

করা ঠিক নয়

শ্রী সমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, ১৭টা অভিযোগ ছিল। এবং সেই অভিযোগগুলি প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগে তদন্তাধীন আছে। তাতে দেখা যায় যে, এই সেলে অভিযোগ ছিল; কাজেই প্রশাসনের কোন আমলার বিরুদ্ধে বা অন্য কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ বা নালিশ করার যে সুযোগ এতদিন জনসাধারনের ছিল এই সেল বন্ধ করে দেওয়ায় সেই সুযোগ হইতে অর্থাৎ জনসাধারনের সেই সুযোগকে বাতিল করে দেওয়া হলো এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে বলব যে ১৭টি অভিযোগ এর কথা বলা হয়েছে তা একটিও বর্তমান সরকারের আমলে আসেনি। এই সবগুলিই বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে করা হয়েছিল। এবং বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার এই সেল বসিয়ে আসলে এই কাজের জন্যে যে ভিজিলেন্স সেল ছিল সেটিকে অন্য কাজের দায়িত্বে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। কাজেই আমি মনে করি না যে এই অভিযোগগুলি তদন্তের জন্য পূর্বতন সরকারের কোন সদিচ্ছা ছিল। বছরের পর বছর সেই অভিযোগগুলিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই সব অভিযোগগুলি তদন্তের জন্য প্রশাসনিক সেল রয়েছে এবং সেই প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগেই সেগুলিকে পাঠানো হয়েছে। এই কমিটি সেইগুলি তদন্ত করবে

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১০৪।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :—(মুখ্যমন্ত্রী) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার – ১০৪

প্রশ্ন

১ জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে গত মার্চ ও এপ্রিল মাসের মধ্যে মোট কতজনকে ক্যাশ ক্রেডিট ডেলিভারী প্রোগ্রাম বা ঋণ মেলার টাকা বিতরণ করেছেন ;

২। এ ঋণের সর্ত কি কি এবং কারা এ ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে;

● বর্তমান আর্থিক বর্ষে আর কতজনকে এ ঋণ মেলার আওতায় আনা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। স্যার, এই সম্পর্কে আমরা লীড ব্যাঙ্কে চিঠি দিয়েছি। যে সমস্ত তথ্য দেবেন সেই ভিত্তিতে জবাব দেওয়া হবে:

QUESTIONS & ANSWERS

২। তথ্য লীড ব্যাংক থেকে সংগ্রহাধীন।

৩। আরও এক লক্ষ লোককে ঋণ মেলার আওতায় আনার চেষ্টা করা হয়েছে।

শ্রী নকুল দাস :—ত্রিপুরা রাজ্যের বেশীর ভাগ গরীব মানুষ কম বেশী ব্যাংকের ঋণ নিয়ে রেখেছে এবং গরীব মানুষরা ঋণটা পরিশোধ করতে পারছেন না। যাদের দেওয়ার ইচ্ছা আছে তারাও দিতে পারছেননা। এই রকম লোকের সংখ্যাই বেশী। যদি তাদের ঋণ না দেওয়া হয় তাহলে তারা ঋণের সুযোগ পাবে না। সুতরাং রাজ্য সরকার ব্যাঙ্কের তাদের হয়ে টাকা দিয়ে তাদের ঋণ মুকুব করার চেষ্টা করবেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :—(মুখ্যমন্ত্রী) ব্যাঙ্কের টাকা জনসাধারণের গচ্ছিত টাকা। এই টাকা ফিরিয়ে দিতে হয় সুদ সমেত। সুতরাং মুকুব করার প্রশ্নই উঠেনা সেই অবস্থায় সরকার ঋণ মুকুবের পক্ষপাতী নন।

শ্রী নকুল দাস :— আমার প্রশ্নটা ছিল গরীব মানুষের পক্ষ থেকে সরকার ব্যাংকে টাকাটা দিয়ে দেবেন কিনা? গুজরাটে দেওয়া হয়েছে, মহারাষ্ট্রে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে দেওয়া হয়েছে' এই সরকার দেবেন কিনা? এটা হলো আমার জানার বিষয়।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা করেছেন এটা গত ১০ বছর আগের ব্যাপার অর্থাৎ আমরা ক্ষমতায় আসার আগের তখন কেন আমাদের মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নটা করেন নাই আজকে কেন এই প্রশ্ন তুলছেন?

শ্রী বাদল চৌধুরী — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যারা গরীব উপজাতি বিশেষ করে জুমিয়া উপজাতি অংশের মানুষ তাঁরা এই ঋণ মেলা থেকে কোন ঋণ পাচ্ছে না সেই সব জুমিয়া উপজাতিদের ঋণ মেলা থেকে ঋণ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হবে কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার [মুখ্যমন্ত্রী] :— মিঃ স্পীকার স্যার; এটা উপজাতি অথবা অনুপজাতির প্রশ্ন নয়; ঋণ মেলার সুযোগ পাওয়ার শর্তের মধ্যে যারা পড়বে তাদেরই মানবিক কারনে সবাইকে দেওয়া হবে

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ঋণ মেলার ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংকে একটা নীতি নির্ধারন করেছে সেই নীতির মাধ্যমে এখনও উপজাতিরা ঋণ পায় নাই। তারা যাতে ঋণ পেতে পারে আগামী দিনের জন্য সরকার চিন্তা করছেন?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার কাছে এই রকম কোন

অভিযোগ নাই।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিসপুর) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৮৭ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে ঋণ দেবার ফরম জমা দিতে গিয়ে যারা পরিকল্পিতভাবে খুন হয়েছে সেই সব পরিবারে যাতে ঋণ পেতে পারে তার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আমাদের বিবেচনায় আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :— কোয়েশ্চান নং—১০১

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—কোয়েশ্চান নং—১০১

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার তেলিয়ামুড়া ব্লকের অন্তর্গত আকবাবাড়ী এবং পাগলা বাজার সংলগ্ন মাঠে গভীর নলকূপ বসানোর কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে কবে পর্যন্ত সেখানে নলকূপ বসানোর কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

: আকবাবাড়ীতে গভীর নলকূপ বসানোর প্রকল্প ছিল কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে তৎপরিবর্তে পাগলাবাজারে একটি গভীর নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা আছে।

১ পাগলাবাজারে গভীর নলকূপের প্রকল্পটি জরীপ ও ব্যাযাম্ভ মাদনের পরই হাতে নেওয়া সম্ভব হইবে

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আকবাবাড়ীর নলকূপটি সারাইয়ের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না এবং দ্বিতীয় যেটির কথা বললেন সেটি এই মরশুমে বসানো হবে কি না— কারন সেই এলাকায় কৃষকদের জলসেচের জন্য কোন ব্যবস্থা নাই একমাত্র গভীর নলকূপের দ্বারাই সেই অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারে

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— ১৯৮৭-৮৮ সনের বাজেটে এই গভীর নলকূপের জন্য এষ্টিমেট ধরা ছিল, ● ৪৮'৯০০ টাকা। ১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেটে ড্রিলিং প্রোগ্রামও ছিল। কিন্তু তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী ৩০/৫/৮৭ সালে এক নির্দেশ দিয়ে সেখানে কাজ বন্ধ করে দেন উক্ত নির্দেশের ফলেই

QUESTIONS & ANSWERS

আর কাজটি হাতে নেওয়া হয়নি প্রসঙ্গত স্মরন করা যেতে পারে, এই সরকার জনসাধারণের সেবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসেছে

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— এটা ঠিকই, সেখানে যারা ভূমিহীন ছিল তারা চলে গেছে। কিন্তু সেখানে ট্রাইবেল নন-ট্রাইবেল বস্তি রয়েছে। কাজেই মাঠে যাতে গভীর নলকূপটি হয় সেটা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এই সরকার দরিদ্রের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের দিকে নজর রেখেই সরকার কাজ করবেন।

শ্রী মাখলাল চক্রবর্তী :— আকবাবাড়ী মাঠে গভীর নলকূপটি আবার চালু করবেন কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? কেন না: এখানে অনেক ট্রাইবেল রয়েছে।

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য, আপনি আমার থেকে অনেক অভিজ্ঞ। দুই দুইবার আমি উত্তর দিয়েছি। ওটা স্মরন করুন তাহলে বুঝতে পারবেন, আমি উত্তর দিয়েছি কিনা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জীতেন্দ্র সরকার।

শ্রী জীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার—১১৩

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৩।

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং—১১৩

প্রশ্ন

১। খোয়াই মহকুমার তকতমারা মাঠে চাষের জল সরবরাহের জন্য স্থায়ী সেচ বাঁধ নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

২। না থাকলে শীঘ্র সেখানে জল সেচের জন্য বাঁধ নির্মাণের কোন কর্মসূচী গৃহীত হবে কি ?

উত্তর

আপাততঃ নাই

১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না

শ্রী জীতেন্দ্র সরকার :— ঐ এলাকার মানুষ কি তাহলে জল সেচের সুযোগ পাবে না।

শ্রী সুরজিৎ দত্ত :— শুধু ঐ এলাকার মানুষই নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সব জায়গার মানুষকেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে না এই প্রতিশ্রুতি জনসাধারণের সামনে রেখেই এই সরকার প্রতিষ্ঠিত

হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :—মি স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং—১২০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং—১২০।

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ১২০ স্যার।

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া শহরের সমস্ত রাস্তা ফায়ার সার্ভিস-এর গাড়ী চলাচলের উপযোগী কিনা।

২। না হয়ে থাকলে ঐ সমস্ত রাস্তা তদনুরূপ ভাবে গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। সমস্ত রাস্তা ফায়ার সার্ভিস-এর গাড়ী চলাচলের উপযোগী নহে।

২। কম চওড়া হওয়ার দরুন ২৫টি রাস্তায় ফায়ার সার্ভিস-এর গাড়ী চলাচল করতে পারে না। তন্মধ্যে গাড়ী চলাচলের জন্য ৯টি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সংস্কার করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :— রসিক লাল রায়

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— কোয়েশ্চান নং ১৩১ স্যার।

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ১৩১ স্যার।

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া শহর সংলগ্ন গোমতী নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হইয়াছে কিনা এবং

২। যদি নেওয়া হইয়া থাকে কবে নাগাদ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। স্ট্রেটেজিক রোড-এর প্রোগ্রাম অনুযায়ী এই স্থানে একটি সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা আছে কিন্তু এই কাজের মঞ্জুরী এখনও না পাওয়ায় কাজটি শুরু করার কোন প্রস্তুতি নেওয়া হয় নাই।

QUESTIONS & ANSWERS

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এখনই বলা সম্ভব নহে।

শ্রী রসিকলাল রায় :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কবে নাগাদ এই মঞ্জুরী পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, এই সেতুটি নির্মানের বড় দরকার। তার জন্য আমি এবং আমার পি, ডাবলিও, ডির, সেক্রেটারী মহোদয় দিল্লী গিয়েছিলাম মঞ্জুরীর জন্য এবং কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনায় এটা বুঝা গেল যে খুব শীঘ্রই মঞ্জুরী পাওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) :—কোয়েশ্চান নং ১৬০ স্যার।

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) কোয়েশ্চান নং—১৬০ স্যার।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা কমলপুর মহকুমা ব্লকাধীন কমলাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের কমলাছড়া এবং ধনছড়া এলাকাগুলিতে কৃষিকাজের সুবিধার্থে জল সেচের ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি,

২। যদি পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩ যদি না থাকে তাহা হইলে তার কারন ?

উত্তর

১ শুধু কমলাছড়া এলাকাতে একটি প্রকল্পের জন্য গ্রামবাসীদের নিকট হইতে প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে

২। বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা ব্যতিরেকে এখনই সঠিক কিছু বলা সম্ভবপর নয়।

৩। ২নং প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এলাকার গ্রামবাসীদের নিকট থেকে একটা প্রস্তাব পেয়েছেন। আমি জানি এই কমলাছড়া গ্রামটি ডলুবাড়ীর পশ্চিমে ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠা হয়। বিগত ১০ বৎসর ধরে বামফ্রন্ট সরকারের কাছে বারবার প্রস্তাব করেছিলাম এই এলাকার কৃষকদের চাষবাসের সুবিধার্থে জলসেচ ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু বিগত

সরকার সেই ব্যবস্থা নিলেন না। সুতরাং, বর্তমান সরকার ঐ এলাকাবাসীদের সুবিধার্থে অনতিবিলম্বে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে জলসেচ ব্যবস্থা হাতে নেবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী সুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, কমলপুর মহকুমার ব্লকাধীন কমলাছড়ায় একটি লিফট ইরিগেশান প্রকল্পের জন্য গ্রামবাসীদের নিকট থেকে ইতিমধ্যে একটা প্রস্তাব পাওয়া গেছে। উক্ত প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুসন্ধানের কাজ শুখা মরশুমে হাতে নেওয়া হবে। প্রাথমিক পরীক্ষায় বুঝা যাবে কমলাছড়ার কত পরিমাণ জমি জলসেচের আওতায় আনা যাবে। আর ধনছড়া হইতে এখনও প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই সরকার ত্রিপুরাবাসীর নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাই এই কাজ যত শীঘ্র সম্ভব করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী সমর চৌধুরী : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮২।

শ্রীমতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার; এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮২।

প্রশ্ন

১। নুতন সংযুক্ত মন্ত্রীসভা আগামী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আগরতলা পর্যান্ত রেল সম্প্রসারনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ করিয়াছেন কিনা।

২। যদি করিয়া থাকেন তাহলে উত্তর কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে উত্তরের অপেক্ষা করা হইতেছে।

শ্রী সমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে রেল সম্প্রসারনের জন্য এর আগেও রাজ্যে সরকার কয়েকবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছেন এবং দাবী করেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় কোন বাজেটেই সেই অর্থ আসেনি এবং সম্মতি আসেনি এই যে বর্তমান রাজ্য সরকার এলায়্যান্স সরকার যে প্রস্তাবটা দিয়েছেন কত তারিখে দিয়েছেন সেই চিঠি যে চিঠিতে জানতে চেয়েছেন সেটা বিধানসভায় উপস্থিত করবেন কি ? কত তারিখের মধ্যে সেই উত্তর আমরা পাব ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি বলবো. ইতিপূর্বে কুমারঘাট পর্য্যান্ত রেল লাইন করার যে পরিকল্পনা ধর্মনগরের পরে সেটা নেওয়া হয়েছে; তারপর সেটা এখন

QUESTIONS & ANSWERS

পেচারথল পর্য্যন্ত এসেছে। আমি রেল মন্ত্রককে চিঠি দিয়েছি এবং রেল মন্ত্রক আমাকে বলেছেন যে আগামী ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কুমারঘাটে সেটা চালু করা হবে এবং ৯০ সালের মধ্যে সেটা আরও ১০ কিলোমিটার অর্থাৎ সপ্তম পরিকল্পনার মধ্যে সেটা নালকাটা পর্য্যন্ত এই বিষয়ে শুধু চিঠি নয় বিভিন্ন কনফারেন্সের মধ্যে বলেছি; তাছাড়া মন্ত্রীদের সভা হয়েছে এবং বিভিন্ন মিটিং-এ এই বিষয়ে রাজ্য সরকার সেটা জানিয়েছেন। রেল সম্পর্কে আমি ২/১ টা কথা বলতে চাই যে, গত ১০ বছর রেল সম্প্রসারনের কোন পরিকল্পনাই ছিল না এবং রেল সম্প্রসারনের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটা সেই খাতে খরচ করেন নি এবং এই ভাবে যদি চলতো তাহলে আমার মনে হয় আগামী শতাব্দীতেও কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল আসা সম্ভব ছিল না এবং সেটার সম্ভবনার জন্য ত্রিপুরায় বিভিন্ন ভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমরা এই ভাবে উদ্যোগ নিয়েছি এবং আগামী পরিকল্পনায় যাতে নালকাটা থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত সেটা ধরা হয় এই সরকার সেই দিকে উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমি আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার সেটা সহানুভূতি সহকারে বিবেচনা করবেন এবং আমি এও আশা করি, বিষয়টি সমগ্র ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে কিন্তু গত ১০ বছর সেটা নিয়ে পলিটিক্স করা হয়েছে। তাই আমি আশা করি, এটা নিয়ে তার কোন রাজনীতি করবেন না তার জন্য সভার কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এবং প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ৮ম পরিকল্পনায় যাতে এটকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় আগরতলা পর্য্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি এই রিজিওনে যে কথাটা রেলের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ত্রিপুরাতে সবচেয়ে আগে জমি দেওয়া হয়েছে, সমস্ত কণ্ডিশান রেল কর্তৃপক্ষে যা চেয়েছিল সমস্ত কিছু পরিপূরন করার পরেও শুধুমাত্র আর্থিক বরাদ্দের অভাবে কাজ হতে পরেনি এইটা লিখিতভাবে এই সরকারের আছে তা তিনি জানেন কি?

শ্রী সুধীনরঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার; আমি আগেই বলেছি এই ব্যাপারে আমরা পলিটিক্স করতে চাইনা। হাউস থেকে প্রস্তাব উঠেছিল পরে একটা সর্বদলীয় প্রতিনিধিবৃন্দ পাঠানো হবে বলা হয়েছিল এবং পাঠানোও হয়েছিল, যারা প্রতিনিধি ছিলেন তাদের মধ্যে এখানে কেউ কেউ আছেন। সেখানে ২জন এম পিও ছিলেন। সেখানে তারা রেল মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। রেলমন্ত্রক থেকে যখন জমির কথা বলা হয়েছিল, তখন সেখানে তারা মাথা নীচু করে ছিলেন। আসলে ওখানে গিয়ে তারা মাথা নীচু করে থাকেন আর এখানে এসে বলেন কিছু দেয়নি এই হচ্ছে ওদের রাজনীতি।

মি: স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURES ("A" & "B")

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট হইতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী। আমি এখন মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী মহাশয়কে তার বিষয়টি উৎথাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ৬ই মে বাইখোরা থানার কলসীমুখ রাবার বাগানে অরুন বিশ্বাস, পরিমল বিশ্বাস সহ কয়েকজন দুস্কৃতকারীদের নেতৃত্বে কর্মরত রাবার শ্রমিক রাখাল রায় বর্মন, দেবব্রত সরকার সহ ৫/৬জন শ্রমিককে আক্রমন করে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।

মি: স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— আগামী শুক্রবার এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়ে আগামী ১৫/৭/৮৮ ইং তে বিবৃতি দেবেন।

আমি রেফারেন্স পিরিয়ডে আজ আর একটি নোটিশ পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমার রেফারেন্স পিরিয়ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে গত ১৫ই মে সি পি. আই. (এম) নেতা ও প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী দুর্গাদাস শিকদারকে চড়িলাম থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার পথে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক বাস থেকে জোর পূর্বক টেনে নামিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমন করা সম্পর্কে "

মি স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত

REFERENCE PERIOD

বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :—আগামী শুক্রবার এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়ে আগামী ১৫/৭/৮৮ ইং তে বিবৃতি দেবেন। আমি রেফারেন্স পিরিয়ডে আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়ের কাছ থেকে পেয়েছি বিষয়টি পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়টি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্স পিরিয়ডের বিষয়বস্তু হচ্ছে "গত ১৫ই মে. সি, পি, আই, (এম) নেতা প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রী দুর্গাদাস শিকদারকে চড়িলাম থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার পথে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক বাস থেকে জোর পূর্বক টেনে নামিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা সম্পর্কে"

মি: স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— আমি আগামী ১৪/৭/৮৮ ইং তারিখে এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব

মি: স্পীকার — মাননীয় মন্ত্রী এই সম্পর্কে আগামী ১৪-৭-৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দেবেন। আমি আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়ের নিকট হইতে। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :— (রাজনগর) মাননীয় স্পীকার স্যার, "গত ৫ই জুলাই বিলোনীয়া মহকুমার বড়-পাথারী গাঁও পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাছুয়ারটিলে অর্জুন নাগের বাড়ীতে গভীর রাত্রিতে একদল দুস্কৃতকারী

কর্তৃক লুটপাট, হামলা সংঘটিত করে ৬ জন মহিলা সহ বেশ কয়েকজনকে আহত করা এবং অর্জুন নাগের নববিবাহিতা শ্রী স্বপ্না নাগ এবং ছোট বোন বিপুলা সরকারকে ধর্ষন করার ঘটনা সম্পর্কে ।"

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক উল্লিখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে অপারগ হন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ১৫/৭/৮৮ ইং তারিখে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী এই বিষয়ে আগামী ১৫-৭-৮৮ তারিখে তাঁর বিবৃতি দেবেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার : — আমি নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়ের নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "১৬ই মার্চ ১৯৮৮ ইং বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়া থানাধীন কৃষ্ণনগরে জাতীয় পতাকার অবমাননার ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটা তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন [স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী] : মিঃ স্পীকার মহোদয় আমি এই দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবের জবাব আগামী ১৪-৭-৮৮ ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৪-৭-৮৮ ইং তারিখ জবাব দেবেন। আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় মহাশয়ের কাছ থেকে নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "খোয়াই এর তুলাশিখর থেকে বাজারে যাওয়ার পর সমীরন সূত্রধর ওরফে বাবুল ও তপেন্দ্র দেবনাথ নামে দুটি ছেলের ৮ই জুন ৮৮ ইং তারিখে নিখোঁজ হওয়ার সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988-89

সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটা তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৫-৭-৮৮ ইং তারিখ জবাব দেবেন। আমি আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য বাদল চৌধুরী মহাশয়ের কাছ থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গত ১৫ই মে বিলোনীয়া মহকুমার পশ্চিমে পিনাকে গাঁও পঞ্চায়েত সদস্য মনীন্দ্র দেবনাথকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে রাখার ঘটনা সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীকে এই বিষয়টির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটা তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবের জবাব আগামী ১৮.৭.৮৮ ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৮.৭.৮৮ তারিখ জবাব দেবেন।

General Discussion on the Budget Estimates for the year 1988-89

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— '১৯৮৮-৮৯ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের (জেনারেল ডিসকাশন অন দি বাজেট এ্যাষ্টিমেটস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৮-৮৯) উপর আলোচনা আমি মাননীয় সদস্যগনকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন (ডিসকাশন অন দি বাজেট এ্যাষ্টিমেটস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৮-৮৯)।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশ গ্রহন করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

আমি এখন মাননীয় বিরোধী দলনেতা মহোদয়কে অনুরোধ করছি আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার; বিরোধীদল কতখানি সময় পাবে আর ট্রেজারী ব্যাঞ্চ কতখানি সময় পাবে এইটা ঠিক করে দিন।

মি স্পীকার :— বক্তব্য শুরু করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। সময়টা বেধে দিচ্ছি

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৮-৮৯-এর জন্য এই হাউসের সামনে, যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন তা খেতে খাওয়া মানুষের জন্য একটা বঞ্চনা, আর কায়েমী স্বার্থ আর আমলা তন্ত্রের জন্য একটা আশীর্বাদ।

কায়েমী স্বার্থ আর আমলাতন্ত্র এখানে ক্রিয়াশীল। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে তথা সারা বিশ্বে তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট। আমরা দেখছি জিনিষপত্রের দাম প্রতিনিয়ত বাড়ছে। কষ্ট্ অব ইণ্ডেক্স তর তর করে বর্তমানে ৭৭১-এ চলে গেছে। ডেফিসিট ফিন্যান্স চলছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের ফাঁস ক্রমশঃ শক্ত হয়ে আমাদের গলায় লাগছে। কিন্তু এগুলির কোন চিহ্ন আমরা এই বাজেট বক্তৃতায় দেখছিনা। অন্ততঃ ২ লক্ষ কলকারখানা আজকে বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এ সমস্তের কোন উল্লেখ এখানে নেই। এসমস্ত সংকটের আমরা আজকে সম্মুখীন। বিভেদকামী শক্তিগুলি আজকে জাতি ধর্ম, অগ্রসর-অনগ্রসর বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে রাজ্যে রাজ্যে রাইয়ট লাগাচ্ছে, প্রচণ্ড অনৈক্যের সৃষ্টি করছে। আমাদের দেশের সংহতিকে নষ্ট করছে। বাংলাদেশে ইসলামী রাষ্ট্রের নাম করে আমেরিকা সেখানে ঘাঁটি করার চেষ্টা করছে কিন্তু এইসব উদ্বেগের বিষয় বাজেট বক্তৃতায় নাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার অনেক টাকা এনেছিল যেটা তার আগে ৩০ বছরে কংগ্রেস আনতে পারেনি আজকে তারা একটাও নূতন প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারছেনা। আজকে আমরা দেখছি যে রাজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সারকারিয়া কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। আমরা বুঝতে পারছিনা যে, বাজেটে বক্তৃতার মধ্যে একটাও কোন প্রস্তাব বা পরিকল্পনার কথা নাই যে তারা গ্রহন করবেন বা করছেন আমরা যখন মন্ত্রীসভায় ছিলাম তখন আমরা বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরী করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কংগ্রেসের বিগত ৩০ বছরে কোন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরী করা হয় নাই। এখানে বিদ্যুৎ নাই, শিল্প করার স্বপ্ন অবাস্তব কিন্তু তবুও এসব অবাস্তব জিনিষকে বাস্তব করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988-89

আগামী পনের বছর আমরা শিল্পের জন্য অপেক্ষা করব না, রেলের জন্য অপেক্ষা করব না, আমাদের ২২ লক্ষ মানুষকে খাওয়াতে হবে কাজ দিতে হবে, কৃষকদের বোঝাতে হবে। সেই ভিত্তিতে আমরা ছুটো পরিকল্পনা করেছিলাম। সেই ভিত্তিটা কি? সেই ভিত্তিটা হচ্ছে কৃষি ক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ড্রাই ফার্মিং-আরো বেশী করে রাবার বাগান করো আরো বেশী করে চায়ের বাগান করো, আরো বেশী করে অন্যান্য ফলের বাগান করো। এই সমস্ত কাজ করার জন্য আমরা নাগিছড়াতে একটি পরীক্ষা নীরিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলাম। সেখানে নারিকেলের চাষ হাই কেসোনাট যেটা হাই ইল্ডিং ভেরাইটিজ তার পরীক্ষা নীরিক্ষা করা হয়েছে। তারপর ব্যাপকভাবে আনারসের চাষ করা, তারপর ষ্টেগারিং অব পাইনএ্যাপলস্ তার পরীনীরিক্ষার কাজ ব্যাপকভাবে আমরা শুরু করেছিলাম এই নাগিছড়া কেন্দ্রে এবং এইটা শুধু এই নাগিছড়া কেন্দ্রেই সী[redacted] থাকেনি চলে গেছে গ্রামে চলে গেছে প্রত্যেক পঞ্চায়েতে। যার ফলে মানুষ কাজ পেয়েছে এবং ক্যাস ক্রপ্স নগদ মূল্যে জিনিষপত্রের উৎপাদন কৃষকদের পণ্য এই সমস্ত জমিতে যাতে উৎপাদন হয় তারজন্যে আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

কেন্দ্রের শিল্প সমস্ত তাঁত ছিনিয়ে নিয়েছিল, একটাও তাঁতের শব্দ পর্যন্ত ছিলনা। আমি একটা ফিগার মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে দিতে পারি ১৯৭৮ সালে ১০ লক্ষ ১৭ হাজার তাঁত সম্পদ বিক্রি করেছিল এই করপোরেশন, আর আমাদের সময়ে সেটা বেড়ে হয়েছে ১৬ কোটি টাকায় এটা একটা একটা দৃষ্টান্ত দিলাম। সেই সময়ে কমার্শিয়াল উইভারস্-এর সংখ্যা ছিল মাত্র ২০০ কি ১০০ সেটা বেড়ে আমাদের সময়েতো হয়েছে ৩,৩৪০। তারপর কোমরতাঁত যারা চালান, তাদের জীবন জীবিকারও ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। এই সমস্ত করেছিলাম এইটা বুঝে যে; এই কুটির শিল্প ক্ষুদ্র শিল্প তার মাধ্যমে গ্রামের মানুষকে কাজ দিতে পারব। আমাদের বিভিন্ন কুটির শিল্প শুধু ত্রিপুরায় নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় নাম করেছে, যেমন বাঁশ বেতের কাজ। আমরা তারজন্যে কাঁচামাল সরবরাহ করেছি, তারজন্যে বাজার সৃষ্টি করেছি ত্রিপুরার মানুষ আগে একটা গামছাও কিনতে পারত না, সেখানে আমরা দামী দামী জিনিসের বাজার সৃষ্টি করেছি, এমনকি সাধারন মানুষের বাজারও আমরা সৃষ্টি করেছি, আমরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, যেমন আসামে বাজার সৃষ্টি করেছি, পশ্চিমবাংলায় বাজার সৃষ্টি করেছি, দিল্লীতে বাজার সৃষ্টি করেছি। এইভাবে আমরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় আমরা বাজার সৃষ্টি করেছি।

এইখানে মাননীয় স্পীকার স্যার, রাস্তাঘাট তৈরী কররার জন্য ইটের প্রয়োজন হয়। সেই ইটের

ভাটার মালিকেরা নিজেদের খুশীমত ইটের দাম বৃদ্ধি করে নিত। এইটা আমরা করতে পেরেছি যাতে করে রাস্তাঘাট তৈরীর ক্ষেত্রে কাঁচামালের কোন অসুবিধা না হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রিজ হতে পারে নাই, তার একমাত্র কারন হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব। তা নাহলে গ্যাস-ভিত্তিক শিল্প হতো, তা নাহলে ত্রিপুরায় রেল আসত. কিন্তু এসব কিছুই হতে পারেনি কেন্দ্রের সদিচ্ছার অভাব ছিল বলে। শুধু আমাদের রাজ্যেই নয়, এই সমগ্র অঞ্চলের একটা ডোবা লেস্‌ফুল হয়ে রয়েছে। মাননীয় সদস্যরা বলতে পারেন যে কয়টা রাজ্যে রেল দিয়েছে কেন্দ্রে না শুধু বাগাড়ম্বর. একটা জায়গায়ও রেল যায়নি একটাও শিল্প হয়নি। এই এলাকার একমাত্র যে চটকল ছিল তাও বন্ধ ছিল। সেটাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্যে আমরা প্রস্তাব নেই। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যদি প্রস্তাব দিতেন যে এই চট কলের সমস্ত ঋণ এর জন্য মাত্র ৫ কি ৬ কোটি টাকা ব্যাঙ্কের পাওনা সেটা পরিশোধ করা হবে তাহলে এই চটকলটিকে পুনবায় বাঁচিয়ে তোলা যেত। তাকে তার নিজের পায়ে দাঁড় করতে পারা যেত। কিন্তু এই সমস্ত ঋণের বোঝা শুধু মাত্র শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে দিয়ে চটকলটিকে দাঁড়া করাতে পারা যায় না এটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই শিল্পও আস্তে আস্তে মরে যাবে যদি বর্তমান সরকার এই শিল্পকে বাঁচানোর জন্য যে ব্যাঙ্ক ঋণ রয়েছে সেই ঋণ নিজেরা পরিশোধ করতে না পারেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের প্ল্যানটার্সরা খুশী হবে। সিপ্রট গার্ডেন্স আমরা নিয়েছিলাম যারা টী এস টেটের মালিক তারা সর্বনাশ করে দিয়েছে আমাদের চা বাগানগুলিকে। সে সব কিছুর উল্লেখ এখানে নেই। এখনও অনেক চা বাগান করার সুযোগ আছে। একটা কথাও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার মধ্যে আমি দেখছি না

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই রাজ্যে চার ভাগের তিন ভাগ হচ্ছে ট্রাইবেল এলাকা। এ, ডি সি. যখন আমরা গঠন করি তখন আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে এই তিন ভাগ এলাকা ৩০ বছর অন্ধকারের মধ্যে ছিল। এ, ডি. সি এর এলাকার উন্নতির জন্য আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এখন তো এসব কিছু দেখছি না। ট্রাইবেলদের কিছু দেওয়া তো ভিক্ষা দেওয়া নয় তাদের অস্তিত্ব তাদের মর্যাদা দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। একটা কথাও তো নেই। যে এ ডি. সিকে আমরা সংগ্রাম করে গঠন করেছি, যে এ ডি. সি, র তারা বিরোধিতা করেছে, সেই এ ডি সিকে গলা টিপে মারার চেষ্টা হচ্ছে তাকে ভেঙ্গে দিয়ে তার ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে কিন্তু এটা করার কারও ক্ষমতা নেই। নরেশ বাবুরা দিল্লী গিয়েছিলেন এ; ডি; সি. এর ক্ষমতা বাড়াবার জন্য।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988-89

কিন্তু সেখানে তাদের কথা শুনবার জন্য বা তাদের দরখাস্ত গ্রহণ করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী কেউই দেখা করেন নি। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা।

সিডিউল্ড কাস্টের কথা কিছুই এটাতে নাই। আর ও; বি; সি,? তাদের নেতারা তো কংগ্রেসের পকেটে ঢুকে গিয়েছেন তাদের জন্য কি করেছেন? আমরা নিয়োগ নীতিতে লিখে রেখেছিলাম যে যারা আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি আছে তারা সুযোগ পাবেন। কিন্তু তারা তো লিখেন নাই। তারা বড়াই করেন যে রুর‍্যাল এলাকাতে কাজ দিচ্ছেন। আমরা এস, আর, ই. পি.-এর কাজ শেষ হওয়ার পরেও আরও কাজ দেওযার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কিন্তু এখন কি হচ্ছে? ৩৬৫ দিন কাজের মধ্যে মাত্র ১৫ দিনের কাজ বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা ১০০ দিনের কাজ বরাদ্দ করতে টারগেট নিয়েছিলাম। সেটাও ফুলফিল করতে পারেন নি।

আমার যতটুকু মনে পড়ে; আমরা ৪৫/৫০ দিনের কাজ দিতে পেরেছিলাম। আর এখানে ১৫ দিনের কাজ—১৫ দিনের কাজ দিয়ে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র দূরীকরন হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, রেভিনিউ দপ্তরের বক্তব্য। সেটাকে কোন পাত্তাই দেওয়া হয় নাই। স্যার, এখানে খাস জমি দখল করে আছে যারা তারা অধিকাংশ ট্রাইবেল। অমরপুরে তারা বছরের পর বছর খাস জমি দখল করে আছে সেখানে তাদের উচ্ছেদ করে ডম্বুর প্রকল্প করা হয়েছে, এক পয়সাও তাদের ক্ষতিপূরন দেওয়া হয় নাই। এ, ডি, সি, গঠন করার পর তারা প্রস্তাব দিল তাদের জন্য জমি বণ্টন করার জন্য। তারপর আমাদের রেভিনিউ দপ্তর লক্ষাধিক লোককে জমির এলটমেন্ট দিয়েছে, তাদের নামে নামজারি করিয়েছে এখানে এই সব কথাও কোন উল্লেখ আছে? একটা কথারও কোন উল্লেখ নাই। আর এখানে শুধু জোতদারের স্বার্থ দেখা হচ্ছে। আর যারা অধিকাংশ ট্রাইবেল, যারা সিডিউল্ডকাষ্ট সেখানে তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাদের রক্ষা করার কোন প্রতিশ্রুতি আছে এখানে যে বণ্টনের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে? কোন প্রতিশ্রুতি নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা প্রশাসনের দুইটা পা তৈরী করেছিলাম, একটা হচ্ছে কোঅপারেটিভ আর একটা হচ্ছে পঞ্চায়েত। এই দু'টো ছিল প্রশাসনিক সংগঠন নির্বাচিত সংগঠন ডিসেন্ট্রালাইজেশান কেন্দ্রীয় সরকারের শ্লোগান ছিল সমস্ত ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরন করতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়ত জানেন না মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৭ম তপশীলে যে ক্ষমতা আছে সেটা দিয়ে দেওয়ার কথা হয়েছিল। তাদের হাতে সেই ক্ষমতা দিয়ে

দেওয়ার কথা আছে এখানে। শুধু পঞ্চায়েতেই ভেঙ্গে দেওয়া হয় নাই বি; ডি. সি. কেও ভেঙ্গে দিয়ে আমলাদের দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা হচ্ছে কারন কায়েমী স্বার্থ মুনাফাখোর এবং বিভিন্ন আমলা এবং দলীয় রাজনৈতিক কর্মীদের স্বার্থে কাজ করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত অরাজনৈতিক হতে পারে না, ভারতবর্ষে কোথাও পঞ্চায়েত অরাজনৈতিক নয়। সরকারী টাকা তাদের মাধ্যমে খরচা করা হবে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে আমরাই সব চেয়ে বেশী টাকা পঞ্চায়েতের হাত দিয়ে খরচা করেছি, লক্ষ টাকা আমরা খরচা করেছি। আমাদের পঞ্চায়েত জনগনের দ্বারা গোপন ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত পঞ্চায়েত। সেই নির্বাচিত পঞ্চায়েত যদি দুর্নীতি করে তাহলে তাদের শাস্তি পেতে হবে। যেমন মন্ত্রীরা যদি দুর্নীতি করে তাঁদেরও শাস্তি পেতে হয়। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়কে আমি জিজ্ঞাস করতে চাই, মহারাষ্ট্র একটা রাজ্যে সেখানে ৫ বছরে ১১ বার মন্ত্রী বদল হয়েছে কেন? দুর্নীতি করার জন্য। শুধু মহারাষ্ট্র নয়, বিহার এবং অন্যান্য রাজ্যে যেখানেই দুর্নীতি করা হবে সেখানেই তাদের স্থান হবে ডাষ্টবিনে। (ইন্টারাপাশন) আজকে দেশের দুর্নীতি ঢাকতে পারেন নাই, বিদেশেও অস্ত্র খরিদ করার ব্যাপারে দুর্নীতির গন্ধ দূর করতে পারেন নাই। সেখানে একবার কমিশান বসিয়েও আবার কমিশন গঠন করতে হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কোঅপারেটিভকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখা হচ্ছে, কারন কৃষকেরা যে সমস্ত ফসল উৎপাদন করে সেগুলি যাতে পয়সা না দিয়ে বিক্রী না করতে পারে।

বামফ্রন্ট তো পাট চাষীদের কার্ড দিয়েছিল যাতে জে, সি, আই, তাদের কাছ থেকে পাট কিনতে পারে। আর এ জন্য পঞ্চায়েত এবং সমবায় সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজকে কি আছে? আজকে কিছুই নেই। আজকে কো-অপারেটিভকে ভেঙ্গে দেবার কথা বলা হচ্ছে। নির্ব্বাচিত কো-অপারেটিভ। ত্রিপুরার মানুষ কো-অপারেটিভ তৈরী করছেন। আজকে সমস্ত জায়গায় আঘাত আসছে। গ্রামাঞ্চলে ফড়িয়া কন্ট্রাকটর, জোতদার যারা বিলুপ্ত হয়েছিল বামফ্রন্টের শাসনকালে তারা আবার এগিয়ে আসছে। স্যার, এই হচ্ছে; তাদের ভূমিকা

মাননীয় স্পীকার স্যার; বেকারদের ক্ষেত্রেতো প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধী বলেছিলেন; প্রত্যেক পরিবারের একজন করে লোককে চাকুরী দেওয়া হবে। কয়েকদিন আগে পত্র-পত্রিকায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বেরিয়েছে; তাতে বলেছেন; শিক্ষিত বেকারদের চাকুরী নেই। তিনি নূতন শিক্ষা নীতি চালু করেছেন দেশে। যার ফলে; দেশে নিরক্ষরতার সংখ্যা বাড়বে। প্রাইভেট সংস্থাগুলির হাতে অল্প অল্প করে সম্পদ সৃষ্টি

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988-89

করার কাজ চলে যাবে। দেশে বহু বেকার সৃষ্টি হবে। স্যার; এই সরকারের কোন প্রতিশ্রুতি আছে; এই বেকারদের সম্পর্কে? কিছুই নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার; একথা আমি মাননীয় সদস্যদের বলতে চাই; বামফ্রন্ট সরকার যা করেছেন তা ওরা দেখার একটু চেষ্টা করুন। দেখতে না পাবার কোন কারনই নেই। অবশ্য যারা জন্মান্ধ তারা দেখতে পাবেন না। মুখ্যমন্ত্রী যদি জন্মান্ধ হন; তাহলে অপারেশান করিয়েও আলো দেখান যাবে না। ৩০ বছর আগে ত্রিপুরা রাজ্য কি ছিল, আর ১০ বছরে কি হয়েছে উনার হাতে কাগজ আছে তা দেখলেই বুঝতে পারবেন। যদি জন্মান্ধ না হতেন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারতেন, ৩০ বছরের অনগ্রসরতা ১০ বছরের অল্প সময়ে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করতে অনিচ্ছুক কেন্দ্র সাহায্য করবেন না, সেখানে যেটুকু করা গেছে, তা ত্রিপুরার জনসাধারণ দাবী করে আদায় করেছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি সর্বশেষে বলতে চাই, ওদের এনেছে কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরার জনসাধারণ নয়। মিলিটারী এনেছে, এনেছে টি, এন, ভি,। এখন সময় এসেছে, তাঁদের ফেলে দেওয়ার।

স্যার, এটা আমার কথা নয়। একথা বলেছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশ থেকে টি, এন, ভি, উৎপাত দূর হয়েছে আর্মি থাকায়। স্যার, আর্মি সীমান্তে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। স্যার, উনারা নিজেদের স্বার্থে নোংরামি করার জন্য আর্মিকে ব্যবহার করছেন। কিন্তু এটা আমরা বরদাস্ত করব না। আর্মি দেশ থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। আর্মি কখন থাকে? যখন দেশে ডিস্টার্বড কণ্ডিশন চলে, যখন আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে তখন। তাহলে উনারা কি বলতে চান আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে? তাহলে, বলুন সেকথা কিন্তু সে কথা তো তাঁরা বলছেন না

ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে একথা যদি না বলতে চান তাহলে কোন্ যুক্তিতে একদিনও আর্মি ত্রিপুরা রাজ্যে থাকবে একথা তাদের ভেবে দেখতে হবে। আর্মি এ রাজ্য থেকে প্রত্যাহার করতে হবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে, রাজ্যে পুলিশের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে হবে। রাজ্য পুলিশ এখন ডিমরেলাইজড, যেমন খুশী নোংরা কাজে, পুলিশকে এই কংগ্রেস (আই) টি ইউ জে এস সরকার দলীয় স্বার্থে মানুষকে খুন করার কাজে ব্যবহার করছে বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। এটাতো বেশীদিন চলতে পারে না। স্বাভাবিক অবস্থা

ফিরিয়ে আনতে হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনুন। আমি ফেরৎ পাঠাতে হবে ডিষ্টার্বড এরিয়া ডিক্লারেশন প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট চাপ সৃষ্টি করতে হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ মর্যাদা রক্ষা করুন। কিন্তু কিছুই করছেন না। সুতরাং আমাদের কোন মর্যাদা নেই। বিধানসভার সদস্যদের কোন মর্যাদা নেই। বিধানসভার কোন সদস্য চিঠি পাঠালে তার জবাব দেওয়া হয় না। ভারতবর্ষের কোন জায়গায় আছে যে একজন বিধায়কের চিঠির জবাব দেওয়ার জন্য অফিসারকে নিষেধ করা হয়েছে? তাকে বলা হয়েছে কমিউনিষ্টদের কোন চিঠির জবাব তোমরা দিওনা। সেই অফিসার আমাকে বলেছেন, আমার চাকুরী থাকবে না, যদি আমি আপনাদের চিঠির জবাব দেই। এই কি বিধানসভার সদস্যদের মর্যাদা? চিন্তা করে দেখুন তো কোথায় নামিয়ে দিয়েছেন বিধানসভার সদস্যদের? মাননীয় সদস্যরা জানেন, মাননীয় মন্ত্রীদের অফিসে সদস্যদের ঢুকতে দেবেন কিনা চিন্তা করেন। তারপর কি কেউ সম্মান নিয়ে সেখানে যেতে পারে? কেউ যেতে পারে না। এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনুন। রাজ্যের গঠনমূলক কাজে বিরোধী দল সব সময়েই আপনাদের সাহায্য করবেন সমর্থন করবেন। আজকে যে অবস্থা আপনারা সৃষ্টি করেছেন সেখানে সাধারন মানুষের কোন ভূমিকা আপনারা রাখেন নি। বিধানসভার সদস্যদের, পঞ্চায়েত সদস্য দের, বি. ডি. সির কোন ভূমিকা আপনারা রাখেন নি। আমলা, মুনাফাখোর, কায়েমী স্বার্থান্বেষী এবং ট্রাইটদের হাতে দিলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে আজকে বাজেট ডিসকাশনের ২৩০ মিঃ এর মধ্যে রুলিং পার্টি পাবেন ১২২ মিঃ এবং বিরোধী দল পাবেন ১০৮ মিঃ। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গত ৮ই জুলাই জনস্বার্থ সম্বলিত ৮৮-৮৯ ইং সনের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিগত ১০ বৎসরে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সরকার যেভাবে ত্রিপুরার জনগণকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত করেছিলেন যেভাবে খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন আজকে ত্রিপুরার নব নির্বাচিত কংগ্রেস (আই) এবং টি ইউ জে. এস সরকার সে খুনের রাজত্ব

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988-89

বন্ধ করে ত্রিপুরাবাসীকে কিছু দেওয়ার জন্য, তাদের আশা-আকাংখা পুরন করার জন্য বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট নূতন ত্রিপুরা গড়ে তুলবে।

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা ত্রিপুরাবাসীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে বলতে হচ্ছে আমাদের বিরোধী দলনেতা গত ১০ বছর যিনি ছিলেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি আজকে নূতন ভাষণ দিয়ে যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন মনে হয় ত্রিপুরার জনদরদী নেতা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের আশা-আকাংখা পূরনে দরদী ছিলেন। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে বলতে হচ্ছে, এই বিগত ১০ বছরে তিনি কিভাবে জনগনের অর্থ শোষন করেছেন, কিভাবে জাতি-উপজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আজকে উনার বিধানসভায় ভাষণ শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এই রাজ্যে যে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়েছে তার নায়ক হচ্ছে দশরথবাবু এবং নৃপেনবাবু, কিন্তু তিনি আবার আজকে নির্লজ্জ ভাবে বক্তব্য রেখেছেন এবং বলছেন সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করেছে কংগ্রেস এবং টি, ইউ জি, এস। এই রাজ্যে ৮০ সনের জুনের দাঙ্গায় নায়ক ছিলেন নৃপেনবাবু। এই জুনের দাঙ্গার হাজার হাজার নিরীহ মানুষ খুন হয়েছিল, সাধারন মানুষের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং মহিলারা পর্যান্ত নির্যাতিত হয়েছিল। সে দিন আমরা বলেছিলাম, আপনারা খুনের রাজত্ব বন্ধ করুন। আমার মনে হয় ৩০ বছর কেন ৫০ বছরেও মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে আসতে পারবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে নূতন ত্রিপুরা গড়ার সহায়ক হবে, খুনের রাজত্ব বন্ধ করা সম্ভব হবে। আজকে আমাদের এই সরকার আসার সাথে সাথে আমরা লক্ষ্য করেছি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, এই বাজেট উদ্বৃত্ত বাজেট এনেছেন। নৃপেনবাবু বলেছেন কুটির শিল্প, তিনি ইণ্ডাষ্ট্রি অনেক করেছেন। সেটা উনার মুখের বুলি কুটির শিল্প গ্রামে নেই ইণ্ডাষ্ট্রী নেই। ইণ্ডাষ্ট্রি করেছিলেন জুটমিল কিন্তু এটা জুটমিলের ইণ্ডাষ্ট্রি না হয়ে রামদার ইণ্ডাষ্ট্রি হয়েছিল।

আজকে বলছেন যে উনারা গ্রামেগঞ্জে ইণ্ডাষ্ট্রি করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কোটি কোটি টাকা ওরা নয়ছয় করেছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজত্বে রাজ্যে খুনের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। এখন উনি বলছেন যে, আমাদের এই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। ভাবতে লজ্জা হয়। মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজত্বে যে পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে, তখন আমরা বলেছিলাম, পঞ্চায়েতে

দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সেদিন আমরা বলেছিলাম ৬০ জন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট প্রধানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সেদিন কোন বিচার হয়নি। সেদিন কোন বিচার ছিলনা। যারা দুর্নীতি করেছিল তারা নৃপেনবাবুর আশ্রয়ে ছিল। তাদের কোন বিচার হয়নি। যার ফলে আমাদের সরকার এসে এই পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার. আমাদের নৃপেনবাবু বলেছেন, উনি জনদরদী। নিয়োগ-নীতি সম্পর্কে নিয়ম এবং নিয়োগ-নীতি উনি বলেছেন। ভাবতে লজ্জা হয়। একটা অপদার্থ সরকারের আমলে আজকে আমাদের এই রাজ্যে ৫ হাজার থেকে ৬ হাজার শিক্ষিত বেকার, তাদের ওভার-এইজ হয়ে গেছে। ওরা মৃত হয়ে আছে। লজ্জা হয়না ? আবার হাউসে এসে কথা বলছেন। আজকে নৃপেনবাবুকে স্মরন করিয়ে দিতে চাই, এই সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আপনারা যাদের মৃত করে রেখেছিলেন, এই সরকার এসে তাদের জীবিত করেছেন; তাদের পূর্ণজীবন দিয়েছেন শিক্ষিত বেকার ভাইদের। মাননীয় স্পীকার স্যার; আমাকে বলতে হচ্ছে, উনি বলেছেন উনি নাকি কর্মচারী দরদী। ভাবতে লজ্জা হয়। চমৎকার। সমন্বয়ের কিছু দালাল সৃষ্টি করে গেছেন। আজকে সরকার আসার সাথে সাথে নৃপেনবাবুর ক্ষমতা নাই. আপনার ক্ষমতা নাই কর্মচারীদের নিয়েরাজনীতি করার। দীর্ঘদিন আমরা দেখেছি কর্মচারীদের নিয়ে রাজনীতি করার চেষ্টা করেছেন; এই রাজ্যে জনগনের সেবা করার জন্য যে কর্মচারী ভায়েরা তাদের দিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা লুটার চেষ্টা করা হয়েছে; শ্লোগান দেওয়া হয়েছে। অফিসে আদালতে কর্মচারী ছিলনা; সেদিন ইনক্লাব জিন্দাবাদ কর্মচারীদের দিয়ে বলিয়েছিলেন। ভাবতে লজ্জা হয়। কর্মচারীদের আমাদের সরকার এসে কি দিয়েছেন ? আপনাদের লজ্জা হয়না ? আমাদের সরকার এসে কর্মচারীদের স্বার্থ দেখেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় অপোজিশান লিডার নৃপেনবাবু বলছেন যে, ডম্বুর সম্পর্কে সেখানে ডম্বুরের বাধ দেওয়ার সময়ে নাকি অনেক লোক গৃহহারা হয়েছে। এই সরকার আসার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুনর্বাসন দেবেন। নৃপেনবাবু কি করেছেন ? আপনার জন্য এই রাজ্যে বহু লোক গৃহহারা হয়েছে, আপনার কোন নিয়মনীতি ছিলনা, আপনাদের দলের কোন আদর্শ ছিলনা। আপনাদের চরিত্র ছিল শুধু এই রাজ্যে খুনের রাজত্ব কায়েম করা। ভাবতে লজ্জা হয় মাননীয় স্পীকার স্যার উদেরকে বলে দিন ৫০ বৎসরেও যাতে ত্রিপুরাতে না বলতে পারেন বলতে পারবেননা। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম জনগনের নিরাপত্তা দিয়েছে. যে জনগন ঘর থেকে বেরোতে পারতনা; কারো স্ত্রী কাঁদত; কারো মেয়ে কেঁদেছে, কারো বাবা কেঁদেছে। আজকে এই সরকার আসার পর মানুষের জীবনের নিরাপত্তা দিয়েছে। আবার রাজনৈতিক মুনাফা

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988-89

লুটার জন্য আজকে আবার আর্মি সম্পর্কে উনি বলছেন। লজ্জা হয়না? আপনারা যখন সরকারে ছিলেন, তখন আমরা চিৎকার করেছিলাম, আপনার উগ্রপন্থী সামলান। গনমুক্তি পরিষদ একটা বৃহৎ সরকার আপনাদের। গণমুক্তি পরিষদ সরকার থেকে বাতিল করবার জন্য আমরা চিৎকার করেছিলাম। আর উনারা বিধানসভায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করতেন ত্রিপুরাতে আরও বি, এস, এফ, চাই, সি, আর, পি চাই কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেনা। আজকে আবার দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য নৃপেনবাবু উঠে পড়ে লেগেছেন, সেনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার, ট্রাইবেল ভাইদের নিয়ে অপপ্রচার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য সমস্ত অপকৌশল সৃষ্টি করছেন। এই রাজ্যের জনগন পরীক্ষা দিয়েছে, আমরা সেদিন বলেছিলাম আপনাকে যেতে হবে বেশীদিন নয়, আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হবে। জনগনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আজকে দাঁড়িয়েছেন।

ভুলে যাবেন না নৃপেনবাবু, আপনি আমাদের আরমির বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছেন যে আর্মি ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করছেন, রক্ত দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার। এত দিন আপনাদের দরদটা কোথায় ছিল? আপনিইতো এনেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে সি, আর পি, আর্মি, বি এস এফ, লজ্জা হয় হয় না আপনার? আর ওরা যে কালসাপ সেটা আজকে জনগন বুঝতে পেরেছেন। আজকে আবার তারা কৃষকদের কথা বলছেন, কৃষকদের জন্য দেওয়া ডিপ টিউব-ওয়েল, রিওয়েল প্রভৃতি যতগুলি ছিল সবগুলি ধ্বংস করে গিয়ে আজকে উনারা হয়েছেন কৃষক দরদী ওদের স্বজন পোষন রাজনীতি ছিল, ওদের সমন্বয়ের কিছু দালাল ছিল ওদেরকে বলতেন কিছু টাকা দেও অফিসে এসে, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দেবেন, নৃপেনবাবুর কিছু দালালকে দেবেন আর নৃপেনবাবুর পার্টিকে কিছু দেওয়ার জন্য নৃপেনবাবুকে সেলামী দিতে হবে এই ছিল নৃপেনবাবু দশরথ বাবুদের চরিত্র, গত সরকারের চরিত্র আর আজকে আসছেন ওনারা কৃষকদরদী হয়ে। স্যার নৃপেনবাবু বলেছেন এস, আর, ই, পি, এন আর ই পির কাজ সম্পর্কে, আমাদের এত রাজ্যে তারা দিয়েছেন এক বৎসরে একশত দিনের কাজ, শুধু রাজনীতি করেছেন সেই দিন, একটা টোকেন দিতেন এক দিন স্লোগান দিলে, দুইটা টোকেন দিতেন দুই দিন স্লোগান দিলে। স্লোগান না দিলে এই রাজ্যের পয়সা ছিল না জনগনের এই ছিল তাদের চরিত্র আজকে এই এন আর ই পির কাজ গ্রামেগঞ্জে চলছে আমাদের নূতন সরকারের দ্বারা সাধারন মানুষের জন্য। আজ তাই নৃপেনবাবুদের দুঃখ যে টোকেন দিয়ে আর রাজনীতি করা যাবে না বলে তিনি আবার এ, ডি সি, সম্পর্কে

স্বাধীনতাকে হরন করে যাচ্ছেন কারন তাদের যে বাজেট এর মধ্যে ৩০ কোটি দেবতার নামে বোধ হয় ৩০ কোটি টাকা রাখা হয়েছে কাজেই সেই দিক থেকে একটি আমার ত্রিপুরা রাজ্যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ৩০ কোটি দেবতা থাকতে পারেন। রাবনের মৃত্যুর পর গত পরশু দিন মৃত্যু হয়েছে তার মৃত্যুর পর এইখানে বাজেট পেশ করা হয়েছে। কাজেই এই যে রাবন সেও মরবে, তারজন্য শব সাধনা করতে করতে হয়। কিন্তু এই শব সাধনা করলে চলবে না। এইখানে রয়েছে উনকোটি দেবতা-এক কোটি দেবতা আছে, এই গণ দেবতারা; তাদের নিয়ে এক কোটি হয়। এখানে দেবতা রয়েছে উনকোটি। কাজেই সেই দিক থেকে এই যে ৩০ কোটি টাকা পুলিশের জন্য রাখা হয়েছে কেন? নিজের আত্মরক্ষার জন্য কেন ভয়? কিসের জন্য আত্মরক্ষা? ত্রিপুরা রাজ্যের যদি উন্নয়ন-এর কাজ তিনি করেন তাহলে আত্মরক্ষা করতে হবে কেন? কাজেই সেই দিক থেকে উনাদের ক্ষমতাটা নাই বলে পুলিশ খাতে টাকার অংকটা বেশী করে রাখতে হয়। এর কারন এই মিলিটারী যদি না থাকে তবে উনাদের আর পাওয়া যাবে না, এই মিলিটারী দিয়ে উনারা এখানে টিকে থাকতে চান কিন্তু জনসাধারন তাদের রাখবেন না। উপদ্রুত এলাকা ঘোষনাটা উঠিয়ে দিন। শব সাধনা শুরু হয়ে গেল। কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের সংগঠনকে ভাঙ্গার জন্য ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে যার জন্য বিশেষ করে আঠারোমুড়া পাহাড়ে একটা গ্রাম উজান ময়দান' সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। আসাম রাইফেলসের জোয়ানরা সেই গ্রাম ঘিরে রেখেছে। মেয়েদের উপর বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে ৪২টা পরিবার সেখানে বাস করে। সেই গ্রামের কিছু সংখ্যক মেয়েকে জোয়ানারা ধর্ষন করেছে। আমি ৭ই জুন শুনেছি। তার আগেই শুনতাম। কিন্তু আসাম রাইফেলসের জোয়ানারা তাদের বাইরে আসতে দেয়নি। কি করে প্রকাশ করবে তাদের বক্তব্যগুলি? যেদিন ব্যাঙ্কের অফিস উদ্বোধন করা হয় তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং বৃদ্ধবাবু এবং রবীন্দ্রবাবু সেখানে গিয়েছেন। বাছাই বাড়ীতে আমি শুনেছি। আমি সেদিনই গিয়েছি গিয়ে দেখি রবীন্দ্রবাবু সেখানে যান নি। সেখানে তারা এক বাড়ীতে মিটিং করেছেন। এটার সঙ্গে উজান ময়দানের নারী ধর্ষণের কোন সম্পর্ক নেই। ৬ই জুন আসাম রাইফেলসের জোয়ানরা তাদের ঘিরে রাখে এবং ধমক দিচ্ছে তোমরা যদি সত্য কথা বল তাহলে তোমাদের এখানে থাকতে দেওয়া হবে না। ৮ই জুন সি পি, আই (এম) এর কিছু এম, পি, মাননীয় বাজুবান রিয়াং, মাননীয় অজয় বিশ্বাস, তারপর এম এল; এ পূর্ণমোহন ত্রিপুরা; মাখন চক্রবর্তী এবং এ, ডি; সি; এর সদস্য শ্রী সুরেন্দ্র রিয়াং, মংছাবাই দেববর্মা সেখানে গিয়েছিলেন। ১৬ জন উপজাতি রমনী তাদের উপর পাশবিক অত্যাচারের কথা বলেছেন।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

রবাতী দেববর্মা বয়স ৩৫ স্বামী সুরেন্দ্র দেববর্মা দিন মজুরী করে অন্যের বাড়ী থেকে ধান পায় তা দিয়ে কোন রকম সংসার চালায়। ঐ'দিন ভাংগার সময় ৪ জন জোয়ান এক এক করে ঘরে ঢুকে এবং তারপর তারেক ধর্ষণ করে, পরে সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

লক্ষ্মীতি দেববর্মা (৩০) ২রা জুন, দুপুরে আলু খাইয়ে তার ২টি সন্তানকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সে নিজে যখন আলু খেতে যায় তখন ২ জন জোয়ান ঘরে ঢুকে জোর করে তার মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দেয় এবং তার উপর ধর্ষণ করতে থাকে। এই সব দেখে তার ছেলেরা চিৎকার করে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। ২রা জুন বৃহস্পতিবার মধুমালী দেববর্মা, দুপুরে ভাত রান্না করছিল ঘরের দরজা বন্ধ করে। ৩ জন জোয়ান এসে লাথি দিয়ে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে—এবং সে বলেছে আমি মুখে বলতে পারব না আমার উপর কি অত্যাচার চালিয়েছিল, আমি অজ্ঞান হয়ে পরি। এই সব কথা মেয়েরা মুখে বলতে পারে না।

রাধিকা দেববর্মা প: দক্ষিরাই—৩১শে মে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে জুম কাচার সময় জোয়ানরা তাদের ডাকে। তখন তারা ভয়ে দৌড়ে পালাতে সুরু করে এবং জোওয়ানেরা তাদের পিছু ধাওয়া করে এবং তাদের ধরে ফেলে। জোওয়ানেরা তার ভাইকে মারতে থাকে এবং তাকে ধরে তার দুই হাত মুচড়ে দেয়। তার হাত থেকে দা পরে যায়, তারপর তাকে জোর করে মাটিতে ফেলে দেয় এবং ধর্ষণ করতে থাকে, সে বলে যে সে জানে না কতজন তাকে ধর্ষণ করেছে। ৪ জনকে দেখেছি পরে সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

পঞ্চলক্ষ্মী দেববর্মা (১২), পিতা ব্রজেন্দ্র দেববর্মা একটি জে, বি, স্কুলের ছাত্রী. তার মা ও বাবা দুই জনই বোবা। এখনও সে অসুস্থ মাথা নীচু করে তার উপর সেদিনের সেই অত্যাচারের কথা বলেছিল।

দেবকী দেববর্মা (৫০) স্বাঃ হরেন্দ্র দেববর্মা। সে তার দেবরের স্ত্রী বনশ্রীকে ধর্ষণের ঘটনা বর্ণনা করে। সে বলে যে আমার ঘরে আমার চোখের সামনে বনশ্রীর উপর ধর্ষণ আরম্ভ করে আমি লজ্জায় ঘৃণায় ঘর থেকে পালিয়ে যাই, সারা জঙ্গলে কাটাই। ৪ জন জোওয়ান ছিল ঘরে পরদিন ফিরে এসে দেখি সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

গুনপতি দেববর্মা (৬০) স্বাঃ হরেন্দ্র দেববর্মা। তার স্বামীকে ধরে সে উগ্রপন্থী এই বলে তাকে মারধোর করে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। এবং এই ভাবে বাড়ীর সব পুরুষকেই মারধোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর জোওয়ানেরা আমার কাপড় টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করে.

আমি কাপড় ধরে থাকলে উরা আমার বুকে বন্দুক ধরে এবং কাপড় খুলে ফেলে। জ্ঞান হারাবার আগ পর্যন্ত ৪ জন তাকে ধর্ষণ করেছে। তারপর সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

শুভলক্ষ্মী দেববর্মা, স্বাঃ অভিমুন্যু দেববর্মা, গত ২রা জুন তার স্বামীকে মারধোর করে বাড়ী থেকে টেনে নিয়ে যায়। তারপর আমার কোলের বাচ্চাটিকে কেড়ে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়। ৪ জন জোয়ান আমার উপর ধর্ষণ করে, তারপর আমি আর কিছু বলতে পারি না।

রজমালী দেববর্মা, স্বাঃ বিশারথ দেববর্মা, সে গর্ভবতী নারী। গত ৩১শে মে সে রান্না করার সময় তার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তার উপর বলাৎকার করতে থাকে, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

হিরণবালা দেববর্মা গত ১লা জুন তার ঘরে ৩ জন জোয়ান ঢুকে—সে ভয়ে কাঁপতে থাকে, উরা তাকে এক এক করে ধর্ষণ করে। তার স্বামীকে বাড়ীতে ঢুকতেই দেওয়া হয় নি।
২রা জুন রবীন্দ্র দেববর্মার বাড়ীতে ঢুকে। সে সময় রবীন্দ্র দেববর্মা ঘরে ছিল না। তিন জন জোয়ান ঘরে ঢুকে। দরজা খোলার শব্দে বাচ্চারা জেগে গেলে ওরা ভয়ে পালিয়ে যায়। অসীমন্তী দেববর্মা—স্বামী শম্ভু দেববর্মা। ৩১শে মে রাত ৮টায় জোয়ানরা তার ঘরে ঢুকে এবং তাকে ধর্ষণ করে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :- বাজেটের উপর বলুন)

বাজেটের উপরই বলছি। বাজেটে তো টাকা রাখা হয়েছে। সেই সম্বন্ধেই ডিসকাশন করছি। আপনি এ সব জানেন না। রুমে বসে থাকেন তো। আমি বাজেটের কথাই বলছি। এইটাই বাজেট। আপনাদের তো লজ্জা নেই। লজ্জাবতীর লজ্জা নেই। আমি ছাওমনু গিয়েছিলাম। সেখানকার টি. ইউ. জে. এস. সমর্থক মহেন্দ্র চাক্মার বোন উপাকে জোয়ানরা ধর্ষণ করে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই মা বোনদের উপর ধর্ষণ চলেছে কত তার সীমা নেই। আজকে, এখানে আর্মি কেন রয়েছে ? আনা হয়েছে কি মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করার জন্য ? একজন উগ্রপন্থী কি আজ পর্যন্ত ধরতে পেরেছে আর্মি ? বলুন আপনারই পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে যখন ত্রিপুরা ভবনে ডেপুটেশন দেয়, তখন মুখ্যমন্ত্রী জবাবে বলেছিলেন, আমিও তো আসাম রাইফেলের পোশাক পড়ে ধর্ষণ করতে পারি। আজকে যদি আপনাদের মা-বোনদের উপর ধর্ষণ হত, তাহলে আপনারা কি চুপ চাপ বসে থাকতে পারতেন ? দিল্লীতে ত্রিপুরা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মহিলাদের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। স্যার, যারাই ডেপুটেশন দিয়েছে তাদের উপরই গুণ্ডা দিয়ে অত্যাচার করছেন। আজকে এম, এল, এ, বা মন্ত্রী ! দমদম বিমান ঘাটি থেকে পশ্চিমে বাংলায় যেতে সাহস পাচ্ছেন না, কেন সাহস পাচ্ছেন না ?

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

কেন, কিসেব কারণে ? আমরা সমস্ত আবার চীৎকার করে বলব। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে টি ইউ জে এস-এর নেতাদের মুখোশ খুলে দেব, আপনাদের মন্ত্রীত্ব চলে যাবে।

যে জওহর সাহা, অনুপযুক্ত মন্ত্রী উনি ট্রাইবেল মা-বোনদের······বলেছেন।

শ্রীজওহর সাহা (রাস্ট্রমন্ত্রী) ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার সার, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা এখানে বলেছেন আমি নাকি উপজাতি মা-বোনদের বেশ্যা বলেছি। আমি আপনার মাধ্যমে উনার এই কথার প্রতিবাদ করছি এবং আবেদন রাখছি এই শব্দটি যেন প্রসিসিডিংস থেকে এ্যাক্সপান্জড্ করা হয়।

Mr. Speaker :- Your point of order is allowed and it is expunged from the proceedin s

শ্রীজওহর সাহা ঃ- স্যার, উনারা পরিকল্পনাগাফিক আমার নামে কুৎসা প্রচার করছেন। আমার রাজনৈতিক চরিত্র হনন করার জন্যই এই সমস্ত কথা বার্তা বলছেন। আমি আপনাদের পত্রিকার নামে মামলা দায়ের করব। উপজাতিদের নিয়ে আপনারা ছিনিমিনি খেলছেন। উপজাতি মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে আপনারা ছিনিমিনি খেলছেন। ১০ বৎসর ধরে আপনারা এই কাজ করছেন। আর আপনাদেরকে এই সব করতে দেওয়া হবে না।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেল বিরোধী, গণতন্ত্রের বিরোধী। এই বাজেটে উপজাতিদের অবনতি ছাড়া উন্নতি হবে না। তাই এই বাজেটকে আমি বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ?

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদিবা চন্দ্র রাংখল (কুলাই) ঃ- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথ্য মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে ১৯৮৮-৮৯ ইং সালের বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আজকে এই বাজেট নিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে আলোচনা করেছেন তাতে উনাদের চেহারাটা আরও বেশী প্রকট হয়ে পড়েছে। যার জন্য উনারা এই বাজেট কে সমর্থন করতে পারছেন না। মাননীয় বিরোধী দল নেতা নৃপেন বাবু উনার বাজেট ভাবণে বলেছেন, এই বাজেট নাকি বঞ্চনার বাজেট, অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বাজেট। তিনি ২৭

---

* * * Expunged as ordered by the Chair.

মেলা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। তার সবগুলি যদি আমরা বিচার বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব নৃপেন বাবু ট্রাইবেল দরদী নন। অথচ বিগত ১০ বৎসর ধরে তিনি মুখে অনেক বলেছেন যে তিনি ট্রাইবেল দরদী, এবং ট্রাইবেলদের জন্য তিনি অনেক মায়া কান্না কেঁদেছেন। তিনি যে ট্রাইবেল দরদী সেটা ত্রিপুরার উপজাতিরা বুঝতে পেরেই উনাকে আজকে বিরোধী বেঞ্চে বসিয়েছেন। এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে?

কাজেই আজকে তিনি এখানে কোন্ ভিত্তিবলে বাজেটের সমালোচনা করেছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। উনি নিজেকে রাজনীতিবিদ বলে মনে করেন এবং ন্যাশনাল পলিটিশিয়ান হিসাবে মনে করেন, কিন্তু আজকে আমি দেখলাম আমাদের বিরোধী নেতা এত অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন, অন্ততঃ আমি এটা আশা করি নি। কারণ আমরা জানি গত ১০ বছরে উনারা কি করেছেন কিন্তু আজ হঠাৎ করে তিনি সাধারণ মানুষের জন্য দরদী হয়ে উঠেছেন, উপজাতিদের জন্য দরদী হয়ে উঠেছেন, এটা ডাহা অসত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেছেন এই বাজেটে নাকি উপজাতিদের কল্যাণের জন্য কোন কথাই নেই। কিন্তু তিনি এই বাজেট পড়েছেন কিনা জানি না, কারণ উনার চোখে চশমা আছে। বাজেটের ১৮(১) নাম্বারে পরিষ্কার লেখা আছে, উপজাতি কল্যাণ-সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর বিশেষতঃ তপশীলি উপজাতি এবং তপশীলি জাতির সংকটময় আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সরকার উদ্বিগ্ন। এই জন্য সমস্ত পুনর্বাসন প্রকল্পের ভিত্তি প্রসারণের জোরদার প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে, যাতে অধিকতর মানুষ লাভবান হতে পারেন ইত্যাদি লেখা আছে। বিগত ১০ বছরের বাজেটে যা আমরা খুঁজে পাই নি বর্তমান সরকারের বাজেটের মধ্যে আমরা সেটা খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু বিরোধী নেতা নৃপেন বাবু তিনি বাজেটের সমালোচনা করে বলেছেন এটা নাকি সাম্প্রদায়িক বাজেট, এটা নাকি অস্বাভাবিক বাজেট। গত ১০ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যের বস্তু নরনারীর মাথা ছাড়া হয়েছিল তাহলে সেটাই কি ছিল স্বাভাবিক বাজেট? আর বর্তমানে যে শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে নৃপেন বাবুর ভাষায় বলতে গেলে সেটাই কি অস্বাভাবিক বাজেট? কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ উনার এই কথার মূল্য দেবেন না। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঋণ মেলারও উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমরা যখন ঋণ মেলার দাবী করেছিলাম তখন উনারা শাসন ক্ষমতায় ছিলেন এবং ঋণ মেলার বিরোধিতা করেছিলেন। শুধু তাই নয় বিধানসভায় বে-সরকারী প্রস্তাবও পাশ করেছেন ঋণ মেলা যাতে না হয় এবং ব্যাঙ্কেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। মাননীয় রুদ্রেশ্বর দাস এখন ঋণ মেলার দরদী হয়ে উঠেছেন, সেই দিনের চরিত্র তিনি পরিবর্তন করেছেন। কারণ তিনি

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

বলতে চেষ্টা করেছেন যে, দরিদ্র সীমা রেখার নীচে যে সমস্ত জনগণ আছে তারা যাতে ঋণ পায়। হঁা, কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, যুক্ত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র জনগণকে ঋণ দেওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন না। বর্ত্তমানের দরদী বিরোধীদের জন্যই গত দিনগুলিতে আমরা ঋণ দিতে পারি নি, এর জন্য নৃপেন বাবুদের এডভাইস দিতে হবে না।

আগষ্ট মাসে আরও ১ লক্ষ দেওয়া হবে। আমি বলব নৃপেন বাবু, দশরথ বাবু, রুদ্রেশ্বর বাবুকে যাতে উনারা বিভ্রান্ত না হন। উনারাও ঋণ মেলার ফরম ফিল আপ করুন, ঋণ মেলা আমরা উনাদেরকে দিয়ে দেব। শুধু তাই নয় দশরথ বাবু, নৃপেন বাবু, বিদ্যা বাবু, উনারা বৃদ্ধও হয়েছেন, উনাদের বৃদ্ধ ভাতাও দিয়ে দেব দরখাস্ত করলে। আমরা কাউকে বাদ দেব না, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। আপনারা অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। আপনাদেরকে ঋণ মেলা, বৃদ্ধ ভাতা দিয়ে দেব। এখানে কোন ডিক্রিমিনেশান থাকবে না। এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে এই বাজেটকে যদি বিরোধীতা করা হয় তাহলে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সামিল হবে। বিধানসভা একটা পবিত্র জায়গা, এখানে কোন অশ্লীল ভাষা, কোন আনপার্লামেন্টারী বক্তব্য রেখে বাজেটকে বিরোধীতা করে ভাষণ দেওয়া ঠিক নয়। এখানে বাজেটকে বিরোধীতা করে মাননীয় সদস্য কিছুক্ষণ আগে বলে গেছেন—উজান ময়দান। আমি যদি বলি বামফ্রন্টের রাজত্বে চম্পকনগরে উপজাতি নারীদের উপর ধর্ষণ হয়েছে, তার কি কোন বিচার হয়েছে? আমরা জানি আসলে এইটা আর্মির বিরুদ্ধে কুৎসা ছাড়া আর কিছু নয়। তখন কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির থেকে দাবী করা হয়েছিল উপজাতি নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছে। নৃপেন বাবুর সরকার দশরথবাবু উপমুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন উনি কি বিচার করেছিলেন আপনারা জানেন। হঠাৎ করে উপজাতি দরদী হয়ে গেলেন। আমরাও উপজাতি। ত্রিপুরার মানুষ জানে ১০ বৎসরে সি, পি, আই, [এম] কি করেছেন। ১৯৮০ সালে দক্ষিণ পশ্চিম ত্রিপুরাকে শ্মশানখোলায় পরিণত করেছেন। সারা ভারতবর্ষে, সারা পৃথিবীতে কোন জায়গায় এইরকম হয়েছে? এই বামফ্রন্টের সরকারের আমলে দক্ষিণ পশ্চিম ত্রিপুরা শ্মশানখোলায় পরিণত হয়েছিল। বহু জাতি উপজাতির মানুষ শহীদ হয়েছেন। এই খুনের জন্য দায়ী মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি। আজকে যদি আমি বলি মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট কান্ট্রিগুলি নির্বাচন বিশ্বাস করেনা, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনা। আজকে নির্লজ্জের মত ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নামধারীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আজকে বিধানসভায় প্রবেশ করছেন। কোন নজীর আছে কমিউনিষ্ট কান্ট্রিগুলিতে নির্বাচন

.করার ? গণতন্ত্রকে এখানে ক্ষুন্ন করা হয়েছে বিগত ১০ বৎসরে। সেই ক্ষুন্ন করা গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে চাই, পুনরুদ্ধার করবে আমাদের যুক্ত সরকার। আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না। আপনারা গণতান্ত্রিক অধিকার মোতাবেক আপনারা রাজনীতি করতে পারবেন। সেই সুযোগ পাবেন। এখানে নৃপেন বাবু মন্তব্য করেছেন, এই বাজেট অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিকটা কি ? উগ্রপন্থী হামলা, খুন করলে অস্বাভাবিক নাকি ত্রিপুরায় শান্তির পরিবেশ থাকলে অস্বাভাবিক ? ছোট ছোট শিশুরাও জানে কোনটা অস্বাভাবিক। নৃপেন বাবুকে শিক্ষা দিতে হবে না। বরঞ্চ উনি শিক্ষা নিতে পারেন আজকে উনার জীবনের শেষাংশে রাজনীতির জন্য বিরোধী বেন্চে বসতে হয়েছে। এই বাজেটের মধ্যে পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে যারা বসবাস করে তাদের স্বার্থে, ত্রিপুরার কর্মচারীদের স্বার্থে বাজেট-এর মধ্যে পরিস্কার উল্লেখ আছে। উনারা এইসব দেখেন না। উনারা বাজেটটাকে বিরোধিতা করছেন। তারা তাদের রাজনীতির স্বার্থে বাজেটটাকে বিরোধীতা করছেন, তা না হলে তাদের দলের ভাঙ্গন ধরবে। বাধ্য হয়ে বিরোধীতা করছেন। তাদের দলের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে। তাদেরকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য আজকে এই চেহারা। আমি বেশি বলব না। উনাদের কাছে কি বলব ? তারা জবাবদিহি দিতে পারবে না। বিগত দিনগুলিতে প্রশাসন কি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের কি পরিস্থিতি ছিল তা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভালভাবেই জানেন। সুতরাং উনারা কি বলবেন ? উনারা আজকে উপজাতি দরদী হয়ে গেছেন। ত্রিপুরার মত একটা জায়গায় উপজাতিদের মধ্যে বেকার থাকে। আমার জানা মতে এম. এ পাশ করা ট্রাইবেল বেকার আছে। তার জন্য দায়ী কে ? বিগত সরকার। বিগত সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে যে করাপশান করে গেছেন, সেই করাপশানগুলি দূর করতে বর্ত্তমানে সরকারের ১ বৎসর লাগবে। ১ বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। আপনারা যে করাপশান করে গেছেন প্রতিটি অফিসে অফিসে, সরকারী তহবিল শুন্য করে গেছেন। আপনারা ত্রিপুরার জনগনের দরদী, আর সরকারী কোষাগার শুন্য করে গেছেন নির্বাচনের তালবাহানা করতে, দলের কোষাগারকে শক্ত করতে। আমরা জানি না আমরা দেখছি না, বিগত দিনে তো আমরা ছিলাম, কাজেই আজকে তার জন্য আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিত, আজকে কত জন আছেন ? আগামী দিনে আরও কম হবেন, তার জন্য নির্ঘাৎ ত্রিপুরার মানুষ শিক্ষা দিচ্ছেন, ভবিষ্যতেও শিক্ষা দেবেন। কাজেই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিদের অন্ততঃ গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে এইটা খাটে না। বাস্তব পরিপন্থী. জাতি

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

উপজাতি সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিপন্থী রাজনীতি নিয়ে আপনারা আর ফিরে আসতে পারবেন না। আমরা জানি সেই দিন উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবু বিগত দশ বছরে শুধু তার চিকিৎসার ব্যাপারে কত টাকা খরচ করেছেন, দুইবার কলকাতা গেছেন আপ এণ্ড ডাউন ফ্লাইট ফেয়ার দেওয়া হয়েছে সরকারী খরচে। দশরথ বাবুকে এইটা জানতে হবে যে ৩৭ বৎসর রাজনীতি করে ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র আট গণ্ডা জায়গা পেয়েছেন উদ্‌বাস্তু পূনর্বাসন হিসাবে, তিনি ট্রাইবেল দরদী। এখানে এ ডি সির কথা বলা হয়েছে। উপজাতি যুব সমিতি ১৯৬৭ সালে জন্ম নিয়ে তখন থেকেই উপজাতি যুব সমিতি দাবী করেছিলেন স্বশাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপুরায় চালু করতে হবে, তখন এই বামফ্রন্ট সরকারের বন্ধুরা বিরোধীতা করেছিলেন। শুধু তাই নয় ১৯৮৪ সালে স্বায়ত্ব শাসন ভারত সরকার এমেণ্ডমেণ্ড করেন সেই দিনও তারা বিরোধীতা করেছিল। মাত্র লোক দেখানোর জন্য বিধানসভায় বিল পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই দিন আমিও ছিলাম, আমিও বাস্তব সাক্ষী, আপনারা শুধু নয়। ত্রিপুরার মানুষও তা জানে যে বামফ্রন্ট মানে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিরা কিরূপ জেলা পরিষদ দরদী। আমার মনে আছে জেলা পরিষদ সদর দপ্তর আগরতলায় কেন হবে নৃপেনবাবু একট পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন, সেই দিন দশরথবাবু প্রতিবাদ করেছিলেন, ঠাণ্ডা লড়াই করেছিলেন, তার জন্য দশরথ বাবু মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে নি, শেষে তাকে বিদায় নিতে হয়েছে বিরোধী বেঞ্চে আমরা এই গুলি ভাল করেই জানি। কাজেই নিজের দোষকে আপনারা যতই ধামাচাপা দেন না কেন একদিন না একদিন এই খুনীরা সেই আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে জবাবদিহি দিতে হবে, তার জন্য একমাত্র দায়ী বিগত খুনী বামফ্রন্ট সরকার, কাজেই এইগুলি আপনাদের মনে রাখতে হবে। তবে নিশ্চিত থাকবেন এই জেনে যে এই যুক্ত সরকার আপনাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, আপনাদের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে আপনারা আন্দোলন করতে পারবেন। এখানে জেলা পরিষদের ব্যাপারে নৃপেনবাবু দরদী কথা বলে গেলেন সেই দিন নৃপেন বাবুর প্রশাসন ছিল।

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল ঃ— আজকে নৃপেনবাবু প্রশ্ন করেছেন যে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী নাকি ডিস্ট্রিক কাউন্সিল থেকে রিক্যুইজিশন দিয়ে গাড়ী নিয়েছেন। নৃপেনবাবু, দশরথ বাবুরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন আমরা জেলা পরিষদের ক্ষমতা নিয়ে ডেপুটেশনে গিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলমে যে কেন রাজ্যে এ, ডি. সি, র জন্য মন্ত্রী থাকবে ? এ. ডি, সি,তে স্বয়ং শাসিত বডি। সেদিন তারা বলেছিলেন এ, ডি. সি'র সুবিধার্থে রাখাত হয়। আজকে আবার কি করে

এসব কথা বলছেন ? আমি ত মনে করেছিলাম যে দশরথ বাবু একজন গুড পার্লামেন্টারিয়ান। ওনার মুখে ত এসব কথা মানায়না। আজকে যেসব ভাষণ ওনারা এই হাউজে পরিবেশন করছেন কাউন্সিলের ব্যাপারে, এসব লোক দেখান ভাষণ দিয়ে আর চলবে না। ডিস্ট্রিকট কাউন্সিল কি করছে সেটা আপনারা ভালভাবে জানেন। এটা ত টাকা আত্মসাৎ করা ছাড়া আর কিছুই করছেনা। জেলা পরিষদের কোন কাজে রাজ্য সরকার কোনরূপ ডিস্টার্ব করছেনা। জেলা পরিষদের কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। জেলা পরিষদের স্বার্থে রাজ্য সরকার কনট্রোল করার জন্য আইন তৈরী করেছিলেন, আর তাই আমরা সেদিন নৃপেনবাবুর কাছে ডেপুটেশানে গিয়েছিলাম, উনি ভুলেননি. ভোলার কথা নয় যে কেন এইরকম করেছেন। কেন জেলা পরিষদকে পূর্ণ ক্ষমতা দিচ্ছেন না ? উনি সেদিন বলেছিলেন যে জেলা পরিষদকে এবসলিউট অথরিটি দেওয়া হয়েছে। সেদিন আমরা আন্দোলন করেছিলাম জেলা পরিষদের সদর দপ্তর জেলা পরিষদের ভেতরে করতে হবে বলে কিন্তু সেদিন আপনারা সেটা মানেননি. নানা রকম তালবাহানা করেছেন। কাজেই আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি এসব না বলে এই এই বাজেটকে সমর্থন করুন ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির স্বার্থে, আর যদি এটার বিরোধিতা করেন তাহলে আগামী দিনে আপনাদের বেঞ্চ একেবারে নিল হয়ে যাবে। অতএব আমাদের সঙ্গে আপনারাও সমর্থন করুন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ,

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই, ৮৮ এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি পুরাপুরি সমর্থন করতে পারছিনা। সমর্থন করতে পারছিনা তার কারন এই রাজ্যে যারা খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষ তাদের জন্য এই বাজেটে কিছুই নেই। আজকে যারা পরের শ্রমের উপর নির্ভর করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করে এই বাজেট তাদের জন্যে। এই বাজেটে কাজ করার কোন সুযোগ নেই। জিনিসের দাম বাড়ছে অনবরত- কিন্তু তাকে প্রতিরোধ করার কোন ব্যবস্থা নেই এই বাজেটের মধ্যে। চাকুরী বাকরীর কোন আশ্বাস নেই এই বাজেটে। উপরন্তু বামফ্রন্ট সরকার যে চাকুরীরর অফার দিয়েছিলেন এখন সেটা বাতিল করা হবে কি না তাও জানা গেল না। মাননীয় মন্ত্রীরা তো বলেছিলেন যে, যাদের চাকরীর বয়স পার হয়ে গেছে তাদের আগে চাকুরী

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

দেওয়া হবে। কিন্তু কই যাদের চাকরীর বয়স পার হয়ে গেছে তারা কি চাকুরী পেয়েছে? অথচ আমরা দেখতে পেলাম এই সময়ের মধ্যে চার হাজার এর মত নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে। অথচ কোন ইন্টারভিউ হয়নি। সমস্ত বেনামীতে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। আমরা যেটা পত্র—পত্রিকায় দেখেছি আমরা এখানে সেটাই বলেছি। পত্র—পত্রিকা ছাড়া আমরা আর জানব কি ভাবে?

নিয়োগের ক্ষেত্রে এস. টি, এবং এস সি,—দের যে কোটা সেই কোটা ফুলফিল করা হয়েছে কি না এই সম্পর্কে বাজেটে কোন উল্লেখ নেই। কাজেই এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে সুস্পষ্টভাবে জবাব দিতে হবে— এস, সি. এবং এস, টি, দের যে কোটা সেই কোটা অনুসারে ইন টোটো মানা হয়েছে কিনা।

আমরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় থেকে জানতে পারি যে, টি, আর, টি, সি. এবং অন্যান্য দপ্তরে নিয়োগ করা হয়েছে। সে—সব ক্ষেত্রে এই রোস্টার মানা হয়েছে কি না? এই টা জানতে পারিনি। এই রকম ভাবে সেক্রেটারিয়েটে আমরা দেখেছি কিছু কিছু প্রমোশন হয়েছে, সেই প্রমোশনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, কর্মচারীদের মধ্যে অনেক উষ্মা দেখা দিয়েছে। এইখানেও সেই রোস্টারটা সম্পূর্ণ-ভাবে মানা হয়নি। এই হচ্ছে অবস্থা।

আরেকদিকে আমরা দেখছি—সম্পূর্ণ মানবিকতার দিক থেকে আপনারা দেখবেন আজকে কি হচ্ছে এখানে। এইটা পরিস্কার—আমি এখানে কয়েকটি ঘটনা তোলে ধরছি। এইটা আপনারা যদি অস্বীকার করেন করবেন। ১৮ই ফেব্রয়ারী, চাইলতাছড়া প্রধানকে তার বাড়ি থেকে পুলিশ, সি, আর, পি, এবং সমাজ-বিরোধী শংকর মজুমদার, কানু মজুমদার ডি, ওয়াই, এফ—এর কর্মী বিশু দেব নাথকে গ্রেপ্তার করে মনু থানায় নিয়ে যায়। থানার দারোগা তার উপর অমানুষিক অত্যচার করে। এক মাস জেলে থাকার পরে তাকে জামিনে ছাড়া হয়। এখনো সে জামিনে আছে। তারপর নাগি-ছড়া গাঁওসভায় ২৩ শে, ২৪শে, এবং ২৫শে মার্চ বাড়ি বাড়ি হামলা চালানো হয়। ১৬ই মার্চ হরিমা পার্টি-অফিস যেটা ছিল কমিউনিস্ট পার্টি'র নির্বাচনী অফিস স্কেই অফিটাকে কংগ্রেস (আই) জোর করে দখল করে নেয় এবং সেখানে সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে রাখে —কংগ্রেস (আই) সাইন বোর্ড দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। ১৯শে মার্চ কৃষক সভার কর্মী প্রভাত দাস বংকুল বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে খুন হন। ২৫ শে এপ্রিল নিশি কান্ত ত্রিপুরা তাকে মনু বংকুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রচণ্ড ভাবে মারধোর করা হয়। তারপর সুজিৎ ঘোষকে হরিনা থেকে বাড়ি ফেরর পথে চাইলতা বাজারে পিটিয়ে খুন করা হয়। তার বন্ধ হরিন ভৌমিক কোন রকমে পালিয়ে যান। সুরজিৎ ঘোষের স্ত্রী কয়েক-

জনের নামে অভিযোগ করেছেন—প্রমোদ রায়, মানিক রায়, সুকুমার মজুমদার এদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে পরে ছেড়ে দেবার চক্রান্ত করেছে।

১৫ই মে দমদমা নিবাসী ডি, ওয়াই, এফ, আই, কর্মী রতন দে কে সক্রম থানার নিকট চৌমুহনীতে ছুরিকাহত করে হত্যা করে। ডি, ওয়াই, এফ, আই কর্মী চিত্ত রঞ্জন বসাক বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথে ঐ চৌমুহনীর কাছেই আক্রান্ত হয় ও আহত হয়। জে, এম, এস,— এর সিনেমা হলের সামনে ল্যাম্পস্ কর্মচারী রূপচান ভৌমিক আক্রান্ত ও আহত হয় এবং ডাক বাংলার চৌমুহনীতে শ্রমিক পবিত্র দেবনাথকে ছুরি মেরে আহত করে। আক্রমণকারীরা (১) সমীর চক্রবর্তী, (২) মৃদুল চক্রবর্তী, (৩) বিশ্বজিত বসাক, (৪ অমিত দে (৫) বিপুল মজুমদার— এরা নেতৃত্ব দিয়েছে।

৫ই জুন সিন্দুক পাথার গাঁও পঞ্চায়েতের প্রধান ভবতোষ ভৌমিক ও অন্দতের বাড়ীগুলি প্রকাশ্য দিবালোকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। উভনেই সমাজদ্রোহীদের ভয়ে বাড়ী ছাড়া ছিলেন। মনুবাজারের সুশান্ত মজুমদারের নেতৃত্বে আক্রমণগুলি সংগঠিত হয়। প্রধানের স্ত্রী অর্চনা ভৌমিক— ওনার চার সন্তান নিয়ে আত্মীয়দের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। সমাজদ্রোহীরা বার বার চাপ সৃষ্টি করছেন প্রধানকে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে, না হলে ওনার সন্তানদের হত্যা করা হবে। আগুণ জ্বালিয়েদেয় তার বাড়ীতে। আগুণ নেভাতে আসে গ্রামবাসীরা। তাদের আগুন নেভাতে দেয় না। অর্চনা ভৌমিককে দারোগা নাম বলতে বলে। দারোগাকে তিনি বলেছেন, আমি নাম কি করে বলি। আমি যদি নাম বলি তারা সন্ত্রাস করবে। কেউ প্রাণের ভয়ে এই ঘটনা সম্পর্কে মুখ খুলতে পারছে না। বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে অভিযোগ থানার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। এদের নেতৃত্ব যিনি দিয়েছেন তিনি হলেন সুশান্ত মজুমদার। এখন সিন্দুক পাথর গ্রামে এমন অবস্থা যে গ্রামে কেউ থাকতে পারছেনা। ভয়ে তারা চলে গেছে। ২০।২৫ জন আছে, তারাও গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে তারা এখন অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। যারা আগুণ লাগানোর সময়ে ছিল তারা হলো— (১) সুশান্ত মজুমদার, মনুবাজার, (২) নারায়ন সাহা, মনু বাজার, (৩) অলক পাল, মনু বাজার, (৪) অমল দেবনাথ, মনু বাজার, (৫) তোয়ালী ভৌমিক, সিন্দুক পাথর (৬) সুশীল দেবনাথ, সিন্দুক পাথর, (৭) দিলীপ দেবনাথ, মাগুরছড়া, (৮) পঙ্কজ দত্ত, মাগুরছড়া (৯) শঙ্কর মজুমদার। ভয়ে যারা গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে তাদের নাম হলো— (১) বলরাম দে, (২) দীপক দত্ত (৩, মিলন দে (৪) হারাধন

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

ভৌমিক (৫) পরিমল সরকার (৬) নারায়ন দত্ত (৭) সুবল দে, (৮) অমল দত্ত (৯) নির্মল দেবনাথ (১০) রাখাল দে এবং আরও ২০।২৫ জন।

কাজেই ওদের উপার্জন বন্ধ হয়ে গেছে শীতল পাল সিন্ধুক পাথার-এ বাড়ী সে মাত্র ০'০৬ একর জমির মালিক তার জমি এ গ্রামের দীনেশ মজুমদার, পরেশ মজুমদার এবং সন্তোষ মজুমদার জোর করে দখল করে নেয়। গ্রামের লোকেরা রেশন আনতে বাজারে যেতে পারে না আক্রমনের ভয়ে। ছোট ছোট ছেলেদের দিয়ে বা মেয়েদের দিয়ে যে রেশন আনবে তারও কোন উপায় নাই। তাদেরও রেশন আনতে দেওয়া হয় না, তাদের বলে দেওয়া হয় তোমাদের বাড়ীর পুরুষদের আসতে বল রেশন নিয়ে যেতে. তাদের পাঠাও। এই রকম অবস্থা চলছে সেখানে। ১০ই জুন কালাঢেপার প্রধান সে বাড়ী ফেরার পথে মাখন চন্দ্র ত্রিপুরার দোকানে চা খেতে ঢুকে তখন তাকে সেখানে আক্রমন করে। এবং শুধু সে নয় এক মাসের মধ্যে ৮ জনকে আক্রমন করে তাদের আহত করে। আমি তাদের নামগুলি জানিয়ে দিচ্ছি। (১) হরিকুমার ত্রিপুরা (২) সতী ত্রিপুরা (৩) মঙ্গল চরন ত্রিপুরা (৪) ফণী ত্রিপুরা (৫) কর্ণ ত্রিপুরা (৬) নিশিধন ত্রিপুরা (৭) রবীন্দ্র ত্রিপুরা (৮) প্রবীর রায়, শিক্ষক মহ তহশীল উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরছড়া। এবং আক্রমনকারীদের নামও আমার কাছে আছে, আমি তাদের নামও বলছি। (১) গোপাল দেবনাথ (২) অর্জুন দেবনাথ (৩) রতন ভৌমিক (৪) বল্টু ভৌমিক (৫) মলয় দে (৬) ইন্দ্রজিত বল সে শ্রমিকের কাজ করে। (৭) বিমল পাটোয়ারী—এরা সবাই কালাঢেপার বাসিন্দা।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ— (মন্ত্রী) মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এটা কি বাজেটের উপর বক্তৃতা হচ্ছে, এইগুলি আমরা কি শুনছি ?

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ— আমার মনে হয় আমি বাজেটের উপরই বক্তব্য রাখছি। রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব পুলিশের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়ের। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তদন্ত করে দেখুন সত্য হলে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এই জন্যই বলতে হচ্ছে। তারপর সেই প্রধানকে পুলিশ উদ্ধার করে এবং মনুবাজার থানায় নিয়ে আসেন। সেই থানার ও, সি. শ্রীদেবকী ভট্টাচার্য্য প্রধানকে বলে যে, তোমার কাছে বেআইনী বন্দুক আছে সেগুলি আমার কাছে জমা দিয়ে দাও। আর যদি জমা না দাও তাহলে তোমার রেহাই নাই। তখন সেই প্রধান বলে যে, আমার কাছে এইসব থাকবে কেন, আমার কাছে কিছুই নাই। তখন সেই ও, সি, প্রধানকে বলে যে. ঠিক আছে তোমাকে গরম লোহা ঢুকিয়ে দিলে সব কিছু স্বীকার করবে এই বলে তাকে শাঁসায়। তারপর সেই গুণ্ডারা সেই

প্রধানকে থানায় আটক করে রেখে দিয়ে তার বাড়ীতে যায় এবং বাড়ীতে গিয়ে তার বাড়ী তছনছ করে দেয়। কোন কিছু আপত্তিকর জিনিষ পায় নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই আহত প্রধানকে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে তাকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। তারপর সেই গুণ্ডারা ঠাকুরছড়ার পতিকুমার ত্রিপুরার বাড়ীতে ঢুকে তাকে মার ধর করে এবং তার টর্চ লাইটটি নিয়ে যায়। তারপর রামহরি ত্রিপুরার বাড়ীতে যায় এবং সেই সময়ে রামহরি ত্রিপুরা বাড়ীতে না থাকায় তাকে না পেয়ে তার স্ত্রীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়।

এই ভাবে বাড়ী বাড়ী আক্রমন চালায়। ভয়ে এলাকার লোক বাড়ী ঘরে থাকতে পারে না। ১৪ই জুন, সাতচাঁন্দ বাজারে ছাত্র মনোরঞ্জন দেবনাথ ঔষধ কেনার জন্য বাজারে গেলে সেখানে তাকে মারত্মক ভাবে মারধর করে ও মাথায় দায়ের কোপ লাগে। তার মা তাকে আহত অবস্থায় সাব্রুম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয় ও মনু বাজার এ—ইচ, পি, সি, তে ভর্তি করতে উদ্যত হয়। কিন্তু সমাজ—দ্রোহীরা দেবনাথের মাকে ভয় দেখায়, তোর ছেলেকে শেষ করে দেব বলে। দেবনাথের মা দারোগাকে বার বার অনুরোধ করেন সাব্রুম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন আহত ছেলেকে নিজ বাড়ীতে নিতে বাধ্য হন। সমাজ বিরোধীরা শ্রীবাস সরকার, সুবল দে ও ভজন দাস কে মারপিট করে মিথ্যা মামলায় পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এরপর থানায় তাদের উপর পুলিশ আবার মারপিট করে। নেতৃত্ব দেয়, চন্দন চৌধুরী, মৃদুল দে ও বাদল দে এবং সুশীল দাস, দিলীপ দত্ত ইত্যাদি। সাতচান্দ বাজারে সি, পি, আই, (এম) এর অফিসের জিনিসপত্র লুট ও ভাঙগচুর করে। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী, কাগজপত্র টুকরা টুক্‌রা করে। পতাকা ও ফেষ্টুন নিয়ে যায়। রতিরায়ের বাজেমাল ও ষ্টেশনারী দোকানের জিনিসপত্র ইত্যাদি ভাংচুর করে। ক্যাশ বাক্‌স ছিল। সেখানে ৭০০ টাকা ছিল। তা নিয়ে যায়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫, ০০০ হাজার টাকা। ১৭ই জুন, ২৪শে জুন, ও ৩রা জুলাই বার বার আক্রমন সংগঠিত করে। দুলাল দাস টেইলারিং ও কাপড়ের দোকান। সেলাই মেসিন নিয়ে যায় ও ভেঙ্গে দেয়। আলমারী ভাঙ্গে, কাপড় লুট করে ও অবশিষ্ঠ জিনিসের উপর আগুন ধরিয়ে দেয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩০, ০০০ হাজার টাকা। ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমানে সাতচান্দ বাজারে যেতে পারছে না। পুলিশকে সমস্ত ঘটনা জানান হয়েছে। এস পি, ও তদন্ত করেছে। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হচ্ছে না। ১৫ই জুন কালাপানিয়ার প্রধান শুভাশীষ দত্তের বাড়ী আক্রমন করে। ঘরের দরজা, জানালা, ও রান্নার বাসনপত্র ভাঙ্গচুর করে। কেহ ভয়ে

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

বাড়ীতে থাকতে পারছে না। নেতৃত্ব দেয়, মনু বাজারের সুশান্ত মজুমদার। প্রধানের ভাড়াটিয়া পরিমল দাস, শিক্ষক, তাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেল হাজতে রেখে দেয়। ১৮ই জুন, পথইমগ্ পাড়া (সিন্দুকপাথর) য় রাত্র ১০-৩০ মিনিটের সময় উপজাতিদের দোকানে ঢুকে ও আগুন ধরিয়ে দেয়।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— সময় সংক্ষেপ। শেষ করুন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী ঃ— শেষ করছি স্যার। উপজাতিদের দোকান পুড়িয়ে দেয়। মম মগ, তার বাজেমালের দোকান, থৈংগ মগ, চায়ের দোকান রেফ্রু মগ, রেশনের দোকান, এ. ডি. সি. এর হেলথের সাব-সেন্টার ছিল তাও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। গরীব উপজাতিরা ভীত সন্ত্রস্ত। স্যার, এটা কিসের রাজত্ব ? শান্তির ? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আমার প্রশ্ন, এটা কি শান্তির রাজত্ব ? এখানে কি শান্তি বিরাজ করছে ? যদি তাঁরা হ্যাঁ বলেন, তাহলে আমার বলার কিছু নেই। ত্রিপুরাবাসী তার বিচার করবে।

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ ঃ—ফটিকরায়ে বিচার করেছে)

ফটিকরায়ের কথা বলছেন ? মতিবাবু ছিলেন। মতিবাবু রাস্তায় ছিলেন, আর আমাকে আক্রমন করল। কাজেই স্যার, এটা ভারতবর্ষের মানুষ স্বীকার করবে ? ত্রিপুরার মানুষ স্বীকার করবে ? এই বলেই বাজেটের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় মহোদয়কে ওনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরসিকলাল রায় (সোনামুড়া) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছিলেন আমি সে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। স্যার, বিগত খুন, সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের ১০ বৎসর পর এই প্রথম ত্রিপুরার নূতন একজন অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরা বাসীকে সুন্দর একটা বাজেট উপহার দিয়েছেন। আমি আশা করব, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে ত্রিপুরার জনগনের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার স্বার্থে, সন্ত্রাসবাদ রোধের স্বার্থে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়গন এই বাজেটের বিরোধীতা করবেন না। ত্রিপুরার সর্বনাশ ডেকে আনবেন না। বিগত ১০ বৎসর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে যে বামফ্রন্ট সরকার ছিল, তাঁরা কেন্দ্র থেকে যে পরিমান অর্থই আনেন না কেন ত্রিপুরার কোন উন্নয়ন—মুলক কাজে তাঁরা তা ব্যবহার করেন নি। বরং যা কিছু ছিল, সেগুলিকে আরও ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। যে ত্রিপুরাতে খুন সন্ত্রাস, দাঙ্গার কোন অভাব মাত্রই ছিল না, বামফ্রন্ট সরকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই

এই সমস্ত খুন, সন্ত্রাস, দাঙ্গা করে ত্রিপুরাকে ক্রমশই ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা উনারা অস্বীকার করতে পারবেন না। আমি অত্যন্ত খুশী যে হাউসে বিরোধী দলনেতা আজকে উপস্থিত ছিলেন। উনি কি অস্বীকার করতে পারবেন যে ১৯৮০ ইং সালে দাঙ্গার পূর্ব্ব মুহুর্ত্তে তত্‌কালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে ঘুমে রেখে হঠাৎ করেই পাঁচশত বন্দুকেরলাইসেন্স ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বন্দুকের লাইসেন্স তখন দেওয়া হয়েছিল কিনা, উনারাতো এখন ক্ষমতায় আছেন, উনাদের হোম মিনিষ্টার এটা এখন তদন্ত করে দেখতে পারেন। একজন দায়িত্বশীল মেম্বার এ ধরনের অসত্য ভাষণ বলেন কি করে ?

শ্রী রসিকলাল রায় ঃ— প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে, এই বাজেটে কোন উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা নেই। এই কথা তিনি বলতে পারতেন যেটা ১০ বছরে সৃষ্টি করেছেন খুন— খারাপির কোন কথা বাজেটে নেই সে হেতু আমি এই বাজেটকে সমর্থন করবো না, এই কথা বললে উনার পক্ষে এটা শোভা পেত, কারন এ ব্যাপারে প্রমানের অভাব নেই। বর্ত্তমান বিরোধী বেঞ্চের উপনেতা যৌথভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশ মানুষকে খুন করার জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এসের প্রতিরোধে সেট করতে পারেন নাই, সেটা অস্বীকার করার কিছু নেই। আপনি (দশরথ বাবু) হাসছেন, যিনি হাসছেন উনার ইতিহাস আছে, মান্দাইয়ের ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভুলে নি। মান্দাইয়ের ঘটনাকে ডাকা দেবার জন্য তৎকালীন সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় মান্দাইকে স্বর্গ রাজ্য করে মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছেন। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় মানুষকে খুন করার পর আজকে এই রাজ্যের বিধানসভায় সমালোচনা করার সুযোগ পেয়েছেন। আপনারা কি অস্বীকার করতে পারবেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে আপনাদের শাসনে মা—বোনেরা ইজ্জত হারায় নি হাজার হাজার মানুষ গোমতী দিয়ে ভেসে যায় নি ? যে বিরোধী সদস্যরা বসে আছেন, আপনাদের, হাজার হাজার ক্যাডাররা উগ্রপন্থীর ড্রেস পড়ে হাজার হাজার মানুষকে রামদা দিয়ে কেটে গোমতীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। আজকে কংগ্রেস, টি, ইউ, জি, এস থাকার কারনে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এখনে দাঁড়িয়ে বিরোধীতা করছেন আপনাদের কোন অধিকার নেই। যদি অন্য কোন দল এই বেঞ্চে থাকত তাহলে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দলকে কথা বলার কোন সুযোগ দেওয়া, হত না। সত্যিই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আপনারা মানুষ মনে করেন নি কারন তখন আমরা বহু চিৎকার করেছিলাম পুলিশ প্রশাসনকে ঠিক করার জন্য, পুলিশ

প্রশাসনকে কাজে লাগানোর জন্য এবং সেই প্রশাসনকে শাসন করার জন্য আপনারা অস্বীকার করবেন যারা যারা দাঙ্গার সৃষ্টি করেছেন যারা উগ্রপন্থী সেজে এসেছে তারা গণমুক্তি পরিষদের নয় মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নয়, ? বিজয় রাংখলকে ডেকে গোপন আলোচনা করেছিলেন কারা ?

সেই বিজয় রাংখলকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে পার করে দিয়েছিলেন কারা ? ত্রিপুরার মানুষকে বোকা বানিয়েছিল। আজকে সঠিক জবাব দিয়েছেন ত্রিপুরার মানুষ। বুঝে নিন, কোথায় ছিলেন আর কোথায় গেছেন ? আপনার ইতিহাস ? ত্রিপরা রাজ্যের মানুষের রক্ত টগবগ করছে। রাস্তায় ঘাটে আপনার যদি দেখা পাই বড় ভাইয়ের মত সম্মান করি, আপনি মানুষকে চোখ উল্টিয়ে আঙুল দেখিয়ে কিভাবে শাসন করেছেন তা লক্ষ্য করেছি। আমি কিছু বলবনা। ত্রিপুরার মানুষ আপনাকে ক্ষমা করবেনা। মানুষকে আপনি গরুর মত চরিয়েছেন। আপনার মত ব্যক্তি সোনামুড়ার বুকে নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যে যার কোয়ালিফিকেশান ক্লাস—থ্রিও নয়, এম, এ, পাশ ছেলের ইন্টারভিউ গ্রহণ করিয়েছেন। আপনারা শিক্ষিত সমাজের লোক ? ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন ? লজ্জা করেনা ? আপনারা মানুষের কাছে মুখ দেখাবেননা। আপনি ছদ্মবেশী একজন লিডার ত্রিপুরার। আপনি সত্যিকারের ত্রিপুরা রাজ্যের নরঘাতক।

শ্রী সমর চৌধুরী :— পয়েন্ট অব অর্ডার এইটা ত শুধু আনপার্লামেন্টারী নয়, এইটা সাংঘাতিক ধরনের একটা বক্তব্য মাননীয় সদস্য বলেছেন। দশরথ দেব নরঘাতক। উনি নাম উল্লেখ করেছেন। আপনি এইটা অ্যাক্সপানজ করার জন্য অর্ডার দিন।

শ্রী রসিকলাল রায় :— এইটা পয়েন্ট অফ অর্ডার হয়না। কারন আপনারা ছদ্মবেশী নেতা। কেউ বাঙ্গালীদের নেতা, কেউ ট্রাইবেল নেতা, কেউ চাকমা নেতা,। ট্রাইবেলদের দিয়ে বাঙ্গালীকে খুন করান, বাঙ্গালীদের দিয়ে ট্রাইবেলদের খুন করান।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা বসুন। (গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে কারোর নাম উল্লেখ করেননি। আপনি নরঘাতক বলেছেন। যিনি দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছেন আমি ত মনে করব তিনি নরঘাতক হতে পারেন। উনি নাম বলেননি।

শ্রী দশরথ দেব :— আমার বলার অধিকার আছে। এইটা লিডার অফ দি হাউস বললেই হবেনা। লিডার অফ দি হাউস বলেছেন যে রসিক লাল রায় নাম বলেননি। লেট হিম টু সে যে

আমি কারো নাম বলিনি। ইট স্যুড বি রেকর্ডেড। উনি বলুন কারো নাম বলেননি। তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

শ্রী রসিকলাল রায় :— আমি বলছি কারো নাম বলিনি। আমি যা বলেছি আমি আবার বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যে বিগত দিনে যে নরঘাতকতার কাজ হয়েছে সেটা খুবই দুঃখজনক। শুধু খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। ত্রিপুরার জনসাধারণকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য যে প্রচেষ্টা ছিল তারও বহু নজির বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি করে গেছে।

আপনারা বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে উন্নয়ন-মূলক কোন পরিকল্পনা নাই. অর্থনৈতিক কোন পরিকল্পনা নাই বড় দুর্ভাগ্য, বইতে যে আছে, আর মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন, তখন কি আপনার মাননীয় বিরোধী ব্যাঞ্চের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন না, আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে এই সরকারের উন্নয়ন-মূলক চিন্তাধারা নাই, আপনাদের যা ছিল চিন্তাধারা সেই চিন্তা ধারার উপরইতো থাকবে আপনাদের অভিজ্ঞতা. এর বেশী আসার কথা না। তবে বিরোধী ব্যাঞ্চ থেকে বক্তব্য রেখেছেন যে আমরা চটকল চালু করেছি, তা একটা জিনিষ কি আপনারা লক্ষ্য করেননি যে, আপনারা চটকলের বাবদ বৎসরে ২ কোটি টাকা লোকসান দিতেন, আর আজকে আমরা কংগ্রেস টি. ইউ জে এস, সরকারে আসার পর থেকে যে হিসাবটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন এইটা উন্নয়ন-মূলক নয়, না? যেখানে আপনারা চট কলে ৬০ মেগাওয়াট চট লাগাতেন সেখানে আজকে পার ডে ১৭. থেকে ১৯ চট লাগাচ্ছে, এইটা উন্নয়ন না, এইটা পরিকল্পনা উন্নয়নমূখী না, উদ্যোগ উন্নয়ন মূখী না। উন্নয়ন মুখী ছিল আপনাদের এই চটকলের ভিতরে চট তৈরী না করে রামদা তৈরী করাটা, এইটা কি মিথ্যা ?• বিগত দিনে সরকারের প্রতিনিধিত্বে শ্রমিকদের কাছে গিয়ে বলতে পারেন যে এখানে পূজা কেন ? বিশ্বকর্মার বাবার নাম কি, আর দুই দিন পরে আপনার বাবার নাম আপনি ভুলে যাবেন। মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তাই বলে, তাদের বাবার নাম মনে থাকে না। ত্রিপুরা রাজ্যে থেকে দেবতার নাম না নিলে ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করতে দেব না, চলে যেতে পারেন। কেন এই কথা বল্লে কি অপরাধ আছে, ? আমরা কি মানুষ নই, না কি অমানুষ ? মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওনারা বলেছেন যে ইণ্ডাষ্ট্রি করতে গিয়ে ওনারা ইটের ভাট্টা করেছেন, ভাল কথা, আপনারা জানেন এই সরকারী ইটের ভাট্টায় কি হয়েছে, আমার পাবলিকের টাকা আত্মসাৎ করে সেই ইটের ভাট্টা, তৈরী করেছেন, আজকে সেই টাকা দিয়ে ওনার পুষ্ট ব্যক্তিরা কয়েক মাসের মধ্যেই বাড়ীতে পাকা ভিটি করেছেন। তহবিলে হাত দিলে নাই পয়সা, বেকুবের জন্য সরকার ছিল একটা। আর ত্রিপুরা

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

রাজ্যের মানুষকে কি বলা হয়েছিল ? হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা কারচুপি করে আজকে গনেশ ঠাকুর হয়ে এই বিশ্বকর্মার বাপের নাম ভুলে গিয়ে আজ এই বিরোধী বেঞ্চে বসেছেন।

ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তাদেরকে বসিয়েছিল কি এই হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকা কারচুপি করার জন্য ? তার উত্তর দিতে হয়েছে আজকে বিরোধী দলের বেঞ্চে বসে। জনগণ ঠিক বিচার করে আজকে তাদেরকে বিরোধী দলের বেঞ্চে বসিয়েছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার নব — নির্বাচিত সরকার এই হাউজে যে বাজেট পেশ করেছে সেটা বিগত দিনের সরকারের দিকে লক্ষ্য রেখেই পেশ করেছে যে সেদিন তারা এখানে প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে চলে যেত। আজকে এই নব—নির্বাচিত সরকার দেখিয়ে দিয়েছে যে কিভাবে রাজ্যে শান্তি—শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় সন্ত্রাস মুক্ত করে। আজকে তারা দেখতে পাচ্ছে যে কিভাবে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির টি. এন, ভি, দলকে গর্তে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমরা বিরোধী দলে থাকতে চিৎকার করেছিলাম ত্রিপুরা রাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষণা করার জন্য কিন্তু করা হয়নি। কারণ উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করলে যে তাদের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়বে। এই উগ্রপন্থী কারা আজকে মানুষ দেখেছে। আমরা বলেছি সেনাবাহিনীকে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বাঁচাও। সেদিন যখন কেন্দ্রীয় সরকার বলতেন তখন ওনারা বলতেন যে, রাজীব গান্ধীর কথায় হবেনা। আমরা বেছে বেছে সেনাবাহিনী আনব। তারা ত বেছে বেছে আসাম রাইফেলস্ এনেছিল। আজকে লজ্জা করেনা সেই আসাম রাইফেলস্ — এর বিরুদ্ধে কথা বলতে ? আমাদের সরকার পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছে যে দুর্নীতি ধরা পড়লে রেহাই নাই সে যে কোন ব্যক্তিই হউক। আগে আমরা কি দেখতাম ? আমরা দেখতাম "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" করত রামদা কাঁধে নিয়ে। এই রাম দা কাঁধে নিয়ে মিছিল করত। সেদিন হাজার হাজার গণমুক্তি পরিষদের লোক রাম দা মিছিল করেছিল। আর নৃপেনবাবু সেটাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী অনিল সরকারও এরকম ক্যাডার পুষতেন।

এখানে তো প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন— মাননীয় শ্রী অনিল সরকার মহাশয়। তিনিই বলুন বামফ্রন্ট ত্রিপুরার জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিগত দশ বছরে সে প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন কি না ? না করা হয়নি। আজকে ত্রিপুরায় যে কংগ্রেস— টি. ইউ জে. এস. জোট সরকার এসেছেন, সেই সরকার ত্রিপুরার সাধারন মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ রূপে পালন করবেন বলেছেন। আজকে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে এই ত্রিপুরাকে

তারা সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— (ঋষ্যমুখ) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে বাজেট এইখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বক্তব্য রেখেছেন এই বাজেটকে আমরা কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারছি না। কারন এইবাজেট ত্রিপুরার গরীব মানুষের বাজেট নয়। এই বাজেট কায়েমী স্বার্থবাদীদের জন্য বাজেট। আমি শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আপনাদের বলতে চাই যে, যেখানে গ্রামীন উন্নয়নের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে- এন, আর, ই, পি, ইত্যাদি কাজের জন্যে অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে ১৬ লক্ষ এন আর, ই, পি, জন্য রাখা হয়েছে ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার, আর, এল, ই জি, পি র জন্য রাখা রয়েছে ৬ লক্ষ ৩১ হাজার, সব মিলিযে ৩২ লক্ষ শ্রম দিবস। এখানে সরকার পক্ষের যারা রয়েছেন তাদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন যে এই লেবার কার্ড যখন ইস্যু করা হয় বিভিন্ন পঞ্চায়েতে প্রায় ৮ লক্ষ লেবার কার্ড বিলি করা হয়। তার মধ্যে ৪ লক্ষ হচ্ছে (এ) ক্যাটাগরী সরকারী সিদ্ধান্ত হলো সারা বছরই তারা কাজ করবেন। আর বাকি ৪ লক্ষ সব মিলিযে তাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে প্রতি বছরে অন্ততঃ তাদের ১০০ দিন কাজ দেওয়া হবে। অথচ এখানে বাজেটে মাত্র ৩২ লক্ষ শ্রম দিবসের সংস্থান রাখা হয়েছে। এতে গরীব যারা গ্রামে বাস করেন তাদের কয় দিন চলবে ? এক বছরের মধ্যে হয়তো চার দিন তারা কাজ পাবে। কাজেই আপনারা এইটাকে যে গরীব মানুষের বাজেট বলছেন, এই বাজেট তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে কি ?

আপনারা এই পাঁচ মাসে দেখেছি বিশেষ করে সরকার পক্ষের যারা দায়িত্বে রয়েছেন— এই যে আট মন্ত্রী তাঁদের প্রত্যেকের পাইলট কার হচ্ছে দুটি, উনারা যদি দিল্লী বা কলকাতা যান তখন উনাদের সঙ্গে বেসরকারী মস্তান যায় ১০ জন, তারপর সিকিউরিটি বাহিনী, অফিসার ইত্যাদি মিলিযে গোটা ৪০ থেকে ৫০ জন সঙ্গে যান। তারপর সেখানে আর বিগত দশ বছর বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কোন মন্ত্রী দিল্লী বা কলকাতা বা বাইরে কোথাও গেলে তাদের সঙ্গে কোন পি, এ, পর্যান্ত নেননি। এই তো গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ।

তারপর মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাজ্যের রাস্তা দিয়ে মন্ত্রীরা, শুধু মন্ত্রী নন্, এম, এল, এ, বা অনেকেই আছেন এম, এল, এ—ও নন, কেউ হয়তো বা গত নির্বাচনে পরাজিত হযেছিলেন তারাও যখন এই রাজ্যের রাস্তা দিয়ে যান তখন তারা সরকারী গাড়ী লালবাতি জ্বালিয়ে ঘুরছেন। এই

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

হচ্ছে বর্তমান গরীব সরকারের নমুনা। কাজেই এই সরকার যে বাজেট করেছেন সেই বাজেট কি এই ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে?

আজকে আপনারা বলছেন আমরা শুধু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছি। কিন্তু কংগ্রেসের ২৮ বছরে যা করতে পারেনি আমরা বামফ্রন্ট সরকার বিগত দশ বছরে তার চেয়ে অনেক বেশী করতে পেরেছি। আর মাননীয় সুধীরবাবু আপনাকে বলতে চাই যে, আপনি ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখুন আগে যারা বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সেই ডঃ বিধানচন্দ্র রায় তারা নিজেদের রাজ্যের গরীব মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্যে কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন এবং এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়েই তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। অন্যভাবে তারা এটা করতে পারতেন কি?

আমি গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি-এস, ডি, ও, বি, ডি ও তাদের সঙ্গে দেখা করেছি-একজন গরীব মানুষ তার চিকিৎসার জন্য কিছু সাহায্য ডি, আর, ফাণ্ড থেকে সেই সাহায্য দেওয়া হতে পারে—সে গরীব লোকটি যখন দরখাস্ত করেন তখন এস, ডি, ও, এবং বি, ডি, ও, তারা শুধু হাসাহাসি করেন সাহায্য করা তো দূরে থাকুক। কাজেই যে সরকারের মন্ত্রীর সংগে রাজ্যের বাইরে ৭০ জন লোক যায়, একটা প্রোগ্রামে যখন ছয়জন মন্ত্রী যান—বলেন ১০০ জনের খাবার অর্ডার দিতে হবে। যেমন তেমন খাওয়া চলবে না। অফিসার কি তার নিজের টাকা দিয়ে খাওয়াবেন? নিউক্লিয়াস বাজেট থেকে টাকা, ডি, আর,—এর টাকা। মফঃস্বলে গিয়ে কয়জন মন্ত্রী নিজের পয়সায় খাওয়া দাওয়া করেন? একজন মন্ত্রী যান, সেখানে হাজার হাজার টাকা বি, ডি, ও, দের খরচ করতে হয়। গরীব মানুষেরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিকিৎসার জন্য টাকা দরখাস্ত করে। তাদের দুইশত টাকা করে দেওয়া হয়। কলকাতায় গিয়ে ২০০ টাকায় চিকিৎসা করা চলে? আমি পত্রিকায় দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের টাকা কাদের কাছে যাচ্ছে। বিশালগড়ের যোগেশ সাহা, তাকে টাকা দেওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। এখানে বীরবল্লভ সাহা, তাকে দেওয়া হয় ছয় হাজার টাকা। আর গরীব মানুষকে দেওয়া হয় ২০০ টাকা।

আমি একটা প্রশ্ন দিয়েছিলাম, মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি সেটা বাতিল করে দিয়েছেন আই, আর, ডি, পি, এস, টি, কর্পোরেশান, এস, সি, কর্পোরেশন এইগুলির জন্য কত টাকা। লক্ষ লক্ষ টাকা স্যাংশান করা হয়েছিল। কি হীনমন্যতার পরিচয় দিয়েছেন নতুন সরকার। গরীবদের টাকাটা এক কলমের খোঁচায় বাতিল করে দিলেন। ল্যাম্পস এ যে টাকা পাঠানো হয়েছিল, সেটাকে তুলে আনা হয়েছে। এত হীন মনোভাব আর কি পরিচয় দেওয়া যায়?

সবাই চীৎকার করছেন হাত তুলে যে, গত বছরের চেয়ে বেশী টাকা বরাদ্দ করেছেন এবারের বাজেটে। মুদ্রাস্ফীতি কি ঘটেছে সেটা কি দেখেছে ? টাকার দর গত বার কত ছিল, এবার কত হয়েছে ? এই বাজেট দিয়ে এই টাকা দিয়ে অন্ততঃ বামফ্রন্ট সরকার যে প্রকল্পগুলি রেখে গেছেন সেগুলি রূপায়িত করার ক্ষমতা আছে ? এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কতদিন চালাবেন ? বাজেটের মধ্যে তিনটা কথা বলবার চেষ্টা করছেন—'স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং প্রগতি।' এই তিনটা তাঁদের মুলমন্ত্র। এই শান্তি কি শ্মশানের শান্তি ? পাঁচ মাসের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে এনেছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে নেই। আমি জানিনা তিনি থাকলে কি বলতেন। একটা ঘটনা তুলে ধরছি।

গত ৪ মাসে শুধু বিলোনীয়া মহকুমায় বামপন্থী কর্মীদের শায়েস্তা করার জন্য ১৩৫টি নূতন মামলা সাজান হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ১২'১৩শ মানুষকে যুক্ত করা হয়েছে। ৪০ জন কর্মীকে জেল নিয়ে তাদের উপর মারধোর করা হয়েছে। ২০০ কর্মীকে জেলে আটক করে রাখা হয়েছে। ৩০০ কর্মীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের ৫০০ থেকে ১,৫০০ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা হয়েছে বলা হচ্ছে এই জরিমানার টাকা দিলে তোমাদের বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হবে। গত ১৫ই মে আমাদের বামফ্রন্টের কর্মী মনীন্দ্র দেবনাথ তাকে খুন করা হল। খুনের আগে তাকে বলা হয়েছিল তোমাকে ৫ হাজার টাকা দিতে হবে নইলে তোকে কি শাস্তি দেওয়া হবে সেটা তুমি ভাবতে পারবে না। সে এস. আর, ই, পি,র কাজ করে খায়, একজন শ্রমিক সে কোথায় পাবে ৫ হাজার টাকা ? তাকে খুন করা হল। গোটা পরিবারটিকে শেষ করে দেওয়া হল। তার ৩টি শিশু সন্তান এবং বৃদ্ধা মাকে নিয়ে তার স্ত্রী আজকে অসহায়। কোথায় দাঁড়াবে আজকে তারা ? তারপর তাকে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হল. প্রচার করে দেওয়া হল সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সে কেন আত্মহত্যা করল—আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সব কিছু হাফিজ করে দিলেন।

৪০ ঘন্টা পরে পোষ্ট মরটেম করা হল যাতে চিহ্ন কিছু না পায়। একজন দেবনাথ সম্প্রদায়ের লোক মৃত্যুর পরে মাটি দেওয়া হয়। গ্রামবাসীরা যারা দিয়েছিলেন মাটি দিতে দুর্বৃত্তরা তাদেরকে গ্রাম ছাড়া করল। শুধু এই সময় নয়, জোট সরকার আসার পরেই তা হয়েছিল। প্রকাশ্যে দিনের বেলায় বাড়ীতে ঢুকে নেপাল সরকারকে পিটিয়ে হত্যা করছে।

মিঃ স্পীকার :— সময় শেষ। আপনি ২০ মিনিট বলেছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী:— স্যার আমি তো মাত্র ১০ মিনিট বললাম। রসিকবাবু ৩—২৫ মিনিটে শেষ করার পর আমি বলতে উঠেছি। আমি মাত্র ১০ মিনিট বলেছি।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

মিঃ স্পীকার ঃ— ঠিক আছে, আর ৫ মিনিট বলুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী ঃ— ১৪ই ফেব্রুয়ারী তপন দেবনাথকে গ্রেপ্তার করা হল। ৮৭ দিন থানার লক আপের এস. বি. সেলে রাখা হল। ৩০০০ পাওয়ারের বালবের নীচে রেখে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হল, জল খেতে চাইলে তাকে নিজের প্রস্রাব খাওয়ান হল। কি নির্মম, ভয়াবহ পাশবিক ব্যবহার। আর বলা হল, বিধায়ক অমল মল্লিক আক্রান্ত। আমি সেখানে গেলাম। ঘটনা কি ? ঘটনা হচ্ছে, ১৯৮৪ সালের কংগ্রেস গুণ্ডারা সেই শান্তি পাল, নারায়ণ ভৌমিক, ভবতোষ ভৌমিক, বাদল ভৌমিক স্বামীর সামনে স্ত্রীকে ধর্ষণ করল। মামলা হল। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মামলা প্রত্যাহার করা হল। মন্টু দাসকে বলা হল বিবৃতি প্রত্যাহার করার জন্য। সে রাজী হল না। খড়ের গাদায় বন্দুকের নল ঢুকিয়ে প্রকাশ্য দিনের বেলায় তাকে গ্রেপ্তার করা হল। এখান থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিবৃতি দিলেন, সি. পি. আই. (এম) এর লোক বিধায়ক অমল মল্লিককে খুন করতে চায়। একই ঘটনা সেখানেও। আমি বলতে চাই না চিত্তপাড়ার মানিক দেবনাথ, রাখাল দাস, টিপু সরকার, ধীরেন্দ্র দে, প্রদীপ পাল, বাবুল সরকার, সুধীর পাল, রাজনগরের ছাত্র—রথীন্দ্র দাস, শঙ্কর দত্ত, জগদীশ দাস, জোলাইবাড়ী-বাইখোরা অঞ্চলের বিষ্ণু চৌধুরী, সুদাম বৈষ্ণব, নারায়ন পাল, সাধন সরকার, অর্জুন নমঃ, হিমাদ্রী চক্রবর্তী, সূর্য্য ত্রিপুরা, হরিমোহন ত্রিপুরা, দৈত্যমোহন ত্রিপুরা, ঋষ্যমুখের সুধন মুহুরী, শান্তির বাজারের শ্রীহরি সরকার, সুভাষ মজুমদার, পরেশ মারাক, উত্তর ভারতচন্দ্র নগরের মন্টু দাস, শ্রীমুখ প্রমুখ ৪০ জন লোককে জঘন্য নির্য্যাতন চালান হল। এটা কি গণতন্ত্র ? এইভাবে বিরোধী দলের কি কণ্ঠরোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ? আমি যে নামগুলি বললাম, আপনি খতিয়ে দেখুন, তাদের নামে কোন কেস আছে কিনা ? তদন্ত করে দেখুন। ল্যাম্পসের কর্মচারী সুধন ত্রিপুরাকে ঐ কংগ্রেসী গুণ্ডারা আক্রমন করল। বাইখোরা থানায় গিয়ে উপ-প্রধান সূর্য্যমোহন ত্রিপুরাকে হত্যা করার চক্রান্ত করা হয়েছিল। এই চক্রান্তে বাইখোরা থানায় তাদের উপর চলল নির্মম অত্যাচার। কোর্টে আনলে হাকিম হাসপাতালে ভর্তি করার কথা বলেন। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমি হাসপাতালে গেলাম দেখতে। গিয়ে কি দেখলাম ? দেখলাম, হাতে-পায়ে বেড়ি দেওয়া। কি সভ্য সরকার ? একজন অসুস্থ লোককে হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হচ্ছে, হাত-পা বাধা অবস্থায় ? আমি ডাক্তারবাবুকে বললাম দরকার নেই তাকে হাসপাতালে চিকিৎসার করানোর, তাকে আবার জেলখানায় ফেরৎ পাঠিয়ে দিন। আমি এখানে তথ্য দিয়ে বলতে চাই

—পশ্চিম পিলাক, নলুয়া, মধ্য পিলাক, চিতামারা, দক্ষিণ ইচাছড়া, এস বি. সি. নগর, লালগাং বাইখোড়া অঞ্চল, মতাই খষ্যমুখ, রাজনগর, ৩০০ জন লোকের উপর জিজিয়া কর বসানো হয়েছে। টাকা দিতে হবে, নাহলে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আজকে টাকা দিতে না পারায় পশ্চিম পিলাক থেকে ৪০ জন, নলুয়া থেকে ১৪ জন, মধ্য পিলাক থেকে ১৪ জন, চিতামারা থেকে ১৬ জন, দক্ষিণ ইচাছড়া থেকে ৫ জন, এস. বি. সি. নগর থেকে ১০ জন, লাউগাং বাইখোড়া অঞ্চল থেকে ৯জন, মতাই-খষ্যমুখ অঞ্চল থেকে ৭ জন, রাজনগর থেকে ৫ জন, প্রায় ২০০ জনের উপর লোক এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছে টাকা দিতে না পারার দরুন। স্যার, ১লা জুলাই কি ঘটনা ঘটেছিল বড়পাথরিতে? আমি জানিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার জবাব দেবেন কিনা। বড়পাথরিতে মাতুয়ার বিলে নববিবাহিতা স্বপ্না নাগ তার বিবাহের চতুর্থ দিনেই কংগ্রেস আই গুণ্ডা তপন ঘোষ, দুর্গাচরণ সরকার রাতের অন্ধকারে তার উপর ধর্ষণ করে। তার ছোট বোন বিজলী সরকারের উপর আক্রমন করা হলো। একটা লোক গ্রেপ্তার হোল না। কি করে হবে? যেখানে ১লা জুলাই সমাবেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় বলেন--সি, পি, আই (এম) যে ভাষা বোঝে সে ভাষায় জবাব দাও। আমি তোমাদের পাশে আছি। আজকে উজান ময়দানের ঘটনায় যেখানে ট্রাইবেল মা-বোনেরা অত্যাচারিতা হন, সেখানে এই ঘটনাটি কে অস্বীকার করে ট্রাইবেল মা-বোনদেরকে বেশ্যা বলে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং এই সরকারের কাছে আমরা এর চেয়ে বেশী কি আশা করতে পারি?

শ্রীজওহর সাহা :—(রাষ্ট্রমন্ত্রী) পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, পার্লামেন্টারী প্রসিডিউরে 'বেশ্যা' শব্দটি সম্ভবতঃ ব্যবহার করা হয় না। এটাকে এ্যাকস্পাঞ্জড করা হোক।

স্যার, আমি দাবী করছি আমি যে সমস্ত ঘটনাগুলি এখানে উল্লেখ করেছি, সেগুলি সত্য কিনা যাচাই করার জন্য এই বিধানসভা থেকে ফ্যাক্টস ফাণ্ডিং কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হোক। এই কমিটি বিলোনীয়া, সাব্রুম, উদয়পুরে যে-সমস্ত ঘটনাগুলি ঘটেছে তার সত্যতা যাচাই করে দেখুন। এই রাজ্যবাসীর স্বার্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কমিটি গঠন করুন। দেখুন বিগত ১০ বৎসরে কি চলছিল আর আজকে কি চলছে। আজকে কংগ্রেসী মস্তানেরা থানায় বসে নোট তৈরী করে কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে, কাকে খুন করতে হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে অবস্থা চলছে তাতে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি সমগ্র অঞ্চলে নিরাপত্তার স্বার্থে বিধানসভা থেকে একটা ফ্যাক্টস ফাণ্ডিং কমিটি গঠন করে আমার এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করেন। এই দাবী জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজওহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীজওহর সাহা ঃ— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৮-৮৯ ইং সালের যে পূর্ণাংগ বাজেট এই সভায় পেশ করেছেন আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে বেলা ১টা থেকে যে আলোচনা শুরু হয়েছে বিশেষ করে বিরোধী দলের যে-সকল সদস্য এই বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এটা শোনার পরে এইটুকু মনে মনে হলো, জলাতঙ্ক রোগী জল দেখলে যে-ভাবে পায় এই নূতন কংগ্রেস টি ইউ, জে এস, জোট সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন এই রাজ্যের গরীব শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, কৃষকদের স্বার্থে এটা এত বেশী জন-কল্যাণমূখী বাজেট ঠিক জলাতঙ্ক রোগীর মতো আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা এই বাজেটকে দেখে তারা ভয় পেয়ে যাচ্ছেন। আমরা উনাদের আশ্বাস দিয়ে এইটুকু বলতে পারি, আপনারা ১০ বছর এই রাজ্যে শাসনের নামে যেভাবে শোষণ করে গরীব মেহনতি মানুষকে বঞ্চিত করেছিলেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করে দেখুন এই বাজেটকে বাস্তবায়িত করার যে প্রয়াস নিয়েছেন আমাদের সরকার এটা যদি আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি তাহলে ওদের পায়ের তলায় মাটি ছড়ে যাবে এটা যেমন বাস্তব সত্য, আগামী দিনে ওদের ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরা থেকে উচ্ছেদ করবে, এটা নিশ্চিত। এই বাজেটের তারা বিরোধীতা করেছেন মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেনবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন এই বাজেটের উপর এটা উনি বলেছেন, ২৮ বছর এই রাজ্য শাসন করতে গিয়ে যে টাকা তৎকালীন সরকার পেয়েছিলেন সেই টাকাতে এই রাজ্যের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল, এই রাজ্যের ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল নির্মান হয়েছিল, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ এইগুলি সেই সরকারের আমলে হয়েছে। কিন্তু তারপরে ১০ বছরের ক্ষতিয়ান হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন, ২৮ বছর কংগ্রেস যে সীমিত টাকা দিয়েছিলেন তা দিয়ে এত বড় শিল্প এবং রাজ্যের সম্পদ তাঁরা গড়তে পেরেছিলেন। ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার আরও অনেক বেশী টাকা দিয়েছিলেন অথচ এই রাজ্যে একটা শিল্প কারখানা স্থাপন করতে পারলেন না। এটার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না, সেই টাকাটা কাদের জন্য ব্যয়িত হয়েছিল তার পরিসংখ্যান তাঁরা দিলেন না। তবে আমি বিরোধী দলকে আশ্বস্ত করতে চাই, আপনাদের একটু খতিয়ান দিয়ে দিচ্ছি, আগরতলা

মিউনিসিপ্যালিটিতে ১০ বছর পরিচালনা করতে গিয়ে এক লক্ষ টাকার মতো তছরূপ হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আমার স্বায়ত্ব শাসন নিয়ে যখন আলোচনা হবে তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য আমি আপনার মাধ্যমে ওদের ওয়াকিবহাল করবো। এছাড়াও এই রাজ্যের সমবায়ের নাম করে, মাননীয় সদস্য বিদ্যাবাবু এখানে নেই, আমি আশা করি উনি আমার সাথে এই ব্যাপারে এক মত হবেন যে, সমবায়ের নাম করে উনার ছেলেকে পাইয়ে দেওয়া হয়েছে মোটর শ্রমিকের নাম করে সমবায়ের কয়েক লক্ষ টাকা। এছাড়া উনাদের দলের বাদল বাবু কিছুক্ষন আগে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন, আজকে বলতে হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষের কাছে ওদের ১০ বছরের মুখোসটা খুলে দেবার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ দায়িত্ব দিয়েছেন। উনার একজন ভাই ডাক্তার আছে. সরকারের কোষাগার থেকে উনি জেহাদ করেছেন এখানকার মন্ত্রীরা, দিল্লী যাওয়ার পথে লোক নিয়ে গিয়েছে। উনার ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী সরকারী টাকায় দিল্লীতে গিয়েছেন, এটা কি গণতন্ত্রের নমুনা ?

শ্রীবাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে কথা বলছেন, কত তারিখ তাঁরা দিল্লীতে গিয়েছিলেন এই তথ্য তিনি দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :— এটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, একজনের নামে যা কিছু বললেই তো আর হলো না

শ্রীনকুল দাস :—স্যার এটা এক্সপাঞ্জড্ করা হোক।

শ্রীবাদল চৌধুরী : না, স্যার, একজনের নামে কুৎসা রটনা করা হবে. এটা তো হতে পারে না স্যার।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—আপনাদের রূপটা বের করে দিতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যেটা বলতে চাই…

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যখন কোন অভিযোগ আনা হয়, সেই যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে উনি যদি সরাসরি হাউসের মেম্বারও, না হয়, তবুও সেই অভিযোগ হাউসে অ্যাপ্রুভ করতে হবে।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— সরকারী কোষাগার থেকে কিভাবে টাকা নয়ছয় হয়েছে সেই তথ্য আছে। প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রী যিনি ত্রিপুরায় শিল্প করে গেছেন তা হল রাম দা শিল্প। স্বামী, সন্তান হারানোর শিল্প ত্রিপুরাতে করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে জুট মিলটাকে কতগুলি খুনীর আশ্রয় স্থল করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে শ্রমিকদের যে চা বাগান সেটা বারটায় বাজিয়ে দিয়েছেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা অভিযোগ করেছেন, রাজ্যের নতুন সরকার নাকি

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

চায়ের শিল্পের যে উন্নয়ন তার ব্যবস্থা করেননি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বিস্তৃতে ব্যাখ্যা দেবেন। আমরা দেখেছি সাব্রুমে সমবায় চা বাগানগুলিতে বা সদরের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কমলপুরে বাগানগুলিতে যেখানে সমবায় চা বাগান আছে সেগুলি যারা পরিচালনা করতেন সেগুলি কিছু পেটুয়া কমরেডদের হাতে ছিল। সেগুলি কি হয়েছে? লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় করা হয়েছে। নীলাম করা হয়েছে। মাত্র ২ টাকা কেজি করে চা। বলা হয়েছে ডেমেইজ। এই নিয়ে ১ কোটি টাকা তছরুপ করা হয়েছে। কিছু পেটুয়া কমরেড এবং দলীয় তহবিলে গিয়েছে। সরকারী পরিসংখ্যানে তার তথ্য পাওয়া যাব। মাননীয় স্পীকার স্যার, জুট মিলকে খুনীদের আশ্রয়স্থল করা হয়েছিল। চটকল শিল্পকে বারটা বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। আমাদের নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়ে সেই শিল্পগুলিকে পুনরুদ্ধার করে এই রাজ্যে বেকারদের ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান এবং এই রাজ্যে শিল্প বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিয়েছে। সুতরাং আজকে ওরা তা নিশ্চয়ই এই সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে। যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম আপনারা যখন সরকারে ছিলেন, আপনারা বলেছিলেন তখন দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী সংখ্যা শতকরা ৮৭ জন, কিন্তু কংগ্রেস (আই) এর ২৮ বৎসরের শাসনে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৭ জন। এই ১০ বৎসরে কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আনার পর সেখানে গরীবের সংখ্যা বেড়ে গত ১৯৮২ থেকে ১৯৮৮ র প্রথম দিক পর্য্যন্ত শতকরা ৮৭ জন। ওরা হলেন গরীবের বন্ধু। ওরা নিজেরা গরীবের বন্ধু বলে নিজেকে জাহির করে। আইনশৃংখলার কথা বলেছেন। আগে সন্ধ্যার আগে বাড়ী ফেরা না পর্য্যন্ত পরিবারের সবাই উদ্বিগ্ন থাকত। সন্ধ্যার পরে বাড়ী থেকে কেউ বের হতনা। এখন দেখুন আগরতলা শহরে, এখন সেকেণ্ড শো সিনেমা চলে, গ্রামে গঞ্জে মহকুমায় মানুষ নিশ্চিন্ত চলাফেরা করছে। কোথাও খুন হয়নি। একটাও দিতে পারবেননা। কোথায় গেল খতিয়ান? উনারা বলছেন উাদের কমরেডরা থাকি আক্রান্ত হচ্ছে ক্যাডারগুলি কারা? বিগত দিনগুলিতে যাদের পরিবারে বাবা খুন হয়েছে, যার পরিবারে ভাই খুন হয়েছে, আজকে তারা জবাবদিহি করছে কেন আমার ভাইকে খুন করা হয়েছে, কেন আমার বাবাকে খুন করা হয়েছে। এই জবাব যদি এই খুনের পরিবারের পরিজনদের কাছে কেউ জানতে চায় তাহলে জবাব তাকে দিতে হবে। আপনাদের ভয় পাওয়ার কারন নেই। আপনাদেরকে সিকিউরিটি দেওয়া হয়েছে। উজান ময়দানের ঘটনা, বিদ্যাবাবু আছেন এখানে। উনি বলেছেন উনি প্রথম ৭ তারিখে খবর পান। এই ঘটনা অত্যন্ত পরিকল্পিত ভাবে সাজানো হয়েছিল। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর

নির্দেশে ২রা জুন সেই এলাকায় গিয়েছিলাম। ঘটনা যা ঘটেছিল ঘটনাকে সাজিয়ে বিভিন্ন ভাবে চক্রান্ত করে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ওরা অপবাদ দিয়ে একটা ঘটনা সংগঠিত করার জন্য চেষ্টা করছিলেন।

মিঃ স্পীকার স্যার, সেখানকার প্রকৃত ঘটনাটা কি. ? এই তাদের গনমুক্তি পরিষদের, এক নেতা শিতেধ দেববর্মা ও তাদের পার্টির বিভাগীয় নেতা রঞ্জন রায় তাদের দুই জনের বাড়ীর মাঝামাঝিতে আসাম রাইফেলের একটা ক্যাম্প করেছিল এবং সেখানকার যে, পুলিশ অফিসার ছিল তাকে বিগত দিনে ব্যবহার করা হয়েছিল কোথায় কংগ্রেস আছে কোথায় টি ইউ জে এস আছে, কারা সি পি এম থেকে গিয়ে কংগ্রেস টি ইউ জে এস—এর সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে চিহ্নিত করার কাজ। আর ওরাই উগ্রপন্থী, সাজানো উগ্রপন্থীদের শায়েস্তা করতে বিগত দিনে আমাদের কর্মীদের উপর, সমর্থকদের উপর আসাম রাইফেল দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়েছিল। সেই দিনকার ঘটনাটাও অনুরূপ ভাবে তারা সাজিয়েছিল, তারা চেষ্টা করেছিন এই রাজ্যের কংগ্রেস—টি ইউ জে এস—এর যে সরকার ত্রিপুরাবাসীর ভালবাসা ও আশির্বাদে এসেছে তাকে উচ্ছেদ করার জন্য এই রাজ্যে নূতন করে জাতি—উপজাতির মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা শুরু করেছিল, ব্যস্ত হয়ে তারা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছিল, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল. সেই দিনও তারা সামরিক বাহিনীকে বলেছিল যে উজান ময়দানে উগ্রপন্থীরা এসে চাঁদা সংগ্রহ করছে, কিছু লোকের নামও দিয়ে দেওয়া হল এবং বলা হল, তোমরা গিয়ে তাদেরকে ধরে নিয়ে আস, তারপর দেখবে উগ্রপন্থীদের সব খবর পাবে। এই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে একটা ছোট ঘটনা সেই দিন সংগঠিত হযেছিল। স্যার. আজকে এইটাকে তারা অতিরঞ্জিত করছে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য। কারণ তারা জানে ত্রিপুরার মাটিতে তাদের জায়গা হবেনা। স্যার, আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, এই রাজ্যে কংগ্রেস—টি ইউ জে এস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই বামফ্রন্ট—এর শ্রাদ্ধ কিন্তু ত্রিপুরাতে হয়নি হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে ৮ দিন পরে ত্রিপুরা দিবস। সুতরাং ওরা জানে ত্রিপুরার মাটিতে ওরা গত দশ বছর যেভাবে রক্তে লাল করে গেছেন এইভাবে আর ত্রিপুরাতে রক্তের হুলি তারা খেলতে পারবেন না। ফলে তারা চাইছে সামরিক বাহিনীকে এই রাজ্য থেকে. তাড়িয়ে এই রাজ্যে একটা জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করার জন্য। যদিও সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে এই অপপ্রচার নুতন নয় ১৯৬২ সালে চীন ভারতবর্ষকে আক্রমন করেছে. সেই দিন ভারতবর্ষের রূপকার পণ্ডিত জহরলাল নেহের যিনি প্রধান

মন্ত্রী চৌ এন লাই এর সঙ্গে অনাক্রমন চুক্তি করেছিলেন, স্লোগান উঠেছিল হিন্দি চীনা ভাই ভাই এবং এই, চুক্তি করে বলা হয়েছিল যে চীন ভারতবর্ষকে আক্রমন করবে না ভারতবর্ষের রূপকার প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ চীনকে আক্রমন করবে না, ওনার সেদিন একটা মাত্র লক্ষ্য ছিল যে এই দারিদ্রতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল সেই ভারতবর্ষকে শিল্পে সমৃদ্ধ করে শিল্প মজুত ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু দেখা গেল এই চীন বিশ্বাসঘাতকতা করে ভারতবর্ষকে আক্রমন করল, সেদিন ওদের কি স্লোগান ছিল নৃপেনবাবু, দশরথ বাবু, রানমুর্তি, সুন্দরায়া, নাম্বুদ্রিপাদ ওদের শ্লোগান ছিল চীনের চেয়ারম্যান মাউসেতুঙ নাকি ওদের চেয়ারম্যান।

শ্রীদশরথ দেব :— আমি প্রটেষ্ট করি, এইটা কোন দিনই সি পি এম বলেনি, এই ভদ্রলোক —এর সেই দিন জন্ম হয়নি। কাজেই শিখানো তোতাপাখীর বুলি বলছে। মাকস'বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি কখনও চীনের চেয়াম্যানকে আমাদের চেয়ারম্যান বলেনি, এইটা নকশালদের স্লোগান ছিল যাদের সঙ্গে ওরা বন্ধুত্ব।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী বক্তব্য রাখছেন, ওনার যদি কিছু বলার থাকে উনি প্রতিবাদ করবেন ওনার বক্তব্যের সময়। বক্তব্যের মাঝখানে প্রতিবাদ করবেন না।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে ওনারা আমাদেরকে বাধা দিচ্ছেন যখনই আমরা তাদের সম্পর্কে অতীতের কিছু কথা ত্রিপুরার মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাইছি। এটা বয়সের কারণেই হউক আর বার্ধক্যের কারণেই হউক, তবে বাস্তব ঘটনাকে ওনারা স্বীকার করতে চাননা। কোন্ প্রশ্নে কমিউনিষ্ট পার্টিতে বিভাজন হল ? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ওরা ভারতের স্বাধীনতা বিরোধীতা করেছিল। স্বাধীনতার পরে বলল যে "ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়" বলে ত বি টি রণদিভে পর্যন্ত শ্লোগান তুলেছিলেন। সেদিন কমিউনিষ্ট পার্টি বৃটিশদের, বিদেশী-দের দালালি করেছিল। তারা ত ১৯৭১ সালেও পার্শ্ববর্তী রাজ্য বাংলাদেশে যখন মুক্তি যোদ্ধারা শেখ মুজিবরে নেতৃত্বে দেশের মুক্তি যুদ্ধ করছিল তখন ইন্দিরাকে ইয়াহিয়া বলেছিল, যেহেতু ইন্দিরা গান্ধী তাদের মুক্তি যুদ্ধে সাহায্য সহায়তা করেছিল। তারা কোনটার বিরোধীতা না করে। আজকে আবার সেনাবাহিনীর বিরোধীতা করছে। এক সময়ে নৃপেনবাবু, যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বলেছিলেন যে সমস্ত সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের বক্তব্য নয়, সেনা বাহিনীর একটা অংশের বিরোদ্ধে আমাদের বক্তব্য। এই হল ওদের অতীতের ইতিহাস। এই দেখছি সেনা বাহিনীর বিরুদ্ধে আবার ঐ দেখছি

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। এখন আবার দেখছি ত্রিপুরার মানুষের বিরুদ্ধে, কারণ ত্রিপুরার মানুষ আজকে ওদেরকে চিনে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছে। এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে তারা বলেছিল যে, কংগ্রেসকে ৫ জনের বেশী তারা এখানে আসতে দেবে না। ত্রিপুরার মানুষ তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে। আজকে যে অবস্থা তাতে কি পঞ্চায়েত, কি লোকসভা, কি মিউনিসিপালিটি সর্বত্র ত্রিপুরার মানুষ তাদেরকে এমন শিক্ষা দেবে যে, ত্রিপুরাতে আর না রেখে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে। এটাই হবে তাদের প্রতি ত্রিপুরার মানুষের চুড়ান্ত সাজা। বিগত দিনে তারা মানুষের উপর কি নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছিল তারা এখনও ভুলে যায়নি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিল যে, কর্মচারীরা কোন ডি এ পাওয়া নেই, তারপরে আবার বলছে পাওয়া আছে। ৩য় পে কমিশন ত তারাই বসিয়েছিল কর্মচারীদেরকে লোভ দেখিয়ে এবং নিবাচনের সময় বলেছিল যে, কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসলে এটা দেবেনা। কর্মচারীরা তখন বুঝেছিল সত্য কোনটা কারণ ৩ মাসর কথা বলে যখন ৩ বছর লাগিয়েছিল নির্বাচনের জন্য। তাদের আমলে কেন্দ্রীয় সরকার এই কর্মচারীদের জন্য কোটি কোটি টাকা দিয়েছিল কিন্তু সে টাকা তারা নিজেদের লোকদের পাইয়ে দিয়েছিল। আজকে আবার তাদের কর্ম্মচারী নেতা যিনি নাকি সেক্রেটারী জেনারেল কর্ম্মচারীদেরকে নিয়ে ইলি-ফিলিং করছেন সামনে লোকসভা নির্বাচনে টিকিট পাওয়ার জন্য। তিনি ত বিগত ১০ বছরে তাঁর দপ্তর যে দপ্তরে তিনি নিজে চাকুরী করতেন সে দপ্তরের কর্ম্মচারীদের পেনশন স্কীম চালু করতে পারেন নি। কিন্তু এই সরকার তার ৩ মাসের মধ্যে সেই পেনশন স্কীম চালু করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ইচ্ছা থাকলে করা যেত।

এই সরকার তিন মাসের মধ্যে আগরতলা পৌরসভার কর্মচারীদের পেনসন স্কীম দিয়েছেন সুতরাং আজকে ওদের জায়গা কোথায়? এইখানেও ওদের জায়গা নেই তাই তারা গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানেও তাদের জায়গা নেই। তাই এখানে নামাবলী গায়ে দিয়ে এই বিধানসভায় নাটক করছেন, ভাবছেন ত্রিপুরার মানুষ ভুলে যাবে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ তোলার আগে আমরা তাদের প্রকৃত রূপ ত্রিপুরার মানুষের সামনে তোলে ধরতে চাই। কেন্দ্র তাদের কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন আর তারা সেই কোটি কোটি টাকা কিভাবে আত্মসাৎ করেছেন সেটা আমরা একটা একটা করে ত্রিপুরার মানুষের কাছে তোলে ধরতে চাই। আজকে ত্রিপুরার মানুষ ওদের কাছে হিসেব চাইবে। পঞ্চায়েতে কোটি কোটি টাকা তারা আত্মসাৎ করেছেন। এই তো এখনে সেই পঞ্চায়েত মন্ত্রী উপস্থিত রয়েছেন, উনার কাছে সেইদিন আমরা যখন বিরোধী দলের ছিলাম

তখন পঞ্চায়েত-এর দুর্নীতি সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়েছিলাম তখন উনি বলেছেন, তথ্য সংগ্রাধীন রয়েছে। আর আজকে আমাদের কাছে মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে এমন সব রিপোর্ট আসতে শুরু করেছে—যে উনারা ভয়ে ভয়ে আজকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। গ্রামাঞ্চল ছেড়ে উনারা আগরতলায় বাড়ি করছেন, রাজ্যের বাইরে কলকাতাতেও তারা পালিয়ে গিয়ে বাড়ি করছেন। কিন্তু হিসেব আমাদের দিতে হবে। ত্রিপুরার মানুষের কাছে তাদের হিসেব দিতেই হবে। তাই তো তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, পশ্চিমবাংলায় বাড়ি করছেন। কেন তারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন ? না ভয়ে, ত্রিপুরার মানুষকে যে তাদের জবাব দিতে হবে, গরীব মানুষের কাছে তাদের হিসেব দিতে হবে। তাদের যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রয়েছে প্রয়োজনে সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করবে। গরীব মানুষের যে লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা তারা আত্মসাৎ করেছেন তার প্রতিটি পয়সা তাদের মিটিয়ে দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না, এ, ডি, সি, সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই যে, এ, ডি, সি,-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন, আমি সেই এ, ডি, সি, তে তাদের কারাস্পনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তোলে ধরছি। বেনিফিসিয়ারিজ সিলেকসনের ক্ষেত্রে তাদের পার্টি অফিস থেকে তালিকা দিয়ে দেওয়া হলো কারা কারা এই বেনিফিসিয়ারিজ এই স্কীমের আওতায় আসবে। কারা কারা সাহায্য সুযোগ পাবে তার তালিকা পার্টি অফিস থেকে বের করে বি, ডি, ও-কে নির্দেশ দেওয়া হলো সেই তালিকা অনুযায়ী সাহায্য দেবার জন্যে। সুতার জন্যে উপজাতি মায়েরা আকাঙ্খিত থাকেন, সেই সুতা বিতরনের ক্ষেত্রেও পার্টি অফিস থেকে তালিকা তৈরী করে ক্যাডার দেখে দেখে সুতা বিতরণ করা হতো। পার্টি অফিস থেকে লিষ্ট পাঠিয়ে দেওয়া হতো বিভিন্ন ব্লকে। তারপর এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, তে এ, ডি, সি তে কি ভাবে খরচ করা হয় তার একটা হিসেব মাত্র ১০ ইঞ্চি কাগজে হিসেব দেওয়া হলো-যে, এত এত টাকা অমুক অমুক প্রজেক্টে খরচ করা হয়েছে, অমুক অমুক প্রজেক্টের কাজ শেষ, অমুক অমুক প্রজেক্টের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে। বলুন আপনারা অস্বীকার করতে পারেন ? অডিট হয়না, হিসাব চাওয়া হয়না। তাই নতুন সরকার নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন, যেই কমিশন বসানো হয়েছে অমনি তারা অজুহাত তুলছেন- গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে বলছেন যে, এই নতুন সরকার এ, ডি, সি কে ভাঙবার জন্যে নাকি ষড়যন্ত্র করছেন। আমরা এ, ডি, সি কে ভাঙ্গব কেন ? যে দুর্নীতি ওরা কর-

ছেন সে দুর্নীতিগুলি ধরে তাদের কান ধরে টেনে বিদেয় করব, এ, ডি, সি, কে আমরা ভাঙব কেন ? ওদের যে, এম. পি, বাজুবন রিয়াং এবং অজয় বাবু ওরা তো সেদিন পার্লামেন্টে যখন এ ডি. সি সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন ওরা ভয়ে পার্লামেন্ট থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। পার্লামেন্টে ওরা ছিলেন না। এই নতুন সরকার স্ব শাসিত জেলা পরিষদকে ভাংবে কেন ? এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য উপজাতি যুব সমিতি যখন লড়াই করেছিলেন তখন কেন্দ্রীয় সরকারের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তিনি এই রাজ্যে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তারই ফলশ্রুতিতে এই ত্রিপুরাতে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয়। কাজেই এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে আমরা ভাঙ্গব কেন ? ওরাই বলুক আজকে নতুন সরবার ক্ষমতার আসার পরে যা করেছেন ওরা বিগত দশ বছর শাসন ক্ষমতায় থেকেও তা করতে পারেন নি। আজকে আমরা গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে এ, ডি. সি. এলাকাতে রেশনে মাত্র ১.২৫ টাকা কে. জি দরে আগামী আগস্ট মাস অবদি চাল সরবরাহ করছি।

এছাড়া গ্রামে গ্রামে এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি এবং আর. এল. জি, পি তে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রত্যেকটা গাঁও পঞ্চায়েতে ব্যাপকভাবে গ্রামের মানুষ এর জন্য কর্মসংস্থানের জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করবেন। বিগত দিনে ওরা কি সম্পাদ করেছেন, তার কোন হিসাব নেই ।

যে কথা বলেছেন উজান ময়দান—সেখানে একটা রাস্তা করেছেন কিনা ? আমি গিয়েছি সেখানে। উজান ময়দানের শিকারী বাড়ীতে একটা স্কুল আছে। তার জন্য ৩৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঘর কোথায় আছে ? সেই টাকাটা ওরা ভাগ করে নিয়ে গেছে। কাজেই বিগত দিনের কোটি কোটি টাকা তছরূপের হিসাবের মুখে আজকে তারা পড়ছে। আগামী দিনের গ্রামের মানুষেরা ওদের সেখানে যেতে দেবে না। গেলে ঘাড় ধরে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। সুতরাং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ৮ই জুলাই যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি এবং তাঁদেরও আমি সমর্থন করতে বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীমতি লাল সরকার।

শ্রীমতি লাল সরকার (কমলাসাগর) ঃ— মিঃ স্পীকার, স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এই বাজেট হচ্ছে সন্ত্রাসের বাজেট, গরীব মানুষের শোষনের বাজেট, স্বৈরাচারীর বাজেট। এই বাজেট বক্তৃতায় নতুন কোন

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 1988—89

স্কীমের কথা নেই। শুধু বামফ্রন্ট সরকার যে বিপুল কর্মযজ্ঞ সুরু করেছিলেন সেটাই অনুসরন করা যায় কিনা সেই চেষ্টা করছেন। তার কোন পরিবর্তন এই সরকার করতে পারে নি।

কেন বলছি সন্ত্রাসের বাজেট? এই আগরতলার কাছে যেখানে আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এলাকা, সেই এলাকা সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই। এই পর্যন্ত প্রায় আড়াই শ' লোক গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পেয়েছে। কাদের বিরুদ্ধে? সি পি আই (এম)-এর কর্মীদের বিরুদ্ধে। আকাশ বাতাস যেখানে তোলপাড় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নামে তার পরেও বিশালগড়ের মত জায়গাতে যেখান থেকে তিনি নির্বাচিত হয়ে এসেছেন সেখানে কেউ সি পি আই (এম) করতে পারে? এত বড় সাহস? সেই এলাকার সি পি আই (এম) নেতা সুরেশ রায়, গাঁও প্রধান। তাকে গিয়ে বলা হল, 'আপনার লেট্রিনের কাছে বোমা পাওয়া গেছে। থানায় চলুন।" কি ধরণের মানসিকতা? তাকে থানায় নিয়ে নির্মমভাবে মারধোর করা হয়েছে।

স্যার, সেখানে সেই সুরেশ রায়কে গ্রেপ্তার করা হল। তারপর তার বাড়ী কংগ্রেসের ৭০/৮০ জন কর্মী লুঠ করেছে। অথচ তার বাড়ী থেকে থানা মাত্র ১০০ গজ দূর। তাকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। বল্টু মিঞা সারা ভারত কৃষক সভার নেতা তাকে শাসান হয়েছে যে তুমি সি পি এম করতে পারবে না। তখন তাকে রক্ষা করার জন্য সুরেশ রায়ের ছেলে এগিয়ে যায় কিন্তু তাকেও মারধোর করা হয়। গ্রামের মহিলাদের ভয় দেখান হয় যে, আপনাদের ছেলেদের নিষেধ করে দেবেন যেন সি পি এম না করেন। স্যার, এই হল গণতন্ত্র। সুরেশ রায়ের উপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটে ৫ই মে রাত্রিতে। স্যার, এই ঘটনাই শেষ নয়, মোহন মিঞা তাকেও আক্রমন করা হয়েছে, তার গরু জোর করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার পুকুর থেকে মাছ জোর করে নিয়ে গেছে, গাছ থেকে ডাব নিয়ে গেছে। এই ভাবে অনেক ঘটনা হয়েছে। আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের নিজের এলাকা সেখানেই এই অবস্থা চলছে। স্যার, আমি বলতে চাই যে প্রবীন স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি বৃটিশ আমল থেকে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন এবং যিনি সেই জন্য দ্বীপান্তর ভোগ করেছেন সেই দুর্গাদার শিকদারের উপরও আক্রমন করা হয়েছিল। তাঁকে মারধোর করা হয়েছে তাকে ঘুসি মেরে মেরে তার নাক দিয়ে রক্ত ঝড়িয়েছে। আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি সি পি এম করেন বলেই কি তার উপর এই রকম অত্যাচার করা হবে? তারপর তিনি যখন থানায় গিয়েছিলেন তখন থানা থেকে এফ. আই, আর করতেও রাজী হয়নি। এই হচ্ছে আজকের ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা।

স্যার, আমরা দেখি, এই বিশালগড় থানা এলাকার মধ্যেই কমলাসাগরের পাণ্ডবনগর সি পি আই (এম) এর একটি শক্ত ঘাটি। আর সেই কারণেই পুলিশ রাত ১টার সময় উপ-প্রধানের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ চেচিয়ে উঠে, পেয়েছি পেয়েছি বলে। কি পেয়েছে ? না বন্দুক পেয়েছে। ৬০ বছরের বৃদ্ধ। বন্দুক কোনদিন দেখেনি। তাকে মিথ্যা সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার করা হল। কারণ, এই শক্ত ঘাটিকে ভেংগে ফেলতে হবে সে জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশে এটা করা হল। স্যার, পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণ পাল হঠাৎ তার বাড়ীতে পুলিশ ঢুকে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে। তাকে থানায় আনা হল ও লক আপে রেখে দেওয়া হল। সুভাষ পাল, উনি নিজে কংগ্রেস (আই) এর গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত হলেন। তার মাথা ফেটে গেল। তারপরেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল। এখনও তিনি জেল হাজতে আছেন। সুনীল দাস, গোকুলনগরে বাড়ী। ৪০/৫০ জনের একটি দল কংগ্রেস (আই) এর নেতৃত্বে

(ভয়েসেস্ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ :— এই কি বাজেটের উপর বক্তৃতা ?)

হ্যাঁ, এই হচ্ছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাজেট। তার বাড়ীতে গিয়ে গাছ কাটা হল। তিনি গিয়ে থানায় জানালেন। পুলিশ বলল, নিষ্পত্তি করে নাও, মামলা তুলে নাও। তিনি যখন জানালেন, আমি আক্রান্ত, আমার ধন সম্পত্তি লুট হচ্ছে। তখন তাকে বলা হল, এখন যাও, পরে এস। তারা আবার এই সব প্রকাশ করতেও ভয় পাচ্ছে। কেন না, আবার হয়ত অত্যাচার হবে এই ভয়ে। স্যার, এই সন্ত্রাস বাড়ানোর উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে বাজেটে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। স্যার, [illegible]দাস দাস, আমতলী এলাকার সিটুর এক সক্রিয় কর্মী। তাকে থানায় নিয়ে গেল। বাপ এবং ছেলেকে এক জায়গায়ই রাখা হল। যেটা মুখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, তা হচ্ছে, ছেলের সামনে বাপকে বিবস্ত্র করে আটকে রাখা হল। এটা কি চলছে ? এটা ভাবা দরকার। বর্বরতার সীমা থাকা দরকার। স্যার, গাবর্দী'তে কি চলছে ? সেখানে ৭০ বছরের বৃদ্ধ--তারামনি দেবনাথ তার কি কোন শত্রু থাকতে পারে ? শত্রু আছেন কিনা আমি জানি না, কিন্তু তাকেও গ্রেপ্তার করা হল। তিনি বর্ত্তমানে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। কানাইলাল রায়, আমাদের পার্টির গাবর্দি শাখার সক্রিয় সদস্য শ্রী সজল রায়ের ভাই, হোমগার্ডে চাকুরী করেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে যে খুন হয় তার সংগে জড়িত সন্দেহে, তাকে কংগ্রেস (আই) এর দুর্বৃত্তরা মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। থানায়ও তাকে মারধর করে। ঘটনা চক্রে দেখা যায়, হামলার সময় তিনি নির্বাচনের ডিউটিতে ছিলেন। তড়িঘড়ি করে তাকে বিনা জামিনে জেল হাজত থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

স্যার, আমি যে কথা বলছিলাম যে, নুতন কিছু বাজেটের মধ্যে নেই। বামফ্রন্ট সরকার বার্ধক্য ভাতা, বিকলাংগ ভাতা চালু করেছিলেন। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে এই সমস্ত ভাতাগুলি বাড়ানোর জন্য কোন প্রস্তাব নেই। বামফ্রন্ট সরকার যেহেতু এগুলি চালু করে গিয়েছিলেন সেইহেতু এইগুলি বাতিল করা যায় না, তাই তারা নামমাত্র বাজেটে রেখেছেন। মাননীয় মন্ত্রী জওহর সাহা এ, ডি, সি, সম্পর্কে বলেছেন। এটা কি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ভুলে যাবেন ভাবছেন যে যখন এ, ডি, সি নির্বাচন হয় তখন কংগ্রেস (আই) দল এ, ডি, সি নির্বাচন বয়কট করেছিল? অবশ্য ৭ম তপশীল মোতাবেক এ, ডি, সিতে তাদের নির্বাচনে জয়ের কোন সুযোগ ছিল না। ৬ষ্ঠ তপশীল নিয়ে যখন বিধানসভাতে আলোচনা হয় তখনও কংগ্রেস (আই) দল সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন নি। অবশ্য দিল্লীর দিকে চেয়ে তাদের হ্যাঁ করলেও বিপদ, আর না করলেও বিপদ হত। স্যার চাকুরী নীতি, বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর এস, টি, এবং এস, সি, দের নির্দ্ধারিত কৌটা ছিল। কিন্তু আজকে এই জোট সরকার টি, আর, টি, সিতে রিজার্ভেশান ভেংগে দিলেন। তারপর বিভিন্ন জায়গায় ঋণ মেলা করা হচ্ছে সেখানেও কোন কৌটা মানা হচ্ছে না। চাকুরীর কোন নীতি নেই। নীতি হচ্ছে একটাই যেটা পত্রপত্রিকায় দেখলাম যে, — সরাসরি চাকুরী। তারমানে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামাঞ্চলে গরীব লোকদের জন্য নির্দ্ধারিত যে কৌটা রেখেছিলেন সে ব্যবস্থা যাতে আর না থাকে, শহরাঞ্চলের লোকদের যাতে চাকুরীতে ঢুকানো যায় তার জন্য চাকুরী নীতি বলে আর কিছু নেই। বাজেটে স্বনির্ভরতার কোন প্রকল্প নেই। বামফ্রন্ট এ ব্যাপারে রাজ্য স্তর এবং কেন্দ্রীয় স্তর দুটো স্কেটারই মানতেন। কিন্তু এই বাজেটে ষ্টেট স্কেটার থাকবে কিনা তার কিছু উল্লেখ নেই। স্যার কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস, তখন সনির্ভর প্রকল্পের বিরোধীতা করেছিলেন। আর এখন তাঁরা বলছেন বেকারদের এটাই হচ্ছে একমাত্র চাওয়ার জিনিষ। তাদের চাকুরী পাওয়ার আর কোন ব্যবস্থা এখন নেই। এখন ইণ্ডাস্ট্রি কর, স্বনির্ভর হও, এটাই হচ্ছে এখন রুপরেখা এবং এই বাজেটে তাই দেখতে পাচ্ছি। স্যার, বামফ্রন্ট কিছু অফার ছেড়েছিলেন। কিন্তু এই জোট সরকার সেগুলিকে ক্যানসেল করতে পারছেন না কেননা, বামফ্রন্ট সররকার নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে এই অফারগুলি ছেড়েছিলেন, তাই এখন তাঁরা এগুলি ঝুলিয়ে রেখেছেন। এটা হচ্ছে বেকার যুবকদের নিয়ে প্রহসন করার একটা কায়দা। স্যার, যে ও, বি, সি নিয়ে ওনারা এত ঢাক ঢোল পিটালেন সেই ও, বি সি, সম্পর্কে বাজেটে কোন বক্তব্য নেই। কোন রকম আশ্বাস প্রতিশ্রুতি তাঁদের জন্য নেই। শুধু ভোট পাওয়ার জন্যই তাদের নিয়ে এত হইচই করেছিলেন। আজকে এই বাজেট তাদেরকে হতাশ করেছে।

আমি যে কথা বলতে চাই যে অর্থ খরচ হচ্ছে মন্ত্রী যখন কোথাও যাচ্ছে সেখানে খানা-পিনা হচ্ছে পরে বি. ডি. ও-দের বলা হচ্ছে, এস. ডি. ও-দের বলা হচ্ছে পেমেন্ট করে দাও নিউক্লিয়ার বাজেট আছে, এস. ডি. এস. পি হ্যাঁ, যেখান থেকে পার তোমরা সব পেমেন্ট করে নাও। শুধু তাই নয় দিল্লী যাচ্ছেন পরিবার পরিজনকে নিয়ে একেবারে আগরতলা থেকে প্লেইন যোগে দিল্লী আবার সঙ্গে সঙ্গী-সাথী, দেহরক্ষী, বে-সরকারী দেহরক্ষীও কিছু কিছু থাকে। এমন একটা ঘটনা বামফ্রন্টের কোন মন্ত্রীর একটা ঘটনা আপনারা দেখতে পাবেন ? এই রকম কোন ঘটনা বামফ্রন্টেব আমলে কোন মন্ত্রীর নেই। কিন্তু এখন এই ভাবে অর্থের নয়, ছয় করা হচ্ছে। উন্নয়ন কমিটি, বে-সরকারী উন্নয়ন কমিটি, বি. ডি. ও-দের বিপদ, সবাই গিয়ে কাজ চাচ্ছে আমি উন্নয়ন কমিটির একজন মেম্বার আমাকে কাজ দিন, কাজ দিয়ে দিলে পরে গিয়ে বলছে ঐ গ্রামে আমাকে দিন আমি তো উন্নয়ণ কমিটির অমুক। হ্যাঁ বি ডি. ওরা তখন দেখছেন একটার পর একটা ওয়ার্ক অর্ডার। গ্রামে আর কাজ নেই। হ্যাঁ, এখন সেই বি. ডি. ও, এস. ডি. ও বা ঐ স্তরের যে-সব অফিসাররা আছেন তাঁরা এখন দিশেহারা। শুধু কি তাই ? যারা পরাজিত প্রার্থী কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতির পরাজিত প্রার্থী তারা তো আর প্রতিনিধিত্ব করার মতো বৈধ সেই নির্বাচনী নিয়ম অনুসারে বৈধ অধিকার নেই, তার জন্য কি হচ্ছে ? কনটেসটিং ক্যানডিডেট, ফরওয়ার্ডেড, রিকমানডেড। কনটেসটিং ক্যানডিডেইট হ্যাঁ, আমি বলি শুধু কনটেসটিং ক্যানডিডেট কেন, আপনারা বলুন ডিপেনডিং ক্যানডিডেট, সবাই সীল বানাচ্ছে, সবাই সীল মারছে ওড বি গাঁও প্রধান, ওড্ বি পঞ্চায়েত মেম্বার, এইগুলি যে অবৈধ ভাবে কাজ-কর্ম তার জন্য বলছি, আমি এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তার জন্য আমি এই বাজেটের বিরোধিতা করছি এবং বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) ঃ — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অথা অর্থ মন্ত্রী ১৯৮৮-৮৯ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন এটা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থের পক্ষে সহায়ক হবে। আমি মনে করি এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীর বিগত ১০ বছরের বঞ্চনা, ১০ বছরের লাঞ্ছনা সমস্ত কিছু মুছে দিয়ে নূতন ত্রিপুরা গঠনের সহায়ক হবে। আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় বিরোধী নেতা থেকে আরম্ভ করে উনার শিষ্য সামন্তরা রবি ঠাকুরের ভাষায় বলছি "মটর কড়াই মিশায়ে কাঁকড়ে।" যে ভাবে চিবিয়ে চিবিয়ে বকর বকর করলেন এটার অর্থ কি এবং এটা এই বাজেটের পক্ষে কতটুকু সহায়ক হবে আমরা কিছুই বলতে পারছি

না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ওদের বলতে চাই বাজেটের অর্থ কি? আয়না, মিরার, লুকিং গ্লাস। এই বাজেটের দিকে তাকান আপনাদের বিগত দিনের চেহারা দেখুন সরকারের চেহারাও এই বাজেটের দিকে তাকিয়ে দেখুন এটা আয়না দেখতে পাবেন সমস্ত কিছু এখানে ধরা হয়েছে বাজেটের মূল যে জিনিষ বাজেটের মধ্যে যে বয়ান আছে তার ধারে কাছে ওরা কেউ যায়নি।

সুতরাং তার উত্তর দিচ্ছি কয়েকটা। ফলের বাগান, চা বাগান আপনারা করেছেন বলেছেন। কি করেছেন তার নমুনা দেখাচ্ছি। আমি বিধায়ক হওয়ার পর স্পেসিফিক নাম বলে দিচ্ছি, আপনারা সেখানে গিয়ে দেখুন অলইছড়া মানপাথরের অবচারড-এর চার্জে যিনি আছেন, বিগত দিনগুলিতে কি উন্নয়ণমূলক কাজ হচ্ছে তার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উনি বলছেন দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি জানুয়ারী মাসে ৫০ হাজার টাকা খরচ করতে হয়েছে। কুপন দিতে হয়েছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করার জন্য কাজ কিছুই হয়নি। আমি বললাম প্রমান দিন, উনি বললেন স্যার, আমি প্রমান দিতে পারব না, এইটা আমি রিস্ক নিয়ে বলছি। এই হল উন্নয়নের নমুনা। অচার্ডের জন্য ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে ইনক্লাব জিন্দাবাদ করার জন্য। এইভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কত কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে আপনাদের ইট ভাট্টার কথা বলি, আমরা আশা করেছিলাম ইট ভাট্টগুলি জনসাধারণের সহায়ক হবে। লেনিন ইট ভাট্টার নমুনা দিচ্ছি, মুক্তবীপর ইট ভাট্টার খবর নিয়ে দেখুন কি অবস্থা। কাজ নেই মাননীয় স্পীকার স্যার, লেনিন, মার্কস সব চলে গেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা এই ভাবে নয়ছয় করা হয়েছে, ইট ভাট্টা নেই। এই হচ্ছে আপনাদের উন্নয়ণমূলক কাজের নমুনা। আইনশৃঙ্খলা, আমরা আইনশৃঙ্খলা চাই. আমরা পেয়েছি। উনারা বিগত ১০ বৎসরে যা করেছেন, আমরা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এমনভাবে ধরেছি ওদের অবস্থা পরিত্রাহি। এখন ওরা উজান ময়দান নিয়ে চিৎকার করছেন। আমি করতে চাই মাননীয় স্পীকার স্যার, হয়ত কিছু হয়েছে বা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে. তদন্ত করেছেন তার ফল আপনারা নিশ্চয়ই পেয়েছেন। তার পরেও চিৎকার করেছেন। আবার অঞ্জলি কর্মকারকে কি করা হয়েছে? পরিকল্পিতভাবে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। উজান ময়দানে কেউ মারা যায়নি, কিন্তু আমার অঞ্জলি কর্মকার মারা গিয়েছে। কার এত দুঃসাহস উনাকে ধর্ষণ করেছে, বলাৎকার করেছে। আমরা ত চিৎকার করেছিলাম এর বিচারের জন্য। এইটা কি ধর্ষণ নয়, বলাৎকার নয়? সবাইকে সমানভাবে দেখবেন। আপনারা এখন উজান ময়দান নিয়ে চিৎকার করছেন। এইত আপনাদের মুখোশ। মাননীয় স্পীকার স্যার, ২ তারিখ ইলেকশান হয়ে গিয়েছে। ৩০/৩১ তারিখ এই ২ দিন ১৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। ২৫ তারিখে জানুয়ারীর বীরচন্দ্র, তাকমা রাজাপুর গিয়ে, বিকেলবেলা শান্তির বাজারে গিয়েছি।

আমি যখন শান্তির বাজারে গিয়ে পৌঁছিলাম তখন আমার ব্লকের সেক্রেটারী আমাকে বললেন যে আপনার একটা প্রোগ্রাম আছে, বললাম কোথায়, বললেন কালাছড়ায় মহিলা কংগ্রেস ও ত্রিপুরা উপনারী বাহিনীর যৌথ পথ সভা আছে, আপনাকে যেতেই হবে, না গেলে ওরা দুঃখ পাবে। তখন আমি গেলাম, গিয়ে দেখলাম মহিলারা অনেকেই বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন, আমিও বক্তব্য রাখলাম, এই মহেন্দ্র দাস ও তার পরিবারের যে পাঁচজনকে খুন করা হয়েছে, মাননীয় বিধায়ক বাদল চৌধুরীও এখানে উপস্থিত আছেন তাকে জিজ্ঞাসা করছি ২৫ তারিখ বিকালে সেই মহেন্দ্র দাস এত গভীর যে জঙ্গল থেকে ছন কেটে ছনের ভাড় নিয়ে বাড়ীতে যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে আমাদের পথসভা দেখে বাড়ীতে না গিয়ে রাস্তার পাশে ছনের পোজা রেখে আমার বক্তব্য শুনছিলেন, সেই সভায় তার স্ত্রী ও ছেলে ছিল এবং সেখান থেকে তার বাড়ীর দুরত্ব ছিল ২০০ হাত হবে। জনসভার শেষে ওনার ছেলে আমার গাড়ী করে শান্তির বাজারে গিয়ে শরৎ দাসকে বলছে তাকে কিছু পোষ্টার দেবার জন্য, তাতে শরৎবাবু রেগেমেগে তাকে বেশ ধমক দিয়ে বললেন যে তোমাকে না অনেক পোষ্টার দেওয়া হয়েছে সেগুলি কি করেছ, সে তখন কাঁদতে কাঁদতে বলল যে সেগুলি বাহিরে লাগিয়েছিলাম, সেগুলি সব ছিড়ে ফেলা হয়েছে কে ছিড়েছে বলল? তখন সে অনুরোধ করল যে আমাকে শুধু দুইটা পোষ্টার দিন জোড়া পাতা ও রাজীব গান্ধীর ফটো সহ পোষ্টারিং সেটা আমি আমার ঘরের ভিতরে লাগাব, এই হচ্ছে মহেন্দ্রবাবুর পরিবার। খুন হয়ে গেল। আমরা সকাল বেলা যখন খবর পেলাম যে মহেন্দ্র দাসের পরিবারের পাঁচজনকে হত্যা করা হয়েছে যে মহেন্দ্র দাস আজীবন কংগ্রেস করে এসেছে তাকে মাল্য দান করার জন্য সমবেদনা জানানোর জন্য শরৎ বাবু, আমি ও প্রধান এবং আরও কয়েকজন নিয়ে দুইটা গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি বাদল বাবু ও মানিক মজুমদার হাজার দুয়েক তাদের সমর্থক সহ মৃত দেহ ঘিরে রেখেছেন, আমরা যখন যাই সেখানে তখন আমাদেরকে কংগ্রেসের গুণ্ডা শালারা আমাদের মানুষকে হত্যা করে আবার এসেছে এখানে দেখতে, মালা দিতে, বলে আমাদেরকে অপমান করা হল। তখন আমি সি. আর পির দ্বারা এস. পি, টি, কে, স্যান্যালকে খবর দিলাম ওনার সঙ্গে কথা বলতে চাই বলে একজন গিয়ে বলেছি টি. কে, স্যান্যালকে যে আপনার সঙ্গে যিনি কেণ্ডিডেট উনি কথা বলবেন, তিনি রাজী হননি, কথা বলেননি আমার সঙ্গে। সেখানে তারা আগুন দিয়ে পোষ্টমর্টেম না করিয়ে লাল পতাকা তুলে কবরগুলি দখল করে নিল ওদের লোক বলে, সেদিন ৩০ কি ৩১ তারিখ আমার ঠিক খেয়াল নাই, ৩০ তারিখ রাত্রে বোধহয় সেই কৃষ্ণবন্ধুর পরিবারের এবং তৎ সংলগ্ন কয়েকটা পরিবারের ১১ জনকে তারা খুন করেছিল একই উদ্দেশ্যে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং ঃ—
স্যার, আমি বলতে চাই যে ওনারা কেন হল্লাচিল্লা করছেন ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্যারা যেন মাননীয় সদস্যকে বলতে দেন, ইন্টারাপশন না করেন।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং ঃ— ওরা হাজার বার জন্মগ্রহণ করলেও পারবেনা এইরকম বাজেট করতে। এই রাজ্যে ১৯৮৬ ইং থেকে বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নুতন বেতন হার চালু হবে। ওনারা থাকলে এত সহজে দিতেন না। ওনারা আগে বলত ইনক্লাব জিন্দাবাদ করুক, কংগ্রেস টি. ইউ. জে. এসের মাথায় বাড়ি দিক তারপরে চিন্তা করা হবে। নির্ব্বাচনের আগে আমার স্ত্রীকে বদলী করে দেওয়া হল। আমি নিজে চাকুরী ছেড়েছি কিন্তু কোন্ দুঃখে চাকুরী ছেড়েছি এবং এই বিধানসভায় এসেছি তার অনেক কাহিনী আছে। আমাকে ৩ মাসের মধ্যে ৭ বার ট্রেন্সফার করে দেওয়া হল। তারপরে আমার বেতন আটকিয়ে দেওয়া হল। আমাকে জম্পুই পাঠান হল। বহু কারণে আমি চাকুরী ছেড়ে দিয়েছি। আমার মত বহু কর্মচারী আছে যাদের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়ভাবে অবিচার করা হয়েছে। স্যার, যারা এরকম অন্যায় অবিচারের শিকার হয়েছে তাদের অনেকের দরখাস্ত এখনও আমার কাছে আছে ভিকটিমাইজেশন কমিটির কাছে দিয়েছে। গত ১০ বছরে উপজাতিদের জন্য তারা যা দরদ দেখিয়েছে তা আমরা দেখেছি কিন্তু এত দরদ থাকা সত্ত্বেও তারা কি এ ডি. সি. এরিয়াতে সাবসিডিতে রেশন দিতে পেরেছে ? আমাদের বর্তমান সরকার ত আসার পরেই এ. ডি. সি. এরিয়াতে ১ টাকা ২৫ পয়সা দরে উপজাতিদেরকে রেশনের চাল দিচ্ছে। তারজন্য ত তাদেরকে মিছিল করতে হয়নি। তাদের সময় হলে ত আগে মিছিল কর কংগ্রেস যারা করে তাদের মাথায় বাড়ি দাও, টি. ইউ. জে. এস যারা করে তাদের মাথায় বাড়ি দাও তারপরে দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের সরকার ত তারজন্য একদিনও মিছিল করতে বা সি. পি. এমের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে বলেনি। আপনাদের সময়, আপনারা সামান্য পয়সার জন্য কি করেছেন তা ভুলার নয়। মানুষের আপনারা নৈতিক অবনতি ঘটিয়েছেন। কোন বেকার যদি আপনাদের মন্ত্রীর কাছে চাকুরীর জন্য গিয়েছে তাহলে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে তুমি কি সি. পি. এম কর ? যদি বলেছে যে না তাহলে বলা হয়েছে যে আগে সি. পি. এম কর তারপরে পোষ্টার লাগাও এবং তারপরে কংগ্রেস ও টি ইউ. জে. এসের কর্মীদের ধরে ধরে মার লাগাও তাহলে পরে তোমাকে চাকুরী দেওয়া হবে। মিঃ স্পীকার স্যার আমি আমার বক্তব্য আগামী কালকেও আবার রাখব।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা আগামী ১২ই জুলাই মঙ্গলবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION, NO—32

Name of M. L. A. :— Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public Works Department be Pleased to State :-

১) প্রশ্ন :— ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকার পাশ দিয়ে কমলপুর হতে মরাছড়া হয়ে কৈলাশহর যাওয়ার কোন রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

১) উত্তর :— না। এরূপ কোন পরিকল্পনা নেই।

২) প্রশ্ন :— যদি থাকে তবে কবে নাগাদ ঐ রাস্তা নির্মাণের কাজ সরকার আরম্ভ করবেন বলে আশা করা যায়।

২) উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 36

Name of M. L. A. :— Sri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the P. W. D. be pleased to State :—

১) প্রশ্ন :— ফটিকরায় মানিকভাণ্ডার-চেব্রী রাস্তার কাজ কবে পর্যন্ত সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়?

১) উত্তর :— উক্ত রাস্তার ফটিকরায় হইতে মানিকভাণ্ডার অংশের কাজ ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বর্ষে এবং মানিকভাণ্ডার হইতে চেব্রী অংশের কাজ ১৯৯০-৯১ আর্থিক বর্ষে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. :— 39

Name of Member :— Shri Badal Choudhury

Will be Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to State.

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমানে রাজ্যের বিদ্যুৎ ঘাট্‌তির পরিমাণ কত ?

২) উক্ত বিদ্যুৎ ঘাট্‌তি মেটানোর জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এবং

৩) রাজ্যে সেচের কাজে বর্ত্তমানে কতটুকু বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় ?

উত্তর

১) বর্ত্তমান রাজ্যে দৈনিক সর্ব্বোচ্চ বিদ্যুতেব চাহিদার ভিত্তিতে ঘাট্‌তির পরিমাণ ১৩ মেগাওয়াট ।

২) ঘাট্‌তি পূরণের লক্ষ্যে আসাম থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করা হচ্ছে এবং রাজ্যের নিজস্ব উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য রুখিয়াতে ২টি প্রতিটি ৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম, বড়মুড়াতে ১টি ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম তাপবিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রুখিয়াতে আরও একটি ৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্য্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।

৩) রাজ্যে বর্ত্তমানে সেচের কাজে বছবে প্রায় ১৩'০ মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় ।

Admitted Starred Question No. 98

Name of the M. L. A. :— Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State -:

QUESTION

১) ইহা কি সত্য যে বর্তমান সরকার রাজ্যে সরকারী কর্মচারীদের কর্মোপলক্ষে হেডকোয়ার্টারের বাইরে অবস্থানকালীন দৈনিক ভাতা (ডেইলি এলাউন্স) পূর্বের নির্দ্ধারিত হার থেকে কমিয়ে দিয়েছেন ;

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে বর্তমানে কর্মচারীদের জন্য নির্দ্ধারিত ডেইলি এ্যালাউন্স-এর হার কত করা হয়েছে ;

৩) এই দৈনিক ভাতা কমানোর কারণ কি ?

Minister-in-charge of the FINANCE DEPARTMENT (Chief Minister.

ANSWER

১) ইহা সত্য নহে। ১-৪-৮৭ ইং তারিখ হইতে ডেইলি এ্যালাউন্স-এর যে হার চালু করা হইয়াছিল বর্তমানেও তাহা চালু আছে।
২. এবং ৩ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 124

Name of M. L. A : Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public works Department be pleased to State :—

১) প্রশ্ন :— বিলোনীয়া মহকুমার বনকর অঞ্চলে মুহুরী নদীর উপর পাকা সেতু নির্ম্মানের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২) উত্তর :— বনকর অঞ্চলে মুহুরী নদীর উপর পাকা সেতু নির্ম্মানের পরিকল্পনা নাই। বনকর ঘাট হইতে আনুমানিক ১½ কিঃ মিঃ উজানে মুহুরী নদীর উপর একটি পাকা সেতু নির্ম্মানের কাজ চলিতেছে।

২) প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ এ সেতুর নির্ম্মানের কার্য্য আরম্ভ করা হবে ?

২) উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন :— ঐ সেতু নির্ম্মানের জন্য কোন বরাদ্দ থাকিলে বরাদ্দকৃত ঐ অর্থের পরিমাণ।

৩) উত্তর :— বনকরের উজানে নির্ম্মীয় মান সেতুর জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ ১৯,৮২,৭০০ টাকা।

Admitted Starred Question No. :— 126

Name of Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া টাউনে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পাওয়ার ডিপার্টমেন্ট-এর নিজস্ব কোন জেনারেটার আছে কি না,

২) থাকলে ডুম্বুর প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বন্ধ থাকলে ঐ জেনারেটার দিয়া পুরা বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় কি না এবং
৩) যদি করা সম্ভবপর না হয় তবে এ ব্যাপারে সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কি না ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, আছে।
২) না, যায় না।
৩) আপাততঃ কোন পরিকল্পনা নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 132

Name of M. L. A. :— Sri Rasik lal Roy,

Will the Hon'ble Minister-in- charge of the P. W. Department be pleased to State :—

১) প্রশ্ন :— সোনামুড়া বিভাগের ইন্দুরিয়া থেকে পাঁচারমারঘাট ভায়া বড়পাথরী রাস্তাটি ফরেষ্ট দপ্তর থেকে পূর্তদপ্তরে হস্তান্তর করিয়া রাস্তাটি সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কি ?

১) উত্তর :— রাস্তাটি ফরেষ্ট দপ্তর হইতে পূর্তদপ্তরকে হস্তান্তর করার কোন পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করা হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 133

Name of M L. A. Rasik Lal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public works Department be pleesed to State :—

১) প্রশ্ন :— সোনামুড়া বিভাগের মেলাঘর হাসপাতাল থেকে নতুন কলোনী ভায়া পদ্মডেপা রাস্তাটি সংস্কার করার পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে কিনা ?

১) উত্তর :— হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No 151

Name of M. L. A. :— Sri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য কিশোরগঞ্জ থেকে গঙ্গাছড়া ভায়া শালগড়া রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ;

২) সত্য হইলে এই সিদ্ধান্ত এখনও বাস্তবে রূপায়িত না হবার কারণ কি ?

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী

১) হ্যাঁ ইহা সত্য।

২) যাহাদের পারমিটের অফার দেওয়া হইয়াছিল তাহারা গাড়ী এখনও নামায় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION. 159

Name of M. L. A. :— Sri Diba Chandra Hrangkhawl.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public works Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— উত্তর ত্রিপুরা কমলপুর ব্লকাধীন কুলাই গাঁও পঞ্চায়েতের কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল হইতে কুলাই-ঘন্টাছড়া পি. ডব্লিউ. ডি রাস্তাটি মেটেলিং কার্পেটিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা.

১) উত্তর :— না, আপাততঃ এইরূপ পরিকল্পনা নেই।

২) প্রশ্ন :— যদি পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে কবে নাগাদ উক্ত কাজটি আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 162

Name of M. L. A. :— Sri Diba Chandra Hranghawl.

Will the Hon'ble Minister of P. W. D. be please to State.

প্রশ্ন — ১) উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর মহকুমায় চিনি বাগান ডি কে রোড হইতে শিব বাড়ী পর্য্যন্ত গ্রামের রাস্তাটি পি. ডব্লিউ. ডি. এর আওতায় আনা হয়েছে কি ?

উত্তর :— ১) না।

প্রশ্ন :— ২) যদি উক্ত রাস্তাটি পি ডব্লিউ ডি. এর আওতায় আনা হয়ে থাকে তাহা হইলে রাস্তাটির সংস্কারের কাজ কবে নাগাদ হাতে নেওয়া হইবে, এবং

উত্তর :— ২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

প্রশ্ন :— ৩) যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তাহা হইলে তার কারণ ?

উত্তর :— ৩) উক্ত রাস্তার কিছু অংশ বনদপ্তরের আওতাধীন এবং কিছু অংশ ব্লক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর হইতে এই রাস্তা হস্তান্তরের কোন প্রস্তাব আসে নাই।

Admitted Starred Question No. 170

Name of Member :— shri Gauri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) শান্তিরবাজার বিধানসভার কেন্দ্রে মোট কয়টি গ্রামে এখন পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজ শুরু হয়েছে. (গ্রামগুলির নাম)।

২) উক্ত এলাকায় কয়টি গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি, (গ্রামগুলির নাম) এবং

৩) ঐ গ্রামগুলিতে কবে পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ৬৩টি গ্রামকে এখন পর্য্যন্ত বিদ্যুতায়িত করা সম্ভব হয়েছে। গ্রামগুলির নাম নিচে দেয়া হয়।

গ্রামের নাম।		কোড্ নং
১) থাওাবাবু পাড়া	—	১৭
২) মনস্থমগ পাড়া	—	২১
৩) দুর্গারায় পাথর	—	২২
৪) জয়মনি রিয়াং পাড়া	—	১৪
৫) বাধুচন্দ্র চাকমা পাড়া	—	২৭
৬) হেমতা পাড়া	—	২৯
৭) গঙ্গারায় পাড়া	—	৩১
৮) তাচাবিহা বাড়ী	—	৩৩
৯) চালচা চৌধুরী পাড়া	—	৩৪
১০) কাযুমরায় রিয়াং পাড়া	—	৫৪
১১) মেলারায় পাড়া	—	৫০

গ্রামের নাম		কোড্ নং
১২) চন্দ্রমোহন জমাতিয়া পাড়া	—	৫৬
১৩) সুরেশ সিং পাড়া	—	৭৫
১৪) মনু বাজার	—	২২৩
১৫) চন্দ্রনাথ চৌধুরী পাড়া	—	২২৫
১৬) ভুই ভুমাছড়া (দেবীপুর)	—	২২৯
১৭) হাইরা বিতা	—	২৩০
১৮) মহামনি পাড়া (কালাছড়া)	—	১৪৬
১৯) পশ্চিম বগাফা	—	১৫৭
২০) গজেন্দ্রাইল টিলা	—	১৬৪
২১) কাঞ্চননগর	—	১৫৮
২২) নারাইতাং	—	২১৫
২৩) খগুরায় চৌধুরী পাড়া	—	১৪৭
২৪) আশ্রম কলোনী	—	১৪৮
২৫) সুভাষ কলোনী	—	১৫৯
২৬) বগাফা	—	১৬৩
২৭) ধনিচন্দ্র রিয়াং পাড়া	—	১৬৫
২৮) বগাফা আশ্রম	—	১৬৭
২৯) নকুলজয় রিয়াং পাড়া	—	১৬৮
৩০) মঙ্গলজয় তালুকদার পাড়া	—	১৭০
৩১) রাজমোহন মাষ্টার পাড়া	—	১৭৭
৩২) কাঠালিয়া ছড়া	—	৩৬
৩৩) তস্লাম্ফা পাড়া	—	৪২
৩৪) কালাঞ্চন পাড়া	—	১০২
৩৫) মঙ্গলজয় পাড়া	—	১৮০
৩৬) পশ্চিম কাঠালিয়া	—	১৩৯
৩৭) গাদং	—	১৫৫
৩৮) বাইখোরা	—	৩২৯

গ্রামের নাম		কোড্ নং
৩৯) লাউগাং	—	৩২৭
৪০) বেতাগা	—	৩২৮
৪১) পশ্চিম রাধাকিশোর গঞ্জ	—	৬২১
৪২) অক্ষয় কুমার সেন পাড়া	—	৩৮৬
৪৩) পাখাই চৌধুরী পাড়া	—	৩৯৯
৪৪) চরকবাই	—	৪০০
৪৫) কুসারঘাট	—	৪০১
৪৬) ব্রজেন্দ্র চৌধুরী পাড়া	—	৪০২
৪৭) মগ পাড়া	—	৪০৩
৪৮) পশ্চিম জোলাই বাড়ী	—	৪৩৭
৪৯) জুলাইবাড়ী বাজার	—	৪৩৮
৫০) জোলাই বাড়ী	—	৪৩৯
৫১) বাতান বাড়ী	—	৪৪০
৫২) মথ, মগ পাড়া	—	৪৪৮
৫৩) গঙ্গাপ্রসাদ রিয়াং পাড়া	—	৩৮০
৫৪) লক্ষী ছড়া	—	৩৮১
৫৫) পূর্ণাচাম রিয়াং পাড়া	—	৩৩০
৫৬) নিথ মগ পাড়া	—	৩৩৩
৫৭) কজিয়া মগ পাড়া	—	৩৩৫
৫৮) গুয়াং মগ পাড়া	—	৩৩৫
৫৯) ওয়াগ মগ পাড়া	—	৩৩৭
৬০) শশীকুমার বিশ্বাস পাড়া	—	৩৮৩
৬১) রজনীকান্ত পাড়া	—	৩৮২
৬২) রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস পাড়া	—	৩৮৫
৬৩) রাধাকৃষ্ণ পাড়া	—	৩৮৭

১। শান্তির বাজার বিধানসভা এলাকার অবশিষ্ট ৯৩টি গ্রামকে এখনও বৈদ্যুতিকৃত করা সম্ভব হয়নি। অবৈদ্যুতিকৃত গ্রামগুলির নাম নীচে দেওয়া হইল ঃ –

গ্রামের নাম ঃ—		কোড্ নং
১) অঞ্জন মগ পাড়া	—	১৮
২) বিশ্বমণি পাড়া	—	১৯
৩) চপাইয়া চাকমা পাড়া	—	১৯১
৪) জয়হিন্দ চাকমা পাড়া	—	২৩
৫) লাম্পর্চা চৌধুরী পাড়া	—	২৪
৬) দীনাচন্দ্র ত্রিপুরা পাড়া	—	৩৭
৭) বৈন্ত কুমার রিয়াং পাড়া	—	৪৯
৮) রাজকুমার রোয়াজা পাড়া	—	৫২
৯) গঙ্গারাম রিয়াং পাড়া	—	৭২
১০) কৃষ্ণকুমার রোয়াজা পাড়া	—	১৮৪
১১) চন্দ্রনাথ রিয়াং পাড়া	—	১৮৬
১২) হরিপদ রিয়াং পাড়া	—	৩৯
১৩) সিদ্ধিজয় চৌধুরী পাড়া	—	৪৪
১৪) টেপাচুরিহা চৌধুরী পাড়া	—	১৮২
১৫) মধু মগ পাড়া	—	১৬১
১৬) কালীপ্রসাদ পাড়া	—	১৬৪
১৭) নীলারায় পাড়া	—	২১২
১৮) কোলাভূবন পাড়া	—	২১৭
১৯) কান্তারায় পাড়া	—	২১৮
২০) থুইনগী মগ চৌধুরী পাড়া	—	২১৯
২১) বর্ন সিং রোয়াজা পাড়া	—	২১৩
২২) রামকেশব পাড়া	—	২১৪
২৩) দক্ষিণ চন্দ্র পাড়া	—	৩০
২৪) ধনজয় রিয়াং চৌধুরী পাড়া	—	৩২

গ্রামের নাম		কোড্ নং
২৫) ৯২ বি এন. বি. এস. এফ-হেড কোয়াটার	—	২২০
২৬) কেবল কান্ত রোয়াজা পাড়া	—	১৫৪
২৭) রাজমণি পাড়া	—	২০৮
২৮) অস্তুমগ চৌধুরী পাড়া	—	৪৩৫
২৯) নং-১৬ কয়মী তালুক	—	৫৫০
৩০) নং-২ কয়মী তালুক	—	৫৬৩
৩১) কালী চন্দ্র পাড়া	—	৫২৮
৩২) খর্গরায় পাড়া	—	৫৬৬
৩৩) মোল্সা পাড়া	—	৫৭৮
৩৪) মাতাহ। পাড়া	—	৫৪২
৩৫) কমমাল চৌধুরী পাড়া	—	৫৪৩
৩৬) চান্দিরন পাড়া	—	৫৮৪
৩৭) চরনপাই পাড়া	—	৫৮৫
৩৮) পুনিরাম পাড়া	—	৩০১
৩৯) লাইচোমগ পাড়া	—	৫৬৭
৪০) টিপরাই পাড়া	—	৫৬৮
৪১) দোনাজয় রিয়াং পাড়া	—	১০
৪২) লার্চিয়া চৌধুরী পাড়া	—	২৪
৪৩) গাগাসিং পাড়া	—	২৬
৪৪) গালিরাম রিয়াং পাড়া	—	২৭
৪৫) গ্রাহাম চৌধুরী পাড়া	—	২২৬
৪৬) কিরি চন্দ্র রোয়াজা	—	২৫
৪৭) গবেশ্বর রিয়াং পাড়া	—	৩৮
৪৮) বাবহাম চৌধুরী পাড়া	—	৪৩
৪৯) কুম্বাকুমাররোয়াজা পাড়া	—	৭৪
৫০) বরণী কুমার রোয়াজা পাড়া	—	৯৫

গ্রামের নাম		কোড্ নং
৫১) শত্রুজয় রোয়াজা পাড়া	—	৯৯
৫২) দেবাক চৌধুরী পাড়া	—	৫১
৫৩) শম্ভুহরি নোত্তাতিয়া পাড়া	—	৫৪
৫৪) বার্নাসিং রিয়াং পাড়া	—	৯৪
৫৫) অন্তরাম রিয়াং পাড়া	—	১৭৯
৫৬) পূর্ণজয় রিয়াং পাড়া	—	২২৮
৫৭) খগেন্দ্র চৌধুরী পাড়া	—	১৬২
৫৮) লক্ষাজয় রিয়াং পাড়া	—	১৫
৫৯) সাকীরায় রিয়াং পাড়া	—	১৭৬
৬০) পুরণ লাল গঞ্জ বাড়ী	—	২৫১
৬১) খাংগামফা পাড়া	—	১৬০
৬২) কর্মজয় চৌধুরী পাড়া	—	১৬৯
৬৩) কাঁঠাল বাগান	—	২৩৪
৬৪) চাপাইপা চৌধুরী পাড়া	—	৪২
৬৫) চাকাকু	—	২৩২
৬৬) সর্জয় বাড়ী	—	২৩৩
৬৭) দেবেন্দ্র নগর	—	২৩৫
৬৮) মান্দালিয়া রিয়াং পাড়া	—	২৩৬
৬৯) ছত্রর রিয়াং পাড়া	—	২৩৭
৭০) তীর্থরাম রিয়াং পাড়া	—	২৩৮
৭১) পূর্ব তৈসামা	—	২৪০
৭২) বগলাচান বৈদ্য কুমার পাড়া	—	১৭১
৭৩) তপই কুমার রোয়াজা পাড়া	—	১৪৯
৭৪) সাধু কুমার প্রজা পাড়া	—	৯২
৭৫) প্রসন্ন কুমার রোয়াজা পাড়া	—	১৫০
৭৬) সাধু কুমার রোয়াজা পাড়া	—	১৫১

	গ্রামের নাম		কোড্ নং
৭৭)	পূর্ন জয় রোয়াজা পাড়া	—	১৫২
৭৮)	গ নারাম রোয়াজা পাড়া	—	১৫৬
৭৯)	সর্বধন রোয়াজা পাড়া	—	৩৩৪
৮০)	রাইলিয়ো মগ পাড়া	—	৩৩২
৮১)	আফরুচিমগ পাড়া	—	৪৩৬
৮২)	চিন্তাহা পাড়া	—	৩৩৮
৮৩)	দীংগলা বাড়ী	—	৩৪০
৮৪)	কৃষ্ণ চন্দ্র চৌধুরী পাড়া	—	৩৪১
৮৫)	মাদ্রেগা বাড়ী	—	৩৪২
৮৬)	মুক্তাজয় পাড়া	—	৩৪৩
৮৭)	রুপিনি ত্রিপুরা পাড়া	—	৩৪৪
৮৮)	রামসুন্দর পাড়া	—	৩৪৫
৮৯)	দশরাই পাড়া	—	৩৪৬
৯০)	পিতারাই পাড়া	—	৩৪৭
৯১)	তকিরাই রিয়াং পাড়া	—	৪৪৭
৯২)	কান্তালা রিয়াং চৌধুরী পাড়া	—	৩৩৯
৯৩)	রাচুরায় চৌধুরী পাড়া	—	৩৮

৩। বার্ষিক বৈদ্যুতিকরণের লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক ঐ সকল গ্রামগুলিকে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যুতিকৃত করা হবে।

Admitted Starred Question No. 171

Name of the M. L. A. :— Shri Gouri Sankar Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to State -:

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে বাইখোরা লক্ষীছড়ার রাস্তা বীরচন্দ্র মনু, দেবীপুরের রাস্তাগুলি এখনো সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন হয় নাই,

১) উত্তর :— বীরচন্দ্রমনু এবং দেবীপুরের রাস্তার সংস্কারের কাজ চলিতেছে। বাইখোরা-লক্ষ্মীছড়া রাস্তার সংস্কারের বর্তমান বর্ষে হাতে নেওয়া হবে।

২) প্রশ্ন :— যদি তা সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত রাস্তাগুলি অতিক্রত সংস্কারের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২) উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

৩) প্রশ্ন :— যদি থাকে তবে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে,

৩) উত্তর :— ক) বাইখোরা-লক্ষ্মীছড়া রাস্তাটির মেটেলিং ও কার্পেটিং-এর কাজ ১৯৮৮-৮৯ সালের বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ পাওয়ার পর আরম্ভ করা হবে।

খ) বীরচন্দ্র মনুর রাস্তার কাজ চলিতেছে। বর্তমান বর্ষে শেষ হবে

গ) কাঠালিয়া দেবীপুর রাস্তা এবং দেবীপুর বর্মাটিলার রাস্তার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

উদয়পুর-সাব্রুম রাস্তা হইতে দেবীপুর রাস্তার উন্নয়ন-এর কাজ বর্তমান বর্ষেই হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. :— 194

Name of M. L. A. :— Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Chief Minister'. be pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর মজুমদার রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য একটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করছেন :

উত্তর : হ্যাঁ হেলিকপ্টার ব্যবহার করছেন।

২) সত্য হলে এই হেলিকপ্টারে ভ্রমণ বাবদ আজ পর্যন্ত সরকারের তহবিল থেকে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে।

উত্তর : এ বাবদ এখন পর্যন্ত কোন Bill Payment করা হয় নাই।

৩) রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধায়ে একটি হেলিকপ্টার ক্রয়ের প্রস্তাব রাজ্য সরকারের আছে কি ?

উত্তর : না এ-ধরণের কোন প্রস্তাব নাই।

Admitted Starred Question No 201

Name of M. L. A. :— Sri Dipak Nag.

১) প্রশ্ন : কৃত্তিকলা গাঙ্গের পার ও চল্লিশ দ্রোণে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য সরকারের কোনও পরিকল্পনা আছে কি,

১) উত্তর : হ্যাঁ এইরূপ একটি প্রকল্প বিবেচনাধীন আছে।

২) প্রশ্ন : যদি থাকে, তবে কবে নাগাদ তাহা বাস্তবায়িত করা হবে ?

২) উত্তর : টেকনিক্যাল এডভাইজারি কমিটির অনুমোদন ও ব্যায়ানুমতি পাওয়ার পরই যাতে বর্তমান আর্থিক বৎসরের শুখা মরশুমে এই পরিকল্পনাটির কাজ হাতে নেওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 205.

Name of Member :— Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য গ্রামীন বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় প্রতিটি অসমাপ্ত বা অর্ধসমাপ্ত বিদ্যুতায়িত গ্রামে আবার নতুন করে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন, এবং

২। সত্য হলে মাতারবাড়ী ব্লকের অধীন মুড়াপাড়া, দুধপুষ্করিণী, পালাটানা, শালগড়া, গর্জনমুড়া, আমতলী, ছাত্তারিয়া, ধ্বজনগর, গকুলপুর, ইছাছড়া, জামজুরী, খিলপাড়া, রাজারবাগ প্রভৃতি গ্রামে কবে নাগাদ বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হবে ?

উত্তর

২) হ্যাঁ, সত্যি।

১) [illegible]বাড়ী ব্লকাধীন বিভিন্ন গ্রামের অসমাপ্ত অংশে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য একটি পাঁচ বছরের মেয়াদ ভিত্তিক 'বৈদ্যুতিক' সম্প্রসারণ কর্মসূচী, গৃহীত হয়েছে। উক্ত মর্মসূচীতে নিম্নলিখিত গ্রামসমূহ অন্তর্ভূক্ত, যথা

১) মুড়াপাড়া	৫) গকুলপুর
২) দুধপুষ্করিনী	৬) জামজুরী
৩) পালাটানা	৭) খিলপাড়া
৪) ধ্বজনগর	৮) রাজারবাগ

আশা করা যায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রামগুলির বিদ্যুতায়ন সম্ভব হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর মাধ্যমে অবশিষ্ট গ্রামগুলিকেও বৈদ্যুতিকৃত করা যাবে।

Admitted Starred Question No. :— 211

Name of M. L. A. :— Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to State.

প্রশ্ন

১) পেচারথল থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে, রাজ্য সরকারের তা জানা আছে কিনা, এবং জানা থাকলে তার বিবরণ ;

২) কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্য্যন্ত কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ইহাও রাজ্য সরকার অবগত আছেন কি না ; এবং

৩) কবে নাগাদ এই প্রজেক্ট রূপায়নের কাজ কেন্দ্রীয় সরকার হাতে নেবেন এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে কোন আশ্বাস রাজ্য সরকার পেয়েছেন কি না ;

৩) পেয়ে থাকলে তার বিবরণ ?

(৪ পেয়ে থাকলে তার বিবরণ ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :— পরিবহনমন্ত্রী
(মুখ্যমন্ত্রী)

১) পেঁচারথল থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইনের কাজ আগামী ১৯৮৯ সনের ডিসেম্বর মাস নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া রেল কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন।

২) ১৯৮৫ ইং সনের ডিসেম্বরে কুমারঘাট হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত (১৩০ কিঃ মিঃ) রেল লাইনের সার্ভের কাজ শেষ হইয়াছে, এবং এই প্রজেক্ট রূপায়নে আনুমানিক ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে ২৮৩ ২৮৩ কোটি টাকা। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য রেলমন্ত্রক Planning Commission-কে প্রস্তাব দিয়াছেন। প্রস্তাবটি বর্ত্তমানে Planning Commission-এর বিবেচনাধীন আছে।

৩) এখন পর্য্যন্ত কোন আশ্বাস পাওয়া যায় নাই।

৪) ৩নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :— 217
Name of Member :— Sri Chitta Ranjan Saha.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য পরিশ্রুত পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পে উদয়পুর শহরের নাগরিকদের বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহ করার জন্য পূর্ববর্তী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন,

২) ইহা ও কি সত্য এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্য সরকার আলাপ আলোচনা করেছিলেন,

৩) সত্য হইলে এই প্রকল্প কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) বিষয়টি পূর্ববর্তী সরকারের বিবেচনাধীন ছিল।

২) ইহা সত্য।

৩) সারফেস ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট বাস্তবায়নের পরেই বাড়ী বাড়ী জল সরবরাহ প্রকল্পটি বিবেচনা করা সম্ভব। সারফেস ট্রিটমেণ্ট প্ল্যাণ্ট বাস্তবায়নে ৩ হইতে ৪ বৎসর সময় নেবে।

ADMITTED STARRED QUESTION. 218

Name of M. L. A. :— Sri Chitta Ranjan Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Public works Department be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— পিত্রা রাজনগর সহ এই অঞ্চলের জনসাধারণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে মোকাস ঘাটে গোমতী নদীর উপর একটি ঝুলন্ত ব্রীজ নির্মান করার জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কিনা ;

১) উত্তর :— আপাতত কোন পরিকল্পনা নাই ।

২) প্রশ্ন :— করলে কবে নাগাদ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ;

২) উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসেনা ।

ADMITTED STARRED QUESTION, NO: 223

Name of M. L. A. :— Sri Buddha Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be Pleased to State :—

১) প্রশ্ন :— বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত পূর্বলক্ষ্মী বিল গাঁও-সভার পূর্বলক্ষ্মী বিল হাইস্কুল হইতে বিশালগড় বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটি ইট-সলিং কবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

১) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন

২) প্রশ্ন :— থাকিলে কবে পর্য্যন্ত উক্ত কাজটি আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন ।

Admitted Starred Queation No. :— 240

Name of Member :— Sri Chitta Ranjan Saha.

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য জামজুরী গাংফিরা থেকে বৈষ্ণবীচর পর্যন্ত বন্যানিরোধক বাঁধা দীর্ঘদীত যাবৎ সংস্কারেব অভাবে স্থানে স্থানে ভেঙ্গে পচয়ে গোমতী নদীর বন্যার ঐ অঞ্চলে

ব্যাপকভাবে প্লাবিত হয়ে জনসাধারণ প্রতি বছর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং

১) উত্তর ঃ— জামজুরী গাংফিরা থেকে বৈষ্ণবীচর পর্যন্ত স্থায়ী বন্যা নিরোধক বাঁধ দেওয়া হয় নাই।

২) প্রশ্ন ঃ— সত্য হইলে এর সংস্কারের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

২) উত্তর ঃ— উক্ত প্রশ্নোত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question :— 244

Name of Member :— Shri Dhirendra Ch. Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Deptt. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ ৮৯ ইং আর্থিক বর্ষে রাজ্যে মোট কত কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসানের পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন,

২) ঐ সময়ের মধ্যে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর বিজয়নগর, মোহিনীপুর, কালামুড়া, নোয়াগাঁও, দক্ষিণ তারানগয়, ফকিরমুড়া, হরিনাখলা ও শিবির হাবিলদার পাড়া, রামকৃষ্ণ পাড়া, লেফুঙ্গা, কুলারীটিলা, রাধাকৃষ্ণনগর গ্রামগুলিতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হবে কি না ?

উত্তর

১) ১৯৮৮ ৮৯ ইং আর্থিক বর্ষে, রাজ্যে মোট ৫৩০ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

২) বর্তমান আর্থিক বর্ষে মোহনপুর ব্লকাধীন বিভিন্ন গ্রামে, ব্লক উন্নয়ন কমিটির সুপরিক্রমে প্রায় ২০ কিঃ মিঃ নিম্ন-চাপবাহী বৈদ্যুতিক লাইন টানা হবে। প্রশ্নে উলিখিত নিম্নলিখিত গ্রামসমূহ পূর্বেই বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে, যেমন

ক) উত্তর বিজয়নগর

খ) নোয়াগাঁও

গ) দক্ষিণ তারানগর

ঘ) ফকিরমুড়া

ঙ) হরিনাখলা

চ) রামকৃষ্ণ পাড়া

ছ) লেফুংগা।

অবশিষ্ট গ্রামগুলি ১৯৭১ ইং সনের আদমসুমারী ভুক্ত গ্রাম নয়। ফলে এখনই ঐ সব গ্রামগুলি সম্বন্ধে কিছু করা সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 245

Name of M. L. A. :— Shri Dhirendra Ch. Debnath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of P. W. Department be pleesed to State :—

১) প্রশ্ন :— মোহনপুর ব্লকে অন্তর্গত দিঘানিয়া হইতে মধু চৌধুরী, কামালঘাট হইতে লেফুঙ্গা, কামালঘাট হইতে গামছা কোবরা ভায়া নৃপেন্দ্রনগর হইতে জি. বি. পর্য্যন্ত রাস্তাগুলি মেটেলিং এবং পিচ্ করিবার পরিকল্পনা আছে কিমা,

১) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) প্রশ্ন :— যদি থাকে তবে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 254

Name of Member :— Shri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the S, A. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সাংবাদিকদের অগ্রিম অনুমতি নিয়ে সচিবালয়ে প্রবেশ করতে হবে বলে নূতন সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সত্য হলে কারণ কি ?

উত্তর

Minister-in-charge of the S. A. Department.

Chief-Minister (Shri Sudhir Ranjan Majumder)

১) না, সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 266

Name of M. L. A.—: Sri Anil Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Deptt. be pleased to State.

১) প্রশ্ন :— সরকার কি অবগত আছেন যে প্রতাপগড়ের নাগীছড়া থেকে জারুল বাচাই পূর্তদপ্তরের রাস্তার একটি সেতু বহুদিন যাবৎ নষ্ট হয়ে থাকায় যানবাহন ও যাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে,

১) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) প্রশ্ন :— অবগত থাকলে অবিলম্বে সেতুটি যানবাহন চলাচলের উপযোগী করে নির্মান করার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

২) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

ANNEXURE "B"

Admitted Un-tarred Question No. 19

Name of Member :— Sri Samar Chwodhury.

১) প্রশ্ন :— ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে রাজ্যে কত একর ভূমি জমিতে স্থায়ী জল সেচ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়েছে। এবং

১) উত্তর :— ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট ৪৮৮০৮ একর জমিতে স্থায়ী সেচ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়েছে।

২) প্রশ্ন :— কয়টি সেচ প্রকল্প কত একর জমিতে জলসেচের উদ্দেশ্য ১৯৮৭-৮৮ বছর শেষে আণ্ডার কনস্ট্রাকশন পর্য্যায়ে রয়েছে।

২) উত্তর :— রাজ্যে ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছর শেষে মোট ৭২টি সেচ প্রকল্পে মোট ৬২৯৪ একর জমিতে জলসেচের উদ্দেশ্য আণ্ডার কনস্ট্রাকশ পর্য্যায়ে রয়েছে।

৩) প্রশ্ন :— ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বৎসরে আরও কয়টি নূতন স্থায়ী জলসেচ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এর জন্যে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ কত (প্রতিটি প্রকল্পের নাম সহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দের পরিমাণ)।

৩) উত্তর :— বাজেট অনুমোদন ব্যতীত এক্ষনি সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় তবে ১৯৭৮-৮৯ আর্থিক বৎসরে আনুমানিক প্রাথমিকভাবে মোট ৪৭টি নূতন সেচ প্রকল্পের প্রস্তাব আছে এবং এই প্রকল্পগুলির জন্য প্রাথমিকভাবে আনুমানিক ৫,৪৫,০০০,০০ টাকার ও প্রস্তাব করা হইতেছে। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেও সঠিক সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে অতিরিক্ত তথ্যাবলী স্থির না হওয়ায় দেওয়া গেল না।

Admitted Un-starred Question No. :— 20

Name of Member :— Sri Samar Chowdhury.

১) প্রশ্ন :— ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন ব্লকে কত সংখ্যক উপজাতি পরিবারের মোট কি পরিমাণ কৃষিজমিতে স্থায়ী সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়েছে, (ব্লকভিত্তিক হিসাব)

১) উত্তর :— রাজ্যে ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বৎসরে আনুমানিক ২,৮৪৬ টি উপজাতি পরিবার সেচের দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তার ব্লকভিত্তিক হিসাব সংযোজনীতে দেওয়া হল। পরিবার ভিত্তিক উপকৃত জমির হিসাব সংগ্রহাধীন।

২) প্রশ্ন :— ব্লকভিত্তিক এই সকল সেচ প্রাপ্ত জমির মোট পরিমাণ?

২) উত্তর :— এ তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Un-starred Question :— 24

Name of M. L. A. :— Sri Samar Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be Pleased to State :—

QUESTION

1. Number of new posts created by the new Coalition Ministry upto this date and the names of the Departments in which such posts have been created.

2. Number of these new posts filled up in each Department.
3. The details of the employment policy under which such posts are being filled up.

Minister-in-Charge of the Finance Deptt. Chief-Minister.

ANSWER

1. তথ্য সংগ্রহাধীন আছে
2. শতকরা পঞ্চাশভাগ যোগ্যতানুসারে
3. আর বাকী পঞ্চাশ ভাগ আর্থিক প্রয়োজনানুসারে।

Admitted Un Starred Question: No .— 34

Name of M. L. A. :— Sri Gopal Chandra Das.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে মাতাবাড়ী ব্লকের অধীন মুড়াপাড়া গাঁও পঞ্চায়েতে জল সেচের জন্য একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ছিল ;
২) সত্য হইলে এই প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে কি না ;
৩) না হইলে তার কারণ ? এবং
৪) কবে নাগাদ এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে বলে সরকার আশা করেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।
২) না, হয় নাই।
৩) ১৯৮৭-৮৮ সালের বাজেটে এই প্রকল্পটি ধরা হয়েছিল কিন্তু ডিটেল্ এষ্টিমেট তৈরী না হওয়ায় কাজটি আরম্ভ করা যায় না।
৪) প্রকল্পটি ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে আরম্ভ করা সম্ভব হতে পারে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 44

Name of the M. L. A. :— Shri Bidya Ch. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. Department be pleased to State :—

১) প্রশ্ন ঃ— ইহা কি সত্য খোয়াই আশারাম বাড়ী, ভায়া বেহালাবাড়ী, খোয়াই তিরুথাম ছড়া,

ভায়া বেহালাবাড়ী, বেহালাবাড়ী করাঙ্গীছড়া, বাচাইবাড়ী, গোপালনগর রাস্তাগুলির জন্য জমি-এ ফোয়ার হবার পর জমির মালিকদেরকে জমির ক্ষতিপূরণ এখন দেওয়া হয়নি।

১) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

২) প্রশ্ন :— সত্য হইলে তার কারণ এবং

২) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

৩) প্রশ্ন :— কবে পর্য্যন্ত জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়

৩) উত্তর :— তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION, NO: 45

Name of M. L. A. :— Sri Bidya Ch. Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮-৮৯ ইং চলতি আর্থিক বৎসরে খোয়াই রাজনগর, তুলাশিকর হইতে আগরতলা এবং [illegible] চাম্পাহাওর হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত কোন বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে কোন মাস হইতে চালু করা হইবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩) না থাকিলে তাহার কারণ ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—পরিবহন মন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী)

১) হ্যাঁ, পরিকল্পনা আছে, উক্ত রুটগুলিতে বে-সরকারী বাসের পারমিট দেওয়ার জন্য এস. টি. এ. ত্রিপুরা দরখস্ত আহ্বান করিয়াছে।

২) উক্ত রুটে বাস সার্ভিস কোন মাস হইতে চালু হইবে তাহা এক্ষণি নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব নয়।

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Tuesday the 12th. July, 1988 at 11.00 A.M

P R E S E N T

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the, Dy. Speaker, 7 (Seven) Ministers, 9 (Nine) Ministers of State and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২

শ্রীবীরজিৎ সিংহ (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২।

প্রশ্ন (১)

ইহা কি সত্য যে বর্তমান কংগ্রেস(ই) টি, ইউ, জে, এস, কোয়ালিশন সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের বি, ডি, সি-গুলো ভেঙ্গে দিয়েছেন ?

উত্তর

ইহা সত্য নহে ।

প্রশ্ন (২)

যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ইহার কারণ কি ?

প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন (৩)

যদি সত্য না হয়ে থাকে তবে রাজ্যের বি, ডি, সি,-গুলোকে অকেজো করে রাখার কারণ কি ?

উত্তর (৩)

ব্লকগুলির কার্য্য পর্য্যালোচনা সাপেক্ষে বি, ডি, সি, বা তার সাব-কমিটিগুলির মিটিং ডাকা স্থগিত রাখা হয়েছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে, বি, ডি, সি,-গুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি, তাহলে ব্লকগুলির কার্য্যক্রম কোন নীতির ভিত্তিতে চলছে এবং ব্লক লেভেলে সরকার কোন কমিটি গঠন করেছেন কি না এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবীরজিৎ সিংহ (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আলাদা প্রশ্ন এলে জবাব দেওয়া যাবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদ নগর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেবার পর বি, ডি ,সি,-র কয়জন সদস্য রয়েছেন ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেবার পর যেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বি, ডি, সি,গুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি সেখানে বি, ডি, সি,র সদস্য আগে যা ছিল এখনো তাই আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা হাউস, এখানে ফাঁকি দেবার জায়গা নয়। বিধানসভা ফাঁকি দেবার জন্য নয়। বি, ডি, সি, প্রধানতঃ গাঁওসভার প্রধানদের নিয়ে গঠিত হয়। সেই হিসাবে যেখানে গাঁওসভার প্রধান নেই সেখানে বি, ডি, সি, কার্য্যতঃ অচল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন যে, গত চার পাঁচ মাসের মধ্যে বি, ডি, সি,র লাষ্ট মিটিং হয়েছে ? একটা বি, ডি, সি,র কথাই বলছি, খোয়াই বি, ডি, সি,র লাষ্ট মিটিং কবে হয়েছিল তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, বি, ডি, সি, ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি। যেটা ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি সেই কমিটিতে যাদের নাম ছিল তারাই সেখানে সদস্য হিসেবে রয়েছেন। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, এই বি, ডি ,সি, র কাজ-কর্মের তদন্ত চলছে এবং তদন্ত সাপেক্ষে এই বি, ডি. সি,র ফাংকসন ডেফাংকট্ করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) : সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিগত ১০ বছরে এই যে বি, ডি, সি, ছিল এই বি. ডি সি. র চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল তার তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগেই বলা হয়েছে যে, এই ব্যাপারে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ হলে পরে সেটা দেখা যাবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমার প্রশ্নের জবাব এখনো দেওয়া হয়নি। খোয়াই বি, ডি, সি,র মিটিং গত তিন মাসের মধ্যে কবে হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

QUESTIONS AND ANSWERS

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি আমরা সরকারে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত বি, ডি' সি,গুলির বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি উঠেছিল তার তদন্ত শুরু করেছি। এই তদন্ত সাপেক্ষে এই বি, ডি, সি,গুলির কার্যাক্রম ডিকাংকট্ করে দেওয়া হয়েছে। কাজেই বি, ডি, সি,র মিটিং কবে হয়েছে গত তিন মাসের মধ্যে এই প্রশ্ন এখানে ওঠে না।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট) মিঃ স্পিকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, বি, ডি, সি,-এর মেমবার যারা আছেন তারাই মেমবার। কিন্তু বি ডি সি কিভাবে গঠন করা হয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন কিনা ? আমি যতটুকু জানি বি, ডি, সি,-এর কনসটিটিউশন হয় নির্বাচিত গাঁওসভার প্রধান এবং এম, এল, এ, এবং এ, ডি, সি,-এর মেমবার দ্বারা বাই ভারচ্যু অব দেয়ার অফিস। তাহলে পঞ্চায়েত ভেঙ্গে গেছে অথচ বি, ডি, সি, কি করে থাকল। আর সেই বি ডি সি থাকলে একটিও মিটিং এতদিন পর্যন্ত না হয়ে কি করে থাকতে পারল ? যদি তদন্তই চলতে থাকে তাহলেও কেন বি ডি সি-এর মিটিং ডাকা হবে না। ১০৩টা পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে কি এক সঙ্গে তদন্ত চলতে পারে ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমরা বলেছি যে, পঞ্চায়েতগুলি গঠিত হয়েছিল পঞ্চায়েত আইন অনুসারে। আর বি, ডি, সি, গঠিত হয়েছে এ্যাজ পার ডিসিশন অব দি গভর্ণমেন্ট। সুতরাং পঞ্চায়েতের সঙ্গে বি, ডি, সি,-এর কোন সম্পর্ক নেই। দুটোকে এক করা যায় না।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— আমার ব্লকে যে বি, ডি, সি, ……………………সেই বি, ডি, সি-এর বিরুদ্ধে নির্বাচনের সময় টাকা খরচ করার অভিযোগ রয়েছে। সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা তো বলেছি যে তদন্ত চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস এবং নকুল দাস (ব্রেকেটেড)।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— এড্মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩।

শ্রীবীরজিত সিন্হা (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশচান নাম্বার ৩।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বর্তমান কং(ই)-টি. ইউ, জে, এস, কোয়ালিশন সরকার কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে :

২) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ইহার কারণ : এবং

৩) যদি সত্য না হয়ে থাকে তবে বর্তমানে রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলোকে অকেজো করে রাখার কারণ কি ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, মহাশয়।

২) রাজ্য সরকারের মতে রাজ্যের ৬৯৮ টি গাঁও পঞ্চায়েত তাদের উপর আইনত ন্যস্ত কর্তব্য সম্পাদন করার ক্ষেত্রে অযোগ্যতা প্রকাশ পায় এবং দায়িত্ব সম্পাদন করার ক্ষেত্রে ক্রমাগত অক্ষমতা প্রতীয়মান হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং তাহার প্রয়োগ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হয়। রাজ্য সরকার মনে করেন এই পরিপ্রেক্ষিতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নতুনভাবে পঞ্চায়েত গঠন করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। অপরপক্ষে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে পঞ্চায়েতগুলি দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ইত্যাদি ব্যাপারে সক্রিয়। তাই আইন মোতাবেক এইসব পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হইয়াছে।

৩) প্রশ্ন আসেনা।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যে স্টেটমেন্ট দিলেন স্বজন পোষণ, অযোগ্যতা, অপদার্থতা—এইসমস্ত কারণগুলি কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পূর্বপরিকল্পিত, নাকি তদন্ত তাঁরা করেছিলেন, না কি কোন রিপোর্ট তাঁরা পেয়েছিলেন ? যদি কোন রিপোর্ট সরকারের কাছে থেকে থাকে সেই রিপোর্ট হাউসে পেশ করবেন কিনা ? কাজেই স্বকপোল কল্পিত কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি বলে থাকেন তাহলে দলবাজীর উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এটা সত্যি কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীবীরজিত সিংহ (মন্ত্রী) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সেই কারণ বলছি—
বিগত ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ইং রাজ্যের নূতন সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর সরকারের নিকট জনসাধারণ থেকে গাঁও পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকে। অভিযোগগুলি বিশেষত এইরূপ :—

১। গাঁও পঞ্চায়েতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বহুলাংশে দুর্নীতি, স্বজন পোষণ ও ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি।

২। তফসিলী জাতি বা তফসিল উপজাতি ভুক্ত নয় এরূপ লোককে পঞ্চায়েত কর্তৃক তপশীল জাতি বা উপজাতি হিসাবে সার্টিফিকেট প্রদান, মিথ্যা রেশন কার্ড প্রদান ও মিথ্যা জন্মের সার্টিফিকেট প্রদান।

৩। গাঁও পঞ্চায়েতগুলি কর্তৃক বিদেশীদের অর্ডিনারী-রেসিডেন্ট রেজিষ্টারে নাম অন্তর্ভুক্ত করেন।

৪। আই, আর, ডি, পি, আর এল, ই, পি, স্কীম বা পরিকল্পনার জন্য অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া।

৫। অনেক গাঁও পঞ্চায়েতের কাজকর্ম যথাযথ এবং পক্ষ-পাতহীনভাবে না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কার্য্যে বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয়।

৬। পঞ্চায়েতগুলি কর্তৃক আয় ব্যয়ের হিসাব ঠিকমত সংরক্ষণ না করা এবং ব্যাপকহারে পঞ্চায়েত তহবিল তছরূপ করা।

উপরোক্ত কারণে স্বাভাবিক ভাবেই একটি ওয়েলফেয়ার গভর্ণমেন্ট গাঁও পঞ্চাতেগুলির নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া অবধি নিশ্চুপ থাকিতে পারে না। তাই আইন মোতাবেক পঞ্চায়েতগুলিকে অপসারিত করা হইয়াছে।

শ্রীনকুল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য পরিবেশন করলেন সেটা দুই একটা পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া প্রভিশান আইনে আছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের সব ক'টি পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়ার প্রভিশান আইনে আছে কিনা--আর যদি না থাকে তাহলে সেগুলিকে বেআইনী ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে সেটা সত্যি কি না ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি হাউসকে জানাচ্ছি যে, পঞ্চায়েতগুলি সম্পর্কে কোর্টে মামলা দায়ের করা আছে—এবং সেজন্য প্রাইমাফেসী এস্টা-বলিস্ট হয়েছে তাছাড়া পঞ্চায়েতগুলি সম্পর্কে তদন্ত চলছে এবং সেই তদন্তের রিপোর্ট পাওয়া সাপেক্ষে আমি হাউসে কোন তথ্য দিতে পারব না। আর মাননীয় বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতাকে আমি স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৭৮ সালে যখন তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন তিনিও এই রকমভাবে পঞ্চায়েত-গুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। তখন কি সেই কাজ আইন অনুযায়ী করেছিলেন ? তিনি সেই সব দিনের কথা কি ভুলে গেছেন ? সুতরাং এই ব্যাপারে আমি কোন তথ্য দিতে পারব না বিষয়টি বিচারাধীন আছে।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বলেছেন এটা তথ্য ভিত্তিক নয় কারণ বিগত সরকার যেটা করেছিলেন সেই পঞ্চায়েতগুলিতে ১০ বছর যাবত কোন নির্বাচন হয় নাই, কাজেই সেখানে কোন আইনের প্রশ্ন আসে না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে পঞ্চায়েত আইনে এটা স্পষ্ট উল্লেখ আছে যদি কোন পঞ্চায়েত দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তাহলে সেটাকে ভেঙ্গে দেওয়া যাবে। কিন্তু স্যার, ১০৪টি পঞ্চায়েতকে আইনের কোন্ ধারা অনুযায়ী ভেঙ্গে দেওয়া হল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আইনের সেই ধারার উল্লেখ করে জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন আছে, কাজেই এই সম্পর্কে আর কোন তথ্য দিতে চাই না।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ :— স্যার, ৫৮ জন পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল, তাদের সম্পর্কে তদন্ত করে দেখে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, এটা তদন্তাধীন এবং বিচারাধীন, কাজেই এই সম্পর্কে আর কিছু বলব না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— (ঋষ্যমুখ) স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১৮।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং— ১৮।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী :— মিঃ স্পীকার, স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ট কোয়েশ্চান নং— ১৮।

প্রশ্ন

১। সম্প্রতি ভেঙ্গে দেওয়া আগরতলা পৌরসভা এবং বিভিন্ন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলির নির্বাচন কবে নাগাদ করার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

আগরতলা পৌর সভার কমিশনারদের বাতিল করনের মেয়াদ ১৬, ৭, ৮৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত বলবৎ আছে। বর্ষা ঋতুতে নির্বাচন করা সম্ভব নহে। সেইজন্য আগরতলা পৌর সভার নির্বাচনে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বর্ষা ঋতুর শেষে নেওয়া হইবে। এজন্য সরকার দ্বারা এই মিউনিসিপ্যালিটির বাতিলের মেয়াদ আরো ছয় মাস বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট ১৯৩২ অনুসারে অন্যান্য নোটিফায়েড এলাকায় নোটিফায়েড এরীয়া অথরিটি নিযুক্ত করা হইয়াছে। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির নির্বাচনের কোন সংস্থান নাই।

প্রশ্ন

২। উক্ত সংস্থাগুলিতে নির্ব্বাচন করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

প্রশ্ন উঠে না

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, এটা আমাদের সবারই জানা আছে যে, এর আগেও কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন ২৪ বছর আগরতলা পৌরসভার নির্ব্বাচন করেন নি। আমরা এও জানি যে, এই সরকারও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যতদিন তাঁরা আছেন, ততদিন আগরতলা পৌর সভার নির্বাচন করবেন না। আমি স্পষ্টভাবে জানতে চাই, কবে নাগাদ কোন্ মাসে নির্ব্বাচন করবেন ? আমার ২য় প্রশ্ন হচ্ছে, আজকে যিনি এখানে এই প্রশ্নের উত্তর দিলেই সেই মন্ত্রী মহোদয়ই এখানে সব সময়ই এর আগে

চিৎকার করতেন, নোটিফায়েড এরীয়া অথরিটীর নির্বাচন করার জন্য। আমি এখন জানতে চাই, নোটিফায়েড এরীয়া অথরিটী গুলির নির্বাচন করা হবে কিনা ?

শ্রীজওহর সাহা :—(রাষ্ট্রমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথমে যে প্রশ্ন করেছেন, আগরতলা পৌর সভা নির্বাচন সম্পর্কে, সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নির্বাচন করার জন্য আমরা বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তবে, এখানে এক্ষনি যে জিনিস আগে করা দরকার তা হচ্ছে, বিগত দিনের বামফ্রন্ট সরকার আগরতলা পৌর সভার ওয়ার্ড ভাগ করেছিলেন রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে ভোটারদের স্বার্থে নয় দলীয় ক্যাডারদের স্বার্থেই, এবং তাদের নিয়েই ওয়ার্ড ভাগ করেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে নতুন সরকার আগরতলা পৌর সভার ওয়ার্ডগুলির পুনঃবিন্যাস করার ব্যবস্থা করেছেন। এ ছাড়া বর্ত্তমান বর্ষা ঋতুতে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। ফলে রাজ্য সরকার সমস্ত দিক বিবেচনা করে ওয়ার্ড পুনঃগঠন করার পরে নির্বাচনের কাজে হাত দেওয়া শুরু করবেন।

উনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হলো বিগত ১০ বৎসর ধরে বামফ্রন্ট সরকারে থাকার পর নোটিফয়েড এলাকা-গুলিকে ওদের দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছিলেন। স্বাভাবিক কারনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় এ রাজ্যের নূতন সরকার আসার পর বিগত নোটিফাইড এরিয়া এলাকাগুলির বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেই মনোনীত কমিটিগুলি ভেঙ্গে দিয়ে নূতন কমিটি গঠন করতে এই সরকার বাধ্য হয়েছিলেন এবং বিগত সরকারের আমলে নোটিফাইড এলাকাগুলির নির্বাচন করার জন্য কোন রকম নীতি নিয়ম, আইন এগুলি তাঁরা রচনা করেন নি। ফলে আমাদের নূতন সরকার এই ব্যাপারে নূতন ভাবে পৌর সভার ১৯৩২ বেঙ্গল মিউনিসিপ্যালিটি এ্যাক্ট কে সংস্কার করে আমরা রাজ্যের নোটিফাইড এলাকাগুলির নির্ব্বাচনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহন করব।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ১১ই জুন কমলপুর নোটিফাইড এরিয়ার চেয়ারম্যানের শপথ অনুষ্ঠান টাউন হলে করেছিলেন। সে স্বপথ অনুষ্ঠানের আগে নোটিফাইড এরিয়ার মেম্বার সেক্রেটারী এস, ডি, ওর কাছে সরকারের মনোনীত কোন কমিটির কাগজপত্র ছিল কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ? যদি না থাকে তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিসের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানের স্বপথ অনুষ্ঠান গ্রহন করলেন উনি নিজের উপস্থিত থেকে, এটা কোন গণতন্ত্র, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের এই অভিযোগ সত্য নয়। সম্ভবতঃ এটা হতে পারে যে বিগত দিনের উনি নিজে নোটিফাইড এরিয়ায় চেয়ারম্যান ছিলেন, সে পদটা হারানোর জন্যই উনি সম্ভবতঃ ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ ধরনের প্রশ্ন হাউসে তুলেছেন।

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, এই ধরনের জবাব হাউসে চলে কিনা যে একজন সদস্যর চেয়ারম্যানশিপ চলে যাওয়ার উনি আক্রোশে ওই প্রশ্ন তুলেছেন। এটা তো পার্লামেন্টারী প্রসিডিংস- এ চলতে পারে না।

ইট শুড বী এ্যাকস্পাণ্ডেড। মিনিষ্টারকে আমরা প্রশ্ন করি তথ্য সংগ্রহের জন্য। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়তো মোটিভ এপ্লাই করে জবাব দিতে পারেন না।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) স্যার, এই অভিযোগ সত্য নয়।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত ছিলেন' মেম্বার সেক্রেটারী এস, ডি-ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি গাড়ী পাঠিয়ে তাকে এনেছেন এবং একজন বিচারককেও এনেছেন। এস, ডি-ও তখন বলেছেন, আমার কাছে কোন কাগজ-পত্র নেই। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আদেশ দিয়ে স্বপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করেছেন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। কোন নোটিফিকেশান থাকলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) স্যার, মাননীয় সদস্য মহোদয়ের এই অভিযোগ সত্য নয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

১। প্রশ্ন :— বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রিপুরায় নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ মিনার (স্মৃতিফলক) আগরতলা শহরের বুকে স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর :— বর্ত্তমান সরকার শহীদ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেছেন যার সভাপতি হলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এই কমিটিই ঠিক করবে কোথায় কি ধরণের স্মৃতিসৌধ নির্মিত হবে।

২। প্রশ্ন :— যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ কোথায় তাহা স্থাপন করা হবে ?

উত্তর :— ১নং প্রশ্নের উত্তরেই এই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২ ।

১। প্রশ্ন ঃ— বিলোনীয়া মহকুমার ডিমাতলীতে কো-অপারেটিভ সোসাইটির কোন চা বাগান আছে কিনা ?

উত্তর ঃ— হ্যাঁ, ডিমাতলী টি প্ল্যান্টেশন কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নামে একটি সমবায় সমিতি আছে।

২। প্রশ্ন ঃ— থাকিলে ৩০-৪-৮৮ইং পর্য্যন্ত উক্ত বাগানটি কত টাকা সরকারী অনুদান বা ঋণ পাইয়াছে ?

এবং

উত্তর ঃ— উক্ত সোসাইটি ৩০-৪-৮৮ইং পর্য্যন্ত ৪,৪৬,৩৪৭.০০ টাকা ঋণ, অনুদান ইত্যাদি বাবদ পাইয়াছে।

৩। প্রশ্ন ঃ— উক্ত বাগানের হিসাব-পত্র অডিট করা হয়েছে কিনা এবং হলে কোন সন পর্য্যন্ত ?

উত্তর ঃ— উক্ত বাগানের অডিট কার্য্য হাতে নেওয়া হয়েছে।

স্যার, এখানে একটু উল্লেখ করতে চাই যে গত ১০ বছর ধরে উক্ত বাগানে অডিট করার কোন পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় নি। এই সরকার আসার পর অডিট করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্ম্মণ ।

শ্রীসুকুমার বর্ম্মণ (নলছড়) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮ ।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮ ।

১। **প্রশ্ন** ইহা কি সত্য যে, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু ফিসারম্যান সমবায় সমিতি লিঃ-এর বর্ত্তমান বোর্ড অফ ডিরেকটারগণ কর্ত্তৃক সমিতির ২২ জন শ্রমিককে বে-আইনি ভাবে ছাটাই করা হইয়াছে ?

উত্তর সত্য নহে, কোন কর্মচারীকেই বে-আইনীভাবে ছাটাই করা হয় নাই।

২। **প্রশ্ন** যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ছাটাই করা শ্রমিকদের বহালের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন কিনা ?

উত্তর প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী সুকুমার বর্ম্মণ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, রুদ্রসাগর কোঅপারেটিভ থেকে ২২ জনকে শ্রমিক ছাটাই করা হয়নাই। সরকারী কর্মচারী নয়, সমিতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত ২২জন কর্মচারীকে ছাটাই করা হয়েছে কিনা এই কথাটা আমি জানতে চেয়েছি। এইটার উত্তর দেওয়া হয় নাই।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **ঃ—** রুদ্রসাগর ফিশারী সমবায় সমিতি একটা স্বায়ত্ত শাসন সংস্থা।

সমিতির দ্বারা কর্মচারী নিয়োগ করা বা ছাটাই করা সেটা সমিতির আভ্যন্তরীন ব্যাপার। এখানে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই উঠেনা।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী ও শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৬।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৬।

প্রশ্ন

১। কং (ই)—উপজাতি যুব সমিতি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ পর্য্যন্ত আগরতলা পৌরসভার মোট কতজনকে রেগুলার, কনটিনজেণ্ট, মাষ্টার রোল এবং ডি, আর, ডব্লিউ হিসাবে চাকুরী দেওয়া হয়েছে; তার আলাদা হিসাব;

২। তার মধ্যে তপশীল জাতিভুক্ত কতজন বেকার চাকুরী পেয়েছেন ?

৩। তাদের চাকুরী দেওয়ার কোন সরকারী নীতি মানা হয়েছিল কিনা; এবং

৪। যদি মানা হয়ে থাকে তাহলে সে সরকারী নীতি কি ছিল ?

উত্তর

১। কং (ই)—উপজাতি যুবসমিতি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এপর্য্যন্ত আগরতলা পৌরসভার মোট ২৪ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ২ জনকে নিয়মিত পদে নেওয়া হয়েছে। বাকি ২২ জনকে মাষ্টার রোল কর্মী হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

২। তার মধ্যে তপশীলিভুক্ত ৩ জন বেকার চাকুরী পেয়েছেন।

৩। বর্তমানে সরকারের নিয়োগনীতি স্থির হওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ ১৯৮৮ইং ৮ই জুনের আগে উক্ত মাষ্টার রোল পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। এম, আর, ডব্লিউদের নিয়মিত করার সময় সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারী নীতি পুরাপুরি মানা হবে।

৪। তিন নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যিক নয়

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা যেটা আশংকা করেছিলাম, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কোথাও উপজাতিদের ক্ষেত্রে তাদের সংরক্ষিত কোটা রক্ষিত হচ্ছে না। আমি জানিনা যুব সমিতির বন্ধুরা এ ব্যাপারে কি বলবেন। এইটা একটা নির্দিষ্ট উদাহরণ। যে মাষ্টার রোলের ওয়ার্কার মধ্যে এস, টি, পাওয়া যায়না, তাদের নিয়োগ করা যায়না, তাদের একজনও নিয়োগ করা হয়নি। এই সম্পর্কে কোন্ উদ্দেশ্যে তাদের নেওয়া হয়নি মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি ? দ্বিতীয়তঃ যে প্রশ্ন সেটা হল যাদের নিয়মিত করা হল তাদের

ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল কিনা অর্থাৎ সরকারের যে সমস্ত নিয়ম নীতি আছে তা মানা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি পেলে এই প্রশ্নের জবাব আমি দিচ্ছি। স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যে বা আগরতলা শহরের এই সরকার আসার পর এই শহরের বিগত দিনের সরকারের ভ্রান্ত পরিকল্পনার ফলে এবং অপকর্মের ফলে বেশ কয়েকটা বন্যা শহরের উপর দিয়ে হয়ে গেছে। এই বন্যা হওয়ার ফলে তখন জরুরী ভিত্তিতে মিউন্যাসিপ্যালিটির কিছু অ্যামপ্লয়ি......

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— (গণ্ডগোল) আপনারা চুপ করবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— (গণ্ডগোল) আপনারা শান্ত হোন। মাননীয় সদস্যগণ, আমাকে সভার কাজ চালাতে দিন !

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদ নগর) :— পয়েন্ট অব অর্ডার !

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার :— (মুখ্যমন্ত্রী) স্যার, আমি প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এইটার পয়েন্ট অফ অর্ডার হয়না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আপনি কে ? পয়েন্ট অফ অর্ডার আমি স্পীকারের কাছে করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আগে আমাকে প্রশ্নের জবাব দিতে দিন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার আগে হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় বিরোধী দল নেতাকে বলছি, আপনি যে পয়েন্টের উপর পয়েন্ট অফ্ অর্ডার চাইছেন, ওনাকে আবার সেই প্রশ্নটা বলতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— পয়েন্ট অফ্ অর্ডার বলার সুযোগ আমি দেব। মাননীয় সদস্য আপনারা হাউসের নিয়ম শৃংখলা নষ্ট করছেন, আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি শান্ত হয়ে বসুন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি সেই জরুরী পরিস্থিতিতে কিছু এপয়ন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং সেই-গুলি মাষ্টার রোল, সেটা, নিয়মিত কোন পদ নয়, মাষ্টার রোল নেওয়া হয়েছে এবং আমরা সরকার থেকে নির্দেশ দিয়েছি যে কোন এপয়ন্টমেন্ট যাতে না দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত ঃ জরুরী ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে সেখানে রোষ্টারের ডিফেক্টটা এই সরকার পূরণ করবে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমরা সকলকে দিয়েছি। মিউন্যাসিপ্যালিটি, নিতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ তাদের সামনে তখন এই সমস্যা ছিল সরকার সেটা বন্ধ করে দিয়েছে। আর যাদের নিয়মিত করা হয়েছে তারা হল টাইপে থার্টি স্পীড, এই সমস্ত গ্রেড ওদের সরকারের আমলেই সেইগুলি রেগুলার করে নিয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— আমার পয়েন্ট অফ্ অর্ডার হচ্ছে লিডার অফ্ দা হাউস এখানে যে ধমক দিয়েছেন অপজিশনের ডেপুটি লিডারকে তাতে হাউসের অবমাননা করা হয়েছে। আমি এই সম্পর্কে মাননীয় স্পীকারের রুলিং চাই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম তখন তিনি বুহু রক্ত চক্ষু আমাকেও দেখিয়েছেন। সেইদিন আমরা চেয়েছিলাম।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ — আমি সাধারনত হাউসে টেম্পার লুজ করি না, সেটা বিরোধী থাকতেই কি স্বপক্ষে থাকতেই কি, আজকে, আমি বাধ্য হয়েছি এই জন্য যে মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা আমাকে ধমকিয়ে শাসিয়ে বন্ধ করতে চেয়েছেন, আমাকে কোন কথা বলতে দিতে চান নি। সুতরাং সেই কারণে আমার সেটা করতে হয়েছে।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) ঃ— স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, আমি ওনাকে ধমক দিয়ে কথা বলতে দেই নি, এইটা সমস্ত হাউস সাক্ষী আছে আমি ধমক দেইনি, আমি বলেছি পয়েন্টে আসুন।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্যদের উদ্দ্যেশ্যে বলছি, মাননীয় বিরোধী দল নেতা যদি, যেটা আপনি বলেছেন ধমক দিয়েছেন, দিস ইজ এ সেপারেট ইস্যু অ্যাণ্ড সেপারেট প্রসিডিউর অ্যাণ্ড পয়েন্ট অফ্ অর্ডার ইজ সেপারেট থিংগ্। পয়েন্ট অফ্ অর্ডার ইজ নট এ পয়েন্ট অফ্ প্রিভিলেইজ পয়েন্ট অফ্ অর্ডার ইউ কেন রেইজড হোয়েন দে ষ্টেটেড ইফ দেয়ার এনি অবজেকশানেবল ওয়ার্ড'স অর ইফ দেয়ার এনি পার্লা-

মেণ্টরী অর ডিসবার্সড দেট ইজ নন-পার্ল্লামেণ্টরী ওয়ার্ড হে্জ বিন ইউজ্ড বাই দা মেম্বার। দেন ইউ কেন রেইজ দা পয়েণ্ট অফ্ অর্ডার, কিন্তু ধমক যেটা আপনি বলেছেন ইট ইজ সেপারেট ইস্যু অ্যাণ্ড সেপারেট প্রসিডিউর, সেপারেট প্রসিডিউরে সেটা আপনি করতে পারেন। ইট ইজ নট এ পয়েণ্ট অফ্ অর্ডার সো ইট ইজ ডিস-এলাউড।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আপনার রুলিং অনুসারে লিডার অফ্ দা হাউস যে ধমক দিয়েছেন এইটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :— দিজ ইজ এ সেপারেইট থিং। দিজ ইজ নট এ পয়েণ্ট অব্ অর্ডার।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি টেম্পার লস করেছেন এটা রেকর্ডেড হবে কিনা। মুখ্যমন্ত্রীর টেম্পার লস হয়েছে এটা লেখা থাকবে কিনা রেকর্ডে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই কথা বলিনি যে, আমি টেম্পার লস করেছি। আমি বলেছি যে আমি কখন ও উচ্চ-বাচ্য করিনা। আমি কাউকে শাঁসাতে চাইনা। আমি কাউকে এভাবে কথা বলতে চাই না। আমি ওনাদেরই প্রশ্নের জবাব দিতে চাইছিলাম আর উনি আমাকে বাধা দিচ্ছিলেন। সেজন্য আমি বলেছি যে, আপনি বাধা দিবেন না।

শ্রীদশরথ দেব :— এবসলিউটলি সাকসেসফুল। আই ওয়াজ এবল টু মেইক হিম টু লুজ টেম্পার।

মিঃ স্পীকার :— লেট আওয়ার বিজনেস বি কন্টিনিউড।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, এই কোয়েশ্চানের পরিপ্রেক্ষিতে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এটা মিউনিসিপালিটিতে তাড়াহুড়া করে করতে হয়েছে। বিশালগড়ের শিখা সাহা, আমরা যেটা খবরের কাগজে দেখেছি, যিনি নাকি মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রীর বান্ধবী তাকে রেগুলার এপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে। এটাও কি তাড়িঘাড়ি করে করতে হয়েছে ? এটা সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই সম্পর্কে আমি হাজার কেন, হাজার হাজার নজির দিতে পারি বিগত দিনের। এটা এই সরকারের তদন্তাধীন। আমি বিগত সরকারের হাজার হাজার নজির দিতে পারি। তখন মুখ্যমন্ত্রীর সিক্রেট দল থেকে লিষ্ট যেত এবং সে মূলে চাকুরী হত আর যত ইন্টারভিউ

হত সেগুলি বাদ যেত। সে সমস্ত ফাইল ওনারা চুরি করে নিয়ে গেছেন।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, মুখ্যমন্ত্রী মদ খাবে কিনা কেউ যদি মদ খায়। অন্যরা খেতে পারে, উনি খাবেন কিনা ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, নির্বাচনের পরে বহু ফাইল পোড়া হয়েছে। তার অবশিষ্ট কিছু কিছু আমার কাছে আছে। রিলিফ ফাণ্ডের-ফাইল পর্য্যন্ত চুরি হয়েছে। লটারির ফাইল চুরি হয়েছে। লটারির ফাইল পাওয়া যাচ্ছেনা। এমপ্লয়মেণ্টের ফাইল পাওয়া যাচ্ছেনা। বহু ফাইল এরকম পাওয়া যাচ্ছেনা। এসব আমরা বের করব এবং সেগুলি এই হাউজে আমরা দেব যে ওরা কি করেছে।

মিঃ স্পীকার :— লেট আস কনটিনিউ আওয়ার বিজনেস।

মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৬।

শ্রীবীরজিৎ সিংহ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৮৬।

প্রশ্ন (১) : ইহা কি সত্য যে গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে রাজ্যের কোন পঞ্চায়েতেই গাঁও প্রধানগণের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত আইন ও নিয়মানুসারে কোন পঞ্চায়েত মিটিং করা সম্ভব হয় নাই ?

উত্তর

ইহা সত্য নহে যে পঞ্চায়েত আইন ও নিয়মানুসারে পঞ্চায়েত মিটিং পঞ্চায়েত প্রধানদের চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত মিটিং করা সম্ভব হয়নাই।

প্রশ্ন (২)

ইহাও কি সত্য যে উপোরোক্ত সময়ে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণকে পঞ্চায়েত তাদের নির্ধারিত কাজে না রেখে পঞ্চায়েত সংস্থার বাইরে অন্যান্য সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল,

উত্তর

ইহা সত্য নহে যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণকে পঞ্চায়েতের নির্দ্দিষ্ট কাজের সঙ্গে তারা জড়িত ছিলেন না। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণ পঞ্চায়েতের নির্দ্দিষ্ট কাজের সঙ্গে উতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছেন এবং বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা-যথা এস, আর, এস, আর, ই, পি, এবং এন, আর, ই, পি, আর, এল, ই, জি, পি, আই আর, ডি, পি, ইত্যাদি পরিকল্পনা রূপায়নে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণ নিযুক্ত রয়েছেন।

প্রশ্ন (৩)

সত্য হলে প্রথম ও দ্বিতীয় উল্লেখিত বিষয়গুলোর কারণ কি ?

উত্তর

প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি-যে আই, আর, ডি, পি, এর সারকুলারের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের সব রকম পঞ্চায়েতের কাজ পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখেই করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবীরজিৎ সিংহ (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত আইনেব ৪০ (১) ধারা অনুসারে প্রত্যেক পঞ্চায়েত প্রধান মাসে অন্ততঃ একবার করে পঞ্চায়েত মিটিং করে করবেন। মিটিং-এর পদ্ধতি ত্রিপুরা পঞ্চায়েত গাঁও (পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলী, ১৯৮৫ তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যদি কোন মিটিং-এ কোরামের অভাব হয় তবে পরবর্তী মিটিং-এ কোরাম না হলেও চলিবে। কাজেই পাঞ্চয়েত প্রধানদের চেষ্টা থাকা সত্তেও পঞ্চায়েত মিটিং হয় নাই ইহা সত্য নহে।

ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইনের ৪৪ ধারা অনুসারে সরকার পঞ্চায়েতগুলিকে সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি রূপায়নের জন্য পঞ্চায়েত প্রধানদের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং পঞ্চায়েত সচিবগণ পঞ্চায়েত প্রধানদের নির্দেশানুসারে এই সকল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি রূপায়নে কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত প্রশাসন নিয়ম বিধির ২৮ নং নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পঞ্চায়েত সচিবগণ প্রপ্তায়েত প্রধান, উপ-প্রধান এবং বি. ডি, ও, ও পঞ্চায়েত আধিকারিকের নির্দেশানুসারে তাহাদের কার্য্যক্রম সম্পাদন করিবেন। তাছাড়া ১-১-৮৮ তারিখের সরকারী ৮৭, ১-১-৮৮ আদেশে বলা হয়েছে যে, পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণ সরকারের গ্রামীণ পরিকল্পনা-সমূহ রূপায়নে নিযুক্ত থাকবেন। উক্ত আদেশের ৯ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত প্রধান উপ-প্রধান এবং বি, ডি, ও, বা কার্য্যকারীকে নির্দেশানুযায়ী পঞ্চায়েত সচিবগণ কাজ করিতে বাধ্য থাকিবেন। সুতরাং পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণকে তাদের নির্দ্দিষ্ট কাজের বাইরে রাখা হয়েছে এই অভিযোগ সত্য নহে। যেহেতু তারা গ্রামীন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়নের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্যান্য কর্মচারীদের ন্যায় তারা গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ— আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে, পঞ্চায়েত একটা স্বায়ত্ব শাসনমূলক সংস্থা। আর, ডি. দপ্তর থেকে এই রকম কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা যে. পঞ্চায়েত সেক্রেটারীগণ যেন পঞ্চায়েত প্রধানদের

সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা না করেই গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজ করে আর, ডি, দপ্তর থেকে এই ধরণের কোন সারকুলার দেওয়া হয়েছে কোন আইনের বলে, কোন ক্ষমতার বলে ? একটা স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রধানের এই সম্পর্কে এই ধরনের সারকুলার দেওয়া হয়েছে কেন ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এর আগে বিগত যে সেশনএ এই সমস্ত প্রশ্নে জবাব আমরা দিয়েছি। সেখানে আমাদের কথা ছিল এই সমস্ত দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য এই পঞ্চায়েত-এর কার্যাসমূহ ডিফাংকট্ করা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় তো আর আমরা গ্রামীন উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ করে রাখতে পারি না। তাই বি, ডি,ও-দের উপর এই সমস্ত কাজের ভার দেওয়া হয়েছে। গ্রামে যেহেতু আর, ডি, দপ্তর নেই সেইহেতু বি, ডি, ওদের মাধ্যমেই আর, ডি, দপ্তর কাজ করে থাকেন। এবং এই সমস্ত গ্রামীন উন্নয়ন-মূলক কাজ বি, ডি,ও-রাই পরিচালনা করবেন এই ছিল সরকারী নির্দেশ।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা (সালেমা) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, পঞ্চায়েত ডিপার্টমেণ্ট-এর সঙ্গে আর ডি ডিপার্টমেণ্ট-এর কোন সম্পর্ক নাই। কাজেই সেখানে পঞ্চায়েত ডাইরেকটার রয়েছে, পঞ্চায়েত সচিব রয়েছেন তারা এই ধরনের নির্দেশ দিলে দিতে পারেন। কিন্তু আর ডি, দপ্তর এই ধরনের কোন সারকুলার দেবার কোন আইন রয়েছে কি না ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সরকার যে কোন ডিপার্টমেণ্ট এর মাধ্যমে সারকুলার দিতে পারেন। যে কোন দপ্তরকে সেই নির্দেশ দিতে পারেন। কারণ ইট ইজ এডমিনিসট্রেটিভ কম্পোনিয়ন। সেই কারনে আর, ডি, তার কাজের জন্যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের তাদের সার্ভিস দিয়েছেন, এবং বি, ডি, ও, ইজ্ রেসপনসিবল্ ফর পারফরমিং আর, ডি, স ডিউটি। সেই অনুসারে বি, ডি, ও, তার অধীনে সমস্ত কর্মচারীদের তিনি পঞ্চায়েত সচিব হতে পারেন বা ভি, এল, ডবিলও হতে পারেন তার কাজের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। এতে কোন অসুবিধা হয় না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— এড্মিটেড কোয়েশ্চান নামবার ৯৬।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এড্মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬।

Question

1. Number of work orders pending to be executed in Agartala Municipality from January, 1988, in regard to construction, repair and improvement of Municipal roads ;

2, Whether any norms have been laid down in regard to allotment of works to the contractors working under Agartala Municipality ;

3. If so, what are those norms ?

Answer

1, No, Execution has started for all works. কোন কাজ বন্ধ করা হয়নি। কোন কাজ পেন্ডিং নেই। সমস্ত কাজই শুরু করা হয়েছে। একটা কাজও পেনডিং নেই।

2 & 3 Agartala Municipality have been alloting works to the contractors as per provision of CPWD/State PWD code rules.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোডটার মধ্যে কি আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি ? নর্মসটা কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— সেটা তো বলাই হয়েছে যে সি, পি, ডবলিউ, ডি, এবং স্টেট পি, ডবলিউ, ডি-এর কোড অনুযায়ী।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৮।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী :— (মন্ত্রী) কোয়েশ্চান নং ১৪৮

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে লেডিজ ট্যালেন্ট নামক এক মহিলা সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে ?

২। ইহাও কি সত্য যে এই লেডিজ সংস্থার উদ্যোগে আগরতলায় বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে ?

৩। সত্য হলে এই বৈশাখী মেলা উপলক্ষে রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে কত ব্যয় করা হয়েছে ?

৪। এই মেলা উপলক্ষে টি, ভি, ফ্রিজ, ফ্যান ইত্যাদি সহ বিভিন্ন প্রসাধন সামগ্রীর উপর আয়কর ছাড় বাবত রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে কত টাকা দিতে হয়েছে ?

উত্তর

It is not a fact.

Yes, Sir.

The State Government has not spent any money on the occasion of this 'MELA'.

Exemption of income tax is not a subject matter of the state Government, so the question of exemption not arise.

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া বলেছেন যে লেডিজ ট্যালেণ্ট সংস্থার উদ্যোগে এই বৈশাখী মেলা অর্গেনাইজ করা হয়েছিল।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী :— (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, সেলস ট্যাক্স আর ইনকাম ট্যাক্স দু'টো আলাদা জিনিষ। এখানে প্রশ্ন ছিল ইনকাম ট্যাক্স সম্পর্কে। কাজেই এই সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব। মাননীয় সদস্য এই ব্যাপারে ভুল করেছেন বলে আমার মনে হয়।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী দেববর্মা

শ্রীতরণী দেববর্ম্মা :— (টাকারজলা) কোয়েশ্চান নং ১৫৬

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নং ১৫৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গ্রামাঞ্চলে রেশন ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমূহের সুষ্ঠ সরবরাহের জন্য পূর্বতন সরকার ল্যাম্পস এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে ব্যবস্থা চালু করেছিলেন বর্তমান সরকার এ সমস্ত সংস্থা থেকে রেশন বিতরণের ডিলারসিপ উঠিয়ে নিচ্ছেন ?

২। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে

২। প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার ঃ— যে সমস্ত তারকা (*) চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। ANNEXURES "A" & "B"

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন মহোদয়ের কাছ থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী সুকুমার বর্মন মহোদয়কে আহ্বান করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (নলছড়) ঃ— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয় হচ্ছে ঃ— 'গত ২০শে মে সোনামুড়া বিভাগের মোহনভোগ গ্রাম নিবাসী জুটমিল শ্রমিক ভরতমুনি নোয়াতিয়াকে মেলাঘর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে একদল দুষ্কৃতকারী কর্ত্তৃক মারধর করে বে-আইনী অস্ত্র হাতে তুলে দিয়ে গ্রেপ্তার করানো সম্পর্কে'।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এসম্পর্কে আগামী সোমবার, ১৮, ৭, ৮৮ ইং হাউসে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় এ সম্পর্কে আগামী ১৮, ৭, ৮৮, ইং হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি।

সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উৎথাপন করার অনুমতি দিয়াছি।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়কে আহ্বান করছি উনার বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয় হচ্ছে—'গত ৪ঠা ও ৫ই জুন বাইখোরা থানার অন্তর্গত আবাছড়া ৩নং রাবার বাগানে একদল দুস্কৃতকারী কর্ত্তৃক তৈছমা গাঁও পঞ্চায়েত প্রধান জুমিরাই ত্রিপুরা, ল্যাম্পসের কর্মচারী লাল নমঃ, রাবার শ্রমিক সতীনন্দ ত্রিপুরা, দানকুমার ত্রিপুরা ও চিকন ত্রিপুরাকে আক্রমণ করে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মাননীয় স্বরাস্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি তিনি এক্ষুণি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (স্বরাস্ট্র মন্ত্রী) ঃ—এ সম্পর্কেও আমি আগামী সোমবার, ১৮, ৭, ৮৮ ইং হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় স্বরাস্ট্র মন্ত্রী মহোদয় আগামী সোমবার, ১৮, ৭. ৮৮ইং হাউসে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আমি আজ আর একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে বিভিন্ন উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করেন।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (চণ্ডীপুর) ঃ— স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো—

"গত ৩রা জুলাই কৈলাশহর মহকুমার অন্তর্গত হালাইছড়া চা বাগানে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক শিক্ষক শ্রীবিকাশ দাসকে গুরুতর ভাবে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উল্লেখিত বিষয়টির উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে অসম্মত হন তবে সময়

চেয়ে নিতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন— (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি আগামী ১৮. ৭. ৮৮ ইং তারিখে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো —

"গত ১৯শে জুন কৈলাশহর মহকুমার সিঙ্গারবিল গ্রামের অনন্ত দেববর্মাকে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক বাড়ী থেকে ধরে এনে পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অসম্মত হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন—(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৯.৭.৮৮ইং তারিখে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী রায় মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি মহোদয়ের উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

'গত ১৫ই মে, ১৯৮৮ ইং সাব্রুম মহকুমার দমদমা নিবাসী ডি ওয়াই এফ আই কর্মী রতন দেকে একদল দুস্কৃতকারী কর্তৃক সাব্রুম চৌমুহনীতে ছুরিকাহত করে হত্যা করার ঘটনা সম্পর্কে"।

আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অসম্মত হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন—(স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৯.৭.৮৮ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক রায় মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উথাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২০ দিন যাবত মেঘালয় রাজ্য ত্রিপুরার ২০০০ পণ্য বাহী গাড়ী সহ ৪০০০ মটর শ্রমিক রাস্তায় ধ্বস নামার ফলে অর্দ্ধাহার অনাহারে শ্রমিকরা দিন যাপন করা সম্পর্কে।"

আমি এখন পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অসম্মত হন তাহালে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখনই মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক রায় মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

বিগত পক্ষকালের উর্দ্ধে অতি বৃষ্টির ফলে আসাম-আগরতলা রোড-এ (এন, এইচ্ ৪৪) বিভিন্ন জায়গায় ধ্বস নামার জন্য যান চলাচল বিঘ্নিত হইতেছিল। প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে মেঘালয়ের সোনাপুর নামক স্থানে রাস্তার উপরে বড় ধ্বস নামায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য খাদ্য সামগ্রী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহনকারী ত্রিপুরার বহু ট্রাক আটকা পড়ে যায়। যান চলাচলের এই বিঘ্নের কথা কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীকে তারযোগে অবগত করা হয় এবং ইহা নিরসনের জন্য তাহার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করা হয়।

খবরে জানা যায় যে যদিও ধ্বস অপসারণের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং কিন্তু পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থার অভাবে এখনও যান চলাচল পুনঃপ্রবর্ত্তন হয় নাই। আমি নিজেও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে টেলিফোন যোগে অনুরোধ করেছি যাতে সংস্কারের কাজ তরান্বিত করা হয়। উনি এই ব্যাপারে উনার ব্যক্তিগত উদ্বেগের কথাও আমাকে জানিয়েছেন এবং যে-সব ব্যক্তি ও শ্রমিক এই ধ্বসের দরুন আটকে পড়েছেন তাদের ত্রান সাহার্য্যের ব্যবস্থা নিচ্ছেন বলে আমাকে জানিয়েছেন। এই সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বর্ডার রোড অরগেনাইজেশ্যানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি এবং সত্বর রাস্থা যাতে চলাচলের উপযোগী করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা নিতে চাপ সৃষ্টি করছি। আশা করি অতি সত্বর যান চলাচল শুরু হবে। আমি এই সঙ্গে আরও বলছি একজন ত্রিপুরা সরকারের উচ্চ পর্য্যায়ের কর্ম কর্ত্তাকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে।

শ্রীদীপক কুমার রায় (বড়জলা) :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, এই যে ৪ হাজার মোটর শ্রমিক আজকে ২০ দিন যাবৎ মেঘালয়ের রাস্তায় আটক হয়ে আছে ওদের এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, ওরা অনা-

হারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা জানাবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমি বলেছি যে একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম কর্ত্তাকে পাঠানো হচ্ছে, তিনি এই সমস্ত বিষয়ে দেখাশুনা করবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদ নগর ঃ— পয়েণ্ট অফ্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই সংবাদটা খুব উদ্বেগজনক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি কয়টা ট্রাক এবং কতজন শ্রমিক সেখানে আটক হয়ে পড়ে আছেন কয় দিন ধরে এবং এই সব ট্রাকে অন্য কোন জিনিষ আছে কিনা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, যদি এই ট্রাকগুলি আটকে পড়ে থাকে তাহলে রাজ্যের মধ্যে সংকট বাড়বে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, দুর্লভ হবে সে জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাস করতে পারি কি যে, বিমানে করে যে সমস্ত জিনিষ আজকে ত্রিপুরারাজ্যে অনটন হচ্ছে সেগুলি আনবার কোন ব্যবস্থা তিনি করবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, আমাদের কাছে যেটুকু খবর, কারণ গতকাল মোটর কর্ম্মী সমিতির কর্ম কর্ত্তারা আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন এবং এই অবস্থা জানিয়েছেন/প্রায় ২ হাজার গাড়ী এবং ৪ হাজার শ্রমিক তাবা আটক পডে গেছেন এবং অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে তারা দিন কাটাচ্ছেন। এই খবর পেয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীকে খবর জানিয়েছি এবং উনার তরফ থেকে কথা দিয়েছেন যে ইমিডিয়েট ব্যবস্থা নেবেন। তাছাড়া রাজ্য সরকারের একজন কর্ম কর্ত্তাকে আগামীকাল পাঠানো হচ্ছে যাতে ত্রান ব্যবস্থা করা হয়। মেঘালয় সরকারকে সে সমস্ত জিনিষের ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে আমরা বলেছি এবং আজও যোগাযোগ করব। তাছাড়া আমি এখানে বলেছি, কেন্দ্রীয় ট্রান্সপোর্ট মন্ত্রীকে আমি জানিয়েছি এবং কেন্দ্রের নজরে আমি এনেছি যাতে এই রকম অবস্থার সৃষ্টি না হয় আমরা সে ব্যবস্থা নেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমার ক্ল্যারিফিকেশানটা স্পেশিফিক ছিল বিমান ব্যবহার করবে কিনা ? যেহেতু দুর্গম এলাকাগুলির মধ্যে খাদ্য সংকট বাড়ছে কোন কোন জায়গায় লুট হচ্ছে। এফ, সি, আই, গো-ডাউন থেকে আমরা যা চাল পাচ্ছি তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। সেজন্য বিমান ব্যবহার করে বর্ত্তমান খাদ্য সংকটের সমাধান করার কোন প্রচেষ্টা মুখ্যমন্ত্রী নেবেন কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, খাদ্য সম্পর্কে আমরা বলতে পারি এখনও সেই অবস্থা হয়নি। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ কিছু কিছু ব্যবসায়ী চেষ্টা করছে, তার উপর নজর দেওয়া হচ্ছে।

এমন অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয়নি। এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে শুধু বিমান কেন যা প্রয়োজন সমস্ত ব্যবস্থা নেব। ত্রিপুরার মানুষকে কোন অবস্থাতেই কষ্টের সম্মুখীনে হতে দেবনা।

ASSENT TO BILLS

মিঃ স্পীকার :—সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নিম্নলিখিত ৫টি (পাঁচ) বিলের প্রথমটিতে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় উনার সম্মতি দিয়েছেন এবং পরবর্তী ৪ টি (চার) তে ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় উনার সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পার্শ্বে আমি উনাদের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

ক্রমিক নং	বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
(1)	The Indian Forest (Tripura Amendment) Bill, 1684 (Tripura Bill No, 1 of 1984)	PRESIDENT 13, 12, 1984
(2)	The Tripura Nursing Council Bill, 1686 (Tripura Bill No,8 of 1686)	GOVERNOR 17,8,1987
(3)	The salaries and Allowances of the Chairman, Vice.-Chairman and Commissioner of the Agartala Municipality (second Amendment] Bill, 1687 (Tripura Bill No, 10 of 1687), „	GOVERNOR 13, 12, 1987.
(4)	The Tripura Appropriation (Vote on (Account) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 1 of 1988).	GOVERNOR 18. 3. 1988
(5)	"The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1988 (Tripura Bill No. 2 oF 1988)."	GOVERNOR 18. 3. 1988

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— ১৯৮৮ ইং সালের ব্যয় বরাদ্দের (জেনারেল ডিস্কাশান্ অন্ দি বাজেট এ্যাষ্টিমেটস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৮-৮৯) উপর আলোচনা। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করব আলোচনা চলাকালে তারা যেন তাঁদের বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য অংশগ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াংকে উনার অসমাপ্ত ভাষণ শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গতকালকের অসমাপ্ত ভাষণ আমি আজকে শুরু করছি। বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে উনারা যা গেয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে কিছু কথা বলতে হচ্ছে। যাহোক উনারা বাজেটের বিরোধিতা সবাই করেননি কেউ কেউ করেছেন, আবার কেউ কেউ আংশিক বিরোধিতা করেছেন। যাই হোক ওরাও কিছু কিছু সমর্থন করতে শিখেছে। কালকেই বলেছি যে, বাজেট হচ্ছে বর্ত্তমান এবং বিগত সরকারের আয়না। বাজেট সরকারের অন্তরের ভাষা, অন্তরের আকৃতি। আমার সরকার ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য কি করতে চলছে এই মর্ম উনারা বাজেট থেকে নিয়ে নিন। উনারা বাজেট না পড়েই বাজেটের বিরুদ্ধে বহু রকম কুৎসা রটনা করেছেন, বহু সমালোচনা করছেন। আমাকে দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে, বিগত দিনের বাজেটের ভাষণে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি প্রসিডিংসের রিপোর্ট ৮৭ ইং যা বলেছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে বলি, আপনারা সেদিন কি বলেছিলেন, অন্ধদের দিয়ে কিছুই হবে না। বিরোধীদের অন্ধ বলা হয়েছিল। ত্রিপুরার ২৩ লক্ষ মানুষের চোখ খুব ভাল আছে। তারা দেখছে বামফ্রন্ট সরকার কি করছে না করছেন। ৮৭ ভাষণ, ৮৮ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী নির্বাচন হয়ে গেল। জনগণের চোখ ভাল না মন্দ তা বিচার হয়ে গেল। এইভাবে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষকে বিভ্রান্ত করে গরীব অংশের মানুষকে ঠকিয়ে ওরা গায়ের মেদ বৃদ্ধি করেছেন।

আর আমার গরীব খেটে খাওয়া মানুষের কিছুই হয়নি। তারাতো গরীব দরদী, গরীবের কল্যাণকর বন্ধু বলে তারা নিজেদের অভিহিত করে থাকেন। স্যার, বাজেটের এক অংশে ৮ পৃষ্ঠায় ১৮,৮ নাম্বারে দেখুন আমার সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে এক লক্ষ পরিবারকে বিনামূল্যে সূতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এর ফলে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে, এক লক্ষ পরিবারকে সূতা দেওয়ার জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং দেওয়া হবে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ব্লকে ব্লকে অর্ডার চলে গেছে সূতাও চলে গেছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তা দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, বিগত দিনে যৎসামান্য যে সূতা বরাদ্ধ করা হত, আজ আমাদের বিরোধী দলে যারা আছেন তাদের প্রধানরা আমার বহু নারী বাহিনীর মহিলারা অভিযোগ করেছেন যে আমাদের সূতা দেওয়া হয় না, কেন দেওয়া হয় না? কংগ্রেস (ই) যুব সমিতির করার অপরাধে।

প্রধানের সঙ্গে গা ঢলাঢলি করে (কক-বরক) :— হি আতা, নাংসে কাহাম প্রধান বীলে। (বঙ্গানুবাদ-দাদা আপনি তো ভাল প্রধান) এই ভাবে বলতে না পারার জন্য। (কক-বরক) : জানি বাথামানাই,—তাই সাই মানয়া নরগন, কক-বরক। বঙ্গানুবাদ যার মন পাওয়া যায়—আর বলতে পারবনা আপনাদেরকে কক-বরক।

স্যার, এই ভাবে সামান্যতম সরকারী সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও এরা যে চরম দলবাজী করেছেন এইটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিরোধী বেঞ্চ থেকে আপনারা এখানে হইচই করছেন, আমাদের প্রথম অধিবেশনে বিধায়ক বিমল সিনহা আমাদের বলেছিলেন যে 'তোমাকে বধিবে যে গকুলে বাড়িছে সে,' গকুলে কে বাড়িছে না বাড়িছে সেটা প্রমান হবে কিছু দিনের মধ্যেই, সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে তাতেই প্রমান করে দেব। তবে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলি, কং (ই)—যুব সমিতির সরকারের কথা অমৃত সমান। বিধায়ক গৌরী শংকর কন যা তা শুনে পূণ্যবান, লাল জমানার কথা বিষতুল্য হয়। এই কথা উপস্থিত সর্ব্বজন কয়। আপনাদের দশ বছরের এই বিষতুল্য কথা বলতে আপনাদের বুক ফেটে যাবে আমাদেরতো দূরের কথা। দেড় দিনের বৈরাগী ভাতরে কয় প্রসাদ মাত্র ২/৩ মাস হল আপনারা বিরোধী ব্যাঞ্চে বসেছেন, আর আজ উজান ময়দানের কথায় দুঃখ পাচ্ছেন, গরীব মানুষের জন্য বেকারদের জন্য কান্না করছেন। গত দশ বছরতো আপনাদেরকে ত্রিপুরার মানুষ ক্ষমতায় বসিয়েছিল, কি করেছেন তখন বেকারদের জন্য ? সাত হাজারের উপর বেকারের বয়সসীমা পার হয়ে গেছে, চাকুরীতো দিয়েছেন অনেক, এক লাখের উপর কর্মচারী আছে এই ছোট ত্রিপুরায় তবু কেন এই রকম হল ? তাই বলছি আপনাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ। খুন খারাপির কথাতো না বললাম। আমি জানি না, ওরা মাকর্স-এর এঙ্গেলসের নাম করে গনতন্ত্রের নাম নেন, সমাজ তন্ত্রের কথাও বলেন। মাকর্সের বইতে এঙ্গেলসের বইতে মানুষের মাথা কেটে জবাই করে গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা লেখা আছে কি না আমি পাই নি, আপনারা হয়তো পেয়ে থাকবেন। আমিও পড়েছি, কিন্তু পাইনি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই এটা জানেন। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের সরকারেরর দুর্নীতির কথা ওঁরা বলছেন। আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মাত্র ৫/৬ মাস হল আর এখনই ওরা দুর্নীতির কথা বলছেন। তাদের আমলে তারা কি করেছেন আমি তার জলন্ত প্রমাণ। মাননীয় বিগত দিনের শিক্ষা মন্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, ততকালীন সরকারের নিয়ম-নীতি অনুসারে ১৯৮৪ সালে টি, পি, এস, সি,র মাধ্যমে আমি সি, ডি, পি,ও পোষ্টের জন্য আমি পরীক্ষা দিই এবং যথারীতি পাশ করে ২ মাসের জন্য দিল্লিতে ট্রেনিং দিয়ে আসি। তারপরে আমাকে পোষ্টিং দিয়েছে ছামনু আই, সি, ডি, এস, প্রজেকটে। সেদিন শিক্ষা মন্ত্রীর প্রত্যাক্ষ মদতে ছামনুর সি, ডি, পি,ও, সাহেব আমাকে কোন চার্জ দেয়নি। তিনি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রীর পোষ্যপুত্র অনন্ত মোড়াসিং। তারপরে আমি যখন উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালাম তখন আমাকে বলা হল যে, আপনি সেখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাকুন। তারপরে আমাকেত চার্জ দেওয়া হলই না, বরং আমাকে জম্পুই জলাতে ট্রেন্সফার করে দেওয়া হল। জম্পুইজলা জয়েন করলেও সেখানে যে ৪ মাস ছিলাম সে ৪ মাসের বেতনের জন্য আমাকে বহু দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। জম্পুইজলাতেও তারা আমাকে থাকতে দেয়নি, সেখান থেকে তারা আমাকে বদলি করেছে রাজনগরে। এই জম্পুইজলাতেও থাকা কালীন আমি যখন আমার প্রজেক্টে গাড়ী চাইলাম তখন ডিরেকটর সাহেব শিক্ষা মন্ত্রীর মৌখিক নির্দেশে গাড়ী দেওয়া যাবেনা বলে দিলেন। সেই রাজনগরে গিয়ে আমি চাকুরি ছেড়ে দিলাম তাতে নকুলবাবুর সুবিধা হয়েছে। আমাদের সরকারের এমন বহু

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা আছে কিন্তু ওনার যেসব কথা বলছেন তা একেবারেই ঠিক না। আমাকে লটারী কেলেং কারী সম্পর্কে কিছু বলতে হয়।

লটারী কেলেংকারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে এখানে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী একবার বলেছিলেন, কংগ্রেস (আই) রাজ্যের লটারী কেলেংকারীর কথা, সেই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅর্জুন সিং-এর লটারী কেলেংকারীর কথা। আর এখানে আজকে আপনারা বলছেন, আমাদের বাজেট নাকি গরীবদের বাজেট নয়, পেটোয়াদের বাজেট। আমি প্রশ্ন করি স্যার, এই লটারী কেলেংকারী কি গরীব মানুষের স্বার্থ রক্ষার জন্যে হয়ে-ছিল। যে গরীব মানুষ তার পকেটের শেষ পয়সা দিয়ে লটারীর টিকেট কেনেন সেই লটারীর ৮২ কোটি টাকার কেলেংকারী-এই টাকা কোথায় গেল মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়-এর হিসেব দিবেন। কিন্তু তারা আজ পর্য্যন্ত এর কোন জবাব দেননি। যখন কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস, কোয়ালিশন সরকার-এর কাছে দাবী করা হল এই লটারী কেলেংকারীর তদন্ত করা হোক, বের করা হোক কারা দোষী, এবং দোষীদের কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হোক, তখন মাননীয় সদস্য বাদলবাবু ইশানচন্দ্রনগরের এক জনসভায় বলছেন, বন্ধুগণ আপনারা বলুন ত্রিপুরার বর্তমানে লোক সংখ্যা কত? কেউ বলছেন ২০ লক্ষ আবার কেউ বলছেন ২১ লক্ষ। এই ২০ লক্ষ লোক যদি এক টাকা করে টিকেট কিনে তাহলে ২০ লক্ষ ২২ লক্ষ টাকা হতে পারে। এই কংগ্রেস (আই) যুব সমিতি এত টাকা পাচ্ছে কোথা থেকে? কি অপূর্ব, এইভাবে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ যদি এক একটি করে টিকেট কেনেন তবে লটারী তো আর এক বার হয়নি, বছরের পর বছর হয়েছে আর দুই নম্বরী টিকেট তো আছেই, কত টাকা হতে পারে। তাই আমি আমার সরকারের কাছে আহ্বান রাখছি, সুস্পষ্ট ভাবে তদন্ত করে যারা এই কেলেংকারীর সঙ্গে যুক্ত তাদের বের করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সরকারের বাজেটের সপক্ষে বলতে গিয়ে অনেক কথাই বলেছি, এখন শুধু উনাদের একটি কথাই বলতে চাই যে, আপনারা এই বাজেটটা ভাল করে পড়ুন, যদি না বুঝেন তবে আমাদের কাছে আসুন, আমরা আপনাদের ভাল করে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেব। আমি ২০ বছর শিক্ষকতা করেছি, আপনাদের পড়ানোর ক্ষমতা আমার রয়েছে। যাই হোক এত কিছু বলার পরে আমি আপনাদের আহ্বান রাখছি, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক যে বাজেট আনা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের হাতে এখন মোট সময় রয়েছে ২২৫ মিনিট। এর মধ্যে রুলিং পার্টি পাবেন ১৩৫ মিনিট এবং অপোজিসন পার্টি পাবেন ৯০ মিনিট।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীদশরথ দেব মহোদয়কে আলোচনা করার জন্যে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্র ঘাট) ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৮-৮৯ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন এই বাজেটের মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। এই বাজেটের মধ্যে একই লক্ষ্য যে জনগনের দিকে চোখ না রেখে বাজেট তৈরী করা হয়েছে,। এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের স্বার্থ

কিভাবে রক্ষা করা যায় কিভাবে তাদের সম্পত্তি সম্পদ সৃষ্টি করা যায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। তবে এইটা তারা বড়াই করতে পারেন যে, এই বাজেটে তারা কোন টেক্স বসাননি। আমি বলি আর টে বসানোর জায়গা নেই ত্রিপুরায়।

ট্যাক্স বসানোর কোন জায়গা নেই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। যেখানে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ চরম দারিদ্রে ভুগছে সেই রাজ্যে ট্যাক্স বসানোর মত কোন অবস্থা নেই। এটা তাদের বদান্যতার কথা নয়। এই বাজেটকে সমর্থন করার অর্থ কি? জনগণের স্বার্থের বিরোধিতা করা এবং জনগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা। আমরা এই অপকর্ম জনগণের বিরুদ্ধে করতে পারি না। এটা সম্পূর্ণ সমর্থনের অযোগ্য। বামফ্রন্ট সরকার যেসব প্রকল্প তৈরী করে গিয়েছিলেন তার বাইরে একটা নুতন প্রকল্প তারা করতে পারেন নি। বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে সেই প্রজেক্টগুলিই চাল করা যাবে কিনা তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে। এই সরকারের উচিত ছিল বর্তমান আর্থিক মূল্যস্তরের দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেটটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু এই সরকার তা করেন নি। প্রত্যেক রাজ্যেরই প্রতি বছর নরম্যাল রাইজ হচ্ছে টেন পারসেণ্ট। আমরা কোন কোন সময়ে ত্রিশ পারসেণ্ট আদায় করেছি। এবার তারা এনেছেন লেস্ দ্যান টেন পারসেণ্ট কাজেই আমরা বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে লড়াই করেন নি ওরা। লড়াই করার কথা নয়, নিজের দলের সরকার। ওরা চাইলেইত আরো অর্থ পেতেন।

বাজেটের মধ্যে দুটো শ্লোগান দেখছি। একটা হল পঞ্চায়েতগুলিকে রাজনীতি মুক্ত করা, আর একটা হল রাজ্য সরকারের বশংবদ হয়ে যদি কাজ না করে তাহলে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদকে গুড়িয়ে দেওয়া হবে। এই কাজ গণতন্ত্র বিরোধী। সংবিধান বিরোধী শ্লোগান ওরা দিয়েছেন। আমি জানিয়ে দিই স্বশাসিত জেলা পরিষদ সুধীরবাবুদের হাতের পুতুল নয়। আইনসংগতভাবে, সংবিধান স্বীকৃতভাবে যে ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ মানুষ এই পরিষদ আদায় করেছে। এই স্বশাসিত জেলা পরিষদকে নিয়ে খেলা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বেশী দিন বরদাস্ত করবে না। এটা সংবিধানের সংস্থান। জনগণের সংগ্রামের ফসল ওরা পাচ মাসে কি করেছেন জেলা পরিষদ ভাঙার জন্য তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন। তারপর দেখা গেল টার্মস অব রেফারেন্স ভাগ— হাইকোর্ট এটা জানিয়ে দিল। তাড়াহুড়া করে কি করেছেন ওরা? আর একটা করেছেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের অনুসূচী রূপায়িত হয় সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের সহায়তায় ইহা সকলেই জানেন এ,ডি,এম, ডি, এম বি,ডি,সি, এবং পঞ্চায়েৎ গুলোর ভূমিকা ছিল। বি,ডি,সি,এবং পঞ্চায়েতগুলিকে অচল করে রেখে দিয়ে স্বশাসিত জেলা পরিষদের যে কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করে কাজের গতিকে শ্লথ করে দিয়েছে। আমার আশংকা হচ্ছে স্বশাসিত জেলা পরিষদের যে বাজেট সেই বাজেটের পুরোপুরি টাকা খরচা করতে পারবেন বলে মনে হয় না। এই হচ্ছে ওদের দৃষ্টিভংগী। তারপর কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে—তারা কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করে দিলেন উরা, এ,ডি,সি, নিজেরাও কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে না। হাত পা বেঁধে রেখে দিয়ে স্বসাশিত জেলা পরিষদকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে দিয়ে সেখানে কাজ হবে এটা কেউ আশা করতে পারে? ওদের ডিমাণ্ড কি? ওদের অংশীদারেরাই দাবী করেছিল স্বসাশিত জেলা পরিষদের সদর দপ্তর এখানে অর্থাৎ নির্ব্বাচিত স্থানে হতে পারবে

না অন্য জায়গায় করতে হবে। এবং সেই মত জায়গা বাছাই করা হয়েছিল—কিন্তু আইনে সেটা করতে পারল না ঐই নয়া সরকার সেটা ধরতে পারল না। একটা কথা আছে যে, অন্য কিছু দিয়ে জব্দ করতে না পারলে ভাতে মারতে হবে। সমস্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জীনিয়ারদের ধমক দিয়ে রেখে দিয়েছে ওরা কেউ কাজ করবে না। মাষ্টার প্ল্যান হয়ে গিয়ে অর্ধেক টাকা খরচা হয়ে গিয়েছে। আব এখন কেউ কাজ করছে না স্বশাসিত জেলা পরিষদকে স্যাবটেজ করা হচ্ছে।এণ্টায়ার ট্রাইবেল এরিয়ার ডেভেলাপমেণ্টের জন্য সংবিধানের যে অধিকার সেই অধিকারের উপর ভিত্তি করেই এই জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। সেই স্বশাসিত জেলা পরিষদের উপর এই সরকার হস্তক্ষেপ করে মাতব্বরী করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলরা লড়াই করে যে সাংবিধানিক অধিকার আদায় করেছে সেখানে এই ধরণের হস্তক্ষেপ তারা চায় না। তারা নিজেরাই তাদের উন্নয়ন করতে চায় এটা জেনে রাখতে হবে। এর জন্য শেষ আক্রমণ হচ্ছে—ওরা ৫ মাস হল ক্ষমতায় এসেছে। এই ৫মাস ওরা চীফ একজিকিউটিভ অফিসার অব এ, ডি, সি, কে বার বার পরিবর্তন করছেন। আগে ছিলেন বিনোদ কুমার তাকে বদলী করে অন্য আর একজন অফিসারকে মিঃ ত্যাগীকে আনা হল। তাকে এনে দুই মাস কাজ করতে না করতেই ট্রান্সফার করে দেওয়া হল আমি শুনেছি আজকেই নাকি মিঃ জুলিয়াস সেনকে নূতন করে নিয়োগ করেছেন। এরা প্রত্যয়হীনতায় ভোগ-ছেন। কোন মানুষকেই বিশ্বাস করতে পারেন না এটা কংগ্রেসী কালচার দিল্লীতে দেখেন না প্রতি ৩ মাস ৪ মাস পর মন্ত্রী বদল করা হচ্ছে।' একমাত্র প্রধান মন্ত্রী ছাড়া বদল হচ্ছে। এর কারন কি এর কারণ হচ্ছে দাম্পত্য কলহ এবং সেই কলহ থেকে এই অবিশ্বাসের জন্ম নিয়েছে। ওরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। জেলা পরিসদ থেকে যদি প্রতি এক মাস অন্তর অফিসার বদল করা হয় তাহলে সেখানে কি করে কাজ-এর অগ্রগতি হবে ? কচু পাতার জলের স্থিরতা হীনের মত করে রাখছে স্বশাসিত জেলা পরিসদকে এই সম্পর্কে সরকারকে নূতন করে ভাবতে হবে। এই ভাবে অফিসার বদল করা অন্যায়। এই ভাবে সরকারের মাতাব্বরী সহ্য করা হবে না। দ্বিতীয় আর একটা শ্লোগান তুলা হচ্ছে যে পঞ্চায়েতকে রাজনীতিমুক্ত করতে হবে। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই হুয়াট ইজ দি কনষ্টিটিউশান অব ইণ্ডিয়া সেখানে আছে পার্টি সিষ্টেম অব গভর্ণমেণ্ট। পাটি সিষ্টেম আছে বলেই তারা ক্ষমতায় এসেছেন এটা রাজনীতি বর্জিত নয়।

যে রাজ্যের মধ্যে পার্টি সিষ্টেম অব গভর্ণমেণ্ট থাকবে সেই রাজ্যে পঞ্চায়েত, নির্বাচন ইত্যাদি রাজনীতি বর্জিত হতে পারে না। রাজনৈতিক দল তার সিম্বল নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়াবেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে, রাজনীতিতে যেই ক্ষমতায় আসুক না কেন পঞ্চায়েতে বসার পর সে যদি জনহিতকর কর্মসূচী রূপায়ন করে, সেখানে যাতে রাজনীতি টেনে না আনে, দলবাজীর শিকার না হয়ে জনগণের প্রতি আনুগত্য রেখে কাজ করে সেটাই আমাদের দেখতে হবে। সুধীর মজুমদার কি সব অদ্ভুত কথা বলছেন। এই কথার অর্থ কি ? ইহার অর্থ যে একটা অলীক স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন কি ? স্বপ্ন হচ্ছে, রাজনীতির ভণ্ডামী। উন্নয়নের নাম করে দলবাজী হচ্ছে। তাঁরাই নাকি পঞ্চায়েতকে দলবাজী মুক্ত করতে চান ? নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকা শেষ করে ফেলছে। ওরা মফস্বলে গেলে ঐ টাকায় ভুরি ভোজের ব্যবস্থা হয় তিন মাসের মধ্যে ৯২ হাজার টাকার

ওরা বিল করছেন। সব লিষ্ট আমার কাছে আছে। ২০০ টাকা থেকে ২, ৫০০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিয়েছে। কোন তদন্ত পর্য্যন্ত নেই। নিউক্লিয়াস বাজেট এই ভাবে খরচ করা হয় না। বি, ডি, ও, থাকবে, পঞ্চায়েৎ থাকবে, দরখাস্ত যাবে তবে প্রার্থী বাছাই হবে তা না ঐ মন্ত্রীরা এখন স্লিপ লিখে দেয়। খয়রাতি। খাওয়ার খরচ। ট্রাইবেল- দের টাকা লুণ্টন করছেন। নগেন বাবুকে আমি অনুরোধ করব, ট্রাইবেলদের স্বার্থ নিয়ে আপনারা লড়াই করেছেন। তিন মাসে ৯২ হাজার টাকার 'বিলি হয়ে গেল' এটা দেখুন, আমি এটা আপনাদের নজরে আনলাম। আমি দেখেছি, কোন তদন্ত পর্য্যন্ত হয় নি। দ্রাউ কুমার বলুন, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের তিনি ভারপ্রাপ্ত। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তদন্ত করা হয়েছে? কার পরামর্শে, কোন এস, ডি, ও, বি, ডি, ও,কে দিয়ে তদন্ত করান হয়েছে তার তথ্য চাই? আমরা খুশী হব, যদি তদন্ত করে উপযুক্ত লোককে দেয়। আমার কাছে খবর আছে, দুইশত টাকা থেকে আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত নিচ্ছে। নাম আমি বলছিনা নাম সরকারের কাছেই আছে। আর কি হচ্ছে? এই নিউক্লিয়াস বাজেটের নাম করে সম্বর্ধনা সভায় খাওয়া হয়। বাজেটের টাকায় খাওয়া? জীবনে কখনো দেখি নি, শুনি নি। যদি মানুষ বলে লুণ্টনের সরকার, তাহলে কি অপরাধ হবে? এদের জিজ্ঞেস করি, মন্ত্রী সভায় আসার আগে কার কত অ্যাসেট ছিল তার ষ্ট্যাটমেণ্ট দিন। আর মন্ত্রী সভায় আসার পরে কার কত টাকা হল, কার কয়তলা বাড়ী হল, কার কত জমি হল তার ষ্ট্যাটমেণ্ট দিন। চার মাসে আকাশ থেকে টাকা পড়ে নি। আমি নাম দিতে পারি, তবে নাম দেব না। মন্ত্রীরা লজ্জা পাবেন। জনগণের লক্ষ চোখ তাঁদের দিকে আছে। আর একটি কথা আমি বলছি। এই বাজেটে উপজাতিদের জন্য কি করা হবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। আমি জানি না, এখন আছে কিনা, বামফ্রণ্ট আমলে ৪৩ রকমের বেনিফিট ট্রাইবেলদের জন্য দেওয়া হত। সেই ফরটিথি টাইপ অব বেনিফিট এখন আছে কি? দ্রাউ কুমার বাবুর দপ্তর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারে খোঁজ নিয়ে দেখুন, ২৪, ৫, ৮৫ সালের মেমোরেণ্ডাম কি ছিল। সারা ত্রিপুরায়ই তা চালু হয়েছে। এটা হাসার কথা নয়। বিধানসভা তামাশার জায়গা নয়। কিছু বলতে গেলে তথ্য থাকবে। আমরা অসত্য কথা বলি না। সবই হয়েছে। স্যার, চারটা বিরাট বিরাট পরিকল্পনা আছে কৃষিতে। পুনর্বাসন বলুন হরটিকালচার বলুন, সেরিকালচার বলুন, অ্যানিমেল হাজবেণ্ড্রী বলুন, এই ৪টি পরিকল্পনায় ৮ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এটা যদি থাকে, তাহলে ভাল। যদি থাকে, তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে, ৮৫ সালের স্কীম ৮৮ সালে এই টাকায় কিছুই হবে না। টাকা আরো বাড়িয়ে দিতে হবে ট্রাইবেলদের উন্নতি করতে হবে। বেনিফিসারী কি ভাবে সিলেকটেড হয়? ২৫ হাজার করতে পারবেন না। ঐ ফাওকা কথা বলে লাভ নেই। রাবার প্ল্যাণ্টেশনে সাড়ে দশ হাজার টাকা দেবে রাবার বোর্ড। বাকীটা এস, টি, কর্পোরেশন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেয়। সাবসিডি বাকীটা টেন পারসেণ্ট। থ্রি পারসেণ্ট আবার সাবসিডি হয় ইণ্টারেষ্ট। ইণ্টারেষ্টটা একচুয়াল সেভেন পারসেণ্ট ইণ্টারেষ্ট দিতে হয়। এটা বাড়ান যেতে পারে।

বাকী সাবসিডি ১০ পার্সেণ্ট, এবং ইণ্টারেষ্টের উপর আরও ৩ পার্সেণ্ট সাবসিডি, টোটাল সাবসিডি দিতে হয় ৪১,৭ পার্সেণ্ট। সুতরাং ২৫ হাজার টাকার কথা বার বার বললেই হবে না। তবে নিশ্চয়ই

আমরা দেখব যদি আপনারা করেন। স্যার, এখন বেনিফিসিয়ারীজ কিভাবে সিলেকটেড হচ্ছে? আমাদের সময়ে বেনিফিসিয়ারীজ বিষয়টা দেখতেন এস, ডি,ও। কিন্তু তিনি একা ছিলেন না, পুনর্বাসন কমিটি নামে একটি কমিটি করা হয়েছিল। তাতে গাঁও প্রধান, পঞ্চায়েতের সমস্ত ট্রাইবেল সদস্য, জুমিয়াদের প্রতিনিধি নোমিনেটেড বাই গাঁও প্রধান। সেই কমিটির সঙ্গে কনসাল্ট না করে এস, ডি, ও বেনিফিসিয়ারিজ সিলেকশন করতে পারতেন না.। সেই প্রসেস এখন চালু আছে কিনা আমার জানা নেই। জমি কিনেও ট্রাইবেলদের পুর্ণবাসন দেওয়া হত। ৬ হাজার টাকা সাবসিডি দেওয়া হত এবং ৩ হাজার টাকা করপোরেশন থেকে ঋন দেওয়া হত। কারন জমি যখন পাওয়া যায় না, তখন জমি কিনে পুর্ণবাসন দেওয়া হয়েছে। প্রচুর আমরা দিয়েছি। রাবার করপোরেশনে আমরা দিয়েছি সাড়ে বাইশ হাজার, এখন আপনারা পারলে বেশী দেন। কিন্তু এগুলি কি ভাবে কার্যকরী হবে, কিভাবে বাছাই করা হবে সেটাই হচ্ছে এখন বড় প্রশ্ন। সত্যিকারে যে নীতি সে পাবে কিনা, নাকি যার প্রয়োজন নেই সে পাবে। এমন কয়েকজন ভদ্রলোককে টিন কিনার জন্য আপনারা আড়াই হাজার টাকা করে ঋণ দিয়েছেন নিউক্লিয়াস বাজেট থেকে যাদের কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা প্রমান চাইলে আমি দিতে পারি। শিক্ষা নীতির কথা নাই বা বললাম। ইলাইট এডুকেশান চালু করার জন্য রাজীবগান্ধী বারবার বলেছেন, অনেক বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু কি হয়েছে, কিছুই হয়নি। ৩টা জায়গা সিলেকশন হয়েছে এবং প্রতিটির জন্য ১ লক্ষ টাকা করে মঞ্জুর করা হয়েছে। ১ লক্ষ টাকা সাউথের ডি, এম-এর হাতে দেওয়া হয়েছে। আমরা বললাম ডি, এম-এর হাতে না দিয়ে ডাইরেকটরের হাতে দিলে ভাল হত। কিন্তু সাউথে এখনও ঘর করা হয়নি কেন? স্যার, ওরা কি রকম শিক্ষা দিচ্ছেন মানুষকে মুর্খ বানানোর জন্য? দেখুন ভারতবর্ষের ৪৩৪ টি ডিস্ট্রিক্ট আছে। প্রতিটি ডিষ্ট্রিকট-এর জন্য একটা করে নবোদয় বিদ্যালয় করা হবে। ৪৩২টা ডিষ্ট্রিকট সিলেক্ট করা হয়েছে এবং ৪৩২টা বিদ্যালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০০ কোটি টাকা। আর ভারতবর্ষে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২ হাজার। এই ৫২ হাজার বিদ্যালয়ের জন্য মাত্র ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে বাজেটে। অর্থাৎ শতকরা একজন ছাত্রের জন্য ৫০০ কোটি টাকা, আর শতকরা ৯৯ জন ছাত্রের জন্য ১০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ। এটা কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের তথ্য।

তারপর এখানে ত্রিপুরায় কি বলেছেন সোনামুড়া, অমরপুর এটা নূতন কথা নয় আমরা তো আগেই ঘোষণা দিয়েছি এই একাডেমি ইয়ার থেকে ওখানে কবে চালু হবে তাঁরা করবে কিনা জানি না। নবোদয় এখনও আতুর ঘরে, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নেই, তিনি ঠিক করেছেন ৫০ জনকে নিয়ে নবোদয় শিক্ষা চালু করবেন রামচন্দ্র ঘাটে লাল টিলায়। সেই লাল টিলা উদ্বাস্তু কলোনী দিন মজুর ক্ষেত মজুর সেখানে দুবেলা ভাত খেতে পারে শতকরা দুইজন। ওরা যাবে না। ওখানে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক স্তর পর্য্যন্ত লেখাপড়া করার জন্য আমরা সেখানে নূতন একটা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি। উত্তর রামচন্দ্র ঘাটে এবং সেখানে পাকা বাড়ী করে দেওয়া হয়েছে বাড়ী প্রায় কমপ্লিট এখন কাচা ঘরেই ওরা স্কুল করছে। আর এই নবোদয় আতুর ঘর থেকে তুলে এনে সেখানকার গরীব মানুষের মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে ঘর করেছি সেখানে ৫০টি ছাত্র নিয়ে তাঁরা নবোদয় স্কুল শুরু করবে। এ কি

হলো ঃ— সংস্কৃতে একটা কথা আছে—প্রভাতে মেঘে বীরেন্দ্র অজয় যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে দাম্পত্য কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া রাজীবের শিক্ষা নীতি হচ্ছে এই বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া নয় কি ? বলতে হয় কোন ক্রিয়াই হয়নি। স্যার, আর কয়েকটা কথা আমি বলতে চাই

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্যকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— আমি তো ৩৮ মিনিট পাব আমার পার্টি যা দিয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— এনি ওয়ে এই পাঁচ মিনিটে শেষ করে ফেলুন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মন্ত্রীদের বক্তব্য শুনে এর কোন জবাব দেবার মতো কোন রুচি নেই কেউ বলছে উপজাতি নারীরা পয়সা পেলেই দেহ বিক্রি করে। উজান বাড়ীর ময়দান থেকে আরম্ভ করে সিঙ্গা পাড়া, গঙ্গানগর, জগবন্ধু পাড়া কেউ বলেছে উপজাতি নারীরা * *
কথা বলা তাদের অভ্যাস, কেউ বলেছেন কতগুলি * উপজাতি নারী ধর্ষিতা হয়েছেন, তাতে কি হয়েছে ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার,

শ্রীদশরথ দেব ঃ— স্যার, কারোর নাম বলি নি।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— পয়েন্টে অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের উপনেতা এই হাউসে যে অসত্য ভাষণ পরিবেশন করেছেন, কোন্ মন্ত্রী বলেছেন উপজাতি মহিলারা বেশ্যা। উপজাতি মহিলাদের প্রতি কটাক্ষ করে কথাগুলি বলেছেন মাননীয় সদস্যকে হাউসে নাম প্রকাশ করার জন্য আমি বলছি। এটা আমাদের জোট সরকারের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা এবং সস্তা রাজনীতি কুড়ানোর জন্য এই ধরনের অপপ্রচার আমাদের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে করা হচ্ছে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা বাদ দেওয়া হোক।

(গণ্ডগোল)

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— স্যার, কোন মন্ত্রী বা এম, এল, এ, বলেছেন নাম না বললে মাননীয় সদস্যকে এটা প্রত্যাহার করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

* * * **Expunged as ordered by the Chair.**

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় অপজিশ্যান লিডার বলেছেন মন্ত্রীদের বক্তব্যগুলি কথাগুলির জবাব দিতে উনার রূচিতে বাধে, এরপর তিনি বলেছেন বেশ্যা এইরকম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই ব্যাপারে কিছুদিন আগে পত্রিকায় বেড়িয়েছিল।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি কি পত্রিকা দেখে বক্তব্য রেখেছেন ? পেপার দেখে বক্তব্য রাখতে পারেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, পত্রিকার উপর বেইস করে এই রকম অভিযোগ আসতে পারে না, কারণ এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী তার প্রতিবাদ পত্রও প্যাঠিয়েছেন, তাই এই অভিযোগ আনতে পারেন না। উনি যে অভিযোগ এনেছেন জেনে শুনে এনেছেন, এটার কোন ভিত্তি নেই, অতএব হাউসে এইভাবে আনতে পারে না, এটা একসপাঞ্জড করা হোক।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি কোন্ কোন্ শব্দ আন-পার্লামেণ্টারী ইয়ুজ করা হয়েছে একসপানঞ্জড করে দেব। "বেশ্যা" শব্দ এটা আনপার্লামেণ্টারি, এটা একসপাঞ্জড করে দেব।

নাউ ইট্ ইজ ওয়ান পি, এম সো হাউস ইজ এডজোর্নড টিল ২ পি, এম—

AFTER RECESS AT 2-00 A. M.

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ ঃ— স্যার, যে অংশটা নিয়ে উনি বলেছিলেন সেটা অ্যাকস্পাঞ্জড্ করা হয়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ— রুলিং ত আমি দিয়েছি আন পার্লামেণ্টারী ওয়াড যেখানে সেটা অ্যাকস্পাঞ্জড করা হবে।

শ্রীরসিকলাল রায় ঃ— আন পার্লামেণ্টারী কোনটা সেটা মেনশান করলে ভাল হয়।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) ঃ— স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে সকল বক্তব্য রাখা হয়েছে উপজাতি মহিলাদের শালীনতার প্রসঙ্গে সেটা সবটাই অ্যাক্সপাঞ্জড করা উচিত।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমিত বলেছি আন পার্লামেণ্টায়ী ওয়াড যেগুলি ইট সুড বি অ্যাকস্পানজড।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী :— স্যার, এখানে উনি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। সুতরাং আমার মনে হয় যেটা নিজেও যে পত্রিকার বক্তব্য অনুসারে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, পরবর্তীকালে উনি যে পত্রিকার কথা বলেছেন "ডেইলী দেশের কথা," এইটা উনাদের দলীয় পত্রিকা, যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের চরিত্র হনন করা সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা। সুতরাং এইটার পরিপ্রেক্ষিতে উনার বক্তব্য রেখেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ঐ পত্রিকাতেই আমার প্রতিবাদ উনারা ছাপাতে বাধ্য হয়েছেন। সুতরাং এই প্রসঙ্গ নিয়ে অসত্য তথ্য হাউসে পরিবেশন করেছেন। সেই প্রসঙ্গটা নিয়ে যে বক্তব্য আছে সেটা অ্যাক্সপাঞ্জড করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— টোট্যাল বক্তব্যইত অ্যাক্সপনৃজড হয়না। আপনারা বলুন কোন জায়গাটা অ্যাক্স-পানজড করবেন।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— আমি বলছিলাম উনি যেটা বলেছিলেন উপজাতি মহিলাদের বিরুদ্ধে, নাম যদিও উল্লেখ করেন নাই, যে অসত্য তথ্য পরিবেশন করেছেন উনার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

মিঃ স্পীকার :-- আমি আমার রুলিং দিচ্ছি, উপজাতি মহিলাদের সম্পর্কে- যে বক্তব্য উনি রেখেছেন যেটা আন-পার্লামেন্টারী সেটা অ্যাক্সপানৃজ্‌ড হবে। আর যেটা আন-পার্লামেন্টারী নয় সেটা অ্যাক্সপানৃজ্‌ড হবে না- সেটা থাকবে।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কথা আমি বলেছিলাম শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষানীতি যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা আমি বুঝতে পারি না। কারণ গত ৩-৪ মাসে বেশীর ভাগ প্রাইমারী স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল চালু নেই। মিড-ডে মিলের যে কমিটি হয়েছিল শিক্ষা দপ্তরের ডাইরেকশান অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু রুল্‌স সেই কমিটিগুলি ডিফাংক্ট করে নতুন করে কমিটি করার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা হয়নি। কমিটি না হওয়া পর্য্যন্ত কি স্কুলের ছেলেমেয়েরা উপোস থাকবে? এই জবাব শিক্ষা মন্ত্রীকে দিতে হবে। আর একটা উল্লেখ করতে চাই নিয়োগ-নীতি সম্পর্কে, সকালেও এই প্রশ্ন উঠেছিল(এই সরকারের নিয়োগ নীতি কি? কারণ আমরা কাগজে দেখেছি ৩-৪ হাজারের মত নিয়োগ হয়ে গেছে। ওরা বলছে কণ্টিজেন্ট। কণ্টিজেন্ট হলেও কণ্টিজেন্টকে ত আর চাকরী থেকে ছাড়ান যাবে না। তাহলে সিডুলকাষ্ট এবং সিডুলট্রাইব-এর কোটা অনুযায়ী যেটা পাওনা সেটা দিতে তাদের কি অসুবিধা? ক্লাশ ফোর ফাইভ পর্য্যন্ত পড়লেই ক্লাস ফোরের চাকুরীতে নিয়োগ করা যায়। এই জায়গায় তাদের দিতে অসুবিধা কোথায়? এইটা অ্যাণ্টি-ট্রাইবেল কিনা? ভারতের সংবিধানে যেটা অ্যাষ্টাব্লিসড্‌ কনভেনশন্যাল রাইট অফ দি সিডুলকাষ্ট অ্যাণ্ড সিডুল ট্রাইব অ্যাষ্টাব্লিসড্‌ ইন দি কনস্টীটিউশান এই কনস্টিটিউশানটাকে তারা ভায়োলেট করতে পারে কিনা।

আমি আর একটা জিনিষ জানতে চাই সে, নিয়োগ নীতি সম্পর্কে কোন এডভারটাইজমেন্ট নাই, কোন পলিসি নাই, এমনি লোক নেওয়া হবে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে ইন্টারভিউর মাধ্যমে জবফ্রমের মাধ্যমে সিলেক্টেড হল প্রপার কমিটির দ্বারা অফার অফ্ এমপয়েন্টমেন্ট ছাড়া হল, কেউ জানে না হোয়েদার ইট ইজ ক্যান্সেল অর কনটিনিউ, কাজেই এই সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য ওদের কাছে চাই যে, অফার যারা পেরেছিল তারা পাবে কিনা ? যদি না পায় তাহলে কি ভিত্তিতে পাবে না এইটা পরিস্কার জানতে হবে। অফার অফ্ এপয়ন্টমেন্ট ছাড়া হয়েছে ২০০র উপর, হ্যাল্থ ডিপার্টমেন্টের ক্লাস ফোরে একজনকেও চাকুরী দেওয়া হয়নি, মে বি নেভার ক্যান্সেল, কিন্তু সেই জায়গায় নূতন লোক কন্টিজেন নেওয়া হচ্ছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলুন আমরা যদি মিথ্যা সংবাদ পেয়ে থাকি যদি কাগজ তা দিয়ে থাকে, আর যদি এইটা দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে অফার যারা পেয়েছে তাদেরকে চাকুরী থেকে ক্যান্সেল করে বা পেনডিং রেখে নূতন চাকুরী বিনা ইন্টারভিউতে কি করে তাদেরকে দেওয়া হল ? এইটা কোন দলবাজীর পরিচয় ওদের আবার দিতে হবে। আর একটা জিনিষ আমি উল্লেখ করতে চাই, উজান ময়দান সম্পর্কে অনেক কথা উঠেছে এখানে, কিন্তু তার আগে আমি বলব টি এন ভি সম্পর্কে। টি এন ভির সমস্যা রাজনৈতিক সুধীরবাবু অস্বীকার করতে পারবেন না। কাজেই টি এন ভির সমস্যার সমাধান হোক এইটা আমরা সরকারে থাকতেও চেয়েছি, এখনও চাই। এখনও আমরা বলছি টি এন-ভির স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান. অলিক স্বপ্ন এইটা কখনও বাস্তবায়িত হবে না। এইটা তাদের আগেও বলেছি যে, এই শ্লোগান তাদের ত্যাগ করতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবনে অস্ত্র সংবরণ করে ফিরে আসুক এইটা আমরা চাই। সুধীরবাবু মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দিল্লী থেকে ফিরে এসে যে বক্তব্য রেখেছেন যে, আমি শুধু অস্ত্রশক্তি দিয়ে তাদেরকে দমন করব তাহলেতো ক্লাইমেক্স রিকিউজেশানের রাস্তা থাকে না। আমরা চাই যদি ওরা খারাপ কাজ করে তাহলে সরকার এডমিনিষ্টেটিভ একশান নেবে, কেউ না করে না, যদি ওরা খুন করে গ্রেপ্তার হবে, শাস্তি হবে কেউ ডিনাই করে না। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রসর হতে হবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য। এইভাবে হুমকি দিয়ে ক্লাইমেক্সটাকে নষ্ট করা আদৌ ঠিক না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী টি এন ভির সমস্যাটাকে জিয়িয়ে রেখে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাকে স্বার্থক করার জন্য এইসব কথা বলছে না। মুখ্যমন্ত্রী জবাব দেবেন যে আর একটা জিনিষ আমি বলতে চাই, স্যার, এই যে উজান ময়দান-এর ঘটনাটা হল, তার জন্য আমরা বিচার বিভাগীয় তদন্ত চেয়েছি, ওরা বিচার বিভাগীয় তদন্ত মানেন না, এইটাকে ভিত্তিহীন বলেছেন, আরও অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু ভিত্তিহীন যদি হয় তাহলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত চান না কেন ? স্যার, আপনি নিজেও আইনের মানুষ আপনিও জানেন যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে তারা একটা রিকম্যাণ্ডেশন দেয় যে, হ্যাঁ, এই রকম ঘটনা ঘটেছে, তারপর সরকারের তরফ থেকে একশান নেওয়া না নেওয়াটা সরকারের ব্যাপার। আমাদের দাবী হচ্ছে, সারা ত্রিপুরার মানুষ যারা এই ঘটনা সম্পর্কে শুনেছেন তাদের কাছে পরিস্কার করার জন্য এই সরকারের এখানে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন বসানো দরকার। (ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে :— অঞ্জলী কর্মকারের কি হলো ?) অঞ্জলী কর্মকারের মেডিক্যাল চেকআপ হয়েছে এবং তাতে কোন প্রমান পাওয়া যায়নি তারপরে কিন্তু আমরা অঞ্জলী কর্মকারকে রাস্তায় ছেড়ে

দেইনি, একটা চাকুরী দিয়ে তার জীবনের রি-হ্যাবিলিটেশান করে দিয়েছি। এই সরকারকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, যে সমস্ত মহিলারা আজকে ধর্ষনের অভিযোগ-এ অভিযুক্ত তাদেরকে তারা চাকুরী দেবে কি না? দেবে না, তাদের দরদ নাই। অন্তত পক্ষে একটা সুস্থ সরকারের কাছে মানুষ এইটা আশা করে, যে কোন সুস্থ সরকারের যে সমস্ত নারীরা নিজেরা ধর্ষিতা হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উচিৎ। তা না করে এই সরকার উল্টা এই জিনিষটাকে নানাভাবে জল ঘোলা করে ধর্ষিতা বলে যারা অভিযোগ করেছেন, তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন।

এটাকে কোন সভ্য দেশের সরকার,? শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, সামান্য বিবেকবান ও সৌজন্যবোধ আছে এমন কেউ সমর্থন করতে পারেন না। স্যার, আমি আর বেশী সময় নেবনা, কারণ আমার কলিগরা একটু সময় চায়। . আমরা কাগজ দেখেছি, ওখানে কেউ লিখেছে যে নেতা, উপ-নেতাকে লাথি, ঘুষি দিয়ে, জুতা মেরে প্রভৃতি কথাগুলি আছে যদি এই কথাগুলি থাকে তাহলে এটা কোন আইনের শাসন? আমরা বিরোধী দলের নেতা না হতে পারি। বিধান-সভার মেম্বার না হতে পারি কিন্তু রাস্তাঘাটে মারধর করার উস্কানি দেওয়া কি জঙ্গলের রাজত্ব নয়? এছাড়া আর কিছু হতে পারে কি? এটা কিসের আইন? একজনকে লাথি 'মার' জোতা মার এসব কি সভ্যতার লক্ষণ? এইজন্যই ওদের প্রবীনতম নেতা ৯১ বছর বয়স্ক কমলাপতি ত্রিপাঠিজী বলেছেন মুর্খ্যকে বোঝানো যায়, শিক্ষিতকে বোঝান যায় কিন্তু অর্ধ-শিক্ষিতকে বোঝান যায় না। এই বক্তব্য রেখে এই বাজেটকে পুরোপুরি বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি, কারণ এই বাজেটকে সমর্থন করা মানে হল জনগণের বিরোধিতা করা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :— (বিলোনীয়া) মিঃ স্পীকার স্যার, ১৯৮৮-৮৯ সালে যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এনেছেন তাকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেট অত্যন্ত সুন্দর ও সময়োপযোগী হয়েছে। এই বাজেট দেখলে বোঝা যায় যে, ১৫·৭৬ পার্সেন্ট টাকা শিক্ষা বাবদ ধরা হয়েছে। ৭·৮৫ পার্সেন্ট বিদ্যুতের জন্য ধরা হয়েছে। কৃষি খাতে ৩·২৫ পার্সেন্ট ধরা হয়েছে।

উপজাতি কল্যাণ খাতে-৪·৫৩ পারসেন্ট ধরা হয়েছে, আর গ্রামীন উন্নয়ন খাতে ধরা হয়েছে ২·৬২ পারসেন্ট। কাজেই এই বাজেট জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিগত দিনের মত ক্যাডার স্বার্থে বাজেট তৈরী না করে জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই বাজেট তৈরী করেছেন। বোধ হয় এই জন্যেই বিরোধী দলের সদস্যরা এত বেশী চটে গেছেন। ক্যাডারদের

সমর্থনে দলের সমর্থনে, উগ্রপন্থীদের সমর্থনে বামফ্রন্ট সরকার বাজেট তৈরী করতেন। আজকে আমাদের বাজেট বিতর্কে অংশ নিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের উপ-নেতা বলেছেন ত্রিপুরার বর্তমান সরকার ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করেছেন। কারণ এই সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেননি। আমরা বিগত দিনে দেখেছি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে ত্রিপুরার জন্য এত টাকা আনা যায়নি, ত্রিপুরার যা প্রাপ্য তাই কেন্দ্র তাকে দিয়েছেন। উপরন্তু এমন সব ক্ষেত্রেও টাকা দিয়েছেন যার জন্যে কোন দাবীও করা হয়নি। অথচ আমরা দেখতে পাই উনারা বার বার এই কথাটা তোলতেচান যে কেন্দ্র নাকি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করেছেন। অথচ আমরা দেখি এই ত্রিপুরায় যে ৭০৪টি গাঁও পঞ্চায়েত আছে তারমধ্যে যেসব পঞ্চায়েত কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস,—এর দখলে ছিল সেই সব পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। শ্রমিক কৃষকদের তাদের ন্যায্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন। আবার উনারা এখানে বলছেন কংগ্রেসের মধ্যে নাকি দাম্পত্য কলহ চলেছে। কংগ্রেসের মধ্যে যদি দাম্পত্য কলহ চলে তবে উনাদের এত মাথা ব্যথা কেন ? আমাদের মধ্যে যদি কোন কলহ থাকে তাহলে উনাদের মত তো আর আমরা প্রচার করে বেড়াচ্ছিনা। অথচ বিগত দিনে আমরা দেখেছি, এই ত্রিপুরা রাজ্যের কর্মচারী নেতাদের মধ্যে অনেক কিছুই শোনা গেছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, যে কেউ নৃপেনবাবুকে সমর্থন করছেন আবার কেউ দশরথ বাবুকে সমর্থন করছেন, তাহাদের নিজেদের ঘর আগে সামলান, তারপর আমাদের দিকে নজর দিন। আর আমাদের দিকে যদি এত নজর দিতে হয়, আমাদের যদি আপনাদের ভাল লাগে তবে চলে আসুন আমাদের দলে।

আরেকটা বলেছেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী যে, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা নাকি খুবই খারাপ। আজকে পাঁচ মাসের মত হয় আমরা ক্ষমতায় এসেছি, উনাদের কাছে কি এমন কোন পরিসংখ্যান রয়েছে, যে, কয়টি স্কুলে কাজকর্ম বন্ধ রয়েছে, কয়টি স্কুলে ঘেরাও করা হয়েছে, কয়টি স্কুলে ক্লাস বর্জন করা হয়েছে ? একটিও নেই। বিগত দিনে অনেক স্কুলে সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস হতো কিনা সন্দেহ, মাষ্টার মশাইরা খাতায় সই করেই চলে যেতেন, সমন্বয় কমিটির মিটিং আছে, মিছিল আছে এই অজুহাতে। তারা স্কুলগুলিকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। বিগত দশ বছরে বহু স্কুল ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এমন কোন গ্রাম বাকি নেই যেখানে এই ধরণের ঘটনা ঘটেনি।

তারপর বেকারদের চাকুরী দেবার ব্যাপারে, নিয়োগনীতির ব্যাপারে, কি করেছেন তারা ? তিন তিনটে গণ ইন্টারভিউ করা হলো। সেই ইন্টারভিউর নামে আমরা দেখেছি কি করা হয়েছে যে বেকার ভাইরা চাকুরীর জন্যে উনাদের কাছে গিয়েছেন অমনি উনারা তাদের হাতে তোলে দিয়েছেন রামদা,। একজন কৃষক যদি তাদের-সাহায্যের জন্য যান তাহলে তার হাতে তোলে দেওয়া হয়েছে লাঠি।

বেকার যুবকেরা যারা গিয়েছিলেন শিল্পের জন্য তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল বোমা। এইভাবে বিভিন্ন

জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। আর শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ করেছে রোহিনী বিশ্বাসের খুনী নির্মল দাসকে, সুবল মজুমদারের খুনী মাণিক সরকারকে, মাণিক দাসকে করা হয়েছে মাষ্টার। অনিল মজুমদারের খুনী— তাকে করা হয়েছে মাষ্টার। এইভাবে করা হয়েছে নিয়োগ এক একটা স্কুলে এইরকম খুনীদের নিয়োগ করা হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেরা জানে যে, খুন করা পাপ। কিন্তু তাদের পড়াচ্ছে খুনীরা। আর চাকুরীর নামে তারা কি প্রশ্ন করেছেন? স্বপন দে, বিলোনীয়ায় বাড়ী। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ ছিল। তাকে আমি কিছু সাহায্য করেছিলাম। বামফ্রন্ট আসার পর ছেলেটা যখন কংগ্রেস করছিল তখন আমি তাকে বললাম যে, তুমি কংগ্রেস করো না, বামফ্রন্টে যাও। তারপর সি, পি, এম,-এর মিছিল মিটিং-এ যাওয়ার ৬-৭ মাস পর তার চাকুরী হয়ে গেল। এই ছিল নিয়োগ নীতি।

. . .

আজকে আর একটা জিনিষ মাননীয় সদস্য বাদলবাবু বলেছেন, গত দিনের ল্যাম্পস প্যাক্স-এর টাকা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, গরীবেরা সাহায্য পাচ্ছে না। কারা সেই গরীব? হাতে লাঠি বোমা যাদের। কাঞ্চননগর ল্যাম্পসের সামনে বিরাট পার্টি অফিস করে রেখেছে তারা। আমি নির্বাচনে প্রচারে যাওয়ার পরে ট্রাইবেল বন্ধুরা বলছে গড়িয়া পূজার জন্য ল্যাম্পস থেকে ১০০ টাকা সাহায্য দিয়েছে। ব্যাপারটা কি? তারপর নোটিশ একটা পেল যে টাকা দিতে হবে। কিন্তু সরকার টাকা ফেরত নেন নি। আরও এক'শ টাকা দিয়েছে কি ব্যাপার? তল্লাস করে দেখলাম এক'শ টাকা উসুল করার জন্য আড়াই'শ টাকা অনুদান দেখানো হয়েছে। আর সোনাছড়ি একটা গাঁও পঞ্চায়েত।

. . .

দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় গত ১০ বছরে এস, টি, এবং এস, সি, কর্পোরেশন থেকে মাত্র ১৫০ জনকে সাহায্য করা হয়েছিল। আর এই সরকার এই ৫ মাসে আই, আর, ডি, পিতে ৯৫ জন আর, সি, ই, পি-তে দিয়েছেন ১০০ জনকে। বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার ১0 বছরে যা সাহায্য করতে পারে নি এই সরকার এই ৫-৬ মাসে সেটা করেছে। আর একটা দুঃখ উনাদের মিছিলে মিটিংয়ে আজকে মানুষ আসে না এটা উনাদের একটা বিরাট দুঃখ, এটা দেখে আমার খুব খারাপ লাগছে। আজকে আপনারা দেখুন, আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা যখন পতাকা লাগিয়ে গাড়ী দিয়ে ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামে যান তখন মানুষ এটা ভেবে আশ্বস্ত হয় যে, আমাদের মন্ত্রী মহোদয়েরা নিশ্চয় কোথাও হাসপাতাল বা অন্য কোন উন্নয়নমূলক কেন্দ্র উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন, এইরকম ভেবে আনন্দ পান। আর উনাদের আমলে উনারা যখন গাড়ী করে ত্রিপুরার কোথাও যেতেন তখন মানুষ মনে করত যে নিশ্চয় কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে বা কোথাও মানুষ খুন হয়েছে বা মানুষ খুন করার পরিকল্পনা নিয়ে মন্ত্রী মহোদয় আসছেন। এটাই ত্রিপুরার মানুষ তখন মনে করত এবং ভয়ে ভয়ে দিন কাটাত। আর আজকে আমি উনাদের অনুরোধ করব যে, আপনারা ত্রিপুরার হাসপাতালগুলি ঘুরে আসুন কোথাও মানুষের মাথা ফাটা বা হাত পা কাটা কোন রোগী দেখতে পাবেন না। অন্য রোগী দেখতে পাবেন কিন্তু মানুষ দ্বারা সৃষ্ট কোন রোগী দেখতে

পাবেন না। আজকে উনারা বলেছেন যে ত্রিপুরায় জঙ্গলের রাজত্ব চলেছে। আমি সেই সম্পর্কে কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি। উনারা পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে ত্রিপুরার বিলোনীয়া দিবস পালন করেন বিলোনীয়াতে সন্ত্রাস চলছে কিন্তু বিলোনীয়ার মানুষ সেটা জানে না। উনারা বিগত দিনে এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে তার ক'টি নমুনা দিচ্ছি। উনারা গত ৬-৬-৮৮ তারিখ কংগ্রেস (আই)র সক্রিয় কর্মী পুষ্প কুমার ত্রিপুরাকে ভীষনভাবে মারধোর করে, পরে সে মারা যায়। এই ঘটনার সংগে জড়িত ছিল সি. পি, এম,র সক্রিয় কর্মী তৈয়ারাম ত্রিপুরা, ও তারা ত্রিপুরা। ৭, ৭, ৮৮ইং রাজনগরের কংগ্রেস সমর্থক সাধন দেবনাথকে খুন করে সি, পি, এমের, কর্মী পীরেন্দ মারাক তেজেন মারাক ও বিশু মারাক। ৭, ৭, ৮৮ইং রাধানগর ঘোষ খামারের জংগলে এক মহিলা ৩০/৩২ বছর কাঠ কাটতে যায় তারপর সে আর ফেরে নাই—সেখানে তাকে ধর্ষণ করে এবং তাকে খুন করে রাখা হয়। ১৩, ৬, ৮৮ইং কংগ্রেস সমর্থক হরেন্দ্র শীলকে রাত ৯টার সময় বাজার করে বাড়ী যাওয়ার পথে সি, পি, এম, সমর্থক খোকন বৈদ্য এবং অন্যান্যরা তাকে মারধর করে। (ইন্টারাপশান) স্যার, ১০, ৩, ৮০ রাত্রে পশ্চিম পিপারিয়া খোলার পরিমল সঙ্গী সহ ফিরছিল। পথে সি, পি, এম, এর প্রধান রাধেশ্যাম সরকারের নেতৃত্বে তাদের আক্রমন করে এবং মারধর করে। এইভাবে জোলাইবাড়ীর দীপক মল্লকে ভীষণ ভাবে মারধর করে। বিলোনীয়া মহকুমার পশ্চিম পাহাড়, ঋষ্যমুখ, বাইখোরা, বড়পাথারী প্রভৃতি অঞ্চলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। মানুষের মনে ভয়ের সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। আজকে উনারা সাব্রুমের রতন দেকে কংগ্রেসীরা খুন করেছে বলে এখানে বলছেন। আমি তাঁদের প্রশ্ন করতে চাই, আপনারাও জানেন, রতনকে কে খুন করেছে ? আপনাদের বিপ্লব সান্যালের দুই লাঠিয়াল রতন দে এবং সমীর চক্রবর্ত্তী দ্বারা বিগত দিনে সাব্রুমের কংগ্রেস কর্মীদের শত শত বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল, বহু কংগ্রেস সমর্থকের জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছিল, সে দিনের বহু খুনের আসামী এই দুইজনের মধ্যে একজন সমীর চক্রবর্ত্তী রতন দেকে খুন করেছে। এটা আপনারাও ভাল করেই জানেন। মিথ্যা ভাবেই আমাদের দলের উপর দোষারোপ করা হচ্ছে। ঋষ্যমুখের নারায়ণ দেবনাথকে মারে বিক্ষুব্ধ সি, পি, এম, এর লোকেরা। ঐ এলাকার বিধায়ক তা ভালভাবেই জানেন।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, আপনার সময় শেষ হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে অল্প সময় দিতে হবে। এখানে মাননীয় বিধায়ক যে মিথ্যা ভাষণ রেখে গেছেন তার কিছু প্রমান আমি তুলে ধরতে চাই। ডি, ওয়াই, এফ,-এর বিরাট গনতান্ত্রিক আন্দোলনকে রুদ্ধ করে দেবার জন্যই নাকি আমরা চক্রান্ত করে এসব করছি বলে প্রাক্তন মন্ত্রী, বর্ত্তমান বিধায়ক দাবী করেছেন। সুবল মজুমদার খুন হয়েছে বাম ফ্রন্টের আমলে। কেসের আসামীরা যেতে পারছেন না এটার জন্য কংগ্রেস দায়ী নয়। তখন তো স্যার, দপ্তরগুলি ছিল খুনেবাজদের আখড়া। বিভিন্ন দপ্তরে দপ্তরে, কোটায় কোটায়, সরকারের বড় বড় প্রশাসকরা পুলিশ অফিসারদের বলতেন, এই খুনীরা আপনাদের হেপাজতে থাকবে। এখন আর সেটা দেওয়া যাচ্ছে না। কাজেই কংগ্রেসের ভয়ে নয়, আইনের ভয়ে যেতে

পারছে না । আইনের শাসন চালু হবার ফলেই তারা যেতে পারছে না । আজকে দেখছি, বিভিন্ন জায়গায় টিপু লাল সরকার ডি, ওয়াই, এফ, এর বিরাট কর্মী । নিতাই দেবনাথকে খুন করে ৬মাস মাটির তলায় রেখে দেওয়া হয়েছিল । বিরাট কর্মী এই রকম খুনীদের জন্য মাননীয় বিধায়ক এই পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে বড় বড় কথা বলে গেলেন এটা ভাবতেও লজ্জা লাগে । কালাছড়ায় ঘটনায় ৯জনকে খুন করা হয়েছিল । আসামী তপন দেবনাথ । এটা আমরা আসার আগেই হয়েছিল । ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ । বর্ত্তমান সরকার তার জন্য কি করতে পারে ? এই সরকারে নির্বাচনে আসার আগে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যদি তাঁরা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা হবে । আপনাদের খুশী করার জন্য তো সরকার জনগণকে অখুশী করতে পারবে না । শান্তি কলোনীতে ১১ জন খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত মানিক মজুমদার । স্যার, বলছেন উনাদের কর্মী যেতে পারছেন না । আমি আর এই ব্যাপারে বেশী বলতে চাই না । আমার সময়ও শেষ হয়ে গেছে । বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করে আমি—১৯৮৮—৮৯ সালের বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি । ধন্যবাদ ॥

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস (শালগড়া) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন সেটা ত্রিপুরার মানুষকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয় । আমি অভিনন্দন জানাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে যে, ২৯ লক্ষ টাকা বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখিয়ে ত্রিপুরার মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছেন । স্বাভাবিক ভাবে এই বাজেট পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে । ফলে বছরের শেষে দেখা যাবে বাজেটে একটা বিরাট পরিমাণ ঘাটতি দেখা যাবে । সুতরাং এটা বলার কোন অপেক্ষা রাখে না এই বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা চমক সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয় । এই বাজেটে বড়লোকদের জন্য সুযোগ সুবিধা রাখা হয়েছে । সাধারণ মানুষের কথা এই বাজেটে তেমন কিছু নেই । আমি তুলনা মুলক হিসাব দিয়ে প্রমান করে দিতে পারি । মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক বলেছেন যে, শিক্ষা খাতে এই সরকার অনেক বেশী বরাদ্দ করেছেন । আমি প্রমাণ করে দেব যে বামফ্রন্ট সরকার এর চেয়ে বেশী শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বেশী ধরেছিলেন । আমি ৮৭-৮৮ ইং সালের বাজেটে তুলনামুলক পার্সেণ্টেজ দেখাচ্ছি—শিক্ষা খাতে তখন ধরা হয়েছিল ১৫.৯৯ পার্সেণ্ট, আর এই বাজেটে ধরা হয়েছে ১৫.৭৬ পার্সেণ্ট । পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট একটা বড় ডিপার্টমেণ্ট । সারারাজ্যের উন্নয়ন-মুলক কাজ এই ডিপার্টমেণ্টের মাধ্যমেই করা হয় । এই ডিপার্টমেণ্টের বিগত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১১.৮০ পার্সেণ্ট, আর এই বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০.১৬ পার্সেণ্ট । মেডিক্যাল খাতে বিগত বাজটে বরাদ্দ ছিল ৪.৪৭ পার্সেণ্ট, আর এবারের বাজেটে ধরা হয়েছে ৩০৮৫ পার্সেণ্ট । ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট বিগত বাজেটে

বরাদ্দ ছিল ৫'২২ পার্সেণ্ট, আর এবারের বাজেটে করা হয়েছে ৪'৫৩ পার্সেণ্ট এই ভাবে প্রচুর হিসাব দেওয়া যায়। এই সরকার গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলি থেকে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে ত্রিপুরার জনগণকে ধোকা দেবার চেষ্টা করছেন। এই বাজেট জনবিরোধী বাজেট, এই বাজেট ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণ করবে না। সুতরাং এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। স্যার, আমি ওজান ময়দানের ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না. কারণ আমাদের বিরোধী দলের উপনেতা দশরথ দেব অনেক কিছু বলেছেন। এই সরকার উজান ময়দানে ধর্ষিতা ট্রাইবেল মহিলাদের পক্ষে কোন বক্তব্য না রেখে, অন্যায়কারীদের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এমন একটা সরকার এ রাজ্যে আছে সেটা ভাবতে অবাক লাগে। এই রাজ্যের মানুষ তার বিচার করবে। স্যার, উনারা এখানে আইনের শাসনের কথা বলেছেন। কিসের আইনের শাসন ? এখানেতো জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। আমি তথ্য দিয়ে উদয়পুরের কয়েকটি ঘটনা এখানে বলতে চাই। গত ১৪ ই মার্চ ছাতারিয়ার বামফ্রণ্ট কর্মী দিলীপ দেবনাথকে কংগ্রেসী সমাজ বিরোধী নারায়ণ ঘোষ, শিবু দাস, রতন দে প্রমুখ কংগ্রেসীরা প্রকাশ্য দিনের বেলায় তাকে মারধর করেছে। ননী দেবনাথ, একজন রাজমিস্ত্রী তাকেও মারধোর করা হয়েছে। অথচ. থানাতে অভিযোগ করা হয়েছে কিন্তু পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয় নি। গত ১৯ শে মার্চ মুড়াবাড়ীতে পঞ্চায়েতে অফিসের দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসী সমাজ-বিরোধীরা ২৫ শে মার্চ আর, এস, পি, জেলা কমিটির সদস্য অজয় ধর, কাজল চক্রবর্ত্তীকে নির্যাতন করে। থানাতে স্পেসিফিক অভিযোগ দায়ের করা হয়। স্পেসিফিক অভিযোগ দেওয়া সত্বেও এখনও আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয় নি। এই কি আইনের শাসন ? আজকে বিরোধী দলের সমর্থকদের কোন অধিকার আছে ? কোন অধিকার নেই এই জঙ্গলের রাজত্বে। বিরোধীদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। গত ২৫শে এপ্রিল তখনও পঞ্চায়েতগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয় নি, মুড়াবাড়ী পঞ্চায়েত অফিস দখল করার জন্য তালা ভেঙ্গে কংগ্রেসী সমাজবিরোধীরা ঢুকে। গাঁও প্রধান এই অভিযোগ থানায় জানানো সত্বেও থানার ও, সি. বললেন, এই অভিযোগ নেওয়া যাবে না।

কারণ সেখানে বলা হচ্ছে যে, আমরা অপারগ। সেই ক্ষেত্রে অক্ষমতা জানালেন এবং সেখানে যায় নি। তার ভিতরে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সেটার পরক্ষে যে সরকারী নির্দ্দেশ আছে যে এই রকম কোন অভিযোগ আসলে সেটা নেওয়া যাবে না। কাজেই এটা আমরা বুঝতে পারি নি। কাজেই এই যদি আইনের শাসনের নমুনা হয় তাহলে এই শাসনকে ত্রিপুরার মানুষ সমর্থন করতে পারে না। রাজনগর-এ আর, এস. পি কর্মী নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সেখানে মারধোর করা হয়। ১১ই এপ্রিল রমেশ স্কুলের ছাত্র গৌতম চক্রবর্ত্তী যখন গোকুলপুরের উপর দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিল তখন সেখানে সেই সমাজবিরোধীরা দুলাল ভৌমিকের নেতৃত্বে তাকে মারাত্মক ভাবে মারধোর করে। কিন্তু সেখানে থানায় অভিযোগ আনার পরও বিচার হয় নি। এটাই যদি আইনের রাজত্ব হয়, আইন শৃংখলার নমুনা যদি এই রকম হয়, কড়া শাসন যদি এই রকম হয় তাহলে এই ধরণের শাসনকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মানতে পারে না। ১৬ই এপ্রিল ধ্বজনগর ইণ্ডাস্ট্রি

বাজারে পুলিশ পিকেট থাকা সত্ত্বেও পুলিশের উপস্থিতিতেই কং (ই) সমাজ বিরোধীরা আবার জড়ো হতে থাকে এবং বামফ্রন্ট-কর্মী হারাধন সাহা, চান মিঞা, অনিল সাহাকে মারধোর করে— । চান মিঞা নারায়ণ ঘোষ নামক একজন সমাজ-বিরোধীকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেও পুলিশ তাকে এরেষ্ট করার পরিবর্তে ছেড়ে দেয়। এই হচ্ছে আইনের নমুনা। তারপর থেকেই শুরু হয় গাড়ী চেক করা, । বাজারে লোকজন আসতে পারে না, ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। ৭০ বছর বয়স্ক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সেই গোপাল চক্রবর্ত্তীকে সেখানে শারীরিক ভাবে নির্যাতন করা হলো। শুধু গোপাল চক্রবর্ত্তী নয় রবীন্দ্র সেন একজন সরকারী কর্মচারী, সেখানে পুলিশের সামনে তাকে মারা হলো। ধ্বজনগর ইণ্ডাষ্ট্রি বাজারে সেখানে সি' পি, এমের অফিসের তালা ভেঙ্গে সেই অফিস তছনছ করা হয়, সেখনে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ছবি ভেঙ্গে চুরমার করা হয়, কিন্তু থানাতে অভিযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সেখানে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। এই হচ্ছে আইনের শাসনের নমূনা। ১৬ই এপ্রিল ধ্বজনগর ইণ্ডাস্ট্রি বাজারে পুলিশ পিকেট থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হারাধন দাস বামফ্রণ্টের সমর্থক উনাকে মারধোর করা হয়, এই হচ্ছে আইনের নমুনা। ১৯শে এপ্রিল এই সম্পর্কে আমি দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসককে জানিয়েছি, আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রেজিস্টার করে চিঠি দিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার উত্তর পাই নি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে রাজ্যের একজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সেই সম্পর্কে তথ্য বা স্বীকৃতি জানান নি। ২২শে এপ্রিল ধ্বজনগর ইণ্ডাস্ট্রী বাজারে পুলিশের সামনেই ডি, ওয়াই, এফ-আই-এর সেক্রেটারী প্রদীপ দাসকে স্টেপ করা হয়। যিনি জড়িত তিনি এম, টি,ও ছিলেন। এই আক্রমণের নেতৃত্ব দেয় জীতেন চক্রবর্ত্তী ছেলে কল্লোল চক্রবর্ত্তী। প্রকাশ্য দিবালোকে এই ঘটনা ঘটেছে, অভিযোগ করা সত্ত্বেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে নি।

গত ২৬শে এপ্রিল শালগড়ায় নারকীয় ঘটনা ঘটে গেছে। আমি যখন আমতলী ঘুরে এসে সন্ধ্যার সময় শালগড়া পার্টি অফিসে বসি এর কিছুক্ষণ পরেই উপেন্দ্র দাসের নেতৃত্বে আমাকে সেখানে আক্রমণ করা হয়। আমার সিকিউরিটি যদি না থাকত তাহলে আমি শারীরিকভাবে জীবিত থাকতাম কিনা সন্দেহ আছে। স্যার, একটা স্কুলের ছাত্রদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে মারধোর হয়, সেখানে আমার বিরুদ্ধে বলা হয় সেখানে আমিই নাকি সেই প্ররোচনার সৃষ্টি করেছি, আমিই নাকি স্কুলের ছাত্রদের উস্কানী দিয়েছি। মিথ্যা ষড়যন্ত্র সাজিয়ে সেখানে আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। পরদিনের ঘটনা আরো চমৎকার। শালগড়া বাজারে কং (ই) নেতা কামিনী দাসের নেতৃত্বে পঞ্চায়েত অফিসে একটা মিটিং হয়। সেখান থেকে পরিকল্পনা দেওয়া হয়, আমি যে বাড়ীতে থাকি সেই অনিল রায়েও বাড়ীতে আক্রমণ করা হবে। আমার বাড়ীর মালিক অনিল রায়কে ধমক দেওয়া হয় আজ ১২টার মধ্যে যদি আমাকে বাড়ী থেকে বের করে না দেয় তাহলে তার বিপদ হবে, তার বাড়ীঘর ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তার ছেলেমেয়েকে বাঁচতে দেওয়া হবেনা বলে হুমকি দেওয়া হয়। এইভাবে সেখানে চক্রান্ত সৃষ্টি করা হয়। এইভাবে সমস্ত আক্রমণ আমার বিরুদ্ধে করা হয়। এই চক্রান্তের সঙ্গে কংগ্রেস-ইর নেতারা ইনভল্‌ভড। শালগড়া বাজারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দোকানপাট

তছনছ করা হয়েছে। বাড়ীঘর তছনছ করা হয়। এইভাবে সমাজদ্রোহীরা একটা জঙ্গলের রাজত্বের কায়েম করেছে। তারা সব জায়গায় একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। থানাতে জানালেও তার কোন বিচার নাই। তারা নিজেদের হাতে আইনশৃংখলা তুলে নিয়েছে। বাড়ী বাড়ী গিয়ে তারা তছনছ করে। হৃদ্রা, গর্জ্জনমুড়া, শালগড়াতে বামফ্রণ্টের কর্মীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিকল্পিতভাবে তছনছ করা হয়। একটা জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা হয়। এই যদি আইনের অবস্থা হয়, তাহলে তা ত্রিপুরার মানুষ সমর্থন করবেনা গত ২২শে জুন গর্জনমুড়াতে সাধন দেবনাথ বামফ্রন্টের কর্মী, তাকে সেখানে চাপ দেওয়া হয় কংগ্রেসে যোগ দিতে। কংগ্রেসে যোগ না দিলে তাকে বাঁচতে দেওয়া হবেনা। তার ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ পিতাকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। তার মা, স্ত্রীকেও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। হৃদ্রা, গর্জনমুড়া মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল, সেখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ধমকান হয় এবং কং(ই) করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। গত ৪ঠা জুন আমতলী বাজারে বামফ্রন্ট কর্মী মনসুর আলীকে আক্রমণ করে। কং(ই) সমাজদ্রোহী মনোরঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে তার উপর আক্রমণ করা হয়। ঘটনার অব্যবহিত পরে আমি সেখানে যাই ঘটনার বিবরণ জানার জন্য, তখন মনোরঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে আরো ১০/১৫ জন জোট বেধে আমার উপর আক্রমণ করতে আসে। কারণ আমি যারা আহত হয়েছেন তাদের বক্তব্য শোনার জন্য কেন গিয়েছিলাম। তার জন্য আমার উপর আক্রমণ। ২১শে জুন একটা নারকীয় ঘটনা ঘটে গেল। গর্জমুড়ার খাঁপাড়াতে ২৫শে জুন বামফ্রন্টের একটি সন্ত্রাস-বিরোধী জনসভার প্রচারে যখন বামফ্রণ্ট সমর্থক এবং কর্মীরা এক মিটিংয়ে মিলিত হয়। তখন কং-(ই) গুণ্ডাবাহিনী সুবোধ ভৌমিক, কুমুদ ভৌমিক, স্বপন দেবনাথ, মুনাক মিঞা, নির্মল ঘোষ, মনমোহন সরকার, নির্মল সরকার, অবনী ঘোষ, তপন দেবনাথ, বারেক মিঞা দুলাল ঘোষ, বিধু চক্রবর্ত্তী দ্বিজরাজ সরকার প্রমূখ তাদের নেতৃত্বে ৫০ | ৬০ জন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সেখানে আক্রমণ করা হল বামফ্রন্টের কর্মীদের উপর। তাতে অমর দেবনাথ, রকমান খাঁ, সুভাষ দেবনাথ, রনজিৎ দেবনাথ, দেবেন্দ্র দেবনাথ প্রমুখকে মারাত্মকভাবে আহত করা হয়। সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক দেবব্রত দেবনাথ বাজার থেকে ফেরার পথে রাস্তায় তাকে আক্রমণ করা হয়। তাকে মারাত্মকভাবে জখম করে। সে এখন জি, বি, হাসপাতালে মৃত্যুর সংগে লড়াই করছে। এই যদি আইনশৃংখলার অবস্থা হয় তাহলে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ তা সমর্থন করবেনা। আইনের শাসনের নামে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। এইগুলি আমরা সমর্থন করিনা। আর এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে বেকারদের কোন সমস্যার সমাধানের কথা বলা হয়নি। এই বাজেট জনস্বার্থ-বিরোধী বাজেট। কাজেই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছিনা। এই বাজেটকে আমি বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্ম্মা—(গোলাঘাটি) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৮-৮৯

সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখছি। বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক কিছু বলেছেন, এই বাজেটকে ওনারা সমর্থন করতে পারছেন না। অথচ এই বাজেটে সমস্ত রকমের পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করা আছে, তারা সেটা দেখেও দেখেন না। এখানে একটা কথা বলতে হয় যে, শকুন যত উপরে উঠুক না কেন তার নজর নীচের দিকেই থাকে, যার জন্য তারা এইটাকে সমর্থন করতে পারেন না, এদিকে আবার বলেন তারা গরীবের দরদী। তা গত দশটা বছরতো আপনারা অনেক কাজ করেছেন গরীবের জন্য। আমিও দেখেছি এইখানে বিরোধী বেঞ্চে বসে। আজকে আবার রামাবলী গায়ে দিয়ে জনগণের কাছে অনেক কিছু বলছেন। গত দশটা বছরে আপনারা যা করেছেন তাতে আপনাদেরকে যদি আবার এখন জল্লাদ সরকার বলি তাহলেওতো আবার রাগ করবেন। দশটা বছর তিন, তিনটা দাঙ্গা হয়ে গেছে, এর জবাব আপনারা দিতে পারবেন না, তাই আমি বলি জল্লাদ সরকার। গত দশটা বছর আপনারা কি করে গেছেন আমি তার সামান্য একটু বলব, যেমন, ১৯৭৮-৭৯ পর্যন্ত আমার কর্পোরেশনের অডিট রিপোর্ট আছে, কিন্তু তার পর থেকে নয়টা বছরের কোন অডিট নাই। শুধু তাই নয় শুনলে অবাক হবেন, যে সুতা বিলি হত তখন, মাগনা না, সেই সুতাও কোন দিন বিলি করা হয়নি, বিলি করা হয়েছিল ইলেকশনের সময়, তার জন্য কত টাকা খরচ হয়েছিল ৪৫ লক্ষ টাকা তারা ব্যয় করেছেন আর আজকে তিনি হয়েছেন গরীবের দরদী। আপনারা জানেন, কামান চৌমুনীতে আমার একটা পূর্বাশা কাউন্টার ছিল, সেখানেও তাদের স্বজন পোষণ করা হয়েছিল, ক্যাডারদের সেটা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেই কাউন্টার ইন্দ্রালয় বস্ত্রালয়ের সামনে আছে। ে দিন তাদের সেই কার্য্যকলাপের জন্য আমার বছরে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা কমে গেছে। তার পর সেই দালানের মালিক নারায়ণ দেবনাথ, মিউসিপ্যালিটির কমিশনার, তিনি এডভান্স নিয়েছেন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তার পরেও আপনারা বলেন যে, আপনারা স্বজন পোষণ করেন না, টাকা নষ্ট করি না।

শুধু তাই নয় আরও কিছু আছে। কালকে জুটমিলের মাননীয় চেয়ারম্যান বলেছেন যে, জুটমিলের প্রোডাকশন বেড়েছে। আগে যেখানে দৈনিক ১১ টন হতনা আজকে সেখানে ১৯ টন হচ্ছে। কোথায় রাণী রাসমণি আর কোথায় বিছানায় মুতনি। স্যার, যারা জেগে ঘুমায় তাদেরকে জাগান যায়না। মাননীয় স্পীকার স্যার, ভাতের হাঁড়িতে ১টা ভাত টিপ দিলে বুঝা যায় সবটি টিপ দিতে হয় না। আদের এসব কার্য্যকলাপ ত্রিপুরার জনগণ জানেন। কাজেই এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস (পানিসাগর) ঃ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৮ই জুলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী যে ১৯৮৮-৮৯ সনের বাজেট ভাষণ রেখে বাজেট পেশ করেছেন আমি বিভিন্ন কারণে তা সমর্থন করতে

পারিনা। এটা দমন-পীড়নের জন্য, অত্যাচারের জন্য, ধনী বড় লোকদের খুশী করার জন্য পেশ করা হয়েছে, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের জন্য নয়। তাই ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ এই বাজেট দেখে হতাশ হয়েছেন। ৫ মাসে হাজার হাজার মিথ্যা সাজানো মামলা বামফ্রন্টের কর্মীদের উপর করা হয়েছে এবং এই মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে, তাদেরকে ঘর-বাড়ী ছাড়া করা হচ্ছে। আর এসব করার জন্য পুলিশ খাতে আরও টাকা বাড়ান প্রয়োজন। আজকে সারা রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে এসব চলছে। আজকে মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে। আমাদের ধর্মনগরের আনন্দবাজার, খেদাছড়া প্রভৃতি এলাকার প্রায় ৪০০ জন ক্ষুধার্ত মানুষ খাদ্য গুদাম থেকে খাদ্য লুঠ করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

আনন্দবাজারে গত ২'রা জুলাই প্রায় চার শত নরনারী, মানুষ কালাপানি, আনন্দ বাজার ইত্যাদি বিভিন্ন গাঁওসভা এলাকা থেকে শত শত ক্ষুধার্ত মানুষ ১৯০ কুইন্টাল চাল সরকারী গোদাম থেকে বের করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে তাদের অনাহার মৃত্যু হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেছেন। এই অবস্থাটা কেন হচ্ছে? এই সরকার আসার পর দুর্নীতির সঙ্গে দোস্তী তারা করেছেন। শুধু কি এইখানে, ধর্মনগর এফ, সি, আই এর গোদামে থেকে প্রতিদিন রাতে শত শত কুইন্টাল চাল এবং অন্যান্য জিনিস বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এবং গত ২৪শে জুন রাহুলছড়া রেশন শপ থেকে ৬ কুইন্টাল চাল শাসক দলের কর্মীরা চুরি করে ১৫৬১ নম্বর টি আর, টি, করে জলেবাসা যায়। ফলে উপজাতি এলাকায় সেখানে দু সপ্তাহ চাল রেশনে দেওয়া হয়নি। ২৯ শে জুন ক্ষুধার্ত মানুষ মহকুমা শাসকের কাছে এই রেশন সপের চাল কারা চুরি করেছে তার নামের একটা তালিকা দেন এবং এদের বিচার প্রার্থনা করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের বিচার হয়নি। এবং ৮ই জুলাই কদমতলা গাঁওসভার তৎকালীন উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান শৈলেশ নাথ ১৯ কুইনটাল চাল সেখানকার প্যাকস্-এর জন্যে তোলেন এবং তিনি সেই প্যাকস্ এর একজন সদস্যও বটে এবং তাহারই পরিচালনায় এই প্যাকস্‌টি চলছে, তিনি গোদাম থেকে ১৯ কুইনটাল চাল তোলে নিয়ে কদমতলা বাজারে কংগ্রেস নেতা সিতেশ নাথের ঘরের পেছনে রেখে দেন। এরপরে কদমতলায় প্রায় ৫০০ মানুষ সেই সিতেশ নাথের দোকান ঘেরাও করে রাখেন। খবর পেয়ে ধর্মনগর মহকুমা শাসক এবং কদমতলা থানার পুলিশ সেখানে গিয়ে সেই চাল উদ্ধার করে। কিন্তু কোন গ্রেপ্তার করা হয়নি—এবং তাদের গ্রেপ্তার করার সাহসও তাদের নেই। কারণ এরা শাসক দলের লোক, তৎকালীন উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান। তারা সেইদিন রাতে আগরতলায় একজন ভি আই. পি,র বাড়িতে রাত্রিবেলায় এমবেসেডার করে এসে আশ্রয় নেয়। সেই এমবেসেডারের নাম্বার হচ্ছে—২৭৮৩। সেই এমবেসেডার করে শৈলেশ নাথ এবং যার দোকানে সে চাল চুরি করে রেখেছিল সেই সিতেশ নাথ আগরতলা শহরে এসে এই ভি, আই, পি,র বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

কাজেই শুধু এই জায়গায় নয় সমস্ত মহকুমার মধ্যে এই অবস্থা চলছে। তাই আজকে আমি শাসক দলের মন্ত্রী এবং সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা কিভাবে এসেছেন সে কথা বলে লাভ নেই, । ভাল

কথা আপনারা শাসক দলের লোক, যদি এই অবস্থা চলে তাহলে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদের কিন্তু আর আশীর্বাদ করবেন না। তার পর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলোকে আপনারা ঠুটো জগন্নাথ করে রেখে দিয়েছেন। এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো ভাঙ্গা হয়েছে কিন্তু কদমতলার প্রধান আবদুল খলিল তিনি তো আর শৈলেশ নাথকে তার চার্জ্জ বুঝিয়ে দিচ্ছেন না।

যুবরাজনগর গাওসভায় আপনারা ৫টা উন্নয়ন কমিটি করেছেন। ৫ জন চেয়ারম্যান। পাঁচটা রাবার ষ্টাম্প। রৌয়া গাঁওসভাতে দুইটা কমিটি। জলেবাসাতে দুইটা কমিটি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেদিন গিয়েছিলেন জলেবাসায় সেদিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক আশ্বাস দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সেখানে তাকে যে সম্বর্ধনা দিয়েছিল তারা, আজকে গেলে সেটা পাবেন না। কিন্তু পঞ্চায়েতগুলো কেন ভেঙ্গে দেওয়া হলো ? অনেক পঞ্চায়েত তো আপনাদের ছিল। সেই পঞ্চায়েতগুলো থাকলে তারা বাধ্য থাকত সরকারের কাছে। কিন্তু আজকে সেটা নেই। এটা না থাকার জন্য দুর্নীতি বাড়ছে।

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, ত্রিপুরায় দুর্গম এলাকায় যে খাদ্যের অভাব চলছে সেটাকে রাজনৈতিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এইসব জায়গায় কাজ দিন। উপজাতি জায়গাতে যেখানে বাঁশের কুরুল খেয়ে বনের আলু খেয়ে দিন কাটাচ্ছে তাদের খাদ্য দিন। যেখানে মানুষের ঘরে ইঁদুরে খাওয়ার জন্য খাদ্য নেই সেখানে যদি এস, আর, ই, পি, এন, আর, ই, পি,-এর কাজ না যায় তাহলে মানুষ বাঁচতে পারবে না। এটা দলবাজী নয়, এটা একটা নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খেদাছড়ায় গিয়েছেন। কিন্তু বিমানে গিয়েছেন। আপনি কিছু খাদ্য নিয়ে গেলে আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতাম। সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের লোকের জন্য বিমানে খাদ্য পাঠান। আমি সমর্থন করব। সমস্ত দুর্গম অঞ্চলে অবিলম্বে এই ব্যবস্থা করুন যাতে মানুষকে বাঁচানো যায়।

আমি এখানে বলতে চাই যে। এই যে চাকরী বাকরী হচ্ছে গত পাঁচ মাস ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দেখছি। এটা আমার কাছে থাকার কথা নয়, মন্ত্রীদের কাছে আছে। দৈনিক সংবাদে দেখেছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বামী সস্ত্রীকে চাকরী দিয়েছেন এবং চাকরীর ক্ষেত্রে যেভাবে নিয়োগ করছেন এর আগে যে কংগ্রেস রাজত্ব ছিল তারাও লজ্জা পাবে চাকরী নিয়ে যা করছেন আপনারা।

১০ বছরে এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার যত চাকুরি দিয়েছে সেই সংখ্যাটা সারা ভারতে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপনারা শুনে অবাক হবেন এই সব চাকুরী বেশীর ভাগ যারা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, সমর্থক তাদের ছেলে মেয়েদের দেওয়া হয়েছে। আমরা চাকুরীরক্ষেত্রে দলবাজী করতে চাই না। কাজেই আপনারা সঠিক একটা নীতির ভিত্তিতে এস, টি, ও এস, সি'র কোটা নির্দ্ধারিত করে তাদের যে সাংবিধানিক অধিকার সেটাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করুন। সেই অধিকারকে আপনারা খর্ব করবেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট জনসাধারণের কল্যাণের জন্য করা হয় নাই। আজকে

এই জোট সরকার ধর্মনগরের ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলিকে (ইণ্টারাপশান) ৪২ টা রেশন সপ চলত। তার মধ্যে ১৭ টাকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে অন্যদের আর বাকীগুলিকে বিভিন্ন কাল্পনিক অভিযোগ এনে অকেজো করে দেওয়া হয়েছে আপনাদের এই বেআইনী কাজের ফলে যারা আজকে ডিলারশিপ পাচ্ছে তারাই আগামী দিনে আপনাদের আবার পথে বসাবে কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট দিয়ে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কোন্ কল্যাণে আসবে না, এই বাজেট দেখে তারা হতাশ হয়েছে সেজন্য আমি অনুরোধ করছি যে, আসুন আমরা আবার নূতন করে বাজেট তৈরী করি যাতে ত্রিপুরার মানুষের সত্যিকারের কল্যাণ করতে পারি, এই আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন ঘোষ

শ্রীরতনলাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৮-৮৯ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন তা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ফসল। বিগত ১০ বছর যে সরকার ক্ষমতায় ছিল, তাঁরা গণতন্ত্রের নামে মানুষের বুকে রক্তের হোলি বইয়েছে। ঐ সন্ত্রাসের নায়করা যাদের একটি অংশ এইবারও ক্ষমতায় আসতে পেরেছে এবং এইখানে রয়েছে, আমরা জানি, উনারা তার বিরোধীতা করবেন। কিন্তু ২৪ লক্ষ মানুষের যে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মাধ্যম আমাদের সরকার, সেই সরকার তাদের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য যে বাজেট তৈরী করছেন, বলেছিলেন অনারেবল ডেপুটি, স্পীকার, স্যার, আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি অল্প কিছু বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। মুশ্‌কিল হল, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি আজকে এইখানে যে বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করেছেন বাজেটের বিরোধীতা করে এটা তাঁদের আজকের চেহারা নয়। খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভারতবর্ষের কেরল-পশ্চিমবাংলা মিলিয়ে ৫০/৬০ টি হয়েছে। বিভিন্ন রকম ধোঁকাবাজি ইত্যাদি দিতে দিতে অন্ধ্র-মহারাষ্ট্রে মুছে গেছে। ত্রিপুরা রজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ ২৪ লক্ষ মানুষ১০ বছর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর, অনেক রক্ত দেওয়ার পর তাদের যে বিভিৎস চেহারা দেখার পর ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ তাঁদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আজকে উনারা বিরোধী আসনে রয়েছে। বিরোধী আসনে থেকে বাজেটের বিরোধীতা করা এটা এই কমিউনিষ্ট চরিত্র। এইখানে প্রাক্তন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, সুদীর্ঘ কাল কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। এই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল সেদিনও ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তির যারা বিরোধীতা করছিল সেই সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে বিরোধীতা করেছে। তাঁরা উলঙ্গ বিরোধীতা করেছেন মহাত্মা গান্ধীর, উলঙ্গ বিরোধীতা করেছেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের বিরোধীতা করেছে সারা পৃথিবীর সংগ্রামী মানুষ, সারা পৃথিবীর গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ, সারা পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষ যখন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসকে সংগ্রামের মূর্ত্ত প্রতীক বলে আখ্যায়িত করলেন, তথম ভারতবর্ষের কমিউনিষ্টরা নেতাজী "কুইসলিং" বলে আখ্যায়িত করলেন।

পরবর্তী পর্য্যায়ের ইতিহাস, কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস খুব একটা সুখকর নয়। ইন্দিরাজী যিনি ভারতবর্ষ থেকে গরীব মানুষের মুক্তির কথা চিন্তা করতেন, সেই সময় এই ইন্দিরাজীকে তাঁরা স্বৈরাচারী বলতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু আজকে এই ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট এইখানে পেশ করা হয়েছে এবং যে বাজেট ২৪ লক্ষ মানুষের সংগ্রামী চেতনার মুর্ত্ত হয়ে আছে, মূর্ত্ত প্রতীক যে বাজেট এই বাজেটের বিরোধীতা করবেন এটা আশ্চর্য্য কিছুই নয়। কিন্তু আজকে মুসকিল হয়েছে কি তৎকালীন যেসব নেতারা এখানে রয়েছেন, যাদের অঙ্গুলি হেলনে একটা যুবকের আকাঙ্খা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে তাঁদের আজকে কি করুণ অবস্থা। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী, আমরা যতটুকু জানি, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন খুন খারাপির সঙ্গে উনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, সেই শিল্প মন্ত্রী শিল্পের নামে সেখানে তিনি খুন সন্ত্রাসের, গুণ্ডামীর আ'খড়া তৈরী করেছিলেন। তাঁদের গাত্র দাহ হবে। কারণ, মানুষের সহ্য শক্তির একটা সীমা রয়েছে। সুবোধবাবু মাননীয় সদস্য একটু আগে বলেছেন, বলতে চেষ্টা করেছিলেন, বলতে পারেন নি। আমি বলে দিচ্ছি। তিনি এখন হাউসে নেই। তিনি বলেছেন, 'ক্ষমতায় কিভাবে এসেছি তা না হয় নাই বললাম। কিন্তু, আমি বলে দিচ্ছি, আমরা ক্ষমতায় এসেছি, একটা গুণ্ডা রেজিমের বিরুদ্ধে লড়াই করে, আমরা ক্ষমতায় এসেছি, কোটি কোটি টাকার প্রশাসনিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে, আমরা ক্ষমতায় এসেছি, লাল সন্ত্রাসের লড়াই করে।

লক্ষ লক্ষ মানুষের অর্জিত শক্তি নিয়ে সন্ত্রাসবাদ শক্তিকে পরাজিত করে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এই বাজেটকে আপনারা সমর্থন করুন, নয়তো আপনারা ধ্বংস হয়ে যাবেন। আজকে নব-নির্বাচিত সরকার ৫ মাস হয়েছে ক্ষমতায় এসেছে। আপনাদের চীৎকারের কোন অপেক্ষা না করে প্রতিশ্রুতি মত এ রাজ্যে জনতা সার্ভিস চালু করেছেন। যে কর্মচারীদের মাথায় লাল টুপি পড়িয়ে দিনের পর দিন প্রশাসনকে পঙ্গু করে দিয়ে মিছিল করিয়েছেন, সেই কর্মচারীদের যা পাওনা আছে তা এই সরকার মিটিয়ে দিয়েছেন। কই, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো তাদের বলেন নি যে, তোমাদের সাদা টুপি পড়তে হবে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কর্মচারীদের যা কিছু পাওনা আছে তা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিটিয়ে দেওয়া হবে, তারজন্য কোন চীৎকার করতে হবে না, দাবি করতে হবে না। এবং আপনাদের চীৎকার দেওয়ারও সুযোগ থাকবে না। বিরোধী দলের নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী গতকাল উনার ভাষণে বলেছেন, পুলিশকে নোংরা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমি সে অঞ্চলে থাকি, কাজেই সে অঞ্চলের চেহারাটা আমি জানি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ পত্রিকায় দেখেছেন। আমি ভুক্তভোগী, আমি জানি এই ঘটনার পেছনে তৎকালীন শিল্প মন্ত্রীর প্রত্যক্ষ মদত ছিল। একের পর এক খুন, সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল কারা? ঐ আজকে যারা বাজেটের বিরোধীতা করেছেন তারা। এই ঘটনায় যারা নিহত হয়েছিল, তারা সেদিন বিচার পায়নি। আমি চীৎকার করেছি যে পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে এরকম নজীর আছে কিনা, যেখানে ৬দিন একাধারে কার্ফু দিয়ে রাখা হয়েছিল। এক মিনিটও বিরতি দেওয়া হয়নি ঔষধ কিনার জন্য, পথ্য কিনার জন্য। এই কি আপনাদের গণতন্ত্রের চেহারা? আর উনি বলেছেন পুলিশকে নাকি নোংরা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। যারা বিগত দিনে

খুন করেছে, ঐ গার্বাদিতে ১০টা শ্মশান একসাথে জ্বালিয়ে দিতে হয়েছে. কোবরা খামারে একসঙ্গে ১১টা শ্মশান জ্বালিয়ে দিতে হয়েছে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ৩খানা শ্মশান এক সাথে জ্বালিয়ে দিতে হয়েছে। বিচার হয়েছিল কি ? বিচারের বাণী সেদিন নিভৃতে নীরবে কেঁদেছিল। এতটুকু বিচার হয় নি। ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে ৩টা খুন হয়েছিল সেটা হয়েছিল পবিত্র করের প্রত্যক্ষ মদতে। সেদিন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে ছিলেন। উনি শুনলেন না, জানলেন না, বললেন প্রতিরোধ করা হয়েছে। ৩০০ জন মানুষ ৩ জন মানুষকে ডেকে নিয়ে কেটে ফেলল আর বলছেন প্রতিরোধ করা হয়েছে। আশ্চর্য্য। এই হচ্ছে কমিউনিষ্টদের গণতন্ত্রের নমুনা। আজকে উজান ময়দানের ঘটনা নিয়ে উনারা এখানে অনেক চিৎকার করেছেন। সেখানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য মন্ত্রীরাও গিয়েছেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। স্যার, তৎকালীন উপমুখ্যমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের উপনেতা এখানে আছেন। আপনার মাধ্যমে উনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, ১৯৮০ ইং সালের দাঙ্গায় ত্রিপুরা রাজ্যের ২০০ বৎসরের জাতি-উপজাতি মৈত্রীর বন্ধনকে কারা আঘাত করেছে। সে আঘাতের পেছনে তৎকালীন সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ছিল যে ডিভাইড এণ্ড রুল তৈরী করতে হবে ব্রিটিশের কায়দায়। জাতি-উপজাতি মৈত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। কিন্তু মুখে বলতে হবে-"জাতি-উপজাতি জিন্দাবাদ"। সেদিন কত মানুষ নিহত হয়েছিল আজ পর্য্যন্ত তার কোন হিসাব আছে কি ? টি, ইউ, জে, এস তৎকালীন বিরোধী ছিলেন। তাঁরা বার বার চিৎকার করেছিলেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত করার জন্য। কিন্তু তাঁদের চিৎকার আকাশে বাতাসে ঘুরে ঘুরে মরেছে। আকাশে লাখ লাখ শুকুন উড়েছে। মানুষের মাংস শুকুনে খেয়েছে। গোমতী, হাওড়ার জল সেদিন রক্তে বিষাক্ত হয়েছিল। বাংলাদেশে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল এই জল যেন কেউ পান না করে এই রকম হাজার হাজার উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু দিয়ে তো কোন লাভ নেই। ত্রিপুরার মানুষত তা জানে। এবং জানে বলেই গোদাম লুঠ করে চাউল নিয়ে ভোটে জেতা যায় নি, বি. ডি, ও দিয়ে, প্রশাসনকে নগ্ন ভাবে ব্যবহার করে নির্বাচনে জেতা যায় নি। তাই পশ্চিম বাংলায় গিয়ে আপনাদেরকে ত্রিপুরা দিবস পালন করতে হয়েছে। স্যার, আপনায় মাধ্যমে উনাদেরকে বলে দিতে চাই, উনাদের সামনে আরও ভয়ংকর দিন আসছে। কেননা, অনেক রক্তের বিনিময়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। যারা নিহত হয়েছে তাদের আত্মার ক্রন্দন আপনাদেরকে আগামী দিনে এই বিরোধী বেঞ্চ থেকেও বাইরে ছুড়ে ফেলে দেবে। এই আমার বিশ্বাস। আপনারা বাইরে বক্তৃতা করছেন কংগ্রেসী-দেরকে টিপে টিপে মেরে ফেলতে হবে, তাদেরকে শূলে দিতে হবে। আপনাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী থেকে অন্যান্য মন্ত্রীদের মুখেও আমি শুনেছি এই বক্তৃতা। তাতে আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি না। কেননা, এটাই আপনাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

বিগত দিনের যারা খুনী, এই ২রা ফেব্রুয়ারীর আগে যাদের নামে মার্ডার কেস ঝুলে রয়েছে এমন শত শত কেসের আসামী যারা আজকে তাঁরা ছায়ার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ তাদের খুঁজবে না ? নিশ্চয়ই খুঁজবে। আইনের শাসনকে ক্যাডারের শাসনে পরিণত করতে আমাদের সরকার দেয়নি এটা যদি

অপরাধ হয়ে থাকে আমরা দুঃখিত। আইনের শাসনটাকে কিছু সংখ্যক গুণ্ডার হাতে তুলে দেওয়া হয়নি, আইনের শাসনটাকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগিয়ে তৎকালীন সরকার জোড়া খুন দিয়ে আপনাদের সরকার শুরু করেছিলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সংকট সৃষ্টি করেছিল জোড়া খুন দিয়ে। তারপর শ্রদ্ধেয় প্রয়াত বিধায়ক পরিমল সাহাকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সেই পরিকল্পিত ব্যবস্থা আমাদের সরকার নেই মি। অতিরঞ্জিত এই রকম কোন ঘটনা ৫ মাসের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটেনি। যেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল যেখানে সন্ত্রাসের শক্তি সক্রিয় ছিল যেমন তৎকালীন বাদল বাবু সি. সি. ডির মিটিং-এ যখন ট্রেনিং দেওয়া হয় তখন সেই ডাক বাংলায় বসে তিনি বলেছিলেন, তৎকালীন অফিসে বিশেষ পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে, যে বিলোনীয়ার সাব-ডিভিশনে কে কে কংগ্রেস করে আমি দেখে দেব। বিরাট সম্রাট, সম্রাটদের সাম্রাজ্য তো এখন ভেঙ্গে গেছে, সেই ভেঙ্গে যাওয়া ঘরের ভিতর বসে এখন সেই ভাঙ্গা রেকর্ডটা নূতন করে বাজানোর চেষ্টা হচ্ছে, আমরা এটা মানি না। কিন্তু আপনাদের মানা উচিত, আপনাদের শেখা উচিত। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এটা আপনারা মানেন না, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ এটা দেখে নিয়েছেন। নবোদয় বিদ্যালয় নিউ এডুকেশ্যান পলিসির বিরুদ্ধে বিরোধিতা আপনারা করেছেন। কিছু-দিন আগের খবর যখন এই নবোদয় বিদ্যালয় নিউ পলিসি এডুকেশ্যানের উপর ট্রেনিং হচ্ছে ঐ কর্ডিনেশ্যান কমিটির কিছু কিছু টিচার বলেছেন যে, এটা একটা ভাল জিনিষ, এত দিন তো আমরা বিরোধিতা করেছি, কারণ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করা যখন একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাল জিনিস আপনারা দেখবেন না, বিরোধিতা করেই যাবেন, বিবেকের কাছে হাত রেখে রেখে দেখুন কতটা সন্ত্রাস আপনারা সৃষ্টি করেছেন, কি করে ক্ষমতায় থাকবেন, নূতন কায়দা নিয়েছিলেন কিন্তু গণতান্ত্রিক শক্তি যেভাবে আপনাদের বিরোধিতা করেছে সেখানে আপনাদের রক্ত টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই টিকে থাকতে পারেন নি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি যে কথা বলছিলাম যে, সম্পদ ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যৎ সেই সম্পদকে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বিনষ্ট করে দিয়েছে, বন কেটে সাফাই করে দিয়েছে ক্যাডারদের পয়সা পাইয়ে দেবার জন্য। আমার অঞ্চলের কথা বলতে পারি, তৎকালীন সময়ে এই নাগি-ছড়া থেকে শুরু করে, নোয়াগাঁওয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে বনাঞ্চল পরিষ্কার সাফ করে দেওয়া হয়েছে।

আবার জাহির করে বলা হচ্ছে, আমরা তো বনমহোৎসব করছি, বনের জন্য এই সব করছি। আজকে একটা নূতন জিনিষ দেখা যাচ্ছে এস, টি, এস, সির জন্য বিশেষ করে এস, টির জন্য উনারা উতালা হয়ে গেছেন। আমরা নিয়ম মেনে কাজ করছি, ক্যাডার ভিত্তিক প্রশাসন মেনে কাজ করি না। কারন আপনারা রেজিমেন্ট তৈরী করতে চান, লালটুপি মাথায় পড়িয়ে চেষ্টা করেছেন মানুষ কাটার একটা নূতন ষড়যন্ত্র তৈরী করার এটা কমিউনিষ্ট পার্টির চরিত্র হতে পারে, কিন্তু সেটা গণতান্ত্রিক দেশে মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জিনিষটা উনাদের একটু বুঝিয়ে দেবেন, এই জিনিষটা উনাদের বুঝা উচিত যে, এখানে রামদার রাজত্ব চলে না। বোমার রাজনীতি চলেনা। আগরতলা শহরের উপর বোমার ব্যাগ নিয়ে আগে সমাজদ্রোহীরা ঘোরাফেরা

করত, তারা মন্ত্রীর বাড়ীতে গিয়ে চা খেয়েছে, সেই রাজনীতি এখন আর চলেনা। খুনের আসামীরা একের পর এক খুন করেছে, তাদেরকে বিগত সরকারের আমলে চাকরী দেওয়া হয়েছে। আমার কলিগ অমল মল্লিক এই ব্যাপারে অনেক বলেছেন। আমিও উদাহরণ দিতে পারি। আমি এখন আর বলছিনা, শুধু বলছি আপনাদের সম্বিত ফিরে আসুক। আপনাদের ঘুম ভাঙ্গুক। আপনাদের ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য আমরা এসেছি। আপনারা জাগুন। আমাদের সরকারের যে গঠনমূলক কাজ তার জন্য সহযোগিতা করুন। এই বলে এই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— (চণ্ডীপুর) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছিনা। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। সেই সন্ত্রাসের রাজত্বে আমরাও ভূগছি। কৈলাশহর সাবডিভিশন সন্ত্রাস কবলিত সাবডিভিশানের মধ্যে একটা। আমি সেই সন্ত্রাসের বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছিনা। আমি শুধু এইটুকু বলব আমাদের শত শত কর্মীকে বিভিন্ন মামলায় মিথ্যা মামলায় জড়িত করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে এবং থানা লক-আপে তাদের নির্যাতন করা হচ্ছে। অপর পক্ষে আমাদের কর্মীরা নির্যাতিত হচ্ছেন। কংগ্রেস (আই) সমাজ বিরোধীদের হাতে। আমরা যখন মামলা করি, একটির মামলারও অ্যানকোয়ারী হয়না। গত ২৫-২-৮৮ ইং আমি উত্তর জেলার এস, পির কাছে লিখিতভাবে ২৭টি মামলা পাঠিয়েছি। তার কয়েকদিন আগে বিরোধী দলনেতা এবং আমি এস, পির সংগে সামনাসামনি কথা বলেছিলাম এবং কথা হয়েছিল যে, সমস্ত কেইসের রেফারেন্স পেলে তার তদন্ত করবে। সেদিন আবার দেখা হল। আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে ২৭টি কেইস রেফারেন্স দিয়ে আমি চিঠি দিলাম তার একটি অ্যানকোয়ারী হয়না। তার পরবর্ত্তী সময়ে আরো অনেক ঘটনা হয়েছে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে নেই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, এইটাকে কি আইনের শাসন বলে ? সমস্ত পুলিশ প্রশাসনকে কব্জা করে, বিরোধী দলের সমস্ত কার্যকলাপ, গতিবিধি বন্ধ করে দেওয়া। কৈলাশহরে কতগুলি অঞ্চল তৈরী হয়েছে। যেখান দিয়ে আমাদের কর্মী, আমাদের সমর্থক, কর্মী চলাচল করতে পারেনা। ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এই সরকার কায়েম হয়েছে। রাধাচরণ দেববর্ম্মা, অখিল দেববর্মা, বন্ধন গোপ এদেরকে থানা লক-আপে এনে নির্যাতন করা হয়েছে। একটা মানুষ যখন গ্রেপ্তার হয়, তার উপর থানা লক আপে অত্যাচার চলে, এইটা কি বর্বর রাজত্ব নয় ? আজকে খুন হয়ে যাচ্ছে, খুনীরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চোখের সামনে, গ্রেপ্তার নেই। মার্ডার করা হচ্ছে, আহত করা হচ্ছে কোন গ্রেপ্তার নেই। এই রাজত্বের আবার বাহবা গাইছেন ওরা।

একশান টু মার্ডার সিরিয়াস উনডেড, কোন গ্রেপ্তার নাই, এই রাজত্বের বাহবা চাইছেন ওনারা আর তার জন্য এখানে বাজেট এনেছেন তাকে সমর্থন করতে হবে আমাদের, স্যার, আমি এইটার উপর বেশী বলব না,

কারণ এইটার উপর অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন, এখানে একটা বিষয়ে মাননীয় সদস্য রতন ঘোষ যে উল্লেখ করেছেন গণতন্ত্র—

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েণ্ট অফ্ অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য বর্বর সরকার বলেছেন এইটা আন-পার্লামেণ্টরী, আমি আবেদন করছি এইটাকে একসপাঞ্জড করা হোক ।

শ্রী দশরথ দেব :—বর্বরটা আন-পার্লামেণ্টরী না, বর্বরতা চালাচ্ছে এইটা আন-পার্লামেণ্টরী ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য যে বর্বর রাজত্ব বলেছেন এইটা একসপানজড করা হোল ।

শ্রীদশরথ দেব :—স্যার, আমরা প্রটেষ্ট করতে চাই না, করতে পারিও না। কিন্তু বর্বর শব্দটা আন-পার্লামেণ্টরী নয় may's parliamentary practice-এর আছে সেখানে সব কিছু উল্লেখ আছে, যদি চেয়ার অনুগ্রহ করে এইটা কনসার্নট করেন । এই সরকার " বর্বরতা চালাচ্ছে " এইটা আন-পার্লামেণ্টরী, কিন্তু শুধু " বর্বর " শব্দটা আন-পার্লামেণ্টরী না ।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :— (মন্ত্রী) স্পীকারের রুলিং ইজ রুলিং, এইটার প্রতিবাদ করা যায় না ।

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে চেয়ারের রুলিং-এর আমরা প্রতিবাদ করি না, আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছি ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি শুরু করুন ।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এর পরে আমি একটা প্রসঙ্গে যাচ্ছি যেটা আমাদের রাজ্যে এবং সারা ভারতের গণতন্ত্র ব্যবস্থা থাকবে কি থাকবে না সেই প্রশ্নটা এইটার সঙ্গে জড়িত, সংসদীয় গণতন্ত্র থাকবে কি থাকবে না এই প্রশ্নটা এইটার সঙ্গে জড়িত, স্যার. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে বলেছেন. masses mandate. masses mandate কি পেয়েছেন ।

ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা কতজনে ভোট ওরা পেয়েছেন সেটা ওরাও জানেন. আমরাও জানি, ওটা আর আলোচনা করতে চাই না ।

(গণ্ডগোল)

স্যার, ওরা যখন কথা বলেন কোন সময় আমরা তো এই রকম করিনা। আমরা আপনার প্রটেকশন চাই। স্যার, এই সরকার এখানে আসার পর ফটিকরায়-এ একটা ইলেকশন হল : তা সেখানে কি কোন ইলেকশান হয়েছে ? ইলেকশানের নামে প্রহসন হয়েছে, সেখানে ফটিকরায়ের মানুষ অল্প সংখ্যক ভোট দিয়েছে। আর বাকী ভোট দিয়েছে আগরতলার লোক, জিরানীয়ার লোক, বিলোনীয়ার লোক, তেলিয়ামুড়ার লোক, বিশালগড়ের লোক, করিমছড়ার লোক, কি করে হল ? ওরা জিয়াকে লজ্জা দিয়েছে, ওরা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টকে লজ্জা দিয়েছে। স্যার, এখানে যারা আছেন প্রায় সবাই ওখানে উপস্থিত ছিলেন দুই এক জন বাদ দিয়ে। কি করে ভোটটা হল ? টাকা পয়সা সম্পর্কে বেশী কথায় আমি যাচ্ছিনা। ওরা হামেসাই করেন। সারা ভারতবর্ষেই করেন যেখানে যেখানে ওরা আছেন। কোটি কোটি টাকা তারা খরচ করেছেন। ১৯ হাজার ৬ শত ৭৭ ভোটের কনষ্টিটিউয়েন্সি। সেখানে শূকরছানাও কংগ্রেসের পক্ষে ভোট এনে দিয়েছে। জগন্নাথপুরের ঋষিদাস যারা আছে, রবিদাস যারা আছে, মাননীয় সদস্য আছেন কিনা আমার জানা নাই। স্যার, গোকুলনগর প্যাকেের কথা আমি বলছি, বিস্তারিত আলোচনায় আমি যাচ্ছিনা। সেখানে ২৮৮ জন মানুষকে ভোটের ১ দিন আগে ৪ শত টাকা করে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। ২২ তারিখে লক্ষ লক্ষ টাকার সুতো বিলি করা হয়েছে। ভোটের আগে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকাতে ভাইড চালান নং ৫৪৬০ ডেটেড ৮-৪-৮৮ ৮২ হাজার ৫ শত ৭০ টাকার সুতা গেছে। তার আগেও অনেক গেছে ভোট কেনার জন্য। স্যার, ভোটের সময় একটা অংশের সি, আর, পি, আর্মি, পুলিশ ও হোমগার্ড টহল দিয়েছে। তাদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে নাই, ও সরি আছেন, স্যার ৩০০ গাড়ী সেখানে ঘুরেছে যেগুলি সরকারী গাড়ী। গৌরী সেনের টাকা ত তাই এভাবে ঘুরেছে। ৪।৫ হাজার সমাজদ্রোহীকে সেখানে জমা করা হয়েছে এবং গোটা এলাকাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছে। সন্ত্রাস বললেও কম বলা হয়। নাগাল্যাণ্ডের মিঃ জামির নাগাল্যাণ্ডের ভোটের পর বলেছে, যিনি এক্স চীফ মিনিষ্টার ছিলেন, তিনি বলেছেন সেখানে ভোটের কয়েকদিন আগে কংগ্রেস যা সৃষ্টি করেছিল তা দুঃস্বপ্নের ও অতীত। এটা ত ৩।৪ ৫ কি ৬ মাস আগের কথা। এখানে ট্রেজারি বেঞ্চে এখন যারা আছেন তারা দুয়েকজন ছাড়া আর প্রায় সবাই ছিলেন। ১৬ তারিখ থেকে সেখানে আক্রমণ শুরু হয়েছিল। ভোটাররা নির্বাচনী এলাকার মধ্যে কোথাও যেতে পারছেন না। নির্বাচনী এলাকার মধ্যে কোথাও আমাদেব একটি পোষ্টার দেখা যায়নি। সমস্ত পোষ্টার তারা ছিড়ে দিয়েছে। ফ্লেগ তারা ছিড়ে দিয়েছে, নির্বাচনী যে অফিস আমাদের রয়েছে ফটিকরায় বাজারে—প্রধান নির্বাচনী অফিস সেই অফিসের সাইনবোর্ড সমস্ত কিছু তারা নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। এবং ভোটারদের ভোট আদায় করার কৌশলটা কি ? কৌশলটা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আক্রমণ ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করো যাতে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাইতে না পারেন। কৌশলটা কি ? যে বামফ্রন্ট এর যারা পুলিং এজেন্ট তাদের অধিকাংশকে যাতে পুলিং বুথে যেতে বাঁধা দেওয়া হয়েছে।

আর সাহস করে যে দু চার জন বুথে ঢুকে পড়েছে তাদের বের করে এনে পিটিয়ে দেওয়া হয়। এই হচ্ছে তাদের কৌশল। নির্বাচনী সময়কালীন অনেক অভিযোগ কটিকরায় থানাতে করা হয়েছে, কিন্তু তার কোন তদন্ত করা হয়নি।

তারপর মানুষ ভোট কেন্দ্রে গিয়েছেন সাহস করে। কিন্তু লাইনে যারা বামফ্রন্টের সমর্থক রয়েছেন তাদের দেখে দেখে বের করে এনে তাদের আঙ্গুলে কালির ছাপ দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারা নিজেরা এক এক জন দশ বিশ চল্লিশটা পর্য্যন্ত ভোটপত্রে ছাপ মেরেছে।

আক্রমণ — প্রথম আক্রমণ করা হয়েছে মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল সরকার মহোদয়ের উপর। ১৬ তারিখ তাঁর জীবন নাশের হুমকী দেওয়া হয়েছে। ঠিক করা হয়েছে তাকে কোন জনসভায় ভাষণ দিতে দেওয়া হবে না। মাননীয় সদস্য শ্রীরতনবাবু বলেছেন গণতন্ত্রের কথা। ২৩শে এপ্রিল দুপুরবেলা আমারপাশা বাজারে সেখানে সি.পি,এম এর পবিত্র কর এবং নারীনেতৃ মঞ্জুলিকা বসু, প্রয়াত চপলা বিশ্বাস এবং প্রয়াত সদস্য ত রী মোহন সিংহ এর স্ত্রী নির্বাচনী অফিসে বসে রয়েছেন। সেখানে তারা আক্রমণ করলো. তারা আহত হন। তারপর ২৩ তারিখ রাত্রে আমারপাশায় নৃপেন্দ্র মালাকারের ঘরে নির্বাচনী প্রচার করতে গিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহোদয়। সেখানে মধ্যরাত্রে গাড়ী নিয়ে আক্রমণ করলো তারা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রীসুনীল চৌধুরীকে খুন করা। কিন্তু তাঁর দেহরক্ষী গুলি ছোড়ে কোনক্রমে শ্রীসুনীল চৌধুরীর প্রাণ রক্ষা করলো। তারপর তারা সেই রাত্রে অন্ধকারের মধ্যে ৪০ কি. মি, হেটে মানিকভাণ্ডারে আসেন। সেখানে এই আক্রমণের নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন? রতন দে, ইউ, বি, আই-এর একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী, তার বাড়ি আগরতলায় কল্যাণীতে। কি করতে গিয়েছিল তারা সেখানে? সতীন্দ্র দত্ত, প্রেমেন্দ্র দাস। তাদের বাড়ী লুট হয়েছে। দরজা জানালা ভেঙে, সোনার গয়না, হাজার হাজার টাকা লুঠ হয়েছে। এই ঘটনা হল ২৩ তারিখে। গণতন্ত্র? কোথায় আছে সারা ভারতের মধ্যে গণতন্ত্র? মানুষকে সন্ত্রাস করে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করে আপনারা বলছেন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের চেহারা। ওরা ত্রিপুরা রাজ্যে ভোটের অধিকারকে বিশ্বাস করে না যার জন্য কটিকরায়ে বাড়ী বাড়ী হামলা হয়েছে। আমাদের বহু লোক আক্রান্ত হয়েছে। বিধুভূষণ মালাকার, বিমল সিন্হা, নকুল দাস, অনিল সরকার, বিদ্যা দেববর্মা থেকে সুরু করে। আমি নিজেও সেখানে ছিলাম। সমর চৌধুরী, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান ভানু ঘোষ, আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম সেই বাড়ী আক্রমণের চেষ্টা হয়েছিল। সেখানে একটা বিজয় মিছিল করতে পারেনি। ২৫ তারিখে তখনও গণনা শেষ হয়নি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়েছেন বিজয় সভা করতে। সেখানে স্থানীয় লোক একজনও আসেনি। আমরা বিগত বিধানসভার নির্বাচনে একটা বুথে ৪২৭ ভোট পেয়েছে, পার্লামেণ্টে ৪৪০ ভোট পেয়েছি। এবার আমরা ২৬ ভোট পেয়েছি। তারা পেয়েছে ৩৯৯ ভোট। আর একটা হচ্ছে সায়দার পাড়। সেই কেন্দ্রে কংগ্রেস এবার পেয়েছে ৫৮২ ভোট, আর আমরা পেয়েছি ৩১ ভোট। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস

পেয়েছে ২৫৮, আমরা পেয়েছি ৩০৬ ভোট। সেখানে ৬২৮ হচ্ছে ভোটার। ৬২৪ ভোট কাস্টিং হয়েছে। আর মৃতের সংখ্যা হলো ৯ জন। সেই ৯ জন বাদ দিন। তাহলে সেখানে ৬১৯ হয়। কিন্তু ভোট কাস্ট হল ৬২৪। আর একটা বলছি আসাম বস্তি। মোট ভোট ৩৪৩। সেখানে ভোট কাস্ট হয়েছে ৩৩৫। সেই গ্রামের মধ্যে মৃতের সংখ্যা ২৪শে এপ্রিলের আগে ৬ জন। তারপর আরও কয়েকজন বাইরে ছিল যারা ভোট দিতে পারেনি। এইভাবে রিগিং হয়েছে। গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীঅঞ্জু মগ।

শ্রী অঞ্জু মগ (মনু)—মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৮৮-৮৯ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখছি। স্যার, বিগত ১০ বছর যাবত আমরা কি দেখেছি বিগত ১০ বছর আপনারা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের জন্য তারা কি করেছেন। আমি বিরোধী দলের যারা সদস্য তাঁদের আমি জিজ্ঞাস করছি, আপনারা এই বাজেট সম্পর্কে আপনারা কি বক্তব্য রেখেছেন? আজকে আপনারা তো নিজের চোখে দেখছেন, আপনাদের আমলে কি চলছিল আর আজকে ত্রিপুরায় কি অবস্থা চলছে এবং সেটা দেখেই আজকে আপনাদের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আপনাদের অনুরোধ করতে চাই, আপনারা এখানে শুধু চেচামেচি করছেন কেন? বিগত দিনগুলিতে আপনারা পঞ্চায়েতগুলি নিয়ে কি করেছিলেন সেই সব কথা মনে করে দেখুন তখন তো আপনারা এই পঞ্চায়েতগুলি নিয়ে শুধু ক্যাডার পোষণ ছাড়া আর কিছুই করার জন্য নজর দিতেন না। আমি এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করছি, আপনি তো বি. ডি. সি'র চেয়ারম্যান ছিলেন কি করেছিলেন আপনি সেই সব কথা স্মরণ করে দেখুন। আর আজকে এখানে গণতন্ত্রের উপর আঘাত করা হচ্ছে বলে চীৎকার করছেন। আমি এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। আপানারা কেন বাংলাদেশী লোককে এখানে ভোট দিতে দিয়েছেন? স্যার, শিলাছড়িতে তাঁদের দলীয় ক্যাডার আছে যারা লোক খুন করতে পারে। মিঃ স্পীকার, স্যার, আগে বামফ্রন্টের আমলে বাজেট তৈরী হত, ক্যাডারদের দিকে নজর রেখে। আর আমরা বাজেট তৈরী করেছি, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের উন্নয়ণের দিকে নজর রেখে। কারণ, এটা ক্যাডার-ভিত্তিক বাজেট নয়, এই বাজেট সার্বিক উন্নয়নধর্মী বাজেট। আজকে যদি আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারতেন তাহলে মানুষকে কিছু হয়তবা বলতেও পারতেন। স্যার, পঞ্চায়েত আমরা কেন ভেঙ্গে দিয়েছি তার উপর কিছুটা বলতে চাই। বামফ্রন্টের আমলে এই পঞ্চায়েতগুলি ছিল, দুর্নীতির একটি আঁখড়া। আমি দেখেছি, আমার সাতচান্দ ব্লকে একটি পাকা বাঁধ হবার কথা। এই জন্য বরাদ্দ হয়,

১ লাখ ৩৭ হাজার টাকা। কিন্তু সেটা করা হয়েছে কি? করা হয়েছে কিনা তা দেখার মত কোন ইচ্ছাই তখনকার শাসক দলের ছিল না। তাঁরা শুধু দেখতেন, এতে তাঁদের দলের ক্যাডারদের পকেট ভারী হচ্ছে কিনা? আমাদের মিনিষ্টার জওহর সাহা মহোদয় গিয়ে দেখে সীজ করে আসলেন। আই,আর,ডি,পি,এর কাজ তখন কে পেত? পেত তাঁদের নিজস্ব লোকেরা। সাতচান্দ ব্লকের ৫০টি গাঁওসভার মধ্যে যেগুলিতে কংগ্রেস-টি, ইউ,জে,এস প্রধানরা ছিল সেখানে কোন কাজই দেওয়া হত না। এই সব দুর্নীতি কে করেছিল? স্যার, জুট মিলে তো একটা খুনের রাজত্বই সৃষ্টি হয়েছিল। তখন সেখানে রাম দা ছাড়া কিছুই ছিল না। এখন কি আছে এসব? আমরা তো এসেছি মাত্র চার মাস হয়। কোথায় গেল, এই গুণ্ডা বাহিনী? এই জন্যই তাঁদের মনে দুঃখ। আর এই দুঃখের কারণে, আসাম রাইফেলস্ বাহিনীর নামে মিথ্যা অপপ্রচার করছেন। উজ্জানময়দানে কি হয়েছিল? ওখানে গেছেন আপনারা? লজ্জা করে না, সেমা বাহিনীর নামে মিথ্যা প্রচার চালাতে? একমাত্র জ্যোতি বসুর এলাকা ছাড়া আর কোথাও তো ছড়িয়ে দিতে পারেননি এই অপপ্রচার। আমিও তো একজন ট্রাইবেল। আমার এলাকায়ও তো আসাম রাইফেলস্ বাহিনীর লোক আছে। কোথায়, সেখানে তো এই ধরণের কোন বদনাম নেই। রবীন্দ্রবাবু মিটিং করেছেন। কিন্তু কোথাও এই ধরণের ঘটনা ঘটেনি বলেই সবাই বলেছে। উল্টোই বরং হচ্ছে। বাজার থেকে ফেরার পথে কংগ্রেস-টি ইউ,জে,এস, সমর্থিত লোকেরা আপনাদের ক্যাডার বাহিনীর হাতে আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা জানি আপনাদের দলীয় একজন নেতা, গাঁওপ্রধান সে বহু দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। আমরা ক্ষমতায় আসার পরেই সে পলাতক। কেন? আমরা তো তাকে পালাতে বলিনি। কারণ, সে নিজেই চিন্তাগ্রস্থ যে বহু দুর্নীতির করেছে। আপনারা এখানে বলছেন যে আপনাদের নামে আমরা অনেক মিথ্যা মামলা করেছি। আমরা মিথ্যা মামলা করিনি, একাজ আপনারাই করতেন। শিক্ষা খাতটিকে বিরোধীতা করে আপনারা অনেক বক্তৃতা করেছেন। আমি এখানে একটা প্রশ্ন করতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আপনারা কি করেছেন? শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও নীচে নামিয়ে দিয়েছেন। এ,ডি,সি এরিয়াতে আপনারা কোন স্কুল করেছেন? পাহাড়ীদের উন্নতির জন্য আপনারা কি কোন কাজ করেছেন? পাহাড়ীরা শিক্ষা পাক এটাতো আপনারা কোনদিন চাননি। চাননি বলেই তাদের শিক্ষার প্রতি আপনারা কোন নজর দেননি। কিন্তু সাব্রুমে এক মাইলের মধ্যে তিনটি হাইস্কুল করেছেন। এটা কোন আইনে আপনারা করেছেন, বলতে পারেন? সুতরাং এই বাজেটের বিরোধীতা করা আপনাদের নৈতিক কোন অধিকার নেই। এই বাজেট ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের বাজেট। এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) ঃ—মিঃ স্পীকার স্যার,আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করছি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহোদয়রা এই বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। আমি খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে চাই। বাজেটটি বিরাট। অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে ৯—১০ প্যারাতে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, সরকারী কর্মচারীদের কয়েক কিস্তি মহার্ঘভাতা দিয়েছেন। মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারী কর্মচারীদের এই মহার্ঘভাতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অংশের মানুষের দুঃখ কষ্ট কাটছে কি, দারিদ্র কাটছে কি? সংকট বেড়েই যাচ্ছে, কাজেই কয়েকটা মহার্ঘভাতা দেওয়া হলো অথবা এই রকম ধরণের কিছু কিছু কনসেশ্যান এইগুলি দিয়ে স্থিতিশীল কোন অর্থনৈতিক কোন অবস্থা সৃষ্টি করা অবস্থা এই সরকারের কোন ক্ষমতা নেই। কেন্দ্রীয় সরকার আজকে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছেন, যে নীতি গ্রহণ করেছেন সেই নীতিতে ক্ষমতা নেই, আর এই বাজেটের দ্বারা সেই নীতি চালানো হচ্ছে যেটাতে কোন ভাবেই সুস্থ স্থিতীশীল কোন অর্থনীতি গড়ে উঠবে না। তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বেতন হার সংশোধনের কথা তাঁরা ঘোষণা করেছেন, বেতন কমিশনের সুপারিশটা কোথায়? এই সুপারিশ প্রকাশ করা হয় নি কেন? বামফ্রণ্ট সরকার বেতন কমিশন যখন নাকি নিযুক্ত করেন তখন সাধারন শিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় নিযুক্ত করেন, তখন সাধারণ শিক্ষক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষায় যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে সুপারিশ চেয়েছিলেন, বেতন কমিশন সেইগুলির সম্পূর্ণ সুপারিশ দেন। আমরা জানতে চাই, শুধু আমরা নই, বিধানসভার সদস্যরাই নই, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানতে চায়, শিক্ষক কর্মচারীরা জানতে চায়। এই সুপারিশগুলি গত ১৩ই আগষ্ট, ১৯৮৭ ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তখন কেবিনেটের প্রধান, রাজ্য সরকারের প্রধান তার হাতেই তো ফাইল সেই ফাইলের মধ্যে দেখুন মন্ত্রী সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সিলেকশ্যান চাই। রাজ্য সরকার তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সিলেকশ্যান গ্রেড দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং সেখানে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা যারা ১০ বছর চাকুরী করার পর প্রমোশন পায় নি এবং যে সমস্ত তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ১৫ বছর চাকুরী করার পরও কোন প্রমোশন পায়নি তাদের গ্রেডেশ্যান দেওয়া হবে এই যে সিদ্ধান্তগুলি এই সমস্ত সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে বেতন কমিশন তার সুপারিশের মধ্যে এইগুলিকে এডযাষ্ট করেছেন, এখানে কি ভাবে এইগুলিকে এডযাষ্ট করা যায় সব দেখবেন। সুপারিশগুলিকে গোপন করা হচ্ছে। কেন হঠাৎ রাতারাতি গোপনে তাড়াতাড়ি করে এই রকম সিদ্ধান্ত কেন? সুপারিশটা প্রকাশ করা হোক এটাই তো রীতি, এটাই তো গণতান্ত্রিক নিয়ম। বিধানসভার সদস্যরা পর্য্যন্ত জানলেন না যে সুপারিশটা কি? সে রিপোর্ট প্রকাশ করা হলো না কেন? আমাদের সন্দেহ আছে, স্যার পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত জানি না কি হয়। আবার ইদানিং কালে, গতকাল এবং পরশু আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখলাম চীফ সেক্রেটারী দিল্লীতে গিয়েছেন, এখন ঘোষণা

তো হয়ে গেছে কি করা যায়, টাকা পয়সা পাওয়া যাবে কিনা শেষ পর্য্যন্ত, ভবিষ্যৎ কি আমরা পরিষ্কার হতে চাই। ভাল তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করা হোক কিন্তু মানুষের মতামত জনগণের মতামত, শিক্ষক-কর্মচারীদের মতামত এই সমস্ত যে পদ্ধতিতে গ্রাহ্য করা হচ্ছে এটার লক্ষণটা কি? লক্ষণটা হচ্ছে শিক্ষক, কর্মচারীদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকার অস্বীকার করা। আমরা দাবী করছি এই বিধান সভার অধিবেশনের মধ্যে তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ উপস্থিত করা হোক এবং এটা প্রকাশ করা হোক, সকলকে জানানো হোক। বুঝতে চেষ্টা করুন তাদের জন্য সুপারিশ কি ছিল, বর্ত্তমান সরকার সেই সুপারিশগুলিকে কতটুকু মূল্য দিয়েছেন কি ধরনের মূল্য দিয়েছেন। স্যার, বামফ্রণ্ট সরকারের প্রশাসন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছিল এটাই নীতি। আজকে যে বাজেট আনা হয়েছে সেই বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমরা উল্লেখ করতে পারি কোন নীতিকে ভিত্তি করে এখানে বাজেট আনা হয়েছে।

সকল প্রকার কর্মসূচী; যে সকল সূচীতে সব স্তরের শিক্ষক কর্মচারী, সব স্তরের মানুষকে তাদেরকে যুক্ত করা হবে। এই হচ্ছে বামফ্রন্টের নীতি। ১০ বৎসর যখন বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন আমলাতন্ত্রকে দুর্বল করে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছিল। আমলাতন্ত্র তার আচার আচরন ক্রমেই সংকুচিত হয়েছিল, গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হয়েছিল। সমস্ত শিক্ষক, কর্মচারী তার ব্যক্তি স্বাধীনতা, তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে বামফ্রণ্ট সরকার। স্যার, বর্ত্তমান সরকারের গণতন্ত্রের প্রতি সামান্যতমও শ্রদ্ধা নেই। গণতন্ত্র ছাড়া ক্ষমতায় আসতে পারেন বেশী আসন পেয়ে কিন্তু এইটা তাদের খেয়াল রাখা উচিত ছিল বামফ্রণ্টের যে গণতন্ত্রের নীতি সেই নীতিকে ত্রিপুরার ৫০ শতাংশের বেশী মানুষ তাকে সমর্থন করেছেন। ভোটে তার প্রমান হয়ে গেছে। সেই ৫০ শতাংশ মানুষের যে কর্মসূচী সেটাকে সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে, তাকে বাদ দিয়ে তারা নতুনভাবে বাজেট তৈরী করেছে। এই নীতিকে কিছুতেই সমর্থন করা যায়না। আমরা লক্ষ্য করেছি এই সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক আচার আচরন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে তারা ক্রমেই ধ্বংস করছে। স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আইন কানুন নিয়ম নীতি সমস্ত কিছু চুলোয় যাচ্ছে। এমনকি মন্ত্রীসভার একটা মিটিং হয়ে গেল, পঞ্চায়েত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী নেই, ক্যাবিনেট সেক্রেটারী নাই। অন্যান্য অনেক মন্ত্রী নেই, এমনকি উপমন্ত্রী যারা তারাও নেই, শুধু ২-৩জন বসে ক্যাবিনেট মিটিং হয়ে গেল। কি করা হল? এইটা কি কোন আইন হল? এইটা কি কোন নিয়ম হল? এইটা কি গণতন্ত্র? এইটা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের চুড়ান্ত। আমি কংগ্রেস (ই) সদস্য যারা আছেন তাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই এই স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমন শুধু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির উপরই সীমাবদ্ধ থাকবেনা, এই আক্রমন এখানেই থেমে থাকবেনা, এই আক্রমনে আপনাদেরও একদিন কথা বলার অধিকার থাকবে না, স্বৈরতন্ত্রের আক্রমন আপনাদের উপরও এসে পড়বে। গণতন্ত্র যখন হত্যা হয়, স্বৈরতন্ত্র যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তখন এইভাবেই এগিয়ে যায়। কংগ্রেস (আই,) যুব সমিতির

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে আমরা দেখেছি, পত্র-পত্রিকায় বেরোচ্ছে, যুব সমিতির মন্ত্রীরা কি সন্তুষ্ট থাকতে পারছেন তাদের কোটা যখন ভাঙ্গছে? ট্রাইবেল কোটা, ট্রাইবেলদের সমস্ত অধিকার, সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। আমি যখন বিভিন্ন জায়গায় মাননীয় সদস্যদের সাথে কথা বলি আমি ত বুঝতে পারি তাদের মনের মধ্যে কি ব্যথা। (ট্রেজারী বেনচ থেকে হাসির শব্দ)এইটা হাসির ব্যাপার হয়। আমি সাবধান হতে বলছি, গণতন্ত্র হত্যা করে স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমন আপনারা বন্ধ করুন। স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে শিক্ষক কর্মচারীদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। লক্ষ্য করুন যেদিন পে কমিশন রিপোর্ট ঘোষনা হল, সেই ক্যাবিনেটের মধ্যেই তারা কি সিদ্ধান্ত নিলেন। বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকার সময় একটা সার্ভিস কনডাক্ট রুলস যেটা ব্রিটিশ আমল থেকে চাপিয়ে রাখা হয়েছিল যার মধ্য দিয়ে শিক্ষক কর্মচারীরা তাদের কোন কথা বলার অধিকার ছিলনা, তাদের দাবী আদায়ের কথা বলতে পারত না, সেটার পরিবর্ত্তন করে বামফ্রণ্ট সরকার ১৯৮২ সনে আন্দোলন এবং ধর্মঘট করার অধিকার দিয়েছেন সমস্ত শিক্ষক কর্মচারীদের ত্রিপুরা সার্ভিসেস ডিউটিস অ্যাণ্ড অবলিগেশান্স অফ দি গভর্ণমেণ্ট অ্যামপ্লয়িস রুলস্ চালু করেছিলেন। যে দিন পে কমিশনের কথা বলা হল, মহার্ঘভাতার কথা বলা হল, তার পাশাপাশি সেদিনই কেবিনেটে বসে সেই সিদ্ধান্তও তারা নিয়েছে শিক্ষক কর্মচারীদের সেই সুযোগ, সেই অধিকার বাতিল করে দেওয়া হল। বামফ্রণ্ট সরকার গণতন্ত্রের স্বার্থে যে দাবী মেনে নিয়েছিলেন সেটাকে বিসর্জন দেওয়া হল। ধর্মঘটের অধিকার, কথা বলার অধিকার সব কিছু বাতিল করা হল, সার্ভিস কনডাক্ট রুলস চালু থাকবে। স্যার, শুধু তাই নয়, শিক্ষক কর্মচারীদের আন্দোলনকে ভাঙ্গার জন্য, সমিতিগুলি ভাঙ্গার জন্য সমস্ত আক্রমন করা হচ্ছে। সমস্ত কং (ই) সমাজদ্রোহীদের দলবদ্ধ করে অফিস আক্রমন করা হচ্ছে, খুন করা হচ্ছে। সিভিক্স ইকনমিক্স ফলো করে যেখানে সঠিক বিজ্ঞান বুঝানো হচ্ছে ছাত্রদের, যারা সঠিক অর্থনৈতিক কারনগুলি বুঝায়, বর্ত্তমান ভারতের সমস্যাগুলি নিয়ে মত প্রকাশ করছে তাদের ধরে খুন কর। সেইসমস্ত চলছে সারা রাজ্যে।

তাদের অফিসগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে সারা রাজ্যে, আগরতলা শহরের কংগ্রেস (ই)র সমস্ত সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের দিয়ে আক্রমণ করা হচ্ছে, আক্রমণ করা হচ্ছে সমস্ত কর্মচারী নেতাদের উপর এবং তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা তৈরী করে সমস্ত রেকর্ড ইচ্ছামত তৈরী করে তাদেরকে জেলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করে তাদের উপর অত্যাচার করা প্রভৃতি সমস্ত রকমের আক্রমণগুলি চলছে। এইটা কি শুধু আগরতলায়? কৈলাশহর, ধর্মনগর, বিলোনীয়া, সাব্রুম সর্বত্র যেখানেই তারা গুণ্ডা বাহিনীর শক্তিকে জমায়েত করাতে পেরেছে সেখানেই শিক্ষক কর্মচারী সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত এবং তাদের সমিতি করার অধিকার সব চাইতে বেশী আক্রান্ত হচ্ছে এবং এই আক্রমণ এ আন্দোলনের সমস্ত অধিকার গুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, সেদিন আগরতলা শহরের সূর্য্য চৌমুহনীতে তাদের যে কেন্দ্রীয় অফিস

সেখানে সমস্ত রকমের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছে, অফিসের সমস্ত আসবাবপত্র ভাঙ্গচুর করেছে স্যার, এইভাবে শিক্ষক-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কোনদিন গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা যায় না, প্রশাসনকে শক্তিশালী করা যায়না এবং প্রশাসনকে কোনদিন গণমুখী করে গড়ে তোলা যায়না। তারপর সমানে চলছে শাস্তিমূলক বদলী যেমন, টি জি ই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক দীপক মজুমদারের কথা উদয় হরিজনের কথাতো বলেছি কিভাবে তাদের আক্রমণ করা হয়েছিল। তাছাড়া বদলীর ক্ষেত্রে সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, সংগঠন সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক তাদের বদলী করা হচ্ছে আগরতলা থেকে শিলাছড়ি, ছামনু প্রভৃতি জায়গায়, যাতে তারা সংগঠন আর করতে না পারে। আর বামফ্রণ্ট সরকার শ্রমিকদের এই ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে সারা রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে শক্তিশালী করেছিল। আজকে সেগুলিকে ভেঙ্গে তছনছ করার চেষ্টা চলছে এবং নূতন করে নিজেদের তাবেদারদের দিয়ে নূতন সংগঠন করার চেষ্টা করছেন। যারা সমস্ত রকমের নোংরামী ও দুর্নীতি করতে পারে এবং আক্রমণ চালাতে পারে, কেউ যেন প্রতিবাদ করতে না পারে, এই রকম একটা নীতির মধ্য দিয়ে তারা চলতে চেষ্টা করছে। তারপর এখানে এই যে বইটা যেটাকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা দর্পণ উপস্থিত করেছেন এই রাজ্যের জন্য যেটা বলা হয়েছে, সেই দর্পণের কোথায়ও শ্রমিকদের সম্পর্কে কোন কথা লেখা নাই। এইভাবে রাজ্যের সমস্ত শ্রমিকদের উপর আক্রমণ শুরু করেছেন এবং তাদের অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকারকে আন্দোলনের শক্তিকে ভাঙ্গার জন্য তাদের অফিসগুলিকে আক্রমণ করছেন এবং সি আই টি ইউর পরিচালিত ২১টা জায়গায় ২১টা অফিসকে ভেঙ্গে তারা জোর করে দখল করে তাদের ফ্ল্যাগ ছিঁড়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে, তারপর নূতন সাইনবোর্ড লাগিয়েছে আই এন টি ইউ সি বলে। স্যার, ট্রেড ইউনিয়নের তো একটা আইন আছে, রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন, সেই রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন অফিস তারা রাখতে পারছে না, জোর করে দখল করে নিচ্ছে। রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিযনগুলি জবরদস্তি করে ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুন তারা মানছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে নয় সারা ভারতবর্ষে মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট আছে। বামফ্রণ্ট তখন ত্রিপুরার কৃষি শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি ১৮ টাকা করে দিয়েছিল। এই আইন এখনও আছে। কিন্তু ওরা মানেনা। ফার্ম শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, এনিমেল হাজবেণ্ডি প্রভৃতি দপ্তরের শ্রমিকদের জন্য বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে আইন করা হয়েছিল। এখন তাদের সেই মিনিয়াম ওয়েজ থেকেও ২ টাকা কেটে মজুরি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক মাসে যে মজুরি তারা পেয়েছিল সেখান থেকেও এখন কেটে নেওয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে তাদের শ্রমিক দরদ। এইভাবে শ্রমিকদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। বামফ্রণ্ট সরকার ফার্ম লেবারদের জন্য আইন তৈরী করেছিল যে, যারা ৩ বছর পর্য্যন্ত কাজ করবে তাদেরকে পারমানেণ্ট করা হবে। তাদেরকে গ্রেচুইটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড দেওয়া হবে। আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি যে, কমলাসাগর ফার্মে ২৪০ জন শ্রমিক কাজ করত কিন্তু আজকে তারা সেখানে ঢুকতে পারছেনা। প্রত্যেক ফার্মে ফার্মে আজকে ছাটাই করা হচ্ছে। তাদেরকে পিটান হচ্ছে। এমনকি পুলিশ লক আপে

ঢুকিয়ে পর্য্যন্ত তাদেরকে পিটান হচ্ছে। রাবার বাগানের শ্রমিকদের ইউনিয়ন ভাঙ্গার চেষ্টা হচ্ছে। রাবার শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসগুলি জবরদখল করে নেওয়া হচ্ছে। গত ৫ মাসে এভাবে সমস্ত ইউনিয়ন অফিসগুলি দখল করে আই, এন, টি. ইউ, সি,র লোকেরা তাদের পতাকা উড়িয়ে দখল করে বসে আছে। মিনিমাম ওয়েজ যেখানে ১৪ টাকা ছিল আজকে সেখানে ৪/৫ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। তার আইনকে কার্যাকরী করছে না। নিম্নতম মজুরী আইন যেটা দোকান কর্মচারী, ইট ভাটা কর্মচারী, মোটর শ্রমিক প্রভৃতির জন্য করা হয়েছিল আজকে সেগুলি কার্য্যকরী করা হচ্ছেনা। মালিকদের পক্ষে তোষামোদ করা হচ্ছে। এই বলে এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীসুশীল কুমার চাকমা। সময় মাত্র ১০ মিঃ।

শ্রীসুশীল কুমার চাকমা (পেঁচারথল) ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ৮ই জুলাই ৮৮ ইং তারিখে আমাদের ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই হাউসে ১৯৮৮ ৮৯ ইং সালের যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি সম্পুর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য পেশ করছি। এই বাজেট খুবই সময়োপযোগী এবং এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের সর্বাধিক, এবং সর্বধরণের সর্বস্তরের সংস্থান রাখা হয়েছে। এই বাজেট এখন খুবই অর্থকরী বাজেট এবং এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি।

অতীব তুঃখের বিষয় যে, গত তুইদিন ধরে এই হাউসে দেখতে পাচ্ছি, শোনতে পাচ্ছি যে, পঞ্চায়েত সম্পর্কে মাননীয় প্রাক্তন চিফ মিনিষ্টার নৃপেনবাবু এবং অন্যান্য সদস্যরা পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দেবার সম্পর্কে নানা রকমে হৈ চ করছেন। তাতে আমি মর্মাহত। কারণ উনারাও যখন সেই ১৯৭৭ সালে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় আসেন তখন তারাও ত্রিপুরার পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে গণ-কমিটি গঠন করেন। এই গণ কমিটির মাধ্যমে তারা নিজেদের দলের ফ্যাওদের তাদের সমর্থকদের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছিলেন।

আরেকটা হচ্ছে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকল্য আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিল্প সম্পর্কে বলেছেন। ত্রিপুরার যে সমস্ত শিল্প রয়েছে আমি এইখানে বেণী দৃষ্টান্ত দিতে যাচ্ছিনা। শিল্প সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। মাছমারা চা বাগানটা সেটা সম্পর্কে এই হাউসে বক্তব্য পেশ করছি। যখন এই চা বাগানটাকে উদ্বোধন করা হলো—উদ্বোধন করার সাথে সাথে দেখা গেল আমাদের কংগ্রেস এবং টি, ইউ. জে, এস,-এর যে সব শ্রমিক এবং কর্মী ছিলেন তাদের কোন কাজ দেওয়া হয়নি। তারা দরখাস্ত করলে পরে সেই দরখাস্ত একটি সাব কমিটি ছিল সেই সাব-কমিটিতে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে তারপর সেখানে কাজ দেওয়া হতো।

এমনকি সেখানে যে এম, ডি, ছিলেন তিনি উনাদের সমর্থক ছিলেননা বলে উনাকে ট্রেন্সফার করে

সেখানে আরেকজন তাদের মনোমত ম্যানেজিং ডিরেকটার নিয়োগ করা হলো। এই ম্যানেজিং ডিরেকটার বহু টাকা লাখ লাখ টাকা কারচুপি করেছে এবং শ্রমিকদের উপর যাচ্ছেতাই ব্যবহার করেছে। সেখানে বামফ্রন্টের যদি কোন মিছিল মিটিং থাকতো তাহলে শ্রমিকদের ডেকে বলা হতো, তোমরা কাজ রেখে মিছিলে মিটিং-এ যাও এবং এর দ্বারাই প্রমানিত হবে তোমরা বামফ্রন্টের সমর্থক কি না।

এইভাবে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করা হতো। এবং সেই চা বাগানে যেসব যন্ত্রপাতি ছিল সেগুলির আর কিছুই নেই। এখন এই চা বাগানের এমন অবস্থা যে এই রুগ্ন বাগানটিকে যদি আবার পুনরুজ্জীবিত করতে হয় তাহলে বর্তমান সরকারকে বহু টাকা খরচ করতে হবে।

তাছাড়া এই বাগানে যাকে ম্যানেজিং ডিরেকটার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল উনি কয়েক হাজার টাকা সেখানে ডিফল্ট হিসেব রেখে চলে এসেছেন, তার কোন বিচার আজও হয়নি।

বর্তমানে এই বাগান খুবই রুগ্ন। এই বাগানকে আমরা যদি গড়তে চাই তাহলে অনেক অর্থের প্রয়োজন হবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গতকল্য আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে বলছিলেন আইন শৃঙ্খলার অভাব, অস্বাভাবিক। আমি বুঝতে পারছি না কোনটাকে স্বাভাবিক বলা হয়, কোনটাকে অস্বাভাবিক বলা হয়। আমরা দেখেছি আগে চুরি, ডাকাতি, কাটাকাটি মারামারি ছিল। কিন্তু বর্তমানে যুক্ত সরকার আসার পর থেকে এইগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। এটাকে অস্বাভাবিক বলছেন। তাহলে তাদের মতে তারা যেগুলি করেছেন সেটাই বোধ হয় স্বাভাবিক ছিল।

ল্যাম্পস সম্বন্ধে যথেষ্ট চীৎকার করেছেন। সুবোধ দাস মহাশয় অভিযোগ করেছেন যে, আমরা নাকি ল্যাম্পস্‌গুলি ভেঙে দিয়েছি, রেশন সপ কেড়ে নিয়েছি ল্যাম্পস্ থেকে। যে ল্যাম্পস্‌গুলিতে দূর্নীতি ছিল সেগুলিকে আমরা ভেঙে দিয়েছি এবং ব্যাক্তিগত মালিকানায় দিয়েছি। নবীনছড়াতে একটা ব্রাঞ্চ ছিল, সেটাকে ভেঙে দিয়েছি। কিন্তু পেচারথলের হেড কোয়ার্টারটা তো নিয়ে নিইনি। মাছমারাতে চারটাকে আমরা ভেঙে দিয়েছি। মাছমারা ল্যাম্পস ছিল দূর্নীতিতে ভরা। তখন একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিল, তাদের ক্যাডার, তিনি শুধু তাদের ক্যাডারদের সুযোগ দিয়েছেন। রজনী চাকমা—উনার ছেলে একজনও বেকার নেই। সবগুলিকে ল্যাম্পসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ করেছেন। এই ল্যাম্পস্‌গুলি দিয়ে এতদিন যাবত তারা রাজনীতি চালিয়ে গেছেন।

শ্রমিকদের জন্য নাকি আমরা কিছুই করিনি। শ্রমদিবস নাকি পঞ্চায়েতে কম হয়েছে। যদি কম হয়ে থাকে অন্য দিকে আমরা সেগুলি দেব। ফল চাষের জন্য দুই লক্ষ ষাট হাজার হেকটার ভূমিকে আমরা ব্যবহার করব।

এই দুই লক্ষ ষাট হাজার হেক্টার জমিতে জল সেচ করতে গেলে কি পরিমান বিদ্যুতের দরকার সে বিষয়ে চিন্তা করা দরকার। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

মহোদয় এস, টি, এবং এস, সি,র জন্য যে মরা কান্না কেঁদে গেলেন কিন্তু আমি তার চোখে কোন জল দেখতে পেলাম না। কারন বিগত ১০ বছরে এই এস, সি, এবং এস, টি,র মধ্যে যারা দারিদ্র্য সীমার নীচে আছেন তাদের জন্য তিনি কি করেছেন ? আমি এই সম্পর্কে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই যে আমাদের প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রী মহোদয় মাছমারা গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে এস, সি, উন্নয়ন কমিটি নামে একটা সমিতি করেছিলেন। কিছুদিন পর সেই সমিতি থেকে তাঁর কাছে সহোযোগের জন্য দেখা করলেন। এবং দেখা করার পর তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা কংগ্রেস কর কাজেই তোমাদের কোন সাহায্য দেওয়া যাবে না। এই হচ্ছে উনাদের এস, সি, এবং এস.টি, দরদের নমুনা। এই যদি উনাদের এস, সি, এবং এস, টি, র জন্য দরদের নমুনা হয় তাহলে আমি উনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, আজকে ত্রিপুরার জনসাধারন উনাদের যেমন বর্জন করেছেন ভবিষ্যতে তাদের কোন চিহ্ন থাকবে না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি যে, উনারা যেন ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কাজে সহযোগিতা করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মতিলাল সাহা

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, গত ৮ই জুলাই ১৯৮৮ইং, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ১৯৮৮-৮৯ সালের যে পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন তাকে সম্পূর্ণ করছি। সমর্থন করে আমি প্রথমে একটা কথা বলতে চাই যে, আজকে যাঁরা বিরোধী আসনে আছেন তাঁরাই কিছুদিন আগে এবং গত বাজেট অধিবেশনে শাসক দলের আসনে ছিলেন। আজকে যে উনারা বিরোধী আসনে আছেন এটা উনাদের কর্মফলের কারণেই তাদের সেই আসনে বসতে হচ্ছে।

ওরা এই বাজেটের বিরোধীতা করবেন এটা অতি স্বাভাবিক। কারণ, এই সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করার জন্য, এবং উন্নয়ণের কথা মনে রেখেই এসেছে। মাত্র পাঁচ মাস হতে চলেছে, এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে, স্যার, আমরা এই বাজেটের মধ্য দিয়ে একটি জিনিষ লক্ষ্য করেছি, যারা আজকে বিরোধী আসনে আছেন তাঁরা প্রথম থেকেই এই মানসিকতা নিয়ে চলেছেন, জোট সরকারের কিভাবে বিরোধীতা করা যায়। স্যার, আমাদের বিরোধী বন্ধুরা বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন অধিবেশন বয়কট করেছেন। আমি নিজেও বুঝতে পারিনি, কি কারনে তাঁরা এই বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন বয়কট করেছেন। অবশ্য বিরোধী সদস্যরাও তাঁদের বক্তৃতায়, এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ করেন নি। আমরা এর কারন অবশ্য পত্রপত্রিকায় দেখেছি। স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার আগে ত্রিপুরা রাজ্যের

জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সর্বপ্রথমেই আমরা খুনের রাজত্বের অবসান করব যদি ত্রিপুরার জনসাধারণ আমাদের ক্ষমতায় বসায়, এবং ধন সম্পত্তি ও রক্ষা করব। ত্রিপুরার মানুষ আমাদের কথায় বিশ্বাস করে আমাদের বিপুল ভোটে নির্বাচিত করে কংগ্রেস- টি, ইউ, জে,এস, সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে। বিরোধী সদস্যরা স্বীকার না করলেও ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ স্বীকার করবে, এই পাঁচ মাস আগে ত্রিপুরা রাজ্যে কি অবস্থা ছিল.আর বর্তমানে কি হয়েছে। স্যার,আগে আমরা কি দেখতাম ? আকাশবানী আগরতলার নিউজ শুরু হলেই দেখতাম, অমুক গ্রামে উগ্রপন্থীর হাতে পাঁচ জন খুন হয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৭ জন, উত্তর ত্রিপুরার ১০ জন। এই ছিল শুধু নিউজ। আর আজকে একটি খুনও নেই। এটা কাদের জন্য সম্ভব হয়েছে ? আমরা এসেছি বলেই সম্ভব হয়েছে। অবশ্য আপনারা চেষ্টা করলেই তা বন্ধ করতে পারতেন। কিন্তু আপনারা চেষ্টা করেননি। কি করে করবেন ? কারণ, আপনারাই তো সৃষ্টি করেছেন, এই টি, এন, ভি দের। স্যার, কোন যাদু মন্ত্রে এই পাঁচ মাসে টি, এন. ভি, হামলা ত্রিপুরা রাজ্যে হয়নি ? আজকে আপনারা যতই চিৎকার করুন না কেন, ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আর্মি উঠবে না, যতদিন পর্যন্ত সমস্ত উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন না করবে, যতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত অস্ত্র জমা না পড়বে ততদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা থেকে আর্মি প্রত্যাহার করা হবেনা। আর্মি ত্রিপুরা রাজ্যে না থাকলে, উগ্রপন্থীদের নিয়ে আপনারা আবার পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবেন। উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস সরকারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য যতই চেষ্টা করুন না কেন সেটা সফল হবেনা। জনসাধারণ আমাদের ভোট দিয়েছে, আমরা ক্ষমতায় এসেছি তাদের আস্থা নিয়ে। আর আশা করি, আগামী নির্বাচন যতই হবে, ততই আপনাদের সংখ্যা কমবে। দেখেছেন তো ফটিকরায়ে কি হয়েছে ? সেখানকার প্রত্যেক ঘর থেকে মা-বোনেরা সবাই এসে ভোট দিয়ে আমাদের প্রার্থী সুনীল দাসকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করেছেন। আমরা এই অল্প কয়দিনে খুন সন্ত্রাস বন্ধ করতে পেরেছি বলেই সেখানকার মানুষদের কাছ থেকে বিপুল আস্থা অর্জন করতে পেরেছি। হাসবেন না। সিমনাও আসছে। সিমনাতে আরো বেশী ভোটে জয়ী হব।

আমরা এখন রাত্রিতে ভাল করে ঘুমোতে পারি, চোর ডাকাতের ভয় নাই, গ্রামে গঞ্জে আমরা নির্বিঘ্নে ঘুরতে পারি। এই সরকার আমাদের প্রকৃত বন্ধু। পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মধ্যে আপনারা আর বিভেদ সৃষ্টি করতে পারবেন না, সেই সুযোগ আর নেই, সেই সুযোগ আমরাও আর দিচ্ছিনা। কিভাবে এগুলির মোকাবিলা করতে হবে, সেগুলি আমরা আপনাদের কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। গতকাল বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেসকে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতায় এনে দিয়েছে। উনি আজকে হাউসে নেই। যে-দিন ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচনের ভোট নেওয়া শেষ হলো, সেদিন উনি ঘোষণা করলেন, ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচন সুষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। তার জন্য তিনি ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। ভোট যখন গণনা আরম্ভ হল, প্রথমদিকে উনাদের রেজাল্ট ভাল হওয়ায়

উনারা উল্লাসে ফেটে পড়লেন। আমরা বললাম, এত আনন্দিত হবেন না, একটু পরেই আপনারা গোমতীর জলে ভেসে যাবেন। ঠিক তাই হয়েছে। নৃপেনবাবু তারপরই সুর পাল্টে বললেন, এই নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হয়নি। অথচ আগের দিন বললেন নির্বাচন সুষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। এবার আপনাদের চরিত্র আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখুন। উনারা বলছেন ত্রিপুরা রাজ্যে আর্মিই কংগ্রেসকে ক্ষমতায় জিতিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেসরা নাকি ভোটে রিগিং করেছে। যেখানে শাসন ক্ষমতা সি, পি, আই, (এম)-এর কাছে ছিল সেখানে আমরা রিগিং কি করে করলাম? আসলে ক্ষমতা হারিয়ে নৃপেনবাবু এবং তাঁর দল এই উল্টা পাল্টা বক্তব্য রাখছেন। আমরা রিগিং করেছি কিনা সেটা ফটিকরায়ের নির্বাচনে আপনারা প্রমান পেয়েছেন তৈরী থাকুন সিমনাতেও আপনারা জবাব পাবেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন, পৌরসভার নির্বাচন, এ, ডি, সির নির্বাচনে আপনারা প্রমান পাবেন। আপনাদের সংখ্যা আস্তে আস্তে আরও কমে যাবে এবং এক সময় এই বিধানসভার বিরোধী আসন থেকেও আপনারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। তখন দর্শক আসনে বসে বিধানসভা উপভোগ করার জন্য আমাদের কাছে পাশ চাইবেন, অবশ্য আমরা তখন পাশ দেব। আজকে মাননীয় বিরোধী দলনেতা এখানে উপস্থিত নেই। উনি গতকাল উনার ভাষণে বলেছেন যে, পুলিশকে নাকি আমরা নোংরা কাজে ব্যবহার করছি। মাননীয় সদস্য রতন ঘোষ সে ব্যাপারে অনেক কিছু বলেছেন। তবুও আমি এ সম্পর্কে একটু বলছি। কারণ বিগত ১০ বৎসরে বিশালগড়ে পুলিশ কি করেছে, বিশালগড়ের মানুষ হিসাবে সেটা আমি ভাল করেই জানি। আমি দেখেছি ১৯৮৩ ইং সালের ৭ই এপ্রিল প্রকাশ্য দিবালোকে পরিমল সাহাকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল। পুলিশ সেদিন তার ভূমিকা বিন্দুমাত্রও পালন করেনি। আমরা জানি পরিমল সাহার হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনার মূল নায়ক ছিলেন অনিলবাবু। পরিমল সাহাকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়েছিল। সেদিন আমরা পুলিশের কাছে সিকিউরিটি চেয়েছিলাম, কিন্তু পুলিশ তা দেয়নি। পুলিশ সেদিন জানত পরিমল সাহা বি, ডি, সি, মিটিং-এ যাবে। উনার ব্যক্তিগত যে সিকিউরিটি ছিল সেও হঠাৎ করে সেদিন পালিয়ে যায়। সেদিন একটা ট্রাক দিয়ে পরিমল সাহার গাড়ী আটকিয়ে জুট মিলের গুণ্ডাদের দিয়ে পরিমল সাহাকে হত্যা করে। পুলিশ ঘটনাটি জানত এবং জেনেও কোন ব্যবস্থা সেদিন নেয়নি। তারপরও কি আপনারা বলবেন যে আমরা পুলিশকে নোংরা কাজে ব্যবহার করছি? পরিমল সাহার হত্যাকারীদের পুরস্কার স্বরূপ সেদিন কাউকে গাড়ীর পারমিট দেওয়া হয়, কাউকে চাকুরী দেওয়া হয়। সেই জঘন্য কর্মের নায়কেরা আজকে এখানে বলছেন কংগ্রেস নাকি সারা রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করছে, পুলিশ নাকি অত্যাচার করছে। এইসব আপনারা বিধানসভায় বলতে পারেন, কেননা এখানে আপনাদের কেউ কিছু করবেনা, কিন্তু বাইরে গিয়ে এইসব বলবেন না, তাহলে জনসাধারণ আর ফিরে আসতে দেবেনা আপনাদের।

মাননীয় বিরোধী দলের নেতা কালকে বলেছেন ৩০ বছরে কংগ্রেস যা করতে পারেনি ১০ বছরে সি, পি, এম তা করেছে। আমরা অস্বীকার করিনা। কারণ ৩০ বছর তখনকার কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করতে পারেনি, উপজাতি-অউপজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারেনি, হাজার হাজার মানুষকে খুন করতে পারেনি যেটা সি, পি, এম ১০ বছরে সুকৌশলে সেই কাজ সম্পূর্ণ করেছে, দুই দুইটা বিধায়ক পূর্বের আমলের সরকার খুন করতে পারেনি আপনাদের সরকার করতে পেরেছে। সেটা আমাদের বিগত কংগ্রেস সরকার করতে পারেনি। এইদিক দিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন, এটা আমরা স্বীকার করছি। জেলখানায় আমাদের আমলে কোন নারীকে ধর্ষণ করা হয়নি যেটা আপনাদের সরকারের আমলে হয়েছে নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের থেকে বেশী উস্তাদ একথা অস্বীকার করতে পারিনা। কারণ এই ব্যাপারে আমরা কোনদিনই আপনাদের সঙ্গে কমপিটিশ্যান করে পারবো না, বিগত দিনে আমাদের যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী, আপনার সময় তো শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ— স্যার, আমাকে সময় দিতে হবে, কারণ আমার বক্তব্য শেষ হয়নি।

মিঃ স্পীকার ঃ— আপনি কনটিনিউ করুন।

শ্রীমতিলাল সাহা ঃ—মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যিনি কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন উনি আমার একজন শিক্ষক ছিলেন, উনাকে এজ এ শিক্ষক হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু পার্টির লোক হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করিনা। উনি একজন অসুস্থ মস্তিস্কের লোক। উনি সুপরিকল্পিতভাবে বিশালগড়ে যতগুলি খুন সংঘঠিত হয়েছে উনি জড়িত ছিলেন। সেকারনে আমি উনাকে এই ব্যাপারে সমর্থণ করতে পারছি না। এজ এ টিচার হিসাবে উনাকে শ্রদ্ধা করি। উনি অসত্য তথ্য এই হাউসে গতকাল পরিবেশন করেছেন তার একটা এগজাম্পল আমি দিচ্ছি। বিশালগড়ের প্রাক্তন গাঁও প্রধান মিঃ সুরেশ রায় সম্বন্ধে উনি বলেছেন কিছুদিন আগে কংগ্রেসের পুলিশ বাহিনী উনাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে উনাকে থানায় এনে প্রচণ্ড মারধোর করেছে। আমি উনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, মিথ্যা কথা এই হাউসে পরিবেশন করবেন না, উনার একটা অতীত ইতিহাস আছে যেটা উনি বলবেন না, বললে উনার দলের লজ্জা। কারণ উনি প্রধান থাকাকালীন অনেক দুর্নীতিতে যুক্ত ছিলেন, দুর্নীতি করতে করতে উনি আর একটা বিবাহ করে ফেলেছেন। উনি যদি আমার কথা শুনে অসন্তুষ্ট হোন উনাকে বলুন উনি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করতে। আমি বলতে পারি যার পরিণতিতে ঐ দিন যে ঘটনা ঘটেছিল এটাকে উনি সুপরিকল্পিতভাবে ঢাকা দিয়ে পুলিশকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই হাউসকে মিস গাইড করেছেন। জানেন সেদিন কি হয়েছে? ঐদিন উনার আগের স্ত্রী উনি দীর্ঘ দিন যাবৎ সম্পর্ক ছেদ করে আছে এবং যখন সি,পি,এম ক্ষমতাচ্যুত হলো তখন একটা সুযোগ নিলেন যে এখনই এই সুযোগে আমার পত্নীর কাছে যেতে হবে। উনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে অফিস টিলাতে দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করছেন, তারপর যখন দেখছেন

উনাকে উনাদের বাড়ীতে যেতে দেওয়া হচ্ছে না তখন সুপরিকল্পিত ভাবে উনার দলের লোকদের নিয়ে একটা হামলা সংঘঠিত করেছিলেন। ঐ দিনই ঐ বাড়ীতে উনার প্রথম স্ত্রী সাথে সাথে দৌড়ে চলে যান। যে উদ্দেশ্যে তিনি এটা করেছেন সেটা সফল হয়েছে। এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না তাই এটা একটা অপপ্রচার, এই অপপ্রচারে পুলিশের নাম দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। দুর্গাদাস শিকদার উনাকে চড়িলামে নাকি মারধোর করা হয়েছে, যদি মারধোর হয়ে থাকে তাহলে অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। আমরা চাই না এমন কোন লোককে মারধোর করা হোক। দুর্গাদাস শিকদার একজন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী সেটা সত্যি কথা, উনি এখনও ভাবছেন ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষ ব্রিটিশের শাসনে আছে। উনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন সাথে একটা ভাল লাঠি রাখেন। ঐ চড়িলামে সে রকম কোন ঘটনা ঘটেছিল, আমি অবশ্য কারোর চরিত্র নিয়ে বলতে চাইনা, যেহেতু এই হাউসে নেই তবে তিনি এমন অনেক কাজে লিপ্ত আছেন যে কারণে সি,পি,এম-এর লোকদের সঙ্গে উনার প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হয়, জানিনা ঐদিন কোন সি,পি,এমের সাথে ঝগড়াঝাটি হয়েছিল কিনা যার পরিণতিতে মার খেতে হয়েছিল না দিতে হয়েছিল — এটা উনারা নিশ্চয়ই পরে বুঝবেন।

মিঃ স্পীকারঃ — মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, এখন ৫টা বেজে গেছে হাউস মুলতুবী হয়ে যাবে, আপনি আগামী কাল কিছু সময় চান্স পাবেন।

এই সভা আগামী ১৩ই জুলাই, ১৯৮৮ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রহিল।

Admitted Starred Question No. :— 25.

Name of Member :—Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের জেলা পরিষদের অন্তর্গত গাঁও পঞ্চায়েৎগুলিকে নিয়ে ব্লক পুর্ণগঠন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরি হবে, এবং

৩। যদি না করা হয় তবে তার কারণ কি ?

REPLY

১। ব্লকগুলির পুর্ণবিন্যাসের পরিকল্পনা আছে।

২। বিষয়টি পরীক্ষাধীন আছে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 27

Name of M.L.A Shri Gouri Sankar Reang.

Name of Minister—Chief Minister-in-Charge of L.G.S. Department.

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমাস্থিত শান্তির বাজার (ব্যবসা কেন্দ্র) কে Notified Area করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ;

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ?

১। বিলোনীয়া মহকুমাস্থিত শান্তির বাজার (ব্যবসা কেন্দ্র) কে নোটিফায়েড এলাকা হিসাবে ঘোষণা করার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা দেওয়া সম্ভব নহে। যত দ্রুত সম্ভব করা হবে। চেষ্টা হচ্ছে এ বছরের মধ্যেই করার।

Admitted Starred Question No 53

Name of M.L.A Shri Amal Mallik.

Name of Minister—Chief Minister-in-Charge of L.S.G. Deptt.

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া শহরের উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা এবং

২। গ্রহণ করে থাকলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

১। হাঁা, বিলোনীয়া শহরের উন্নয়নের জন্য নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি নিম্নলিখিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন :—

১] রিক্সা স্ট্যাণ্ড নির্মান।

২] টাউন হলের পুনঃনির্মাণ।

৩] নর্দমাগুলির সংস্করণ।

৪] বিলোনীয়া বাজার উন্নয়ন।

৫] মোটর ষ্ট্যাণ্ডের উন্নয়ন।

৬] টিউব ওয়েল খনন।

৭] বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

২। উপরোক্ত কাজগুলি ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে এবং কাজগুলি অগ্রগতির পথে।

Admitted Starred Question No. 55

Name of Member :— Shri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state—

১। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার উত্তর সোনাইছড়িতে অবস্থিত ল্যাম্পস্‌টির মূলধন কত ;

২। ইহা কি সত্য এলাকায় শ্রমিক ও কৃষকগণ উক্ত ল্যাম্পস্‌ হইতে ঠিকভাবে ঋণ পায়না ;

৩। সত্য হলে তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Co-operative Department

১। উক্ত ল্যাম্পস্‌টির (সুকান্ত ল্যাম্পস লিঃ) মূলধন মোট ৮০৪,০৩০,০০ টাকা (আট লক্ষ চার হাজার ত্রিশ টাকা) ;

২। এমন কোন অভিযোগ সমবায় দপ্তরের গোচরে নাই।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ASSEMBLY STARRED QUESTION. 62.

Name of the Member :— Shri Sukumar Barman, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :

১। ইহা কি সত্য যে, নলছড় বাজার সংলগ্ন সংখ্যালঘু মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তি কতিপয়

স্বার্থান্বেষী লোক জোরপূর্বক দখল করে রেখেছে ;

২। যদি সত্য হয় তাহলে উক্ত দখলকৃত সম্পত্তি উদ্ধার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Revenue Deptt. Revenue Minister.

১। নলছড় বাজার সংলগ্ন কথক ভূমি ওয়াকফ সম্পত্তি হিসাবে রেজিস্ট্রীভুক্ত হইয়াছিল। ইহার বিরুদ্ধে বর্তমানে দেওয়ানী আদালতে একটি মোকদ্দমা চলিতেছে।

২। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 68.

Name of Member :— Shri Sukumar Barman.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের ক্ষমতা নিষ্ক্রিয় করে উন্নয়ন কমিটির নামে কিছু সংখ্যক লোকের হাতে এস.আর.ই.পি, এন আর.ই.পি, আর.এল.ই.জি.পি, এবং আই.আর.ডি.পি স্কীম সমূহের Benificiary Selection এর ক্ষমতা প্রকল্প সমূহের ব্যয়ের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে ;

২। এবং সত্য হলে উক্ত উন্নয়ন কমিটি সমূহের এই সকল কাজের আইনত এক্তিয়ার রয়েছে কিনা এবং

৩। নির্বাচিত পঞ্চায়েতের হাত থেকে এই সকল কাজের ক্ষমতা তুলে নেবার কারণ ?

ANSWER

Name of Minister :— Shri Birjit Sinha.

১। ইহা সত্য নহে।

২নং ও ৩নং। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 78.

Name of Member :— Shri Badal Chowdhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Deptt. be pleased to state—

১। ইহা কি সত্যি গত আর্থিক বছরে বিভিন্ন LAMPS এবং PACS-র প্রস্তাবিত IRDP-র Beneficiaries দের জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত টাকার বিলিবণ্টন সম্প্রতি সরকারী নির্দেশে বাতিল করা হয়েছে ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কি কি কারণে সরকার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Co-operative Deptt.

১। সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 14?.

Name of Member :— Sri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state

১) প্রশ্ন :—

ইহা কি সত্য বিগত ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছরে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত ও বি-ডি-সি সমুহের দ্বারা অনুমোদন প্রাপ্ত এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও গ্রামীণ উন্নয়ণ সংস্থা কর্তৃক যৌথ তদন্তক্রমে নির্বাচিত দরিদ্র সীমার নীচে অবস্থিত গ্রামের গরীব মানুষের জন্য আই-আর-ডি-পি case গুলি বর্তমান রাজ্যের ক্ষমতাসীন কং(ই) ও টি-ইউ জে-এস্ জোট সরকার বাতিল করে দিয়েছেন।

উত্তর :—

ইহা সত্য নহে,

২) প্রশ্ন ঃ—

সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর ঃ —

প্রশ্ন উঠে না ।

Admitted Starred Question No. 149

Name of Member :— Shri Gopal Ch.Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের নবগঠিত কং(ই) ও টি,ইউ,জে,এস সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কার্য্যকালের মেয়াদ ৫ বছরের স্থলে ৪ বছর করে অর্ডিন্যান্স জারী করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয় ।

প্রশ্ন

২। সত্য হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্য্যকালের মেয়াদ হ্রাস করার কারণ কি ?

উত্তর

২। ভারতের প্রায় অনেক রাজ্যেই গাঁও পঞ্চায়েতের মেয়াদকাল ৪ বৎসর। তাহা ছাড়া, আগরতলা মিউনিসিপালিটির এবং নটিফায়েড এরিয়া অথরিটির মেয়াদকাল যথাক্রমে ৪ বৎসর ও ৩ বৎসর। তাই অন্যান্য স্থানীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ত্রিপুরায় গাঁও পঞ্চায়েতগুলির মেয়াদকাল চার বৎসর করা হয়েছে। ত্রিপুরা পঞ্চায়েত আইন,১৯৮৩ এর ৩০ নং ধারার অনুবিধি অনুসারে সরকার প্রয়োজনবোধে চার বৎসর মেয়াদকালের পরও সর্বমোট ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারেন।

Admitted starred Question No. 157

Name of Member :— Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের প্যাকস্ সমবায় সমিতিগুলিকে সরকারী রেশন দোকানগুলি চালানোর জন্য ১৯৮৭-৮৮ বৎসরে পূর্বতন রাজ্য সরকার ব্যাঙ্ক ঋণ,শেয়ার ক্যাপিটেল-এর টাকা বৃদ্ধি ও ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দ্বারা শক্তিশালী করার চেষ্টা নিয়েছিলেন ,

২। ইহা কি সত্য যে নূতন কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে সমবায় সমিতি সমূহের সেই সকল সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছেন ?

Answer

Minister in-charge of the Co-perative Department

১। হ্যাঁ ইহা সত্য.

২। না; ইহা সত্য নহে।

Admitted Starred Question No. 179.

Name of Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'b'e Minister-in charge ef the state planning Departn ent be pleased to state

1) Whether the Cong(I) T.U.J S.Coalition Ministry has received any communication from the Central Government regarding allocation of additional funds for the present 5-Year p'an period :

2) If so. details of that communication

Starred Question No. 249.
Admitted Starred Question No. 179.

Answer to Question No. 1

No.

Answer to Question No. 2.

Does not arise.

Admitted Starred Question No. 206

Name of M.L.A.- -Shri Diba Ch.Hrangkhwal.

Name of minister —Minister in-charge of L.S.G.Department.

প্রশ্ন

১। বর্তমান সরকারের আমলে মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিতে চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতিদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে কিনা, এবং

২। অগ্রাধিকার দেওয়া হলে ঐ ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। বর্তমান সরকারের আমলে মিউনিসিপ্যালিটি এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিতে চাকুরীর ক্ষেত্রে সরকার প্রবর্ত্তিত সংরক্ষণ নীতি অনুসারে উপজাতিদের অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

২। বর্তমান সরকার পৌরসভার এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিতে চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতিদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে ১০০% Roster point এ নির্দ্ধারিত নিয়মনীতি অনুসারে উপজাতিদের সংরক্ষিত আসনে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 209

Name of Member :– Shri Sushil Kumar Chakma,

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Revenue Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার কদমতলাতে ১টি ডাকবাংলা স্থাপন করার জন্য ১৯৬৫ইং সনে ৪৫,১২০্ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল ;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ডাকবাংলা তৈরী করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কিনা ;

৩। যদি উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে তবে বর্তমানে তাহা কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

Minister-in-Charge of the Revenue Deptt.—Revenue Minister.

১।
২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
৩।

Admitted Starred Question No. :— 219,

Name of M.L.A. :— Shri Chitta Ranjan Saha

Name of Minister—Minister-in-Charge of L.S.G. Department.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর শহরে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ? এবং

২। থাকলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী হবে বলে আশা করা যায়

উত্তর

১। উদয়পুর শহর সহ ত্রিপুরার সমস্ত শহরেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাশনের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পয়ঃপ্রণালী ও জল নিষ্কাষনের জন্য পরামর্শদাতা (Agency) নিযোগ করা হবে। তাদের রিপোর্ট পেলে তবেই বলা যাবে কবে নাগাদ এই কার্য শুরু করা সম্ভব হবে।

Admitted Starred Question No. 234.

Name of Member :— Shri Dhirendra Chandra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৮৭-৮৮ইং আর্থিক বছরে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

২। পানীয় জলের সুবিধার জন্য মোহনপুর ব্লক অন্তর্গত গোপালনগর, দিঘালীয়া বাজার, তুলাবাগান চৌমুহনীতে একটি করে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা বসানো হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

Name of Minister :— Shri Birjit Sinha.

১নং, ২নং এবং ৩নং

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 251

Name of M.L.A.—Shri Chitta Ranjan Saha

Name of Minister—Minister-in-Charge of L.S.G. Deptt.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উদয়পুরের পূর্বতন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি মোটরষ্ট্যাণ্ডে একটি সুপার মারকেট তৈরী করেছিলেন ;

২। সত্য হলে এই সুপার মারকেটের গৃহগুলি এখন পর্যন্ত বণ্টন না হওয়ার কারণ কি ;

৩। এর গৃহগুলি কিসের ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে ;

৪। এই গৃহগুলি বণ্টন করার জন্য কোন আবেদনপত্র জমা পড়েছে কিনা ;

৫। পড়ে থাকলে তার সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, উদয়পুরের পুর্বতন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি মোটরষ্ট্যাণ্ডে একটি সুপার মার্কেট তৈরী করেছিলেন।

২। শীঘ্রই বণ্টন হইবে।

৩। চক বাজারের ব্যবসায়ী দর সুপার মার্কেটে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। আপাততঃ এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হইয়াছে।

৪। হ্যাঁ।

৫। ২২টি আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

Admitted Starred Question No. 252

Name of M.L.A.—Shri Chitta Ranjan Saha.

Name of Minister—Minister-in-Charge of L.S.G. Department.

PAPERS LAID ON THE TABLE
(QUESTIONS & ANSWERS)

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য উদয়পুর চকবাজারটি অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর পূর্বতন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি সেখানে ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তার স্বার্থে দ্বিতল পাকা গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন;

২। সত্য হলে বর্তমানে এই কাজ কোন পর্যায়ে আছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ, পূর্বতন নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি চকবাজারে একটি ত্রিতল পাকা গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। চকবাজারের নির্মাণ কাজ এখনও আরম্ভ করা হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 267.

Name of Member : Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরার সমস্ত বি,ডি সি গুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে;

২। সত্য হইলে কোন আইনের ভিত্তিতে বি,ডি,সি,গুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে?

ANSWER

Shri Birjit Singh, Minister for Rural Development.

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No :—268.

Name of Member :—Sri Bidya Ch. DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরার যে সমস্ত রেজিষ্ট্রিকৃত ল্যাম্পস, প্যাকস্ এপেক্স্ আছে তাহা সমস্তই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে ;

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে ঐগুলো ভাঙ্গার কারণ কি এবং কোন আইনের ভিত্তিতে তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Co-operative Department

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Starred Question No—1. ANNEXURE—"B"

Name of the Members :— (1) Shri Rudreswar Das.
(2) Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state : —

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমান সনের ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ ব্লকে মোট কতটি করে এস, আর, ই, পি—এন, আর, ই, পি এবং আর, এল, ই, জি পি এবং গৃহনির্মান প্রকল্পের কাজ হয়েছে তার সংখ্যা।

২। ঐ সকল কাজে মোট কত শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে এবং কি কি কাজ হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

Name of Minister :— Shri Birjit Sinha.

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর Annexure "A" তে দেওয়া গেল।

ANNEXURE—A

ক্রমিক নং	ব্লকগুলির নাম	কাজের সংখ্যা				কত শ্রমদিবসের কাজ হয়েছে	কি কি কাজ করা হয়েছে
		এস.আর ই.পি	এন, আর ই, পি	আর, এল ই, জি, পি	গৃহ নির্মান প্রকল্প		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	মোহনপুর	১৩৭	—	২	৯৫	৩৪ ৩৯৮	রাস্তা, খাল, কাঁচাকূপ মাঠ সংস্কার বাঁধ প্রভৃতি তৈয়ার
২	জিরানীয়া	৯	২	১	২৪	৬৩,৬৭২	রাস্তা, কাঁচাকূপ, মিনি ব্যারেজ ঘর প্রভৃতি তৈয়ার পুকুর ও খাল খনন ইত্যাদি।
৩	তেলিয়ামুড়া	৯৫১	২৯	১৩	৭৯	১,৩২,৪১৮	রাস্তা, কাঁচাঘর খেলারমাঠ, মিনি ব্যারেজ তৈয়ার পুকুর ও খাল খনন ইত্যাদি।
৪	খোয়াই	১৯০	৭৫	২৫	—	৮৮,৫ ৮	কাঁচাঘর, মিনিব্যারেজ রাস্তা তৈয়ার পুকুর, খনন ইত্যাদি
৫	মেলাঘর	১৬৭	৪২	২	৮০	৮৪,৮৩২	রাস্তা, খেলারমাঠ, পুকুর, গৃহ, বাঁধ ইত্যাদি নির্মান।
৬	বিশালগড়	৬৩৫	৪৯	২১	৮০	১,০৭,৪২২	রাস্তা, বাঁধ, মিনি ব্যারেজ নির্মান, জলাশয় কাঁচাকূপ খনন, ফলের বাগান, যাত্রীনিবাস, পায়খানা বিশ্রামাগার ইত্যাদি।
৭	টাকারজলা	১৮	২০	—	৫০	২৫,১৭৮	মিনি ব্যারেজ, পুকুর, গৃহ ইত্যাদি তৈরী

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮	মাতার বাড়ী	১০০	৪১	—	৪	৭৫,৯৯৫	কাঁচাঘর, রাস্তা বাঁধ ও ঘর ইত্যাদি
৯	অমরপুর	১৫৬	৬	—	৫০	৭৭,৫৩৯	রাস্তা, বাঁধ জলাশয়, ঘর ইত্যাদি
১০	ডম্বুরনগর	৬২	১৭	১৭	—	২২, ৭৬০	রাস্তা বাঁধা ইত্যাদি
১১	রাজনগর	৯৪	২৯	—	৫	৩৯,১১৫	রাস্তা, মাঠ, মন্দির ঘর,পুকুর ইতাাদি
১২	বগাফা	৭৪	৪	৪	—	৩৩, ২২৫	রাস্তা, বাজার, পুকুর ইত্যাদি তৈয়ারী
১৩	সাতচাঁন্দ	১০৯	৩৬	১৩	—	৪ ,৩২২	খাল, ঘর, বাঁধ রাস্তা, ইত্যাদি
১৪	পানিসাগর	১৬৯	৮২	১০	৫	৬০,৯২২	রাস্তা, বাঁধ, গৃহ সেতু ইত্যাদি
১৫	কাঞ্চনপুর	১০৪	২৮	৩	১০	৫৫, ৫৫৭	রাস্তা, পঞ্চায়েত ঘর, পায়খানা গৃহ ইত্যাদি
১৬	কুমারঘাট	২৮৪	৫৭	—	২১	৯০,২৯৫	রাস্তা মাঠ স্কুলঘর, গৃহ প্রভৃতি তৈয়ার
১৭	ছামনু	১৪৬	২৪	১০	—	৩৯,৬৩৩	রাস্তা, খাল, পুকুর, গৃহ ও কাঁচা কূপ ইত্যাদি
১৮	সেলেমা	৮৪	২৭	১৫	২৩	৬২,২৫৮	রাস্তা, বাঁধ, খাল, গৃহ নির্মান ইত্যাদি তৈয়ারী করা।

Admitted Unstarred. Question No. 2

Name of Member :— Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister -in-charge of the Tribal Rehabilitation in Plantation and Primitive Group Programme Department be Pleased to State:

১ নং প্রশ্ন:— রাজ্যে বর্তমান অর্থবর্ষে (১৯৮৮,৮৯) আদিম জাতি পুনর্বাসন প্রকল্পে কোন্ কোন্ জায়গায় মোট কয়টি পরিবারকে পুনবাসন দেওয়া হয়েছে।

উত্তর :— রাজ্যে বর্তমান অর্থবর্ষে (১৯৮৮ ৮৯) আদিম জাতি পুনর্বাসন প্রকল্পে মোট ৬০৪টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। যে যে জায়গায় পুনবাসন দেওয়ার কাজ চলছে তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

বিভাগের নাম	জায়গার নাম	পরিবারের সংখ্যা
১	২	৩
১। যতন বাড়ী উপজাতি পুনর্বাসন বিভাগ।	১। নুতন বাজার	১৫
	২। করবুক	২০
	৩। তীর্থমুখ	১৫
	৪। পাহাড় পুর	১০
	৫। কুরমা বাড়ী	১০
	৬। খুমলুং বাড়ী	১০
	৭। সোনাই ছড়ি	২০
	৮। দাতারাম জোলাই বাড়ী	২০
	৯। হাচু পাড়া	১৫
	১০। বীরচন্দ্র নগর	১০
	১১। দেবী পুর	১০
	১২। বাইখোরা	১৫
	১৩। শ্রী কান্ত বাড়ী	২০
	১৪। গার্বাং	১০
	মোট	২০০
২। মনু উপজাতি পুনর্বাসন বিভাগ।	১। মানিক পুর	৮০
	২। দুধ পুর	১৩
	৩। উত্তর লাল জুরি	২০
	৪। জম্পুই	৭
	৫। ঊনকোটি	৩২
	৬। দেও ভেলী	১৮
	৭। কাঞ্চন ছড়া	৩০

	....	
	মোট	২০০
৩। আমবাসা উপজাতি পুনর্বাসন বিভাগ।	১। অম্পি	৫৭
	২। তুইছু পাড়া	৩৯
	৩। কৃষ্ণজয় পাড়া	৩৪
	৪। দবন রায় পাড়া	৮
	৫। স্তনকা চৌধুরী পাড়া	৫২
	রঘু সিং - গুম সিং পাড়া	
	৬। কুমারাই পাড়া	২২
	৭। মানিক রাই পাড়া	২২
	....	
	মোট	২৩৪

২ নং প্রশ্নঃ-- ১৯৮৭-৮৮ অর্থবর্ষে কয়টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল,

উত্তর ঃ— ১৯৮৭-৮৮ অর্থবর্ষে উক্ত প্রকল্পে মোট ৭১১টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। যে যে জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

বিভাগের নাম	জায়গার নাম	পরিবারের সংখ্যা
১	২	৩
১। যতন বাড়ী উপজাতি পুনর্বাসন বিভাগ।	১। নুতন বাজার	৩০
	২। করবুক	৩৫
	৩। তীর্থমুখ	২৫
	৪। পাহাড়পুর	২৫
	৫। কুরমা বাড়ী	৩০
	৬। খুমলুং বাড়ী	৫০
	৭। চাপিয়া বাড়ী	২০

	৮।	বাই খোৱা	৫২
	৯।	বীরচন্দ্র নগর	১২
	১০।	দেবী পুর	২০
	১১।	শ্রী কান্ত বাড়ী	৩০
	১২।	দাতারাম জোলাই বাড়ী	২৫
	১৩।	সোনাই ছুরি	৫০
	১৪।	হাচু পাড়া	৩০
	১৫।	গার্ধাং	১১
		মোট	৪০৫
২। মগ্ন উপজাতি পুনর্বাসন বিভাগ।	১।	পূর্নজয় পাড়া	৭
	২।	গুনধর পাড়া	৮
	৩।	ভক্ত মোহন পাড়া	১৭
	৪।	কাঞ্চন ছড়া	১৯
	৫।	জারিহাম	৩০
	৬।	ফুল দংশাই পাড়া	৬৭
		মোট	১৪৮
৩। আমবাসা উপজাতি পুনর্বাসন বিভাগ।	১।	পূনজয় পাড়া	৪০
	২।	ফলকা বাড়ী	২২
	৩।	বাদলা বাড়ী	২০
	৪।	হরিপদ পাড়া	২৫
	৫।	কুমারাই চৌধুরী	৫১
		মোট	১৫৮

৩ নং প্রশ্ন ঃ— ঐ পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারগুলিকে কি কি স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল,

উত্তর ঃ— ঐ পুনর্বাসন প্রাপ্ত পরিবারগুলিকে বিভিন্ন স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়ার আওতায় আনা হয়েছে এবং নিম্ন লিখিত স্কীমগুলি রূপায়ণের কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

১। প্রতিটি পরিবারকে ০.৪ হেঃ বাস্তুভূমির উপর গৃহ নির্মানের সাহায্য বাবদ ৭৫০- (সাত শত-পঞ্চাশ)টাকা নগদে দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বছর থেকে তা বাড়িয়ে পরিবার পিছু ১০০০ (এবহাজার) টাকা করা হয়েছে।

২। (ক) প্রতি পরিবার পিছু ১(এক) হেঃ পরিমিত লুঙ্গা ভূমিকে চাষের উপযুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ- যথা বীজ, সার সরবরাহ করা হয়।

অথবা

(খ) মৎস্য চাষের জন্য ন্যূনপক্ষে ০.৪ হেঃ জমির উপর জলাধার তৈরী করে দেওয়া হয় এবং মৎস্য চাষের উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

অথবা

(গ) ১.৫ হেঃ পরিমিত টিলা ভূমির উপর অর্থকরী ফলের বাগান তৈরী করে দেওয়া হয় এবং সেই বাগানের ফসল আসার পূর্বমুহুর্ত পর্য্যন্ত পরিচর্যা করা হয়ে থাকে।

৩। পশু পালনের উপকরন :— যথা শুকর ছানা (১টি পুরুষ ২টি স্ত্রী) অথবা
মুরগ ১টি পুরুষ ৮টি স্ত্রী অথবা হাঁস(১টি পুরুষ ৫টি স্ত্রী)অথবা
(৩টি) ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত পশু পক্ষী এবং একটি খামার ঘর এবং তাদের তিন মাসের খাদ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

৪। পরিবার পিছু ১ হেঃ পরিমিত টিলাভূমির উপর যৌথ অধিকারের ভিত্তিতে ফরেষ্ট বাগান করে দেওয়া হয়।

৫। বাস্তুভূমি বা আবাসভূমির মধ্যে ফলের গাছ লাগান হয়ে থাকে।

৬। পরিবার পিছু বস্ত্রবয়ন করার জন্য ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা মূল্যের ৬ মুঠা সুতা বিলি করা হয়।

অন্যান্য সুবিধা

১। যৌথ অধিকারের ভিত্তিতে মাছের চাষের ব্যবস্থা করা হয়।

২। সমবায় সমিতির সদস্য করিয়া ব্যবসার সুবিধার্থে ঋণ দেওয়া হয়।

৩। কূয়া নির্মান করিয়া পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হয়।

৪। প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হয়।

৫। উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র খুলে এবং ভ্রাম্যমান চিকিৎসকের মাধ্যমে বিনা পয়সায় ঔষধ বিলি করে স্বাস্থ্য

রক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়।

৬। যাতায়াত ও ব্যবসার সুবিধার জন্য সংযোগকারী রাস্তা ইত্যাদি নির্মান করা হয়।

Admitted Un-Starred Question No. 4.

Name of Members :—Shri Sukumar Barman,
(Shri Samar Choudhury)

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state.

১। রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু ফিসারম্যান সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্ত্তমান বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ কর্ত্তৃক সমিতির বর্ত্তমান মেয়াদের মধ্যে একবারও সাধারণ সভা আহ্বান না করার কারণ কি?

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত সমবায় সমিতির বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ কর্ত্তৃক সমিতির স্বার্থ বিরোধী ও বেআইনী কার্য্যকলাপের ব্যাপারে সরকারী তদন্ত হয়েছিল?

৩। যদি তদন্ত হয়ে থাকে তবে ঐ তদন্তে কি প্রকাশ পেয়েছে তার বিবরণ; এবং

৪। ঐ তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন; তার বিবরণ?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Co-operative Department.

১) রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু ফিসারম্যান সমবায় সমিতি লিঃ এর বর্ত্তমান বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ক্ষমতায় আসার পর সাধারণ সভা আহ্বান করে নাই। ইহার কারণ দর্শানোর জন্য সমিতিকে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

২) সমিতির বোর্ড অফ ডিরেক্টারস্ এর কার্য্যকলাপের ব্যাপারে সমবায় আইন অনুযায়ী তদন্ত হইয়াছিল।

৩) এবং (৪) সমিতির কার্য্যকলাপের ব্যাপারে যে সরকারী তদন্ত হইয়াছিল, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া সমিতির বোর্ড অফ ডিরেক্টস্‌রকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের উত্তর এখন সমবায় দপ্তরের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। এই অবস্থায় তদন্তের রিপোর্টটি প্রকাশ করা আইনগত ভাবে সমীচীন নহে।

Admitted Un-Starred Quest'on No-7

Name of Member :— Shri Badal Chowdhury.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার শ্রমিক কার্ড দেওয়ার প্রথা হওয়ার পর থেকে সারা রাজ্যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কত শ্রমিক কার্ড বিলি করা হয়েছে। (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। যে সমস্ত শ্রমিক Labour Card নিয়েছেন তাদের বছরে একশত দিন কাজ দিতে গেলে সরকারের কত টাকা দরকার হবে এবং

৩। প্রয়োজনীয় টাকার সংস্থান করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

REPLY

Name of Minister :—Sh i Birjit Sinha.

১। সারা রাজ্যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে (২,০০,৩২৯) দুইলক্ষ তিনশত উনত্রিশ শ্রমিক কার্ড বিলি করা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব ANNEXURE—'A' তে দেওয়া গেল।

২। মোট আটাশ কোটি চার লক্ষ ষাট হাজার ছয় শত টাকা দরকার হবে। (৩৮,০৪,৬০,৬০০)

৩। রাজ্য সরকার ১৯৮৮-৮৯ সালে নিম্নোক্ত স্কীমগুলির জন্য মোট চৌদ্দ কোটি নয় লক্ষ (১৪,০৯,০০,০০০,) টাকার বরাদ্দ পাইয়াছেন। বাকি টাকার বরাদ্দ পাওয়ার চেষ্টা চলিতেছে।

ক) এন, আর, ই, পিতে = ২, ৪৪, ০০,০০০/-

খ) আর, এল, ই, জিপি তে = ১, ৬৫. ০০, ০০০/-

গ) এস, আর, ই, পিতে = ১০, ০০, ০০, ০০০/-

মোট = ১৪, ০৯,০০,০০০/-

শ্রমিক কার্ডের ব্লকভিত্তিক হিসাব

১। পানিসাগর —	১৪,১৮৩
২। কাঞ্চনপুর —	১১,১৭৬

৩।	কুমার ঘাট —	১৫,০১৯
৪।	ছাঁওমনু —	৮,১০৮
৫।	কমল পুর —	১১,৭৯৮
৬।	খোয়াই —	১০,০০৮
৭।	তেলিয়ামুড়া —	১৬,৯৬৯
৮।	মোহন পুর —	১১,৭২২
৯।	জিরানিয়া —	১১,২৫৬
১০।	টাকার জলা —	৩;৪৫৬
১১।	বিশাল গড় —	১৫,২২২
১২।	মেলাঘর —	১০,৯১৮
১৩।	উদয়পুর —	১২,৮৬১
১৪।	অমর পুর —	১৪,০২৮
১৫।	ডম্বুর নগর —	৪,৫৪০
১৬।	বগাফা —	১,০৭৪
১৭।	রাজনগর —	৮,৬৮২
১৮।	সাতচাঁন্দ —	১১,২২৯
	মোট=	২,০০,৩২৯

Admitted Un-Starred Question No. 12

Name of the Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the state Revenue Department be pleased to state

১। ত্রিপুরায় ভূমি সংস্কার আইন চালু হওয়ার পর থেকে ১৯৮৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোন Revenue Sub-Division এ কত সংখ্যক non-tribal এবং কত সংখ্যক tribal ব্যক্তিকে ভূমি allotment দেওয়া হয়েছে এবং মোট জমির পরিমান কত;

২। এই সংখ্যার মধ্যে ১৯৭৮ জানুয়ারী থেকে ১৯৮৭ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট alloteeর সংখ্যা কত, এবং তাদের alloted জমির পরিমান কত, এবং

৩। সর্ব্বমোট কত সংখ্যক allotee-র প্রাপ্ত জমি ১৯৮৮ ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত তাদের ভোগ দখলে রয়েছে ?

Answer

Minister in-charge of the Revenue Department :—Revenue Minister

১। ১৯৮৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্যান্ত ভূমিহীন, গৃহহীন,ভূমিহীন, গৃহহীন এলটিদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল ।

২। ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৭ ইং সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এলটিদের হিসাব সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় দেওয়া গেল ।

৩। সবক্ষেত্রেই এলটিদের জমির দখল দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত কতজন তাদের জমি দখলে রেখেছে তাহা জরিপ না করে বলা সম্ভব নয়।

"ক"

১৯৮৭ সনের ৩১ শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ভূমিহীন, গৃহহীন
এবং ভূমি ও গৃহহীন এলটিদের সংখ্যা,

মহকুমার নাম	তপশীল উপজাতি		তফসিল জাতি		অন্যান্য		মোট	
	সংখ্যা	পরিমাণ (একর)	সংখ্যা	পরিমাণ (একর)	সংখ্যা	পরিমাণ (একর)	সংখ্যা	পরিমাণ (একর)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সদর	১৪,৩৭৯	৩১,৯৭৫ ৪৯	৪,৪৭৯	৪,৩১১.২২	১১,৭৪৫	১১,১৪৭.৯১	৩০,৬০৩	৪৭,৭৩৪ ৬২
খোয়াই	৯,০৯০	১৯,২৭৫.৩৮	৩,১৬৪	৩,৫৯৫ ৭৮	৫,৩৬৬	৬,১৫৩.০২	১৭,৬২০	২৯,০২৪.১৮
সোনামূড়া	১,৪১৭	৩,০৯১.২৬	২,২১৯	৩,৪৬৭ ৮৪	৫,৬৯১	৬,২৭৩.৮০	৯,৩২৭	১২,৮৩২.৯০
কৈলাসহর	৫,৭৩৫	১১,৪৯২ ২১	৩ ০৯৩	২,৮২২.৩৭	১৩,৫০৫	১১,৯৯৩.৭৭	২২,৩৩৩	২৬,৩০৮.৩৫
কমলপুর	৪.৪১৮	১২,৪৯৫ ৩০	৩ ৬০৫	৬ ৫২৪.৬১	৫,৭৯৮	৬,৫০২ ৫১	১৩,৮৩১	২৫,৫২২ ৬৭
ধর্মনগর	৬,৪২৫	২৩,০৭১.১৫	২,০০০	২,৭৯৭.০০	১০,১৪৮	১৪ ৬৬৫.৭১	১৮,৫৭৩	৪০,৫৩৩ ৮৬
উদয়পুর	৩,৬১৫	৮,৫১৫.৩৫	১.৭৭৪	১০০১ ২৭	৪,৪৩৮	২,৫১৪ ৬০	৯,৮২৭	১২,০৩১.২২
অমরপুর	৯,০৭০	১৮,৫৮০ ৬৪	১,৩৭৭	১,০৩৫.৪৫	১,৮১০	১,৩১৮ ১৭	১২,২৫৭	২০,৯৩৪.২৬
বিলোনীয়া	৫৬০১	৭৯৫৩.৩২	৫,৩১২	৫,২৭৩.৯০	১৬,৩৫৬	১৩,৯১৯.৬৮	২৭,২৬৯	২৭,১৪৬.৯০
সাব্রুম	৩,৯৭৫	১০ ৬৭৯.০১	১১৩৩	১,৬৭৩.৭৭	৪ ০২৫	৬,১৭৪.২০	৯,১৩৩	১৮,৫২৬.৮৪
মোট	৬৩,৭৩৫	১,৪৭.১২৯.১৫	২৮,১৫৬	৩২,৮০৩.২১	৭৮,৮৮২	৮০,৬৬৩.৪৪	১,৭০,৭৭৩	২,৬০,৫৯৫.৮০

"খ"

১৯৭৮ সন হইতে ৩১/১২/৮৭ সন পর্যন্ত মোট ভূমিহীন, গৃহহীন এবং ভূমি ও গৃহহীন এলটিদের সংখ্যা,

মহকুমার নাম	তপশীল উপজাতি		তফ্‌সিল জাতি		অন্যান্য		মোট	
	সংখ্যা	পরিমাণ (একর)	সংখ্যা	পরিমাণ (একর)	সংখ্যা	পরিমাণ (একর)	সংখ্যা	পরিমাণ (একর)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সদর	৭৭৮০	১৪৬৫০'১৯	৩৩৪১	২২৬২'১৩	৮৩১২	৫০৮৯'৮০	১৯,৪৩৩	২২,০০২'১২
খোয়াই	৫৩৫৭	১০২৯১'৪৮	১৯৮০	১৫৪০ ১১	৩১৪১	২৬৩০'৫৫	১০,৪৭৮	১৪,৪৬২'১৪
সোনামুড়া	৭৮০	১৫২৭'১৬	১৩০৯	২৪২৩'৪৩	৩৭১৪	৩৪৪৯'০২	৫,৮০৩	৭,৩৩৯'৬১
কৈলাসহর	৪১০৬	৮৪৮২'৫৭	২৬৩০	২২৭২'৫৭	৮৩৩২	৬৯৬৭'১০	১৫,০৬৮	১৭,৭২২ ২৪
কমলপুর	১৬৪১	২১১৭'১৬	১৯৩১	১৯৩০'৬৫	২৫৬৯	২৭৬২'৩৫	৬,১৪৯	৬৮১০ ১৬
ধর্মনগর	৪৬২৭	১৭,৩১২'৮৭	১২৪১	১৬১২'২৬	৫১৯১	৫৭৮৪'০৭	১১,০৫৯	২৪,৭০৯'২০
উদয়পুর	১৭০৫	২৩১৯'৪৬	১৩১৯	৬২০'৩৭	২৯২০	১৩৪৭'৬৩	৫,৯৪৪	৪,২৮৭ ৪৬
অমরপুর	৩১১৯	৮৬৯৩ ৮২	৭৮৬	৪২২'৪০	৯৪৫	৪৯৪'৪৩	৪ ৯২১	৯ ৬১০'৬৫
বিলোনীয়া	৩৮৯৬	৬৩৯৭'৯৪	৩২০৯	৬০৩৫'৩৮	৯৩২৩	৭৫৪৬'৪১	১৬,৪২৮	১৬ ৯৭৯ ৭৩
সাব্রুম	১৯৫৪	৪৮৯৫ ৮৪	৪৫৬	৬০২'৩৩	১৩৬৯	২০৯৩'৭৫	৩,৭৭৯	৭,৫৯১'৯২
মোট	৩৫,০৪৪	৭৬,৬৮৮'৪৯	১৮,২০২	১৬,৭২১ ৬৩	৪৫,৮১৬	৩৮,১৬৫'১১	৯৯,০৬২	১,৩১,৫৭৫'২৩

Admitted UnStarred Question No.13

Name of Member :— Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Department be pleased to State :—

QUESTION

1. The total number of landless house-holders have been indentified by the State Government for distribution of works under RLEGP during the year 1988 89 (Block wise break-up).

ANSWER

Name of Minister :— Shri Birjit Sinha.

1. 2,00,329 numbers of Labour Identity Cards have been issued through Gaon Panchayats.

BLOCK-WISE BREAK- UP ARE AS FOLLOWS :—

1.	Panisagar.	....	14,183 Nos.
2.	Kanchanpur.	....	11,176 Nos.
3.	Kumarghat.	....	15,019 Nos.
4.	Chaumanu.	....	8,108 Nos.
5.	Kamalpur (Seloma)	....	11;798 Nos.
6.	Khowai.	....	10,088 Nos.
7:	Teliamura.	....	16,969 Nos.
8.	Mohanpur.	....	11,722 Nos.
9.	Jirania,	....	11,256 Nos.
10.	Takerjala.	....	3,456 Nos.
11.	Bishalgarh.	....	15,222 Nos.

12.	Melagarh.	....	10,918 Nos.
13.	Materbari.	....	12,861 Nos.
14.	Amarpur	....	14,028 Nos.
15.	Dumburnagar.	....	4 540 Nos.
16.	Bagafa.	....	9,074 Nos.
17.	Rajnagar.	....	8,682 Nos.
18.	Satchand.	....	11,229 Nos.
		TOTAL :—	2,00,329 Nos

Admitted Un-Starred Question No :—25.

Name of Member :—Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state—

(১) বর্তমানে সমগ্র ত্রিপুরায় মোট কতগুলো ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স আছে এবং প্রত্যেক ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর মুলধন কত আছে তার আলাদা হিসাব;

(২) ঐ সকল ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স এর মধ্যে বর্তমানে মোট কতগুলো চালু অবস্থায় আছে;

(৩) যেগুলো বর্তমানে চালু অবস্থায় নেই সেগুলোকে পুনরুজ্জীবন করার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা এবং যদি না করে থাকেন তবে ঐরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

ANSWER

Minister-in-Chareg of the Co-perative Depertment

(১) বর্তমানে ত্রিপুরায় ৫৫টি ল্যাম্পস্ এবং ২১২টি প্যাক্স আছে। প্রত্যেক ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্স-এর কার্যকরী মূলধনের হিসাব অত্র সঙ্গে দেয়া গেল।

(২) ঐ সকল ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সের মধ্যে বর্তমানে ৫৫টি ল্যাম্পস্ এবং ২০৬টি প্যাক্স চালু আছে। ৬টি প্যাক্স বিভিন্ন কারণে সাময়িকভাবে কার্যকরী ভূমিকায় নাই।

(৩) উক্ত ৬টি প্যাক্সকে কার্যকরী ভূমিকায় আনার জন্য সরকারীভাবে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং আশা করা যায় অতি শীঘ্রই উক্ত প্যাক্সগুলি কার্যকরী ভূমিকায় আসিবে।

LAMPS WEST DISTRICT

SL.NO.	NAME OF THE SOCIETEIS.	WORKING CAPITAL
1.	Gram Bikash Lamps Ltd.	30,79,738/-
2.	Daldali Lamps Ltd.	10,21,798/-
3.	Kobra-Khamar Anchalik LamPs Ltd.	22,26,313/-
4.	Janmegoynagar Brihadakar Samabaya Samity Ltd.	5,43,159/-
5.	· hampaknagar Anchalik Lamps Ltd.	29,88,833/-
6.	Patnipara Anchalik Lamps Ltd.	44,26,385/-
7.	Sonamura Bibhagiya Lamps Ltd.	12,54,038/-
8.	Pramodnagar Lamps Ltd	18,92,546/-
9.	Dakshin Padmabil Lamps Ltd.	10,86,456/-
10.	UPajati Kalyan Lamps Ltd.	22,04,275/-
11.	Gourchand Lamp Ltd.	10,73,701/-
12.	Gabardi Lamps Ltd.	22,56,139/-
13.	JamPuijala Lamps Ltd.	49,09,918/-
14.	Agragati Lamps Ltd.	11,79,061/-
15.	Mungiabari Lamps Ltd.	14,21,074/-
16.	Duskibazar Lamps Ltd.	12,98,782/-
17.	Barakathal Lamps Ltd.	26,77,039/-
18.	Takarjala Lamps Ltd.	10,97,494/-
	Grand Total	=3,66,36,749/-

LAMPS SOUTH DISTRICT

SL. NO.	NAME OF THE SOCIETIES	WORKING CAPITAL
1.	Baishnabpur Lamps Ltd.	11,45,962/-
2.	Taidu Lamps Ltd.	15,89,037/-
3.	Bhuratali Lamps Ltd.	16,48,215/-
4.	Debdaru Lamps Ltd.	24,55,022/-
5.	Dhananjoy Lamps Ltd	17,39,805/-
6.	Sukanta Lamps Ltd.	11,54,231/-
7.	Birchandranagar & Patichari-G/S Lamps Ltd.	39,10,019/-
8.	Janata Lamps Ltd.	12,86,765/-
9.	Madhyapillak G/S Lamps Ltd.	23,61,298/-
10.	Malbassa Lamps Ltd.	32,45,802/-
11.	Ampinagar Lamps Ltd.	17,92,848/-
12.	Killa Lamps Ltd.	7,89,745/-
13.	Garjee Lamps Ltd.	34,72,214/-
14.	Nutanbazar Lamps Ltd.	28,77,593/-
15.	Gandachera Lamps Ltd.	30,03,527/-
16.	Karbook Lamps Ltd.	37,03,177/-
17.	Bampur Lamps Ltd.	26,23,445/-
18.	Chellagang Lamps Ltd,	9,37,851/-
19.	Silachari Lamps Ltd.	21,02,771/-
20.	Bankul Lamps Ltd.	14,00,184/-
21.	Gumati Lamps Ltd.	8,67,203/-
	Grand Total =	4,41,06,714/-=

LAMPS NORTH DISTRICT

SL.NO.	NAME OF THE SOCIETIES	WORKING CAPITAL
1.	Rajkandi Lamps Ltd.	8,37,005/-
2.	Belkum Lamps Ltd.	24,64,568/-
3.	Chamanu Lamps Ltd.	17,33,430/-
4.	Karamchara Lamps Ltd.	12,50,066/-
5.	Dhumacharra Lamps Ltd.	25,86,782/-
6.	Chailengta Lamps Ltd.	12.00,697/-
7.	Maharani Lamps Ltd.	8,87,815/-
8.	Pecharthal Lamps Ltd	35,16,821/-
9.	Krishakmangal Lamps Ltd.	30,24,299/-
10.	Janakalyan Lamps Ltd.	20,31,409/-
11.	Krishak Kalyan Lamps Ltd.	16,14,934/-
12.	Machmara Lamps Ltd.	32,34,981/-
13.	Damcharra Lamps Ltd.	10,00,780/-
14.	Jampai Lamps Ltd.	18,42,858/-
15.	Ganganagar Lamps Ltd.	16,98,378/-
16.	Ambassa Lamps Ltd.	11,21,867/-
	GRAND TOTAL =	3,00,46,690/-=

List of PACS under West Tripura District

SL.NO.	Name of the PACS	Working Capital
1.	Janakalyan PACS.	Rs 12,48,950.00

2.	Kamala Devi PACS.	Rs. 1,84,241.00
3.	Gayaprasadpur PACS	Rs. 16,14,542.00
4.	Milan PACS	Rs. 75,712.00
5.	Dishari PACS	Rs. 3,97,332.00
6.	Puratan Agartala Adarsa PACS	Rs. 2,71,670.00
7.	Ranirbazar PACS	Rs. 27,96,022.00
8.	Jirania PACS	Rs. 4,29,242.00
9.	Purba Noagaon Pallimangal PACS	Rs. 2,45,104.00
10.	Ranirgaon Mohanpur PACS	Rs. 1,38,418.00
11.	Kashipur PACS	Rs. 11,95,125.00
12.	Noabadi PACS	Rs. 7,87,830.00
13.	Durganagar PACS	Rs. 1,73.721.00
14.	Paschim Simna PACS	Rs. 3,29,103.00
15.	Iaxmi Longa Pacs	Rs. 6,87,486.00
16.	Bijoynagar Kalacherra Pacs	Rs. 9,02,742,09
17.	Kalkalia Pacs	Rs. 2,75,670,00
18.	Pragati Pacs	Rs. 4,75,121,00
19.	Debendranagar Gaon sabha Pacs	Rs. 2,73,859.00
20.	Bamutia Gaon Sabha Pacs	Rs. 2,55,074.00
21.	Narshinggarh Singerbill Janakalyan Pacs	Rs. 13,69,612.00
22.	Taranagar Pacs	Rs. 7,52,499.00
23.	Fatikcherra Gaon sabha Pacs	Rs. 6.95.908.00
24.	Mohanpur Noagaon Pacs	Rs. 6.17.093.00
25.	Ishanpur Pacs	Rs. 3,61,631,00
26.	Indranagar Gaon Sabha Pacs	Rs. 4,14,645.00
27.	Harihardula Pacs	Rs. 8,02,242,00
28.	Neha'chandranagar Pacs	Rs. 8,76,624,00
29.	Janakalayan Pacs	Rs. 1,47,247,00
30.	Madhusurya-O-Raj Laxmi Pacs	Rs. 3,31,238.00

31.	Ramkrishna PACS	Rs. 2,97,118.00
32.	Bikramnagar Pandavpur PACS	Rs. 6,90,927.00
33.	Golaghati PACS	Rs. 5,13,334.00
34.	Palliunnayan PACS	Rs. 5,81,255.00
35.	Madhupur Kaidepha PACS	Rs. 3,65.070.00
36.	Gopinagar Gaon Sabha PACS	Rs. 2,81,075.00
37.	Tripureswari Pacs	Ry. 1,87,583.00
38,	Chandranagar G/s Pacs	Rs. 3,06,576.00
39.	Basumati Pacs	Rs. 8,52,086.00
40.	Janata Pacs	Rs 1,51,139.00
41.	Lalsinghmura G/s Paes	Rs. 6.56,603.00
42.	Sukanta Pacs	Rs. 1,27,522.00
43.	Champa Kanchan Pacs	Rs. 8,04,234.00
44.	Goutam Pacs	Rs. 1,82,852.00
45.	Joypur Pacs	Rs. 2,,64,895.00
46.	Uttar Charilam Netaji Pacs	Rs. 2,43,124.00
47.	Janakalyan Pacs	Rs. 2,40,988.00
48.	Behalabari Pacs	Rs. 96,431.00
49.	Nobudaya Pacs	Rs. 5,13,462.00
50.	Sonatala Pacs	Rs. 1,11,155.00
51.	Purbanchal Pacs	Rs. 3,62,266.00
52.	Singicherra Pacs	Rs. 7,55,602.00
53.	Ganashakti Pacs	Rs. 9,45,636.00
54.	Pragati Pacs	Rs. 1,94.892.0e
55.	Purba Ramchandraghat Pacs	Rs. 2,03,171,00
56.	Laxminagar Pacs	Rs. 5,57,945.00
57.	Kalyanpur Pacs	Rs. 4,74,496.00

58.	Maharanipur Pacs	Rs. 3,42,841.00
59.	Ghilatali Pacs	Rs 2,68,262.00
60.	Moharcherra Pacs	Rs. 2,61,438.00
61.	Swami Viveknanda Pacs	Rs. 2,55,925.00
62.	Krishnapur Pacs	Rs. 1,44,048.00
63.	Netaji Pacs	Rs. 1,53,500.00
64.	Teliamura Pacs	Rs. 31,87,819.00
65.	Dhanpur Pacs	Rs. 4,59,090.00
66.	Khash Chowmuhani Pacs	Rs. 4,53,928.00
67.	Nalchar Pacs	Rs. 4,77,158.00
68.	Udayan Pacs	Rs. 94,947.00
69.	Mohanbhog Pacs	Rs. 9,01,797.00
70.	Jumerdhepa Pacs	Rs, 8,85,967.00
71.	Novudaya Pacs	Rs. 5,12,813.00
72.	Choumohani Pacs	Rs, 4,94,386.00
73,	Urmai Pacs	Rs. 4,34,143.00
74.	Goutam Pacs	Rs. 98,873.00
75.	West Nalchar Pacs	Rs. 2,13,010.00
76.	Motinagar Pacs	Rs. 3,15,996.00
77.	Sovapur Pacs	Rs. 2,79,211.00
78.	Paharpur Bashpukur Pacs	Rs. 1,89,163.00
79.	Krishak Bandhu Pacs	Rs. 3,46,940.00
80.	Sarbapalli Pacs	Rs. 50,243.00
81.	Kulubari Pacs	Rs. 2,25,637.00
82.	Pallimangal Pacs	Rs. 4,50,660.00
83.	Kishan Pragati Pacs	Rs. 2,20,581.00
84.	Palliunnayan Pacs	Rs, 2,69,425.00
85.	Purba Laxmibill Pacs	Rs. 3,58,039.00

LAMPS NORTH DISTRICT

86.	Sufala Pacs	Rs. 96,434.00
87.	Humcrai Pacs	Rs. 46,941,00
88.	Latiachera Pacs	Rs. 1,41,528.00
89.	Rabindra nath Pacs	Rs. 3,22,463.00
90.	Pallijiban Pacs	Rs. 4,56,020.00
91.	Paschim Ganki Pacs	Rs. 51,268.00

LIST OF PACS UNDER SOUTH TRIPURA DISTRICT

Sl.No.	Name of the Pacs.	Working capital
1.	Shilghati Goan Sova Pacs Ltd.	5,48,416/-
2.	Pitra Pacs Ltd.	3,69,246/-
3.	Hadra Pacs Ltd.	3,38,367/-
4.	Jalaibari Pacs Ltd.	4,73,938/-
5.	Purba Bagafa Pacs Ltd.	17,08,583/-
6.	Matai Pacs Ltd.	10,46,883/-
7.	Haripur Pacs Ltd.	5,25,766/-
8.	Jamjuri Pacs Ltd.	6,53,355/-
9.	Salgarah Pacs Ltd.	5,11,035/
1o.	Kakraban Pacs Ltd.	11,66,472/-
I1.	Rajnagar Madhabnagar Pacs Ltd.	3.45,214/-
I2.	Nabodaya Pacs Ltd.	1,75,513/-
I3.	Laxmipati Pacs Ltd.	2,14,296/-
I4.	Upendranagar Pacs Ltd.	13,73,8o2/-
I5.	Tulamura Pacs Ltd.	6,24,994/-

16.	Gangachara Pacs Ltd.	3,82,624/-
17.	Lulanga Pacs Ltd.	8,30,777/-
18.	Amtali Pacs Ltd.	4,55,199/-
19.	Ichachhara Pacs Ltd.	9,06,573/-
20.	Gramin Pacs Ltd.	8.24.364/-
21.	Bagma Pacs Ltd.	14,61,143/-
22.	Rajnagar Pacs Ltd.	5,79,980/-
23.	Niharkamal Pacs Ltd.	3,13,567/-
24.	Netaji Pacs Ltd.	3,92,353/
25.	Muhuripur Pacs Ltd.	14,95,966/-
26.	Lowgang Gaon Pacs Ltd.	12,21,960/-
27.	Paschim Pillak Pacs	3,61,273/-
28.	Navasakit Pacs Ltd,	4,26,515/-
29.	Deshabandhu Pacs Ltd.	7,43,954/-
30.	Rangamura Pacs Ltd.	3,77.830/-
31.	Janakalyan Pacs Ltd.	2,36,074/-
32.	Adrasa Pacs Ltd.	7,83,202/-
33.	Krishna Nagar Pacs Ltd.	6,22,531/-
34.	Barapathari Pacs Ltd.	9,61,585/-
35.	Hrishyamukh Pacs Ltd.	9,00,964/-
36.	Vivekananda Pacs Ltd.	6,82,841/-
37.	Sonaichari Pacs Ltd.	2,15,453/-
38.	Pragati Pacs Ltd.	1,34,399/-
39.	Jiban Ratan Pacs Ltd,	2,17,535/-
40.	Pallimangal Pacs Ltd.	97,606/-
41.	Vivekananda Pacs Ltd.	3,34,754/-
42.	Palli Unnayan Pacs Ltd.	4,20,242/-
43.	Netajee Pacs Ltd.	3,76,340/-

44.	Santirbazar Pacs Ltd.	84.400/-
45.	Janakalyan Pacs Ltd.	2,29,634/-
46.	Samaj Kalyan Pacs Ltd.	3,81,104/-
47.	Baikhura Pacs Ltd.	4.59,471/-
48.	Kanchannagar Pacs Ltd.	6,28,032/-
49.	Khilpara Pacs Ltd.	12,28,809/-
50.	Bagabasa Pacs Ltd.	5,14,607/-
51.	Purba Mag Puskarini Pacs Ltd.	29,542/-
52.	Kathaliachara Pacs Ltd.	3,14,592/-

LIST OF PACS UNDER NORTH TRIPURA DISTRICT

Sl.No.	Name of the PACS	Working capital
1.	Samajkalyan Pacs Ltd.	4,53,129.00
2.	National Pacs Ltd.	1,96,308.00
3.	Bilashpur Pacs Ltd.	3,26,031.00
4.	Lamboo Chara Pacs Ltd.	2,16,896.00
5.	Sonavelly Pacs Ltd.	9,66,684.00
6.	Jalabasa Pacs Ltd.	3,05.479.00
7.	Chandrapur Barnakandi Pacs Ltd.	1,23,125.00
8.	Raghna Pallimangal Pacs Ltd.	2,12,727.00
9.	Kurti Pacs Ltd.	2,95,711.00
10.	Bishnupur Pacs Ltd.	8.59,322.00
11.	Ichai Pacs Ltd.	3,31,887.00
12.	Kameswar Goan Pacs Ltd,	2,85,146.00
13.	Panisagar Pacs Ltd.	7.62,158.00

14.	Tilthai Pacs Ltd.	3,18,903.00
15.	Rajnagar Pacs Ltd.	1,95,815.00
16.	Sonaicharra Pacs Ltd.	1,93,833.00
17.	Pallmianggl Pacs Ltd.	8,50,102.00
18.	Gobindapur Pacs Ltd.	2,76,366.00
19.	Rowa Pacs Ltd.	2,03,956.00
20.	Fulbari Pacs Ltd.	1,06,913.00
21.	Ganganagar Tangibari Pacs Ltd.	1,60,763.00
22.	Halfflong Pacs Ltd.	2,69,511.00
23.	United Pacs Ltd.	1,90,073.00
24.	Radhanagar Pacs Ltd.	11,51,514.00
25.	Darchari Pacs Ltd.	17,58,997,00
26.	Chantail Pacs Ltd.	11,17.635.00
27.	Janakalyan Pacs Ltd.	5,42,163.00
28.	Gakulnagar Pacs Ltd.	6,12,560.00
29.	Kumarghat Pacs Ltd.	2,59,481.00
30.	Kanchanbari Pacs Ltd.	4,17,562.00
31.	Sreerampur Samrurpur Pacs Ltd.	3,85,242.00
32.	Jalaikardiknra Pacs Ltd,	6,46,082·00
33.	Sri Laxmi Pacs Ltd.	4,04,399.00
34.	Grammayan Pacs Ltd.	1,11;316.00
35.	Krishnaragar pacs Ltd.	5;97,547 00
36.	Irani pacs Ltd,	1,18,495.00
37.	Anila pacs Ltd.	29,675.00
38,	Fulshi pacs Ltd.	5,67,760 00
39.	Dhanbilash Jagannathpur pacs Ltd.	1,54,137.00
40.	Jarultali pacs Ltd.	1,03,459.00
41	Fatikroy pacs Ltd.	5,87,551.00
42	Puschim Ratacherre Demdam pacs Ltd.	1,31,922.00
43.	Iaxmi Vally pacs Ltd.	75,360.00

44.	Sarbakalyan pacs Ltd.	2,87,954.00
45.	Machuria pacs Ltd.	1,92,638.00
46.	Kachucherra Adarsha pacs Ltd.	5,67,430.00
47.	Chulubari pacs Ltd.	4,55,525.00
48.	Kalachari pacs Ltd.	1,39,537.00
49.	Katalutma pacs Ltd.	2,79,188.00
50.	Baligam pacs Ltd.	1,12,588.00
51.	East Manik Bhandar pacs Ltd.	3,09,610.00
52.	Singhagarh pacs Ltd.	1.57,168.00
53.	Sri Siva pacs Ltd.	2,48,140.00
54.	Kulai pacs Ltd.	8,09,986.00
55.	Ambassa pacs Ltd.	10,80,923 00
56,	Sri Durga pacs Ltd.	1,40,110.00
57.	Hathuli pacs Ltd,	2,07464,00
58,	Kamalpur pacs Ltd.	8,26220,00
59.	Janakalyan-O-Debicharra pacs Ltd,	1,38,772,00
60,	Indranagar pacs Ltd,	1,84,727,00
61,	Janamangal pacs Ltd,	1,84,737,00
62,	Deocherra Ramnagar pacs Ltd,	95,979,00
63,	pragati pacs Ltd,	59,576,00
64,	Tilla Bazar pacs Ltd,	3,10,619.00
65,	Indra Nagar pacs Ltd,	195,073,00
66,	Sonaimuri pacs Ltd,	5,06,276,00
67,	Krishikalyan pacs Ltd,	6,06,276,00
68,	Baralutma pacs Ltd,	69,81,00
69,	Kuchainala pacs Ltd,	1,51,611,00

Admitted unstarred Question No :—26.

Name of Member :—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in—Charge of the Co-Operative Department be pleased to state.

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ সমবায় সমিতি গত বিধানসভা নির্বাচনের পর (১৯৮৩-৮৭ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত) তাদের বার্ষিক সাধারণ সভা ডাকার জন্য সরকারের কাছে অনুমোদন প্রার্থণা করেছিল তার নাম ;

২। আবেদন করার পরও কোন্ কোন্ সমবায় সমিতিকে কি কারণে অনুমোদন দেয়া হয় নাই তার বিবরণ ?

ANSWFR

১। Minister in-Charge of the Co-operrtive Deptt.

১। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর (১৯৮৩-৮৭ সনের December মাস পর্য্যন্ত) সরকারের নিকট কোন সমবায় সমিতি বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করার অনুমতি প্রার্থণা করে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted—Unstarred Question No —3o

Name of Member :—SHRI GOURI SANAKR REANG

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Trible Rehabilitation in Plantation & primitive Group programme Department be pleased to state.

১নং প্রশ্ন :—পি, জি, পি, স্কীম এ কোন্ কোন্ উপজাতি সম্প্রদায়কে পুনর্বাসন ও অন্যান্য সরকারী সহায়তা দেওয়া হয়।

উত্তর :—তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২নং প্রশ্ন :—ঐ স্কীম-এর উর্দ্ধতন আর্থিক অনুদানের সীমা কত,, এবং

উত্তর :—তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩নং প্রশ্ন :—আজ পর্য্যন্ত কতগুলি পরিবারকে পি, জি, পি, স্কীম-এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে (ব্লক ও সম্প্রদায় ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :—তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No.47

Name of Member—Shri Bidhu Bhusan Malakar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge the Rural Development Department be peased to state—

১। গত এপ্রিল মাসে কুমারঘাট ব্লকে কোন গাঁওসভায় কি কি স্কীমে কত বেনিফিসিয়ারীকে কি বেনিফিট দেয়া হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ ?

(নগদ টাকা এবং অন্যান্য সাহায্য পৃথক হিসাব)।

Reply by shri Birjit sinha, Minister for Rural Development :—

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

Admitted UN-STARRED QUESTION NO,49

Name of the Member :—Shri Rudreswar Das, M,L,A,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১৯৮৮ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে কত জন বর্গাদারের নাম রেকর্ড করা হয়েছে বিভাগ ভিত্তিক হিসাব।

ANSWER

Minister-in-Charge of the Revenue Department Revenue Minister

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ৩১/১২/৮৭ইং তারিখ পর্য্যন্ত রেকর্ড ভুক্ত বর্গাদারের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নরূপ :—

সদর—	১,২৪২
খোয়াই—	২৮৭
সোনামুড়া—	৪১২
কৈলাসহর—	৩৪১
ধর্মনগর—	৪২২
কমলপুর—	৭৭০
উদয়পুর—	৬৬৩
অমরপুর—	৩৫
বিলোনীয়া—	৩২৯
সাব্রুম—	৭২

Printed by
Tripura Press Owners' Association
Math Chowmuhani, Agartala, Tripura.